

সাদ্ধর্ম বহুম্বালা



ধর্ম্য গাল মহাথের



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Gyana Alo Bhante

সদ্ধর্ম রত্নমালা

ধর্মপাল মহাশয়ের ত্রিপিটক বিশারদ
কর্তৃক সংকলিত

বৌদ্ধ ধর্মাক্ষুর বিহার
১ বুদ্ধিষ্ট টেম্পল স্ট্রীট কলিকাতা ৭০০০১২

প্রকাশক

শ্রীমৎ ধর্মপাল মহাথের

বৌদ্ধ ধর্মাসুর বিহার

১ বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট

কলিকাতা ৭০০০১২

প্রচ্ছদপট

শ্রীঅমল্য দাস

মুদ্রাকর

কাশীনাথ পাল

প্রিন্টিং সেন্টার

১৮বি, ভূবন ধর লেন

কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম সংস্করণ

বুদ্ধজয়ন্তী বর্ষ

২৫০০ বুদ্ধাব্দ, ১৩৬৩ সাল

দ্বিতীয় সংস্করণ

ভাদ্র পূর্ণিমা

২৫০৬ বুদ্ধাব্দ, ১৩৬৯ সাল

তৃতীয় সংস্করণ

২৫২০ বুদ্ধাব্দ, ১৯৬৬ ইং

চতুর্থ সংস্করণ

প্রবারণা পূর্ণিমা, ২৫২৯ বুদ্ধাব্দ, ১৯৮৪ ইং

পঞ্চম সংস্করণ

বুদ্ধপূর্ণিমা, ২৫৩৫ বুদ্ধাব্দ, ১৯৯১ ইং

মূল্য ৪৫ টাকা

উৎসর্গ

বুদ্ধশাসনে ভিক্ষুহ্র অবলম্বন করিয়াও
শাসন-হিতকর কার্যে ষাঁহার আর্থিক
সাহায্য ও অনুপ্রেরণা হইতে বঞ্চিত
হই নাই সেই পরলোকগত
পিতৃদেবের পুণ্য স্মরণে
উৎসর্গ করিলাম ।

অবতরণিকা

“ধন্মদানং সৰ্বদানং জিনাতি”—এই বুদ্ধবাণীকে যিনি জীবনে আদৰ্শ রূপে গ্রহণ করেছেন, যার তরুণ জীবন এরই মধ্যে বহু ধৰ্মগ্রন্থ প্রকাশনায় ও নবপর্যায় জগজ্জ্যোতির পুনঃ-প্রকাশনে হয়েছে পুণ্যময়, সেই বৌদ্ধ-ভিক্ষু শ্রীমৎ ধৰ্মপালের স্ননিপুণ চয়নে ও গ্রন্থনায় ত্রিপিটক ও অন্যান্য বৌদ্ধ ধৰ্মগ্রন্থ হতে সুসংকলিত হয়ে **সদ্ধৰ্ম রত্নমালা** আজ প্রকাশের পথে—বৌদ্ধজগতে এ অতি শুভ-সংবাদ !

হস্তসার, গৃহীকর্তব্য, রত্নমালা, সদ্ধৰ্ম-দীপিকা প্রভৃতি বস্তুমান্যে দুঃপ্রাপ্য বা অপ্রাপ্য হয়ে উঠেছে, অথচ বৌদ্ধ নিত্যকৰ্ম পদ্ধতি জাতীয় বইয়ের বিশেষ অভাব রয়েছে বাংলাদেশে। শোনা যায় উল্লিখিত বইগুলির যঁারা স্বত্বাধিকারী তাঁরা নিজেরাও বইগুলি ছাপাচ্ছেন না, অতীতকালে ছাপতে দিতে তাঁরা নারাজ। এ’ পরিস্থিতিতে অদ্বৈত ভিক্ষু মহোদয় যে বৌদ্ধ জনসাধারণের এই বিশেষ অভাব দূরীকরণার্থে অগ্রসর হয়ে “সদ্ধৰ্ম রত্নমালা” চয়ন, সংকলন, গ্রন্থন, সম্পাদনা ও প্রকাশনার ভার নিয়েছেন এ’জন্ত সমগ্র বৌদ্ধ সমাজ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

“তুল্লভঞ্চ মনুস্সত্তং”—এই বুদ্ধবাণী দিয়ে শুরু হয়েছে তাঁর মাল্য-রচনা। অর্থাৎ এই পুস্তকের প্রারম্ভেই রয়েছে মানুষ ও মনুষ্যত্বের জয়গান। এর পর পাতায় পাতায় তিনি একে গেছেন সেই আৰ্য্যপথের রেখাচিত্র, যে পথে চলে পৌছা যায় মনুষ্যত্ব ও চরম বিকাশ নিৰ্ব্বাণে। বৌদ্ধ গৃহী ও বৌদ্ধ ভিক্ষু উভয়ের জন্তেই রয়েছে তা’তে পথের সন্ধান। অমূল্য রত্নরাজি তিনি সাজিয়ে রেখেছেন থরে থরে সদ্ধৰ্ম রত্নমালার ডালায়।

এর পর বন্দনা-বিভাগ। যেখানে যত “সুত্র”, শ্লোক বা স্তোত্র তিনি পেয়েছেন সবই তিনি আহরণ করে সাজিয়ে দিয়েছেন এই পরিচ্ছেদে। একই গ্রন্থে এতো বিভিন্ন রকমের সুন্দর সুন্দর বন্দনা-সুত্রের সমাবেশ আর কোনো বইতে দেখিনি!।

এর পর পূজা-পরিচ্ছেদ । এতে শুধু পূজার মন্ত্র নয়,—পূজার সংজ্ঞা নির্দেশ, পূজার উদ্দেশ্য, পূজার প্রকারভেদ প্রভৃতি ত রয়েছেই—আরও রয়েছে প্রত্যেক মন্ত্রের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ ।

তারপর পাই দান-পরিচ্ছেদ । দান কি, দান কেন করতে হয়, কি করে করতে হয়, দাতা কত রকমের হতে পারে, “ব্যক্তিক” দান ও সংঘদান কাকে বলে, কোন্ কোন্ দানের কি কি ফল—ইত্যাদি সংক্ষেপে বলা হয়েছে এখানে । দানের ‘মন্ত্র’ও রয়েছে, তারই সঙ্গে রয়েছে সরল বাংলায় তার অনুবাদ ।

এরপর কঠিন চীবর দানের কথা । কঠিন চীবর কি, কঠিন চীবর দান কি, তার ফল কি, কিভাবে এ’দান করিতে হয় তার বর্ণনা রয়েছে এতে । পরলোক-গত আত্মীয় স্বজনেরা কোথায় যায় ? তাঁরা কি পুণ্যদান গ্রহণ করিতে পারেন ? কিভাবে তাদের উদ্দেশ্যে করা যায় দান ? পুণ্যদানে কি তাদের মুক্তি হয় ? এসব আলোচনা রয়েছে এতে । আর রয়েছে পুণ্যদানের মন্ত্র ও তার সহজ সরল বাংলা ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে আছে ত্রিশরণ-কথা । কি করে কোথায় স্মরণ হলো ত্রিশরণ-মন্ত্র, রয়েছে তার ইতিহাস ; কত রকমের শরণ আছে রয়েছে তার সব বৃত্তান্ত ।

এর পর শীল-পরিচ্ছেদ, তাতে আছে শীল-পরিচিতি । শীল কি, কত রকমের শীল আছে, কিভাবে শীল নিতে হয়, শীল গ্রহণ ও পালন করলে কি ফল তাতে হয়,—এই সব কথা বলা হয়েছে এতে ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আছে প্রব্রজ্যা-কাহিনী । প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস কি, কি করে তা’ নেওয়া যায়, কি তার মন্ত্র, কি কি তা’তে দরকার, কি তার প্রার্থনাপদ্ধতি, কি তার ভাবনা, কৰ্মস্থান বা ধ্যান-পদ্ধতি । কি তার শীল, কিভাবে তাকে চলতে হয়,—এই সব কথা সংক্ষেপে দেওয়া আছে এখানে ।

সপ্তম পরিচ্ছেদে আছে ভাবনা-কথা । ভাবনা মানে চিন্তা বা ধ্যান । এতে রয়েছে মৈত্রী-ভাবনা, বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের গুণ-স্মরণ, দেবতাদের গুণানুস্মরণ ও “মরুতে হবে” এই কথা বার বার জপ করার পদ্ধতি ও কৌশল ।

অষ্টম পরিচ্ছেদে রয়েছে গৃহীদের কর্তব্য-কথা । রয়েছে “সিগালকোবাদ” ও “ব্যগ্ধপঞ্চ” সূত্রদ্বয়ের বাংলা অনুবাদ ও সপ্ত “অপরিহানিয়” ধর্মের স্থললিত ব্যাখ্যা ।

নবম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে আবাহ বিবাহ-পদ্ধতি । এতে আছে পতিগৃহ-গামিনী কুমারীদের প্রতি ভগবান তথাগত বুদ্ধের উপদেশ ; পুণ্যশ্লোকা বিশাখা যখন পতিগৃহে যাচ্ছিলেন সে সময় তাঁর পিতা তাঁকে যে সব উপদেশ দেন সেই সব কাহিনী, রয়েছে স্বামীর বাড়ীর লোকেদের প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য । স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য ও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য-কথা । রয়েছে বিবাহের মন্ত্রাদি ।

দশম পরিচ্ছেদে আছে—“পরিত্রাণ”-কথা, পরিত্রাণ বা সূত্র কাকে বলে, কিভাবে তা গুণ্ডিতে হয়, সূত্র গুণ্ডিতে কি লাভ, এই সব কথা আছে এতে । রয়েছে পরিত্রাণ প্রার্থনা, দেবতা-আমন্ত্রণ, বিশিষ্ট দেবতা-আমন্ত্রণ, দেবগণকে পুণ্যদান ও আরক্ষা প্রার্থনা, বুদ্ধশাসনের উন্নতি ও আরক্ষা প্রার্থনা, দেবগণের নিকট আরক্ষা-প্রার্থনা, মহামঙ্গল সূত্র, রতন সূত্র ও আরো অনেক অনেক সূত্র । এই সবেরই মূল পালির সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হয়েছে বাংলা অনুবাদ । এ’ছাড়া প্রত্যেক-সূত্রের ইতিকথাও হয়েছে সংক্ষেপে বলা ।

সর্বশেষে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ধর্মপাল ভিক্ষু মহোদয়কে তাঁর এই মূল্যবান চয়ন, সংকলন, গ্রন্থনা, সম্পাদনা ও প্রকাশনার জগু তাঁকে জানাই আমার সর্বাস্তরিক অভিনন্দন ও অভিবাদন । বাংলার ঘরে ঘরে এই পুণ্যগ্রন্থ পুণ্যের শ্রোত প্রবাহিত করুক !

সবে সত্তা স্মৃতিতা ভবন্ত ।

সিভিল সার্জনের বাংলা

কুচবিহার

২৬।১২।৫৬

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রিয় ভানুকদার

গ্রন্থকারের নিবেদন

চট্টল তথা বাঙালী বৌদ্ধসমাজে সন্ধর্ম-চেতনা জাগ্রত রাখিতে সন্ধর্ম রত্নাকর, রত্নমালা এবং সন্ধর্ম দীপিকা প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্ম ও উপাসনামূলক গ্রন্থ সমূহের অবদান অনস্বীকার্য। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট উক্ত গ্রন্থাবলীর সংকলয়িতাগণ চিরস্মরণীয়। কিন্তু এই গ্রন্থ সমূহ আজকাল নানা কারণে একান্ত দুপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। অথচ এই রকম পুস্তকের প্রয়োজন বর্তমানে অধিক। বহু বৌদ্ধ উপাসক-উপাসিকা ‘রত্নমালা’ “সন্ধর্ম রত্নাকর” প্রভৃতি পুস্তকের সন্ধানে প্রায়ই আসেন এবং পুস্তকের অভাবে তাঁহাদিগকে নিরাশ হইতে হয়।

এইসব কারণে, বহুদিন যাবৎ বৌদ্ধ জনসাধারণের উপযোগী করিয়া এই রকম একটি পুস্তক সঙ্কলনের উদ্দেশ্য মনে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। অন্যান্য গ্রন্থাদি মুদ্রণ ব্যাপারে লিপ্ত থাকায় এবং বিশেষতঃ আর্থিক অসঙ্গতি হেতু তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হই নাই। কতিপয় সন্ধর্ম-হিতৈষী ভিক্ষু ও সমাজ-সচেতন দায়কের আগ্রহাতিশয্যে আজ সন্ধর্ম রত্নমালা আত্ম-প্রকাশ করিল।

গ্রন্থটি সর্বোৎসাহের সহিত চেষ্টার ক্রটি করি নাই। এতাবৎকাল প্রচলিত এই শ্রেণীর পুস্তকাদির যাবতীয় সূত্র, মার্জিত বঙ্গানুবাদ এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সূষ্টরূপে এবং বিশদভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পালিসূত্র পঠন-সৌকর্য্যার্থে বহু অর্থব্যয়ে পালি সংযুক্ত অক্ষর নূতনভাবে ঢালাই করা হইয়াছি।

এই পুস্তক সঙ্কলনে সর্বোচ্চ দান করিয়াছেন জগজ্জ্যোতি ও ধর্মাস্তুর বুক এজেন্সীর ভূতপূর্ব সুরোগ্য কর্ম্মী শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত স্ববির এবং মদীয় গুরুভাই শ্রীমৎ ধর্মসেন ভিক্ষু। তাঁহাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। স্নেহপ্রতিম শ্রীমান জ্ঞানশ্রী শ্রামণ, নন্দবংশ শ্রামণ এবং আমার ভাগিনেয় শ্রীমান মনমথকুমার বড়ুয়া এই গ্রন্থ চয়নে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াছে। তাহাদের আমি আন্তরিক আশীর্বাদ করি। আমার অশেষ কল্যাণকামী

সদ্ব্যখ্যাত ডাঃ মুনীন্দ্রপ্রিয় তালুকদার এম. বি. সিভিল সার্জন মহোদয় ভূমিকা লিখিয়া বইটির মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহ আমার বহু কাজের প্রেরণার উৎস। বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত শশাঙ্ক মোহন বড়ুয়া বি. এ. মহোদয় পুস্তকের প্রুফ সংশোধনে সহযোগিতার জন্য আমার ধন্যবাদার্থ। পুস্তক মুদ্রণে ষত্ন ও তৎপরতার জন্য বড়ুয়া আর্ট প্রেসের কাছে আমি ঋণী।

পরিশেষে আর একটি বক্তব্য এই, যাহাদের উদ্দেশ্যে এই পুস্তক সঙ্কলিত সেই বৌদ্ধ জনসাধারণের সদ্ব্যখ্যের প্রতি আগ্রহ বর্দ্ধনে এবং তাহাদের নৈতিক ও মানসিক উৎকর্ষ-সাধনে ইহা উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইলেই শ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি

বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার

১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রাট

কলিকাতা ১২

বিনীত

গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

সদস্য রত্নমালার প্রথম সংস্করণ খুব তাড়াতাড়িই নিঃশেষিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, পুস্তকখানি পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহের সঞ্চার করিয়াছে। যাহাদের উদ্দেশ্যে এই পুস্তক প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাদের প্রয়োজনে আসিলেই আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব।

দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি—ভারতের বাহিরে পোষ্টাল আদান-প্রদানের নানারূপ অসুবিধার দরুন বহু আগ্রহশীল ব্যক্তির কাছে আমার পক্ষে বই পাঠানো সম্ভব হয় নাই। নতুবা আরো বহু পূর্বেই প্রথম সংস্করণের বই নিঃশেষ হইয়া যাইত। এখনো পাঠক মহলে পুস্তকখানির যথেষ্ট চাহিদা দেখিয়া আমি ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে বাধ্য হইলাম। পূর্ববর্তী ভুল সংশোধন ছাড়াও এই সংস্করণে কিছু কিছু পরিবর্তন পরিবর্দ্ধন করিয়া পুস্তকটি সর্বত্র পরিপূর্ণ করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি। মূদ্রণও পূর্বে হইতে উন্নত করার চেষ্টা করিয়াছি, পালি-মূত্র পঠন-সৌকর্য্যার্থে এইবারও নিজ ব্যয়ে পালি সংযুক্তাক্ষর ঢালাই করাইয়াছি। আশা করি, এই সংশোধিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আরো অধিকতর সমাদর লাভ করিবে। দ্বিতীয় সংস্করণ মূদ্রণের ব্যাপারে বেঙ্গল প্রিন্টার্সের মালিক শ্রীযুত সমীর কুমার মজুমদারের বিশেষ যত্ন ও তৎপরতার জন্য আমি তাঁহার কাছে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম। পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার্থে দ্বিতীয় সংস্করণের মূদ্রণ-ব্যয় অধিক হওয়া সত্ত্বেও পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করি নাই। ইতি

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

সদ্বর্ষ রত্নমালার দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষ হয়েছে আজ পাঁচ বৎসরেরও অধিক হতে চলল। পুস্তকখানির চাহিদা পূর্ব হতেও বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্যই এটা আমার পক্ষে পরম সান্ত্বনা এবং আনন্দের বিষয়। কাগজ ও মুদ্রণের দাম পূর্বের চেয়ে ২।৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তা সত্ত্বেও পুস্তকখানির জনপ্রিয়তা ও জনসাধারণের অত্যধিক উৎসাহ আমাকে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশে বাধ্য করেছে।

বিগত প্রায় দশ বৎসর থেকে বৌদ্ধ ধর্মাস্তুর সভার বিবিধ কাজ কর্ম নিয়ে আমি এত ব্যস্ত ছিলাম যে প্রচুর চাহিদা সত্ত্বেও পুস্তকখানি প্রকাশের ব্যাপারে মোটেই সময় দিতে পারিনি। বিশেষ করে রূপাশরণ কণ্টিনেন্টাল ইনষ্টিটিউশন পরিচালনা, ধর্মাস্তুর সংলগ্ন জমি ও রাজগীরে জমি ক্রয়, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বৌদ্ধ কনফারেন্সে যোগদান ইত্যাদি সভার আরো বহুবিধ উন্নয়নমূলক কাজে লিপ্ত থাকায় পুস্তকখানির পুনঃ মুদ্রণে যথেষ্ট বিলম্ব হয়েছে।

বলা বাহুল্য সদ্বর্ষ রত্নমালার হিন্দী সংস্করণ ছাপার জন্তু আমাকে গত কয়েক বৎসর ধরেই অনেকে অনুরোধ করে আসছেন। শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধে আমি সদ্বর্ষ রত্নমালার হিন্দী অনুবাদের কাজ আরম্ভ করিয়ে দিয়েছি এবং কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আনন্দের বিষয় উড়িষ্যার ভিক্ষু উঃ আলোক নিজের উৎসাহেই পুস্তকখানির উড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করে ফেলেছেন।

সদ্বর্ষ রত্নমালার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্তু আর্থিক সাহায্য ও বিশেষ উৎসাহ দিয়েছেন আসাম ও মেঘালয়ের প্রখ্যাত কর্মবীর শ্রীমৎ জিনরতন মহাথের। তাঁহার আর্থিক সাহায্য এবং উৎসাহ না পেলে পুস্তকটির প্রকাশ সম্ভব হত না। এজন্য তাঁর নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রইলাম। কাগজ ও মুদ্রণ-মূল্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় তৃতীয় সংস্করণের মূল্য বর্দ্ধিত করতে বাধ্য হলাম।

বর্তমান সংস্করণ প্রকাশনায় অগ্ন্যান্ত ষাঁরা উৎসাহ দান ও নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মাস্তুর সভার সহসম্পাদক শ্রীমিলনকান্তি চৌধুরী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের হেড ডঃ দীপককুমার বড়ুয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত কলেজের পালি অধ্যাপক ডঃ সুকোমল চৌধুরী প্রফ সংশোধনের কাজে বিশেষ সাহায্য করেছেন। তাঁদের সকলের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রইলাম। ইতি

বৌদ্ধ ধর্মাস্তুর বিহার

১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

২রা জুলাই ১৯৭৭ ইং

বিনীত

গ্রন্থকার

চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন

গত এক বৎসরের উপর সন্ধর্ম রত্নমালা সম্পূর্ণভাবে নিশেষিত। পাঠককুলের আগ্রহাতিশয্যে ও দায়ক-দায়িকাদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হোল। নানা কাজের চাপে বিশেষতঃ বৌদ্ধ ধর্মাস্কুর সভার সাধারণ সম্পাদক এবং মহাসচিবরূপে অখিল ভারতীয় ভিক্ষু সংঘের গুরুদায়িত্ব, কৃপাশরণ কটিনেন্টাল ইনষ্টিটিউসনের সর্ববিধ দায়িত্ব পালন ছাড়াও অতীশ মেমোরিয়াল হল ও ইনষ্টিটিউট অফ কালচারের প্রস্তাবিত চারতলা ভবনের নক্সা তৈরী, যথাযথ অনুমোদন এবং ভবনের উদ্দেশ্যে দান সংগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে সদাসর্বদা ব্যাপৃত থাকাকালীন অবস্থার মধ্যেও যে এই সংস্করণের প্রকাশ সম্ভব হোল তার জন্য মানসিক দিক দিয়ে আমি স্তম্ভী, যদিও শারীরিক ভাবে আমি ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত।

এই সংস্করণের সুরু সম্ভবই হোত না যদি বৌদ্ধ ধর্মাস্কুর সভার বর্তমান সভাপতি শ্রদ্ধেয় জিনরতন মহাথের মহোদয় বারম্বার উৎসাহ ও প্রেরণা না দিতেন।

সন্ধর্ম রত্নমালা বৌদ্ধ গৃহীসমাজের আদরণীয় হয়েছে—চতুর্থ সংস্করণের শুভ প্রকাশই সেই ইঙ্গিত বহন করে।

এই সংস্করণ ছাপা ও প্রুফ দেখার ব্যাপারে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন সভার নিষ্ঠাবান ও নিঃস্বার্থ সদস্য শ্রীদেবেন দাস ও ‘জগজ্জ্যোতি’র সম্পাদক শ্রীহেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী।

অ্যাঞ্জেলা প্রেস ও পাবলিসিটির কর্ণধার শ্রীনীহার ঘোষ বিশেষ যত্নসহকারে মুদ্রণকাজে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর সুযোগ্য কর্মীবৃন্দের আন্তরিক সততা ও পরিশ্রমও যে এই কাজকে ত্বরান্বিত করেছে তা বলাই বাহুল্য।

আমি আশা রাখি, এই পুস্তক বহুল প্রচারিত হ’য়ে গৃহীসমাজের সাংসারিক কল্যাণ সাধনে সহায়ক হবে এবং তাঁদের আদর্শ জীবনযাপনে সদা উদ্বুদ্ধ করবে। এইখানেই আমার শ্রম ও উদ্দেশ্য সার্থক মনে ক’রে ধন্য হবো।

প্রবারণা পূর্ণিমা

বুদ্ধাব্দ ২৫২১

বৌদ্ধ ধর্মাস্কুর বিহার

১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল স্ট্রীট কলিকাতা-১২

বিনীত

গ্রন্থকার

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

সদস্য রত্নমালার মূদ্রিত কপিসমূহ নিঃশেষিত হওয়ায় এবং পাঠক-পাঠিকা-বর্গের মধ্যে এই পুস্তকের জনপ্রিয়তা মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান পঞ্চম সংস্করণ মূদ্রণে বাধ্য হয়েছি।

বৌদ্ধ ধর্ম্মাকুর সভার সাধারণ সম্পাদক হিসাবে বিভিন্ন শাখাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ কাজে প্রচণ্ড ব্যস্ত-মুহূর্তের মধ্যেও সতর্কতার সঙ্গে প্রফ দেখার কাজও সমাধা করতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও কিছু ভুল-ত্রুটি হয়তো থেকে যেতে পারে—এজন্য পাঠক-পাঠিকাদের কাছে মার্জনা প্রার্থনা করি।

অনধিক পাঁচ বছর পূর্বের তুলনায় বর্তমানে মূদ্রণ, কাগজ ও বাঁধাই-এর খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় তিন গুণ। নিতান্ত বাধ্য হয়েই এই সংস্করণে দ্বিগুণেরও অধিক মূল্য রাখতে বাধ্য হলুম। তবে এবার একটি নতুন পরিচ্ছেদ যুক্ত হয়েছে। এই নব-সংযোজিত একাদশ পরিচ্ছেদে উপসম্পদা কন্ম-বাচা ইত্যাদি এবং ভিক্ষুদের আপত্তি দেশনা প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোজন করা হয়েছে।

এই সংস্করণ প্রকাশনায় শ্রী দেবেন দাস, জগজ্জ্যোতি সম্পাদক শ্রীমান হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী, শ্রীমান জ্ঞানপাল শ্ববির বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। এঁদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই সঙ্গে আমার অন্তরের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই পুস্তকের সৃষ্ট মূদ্রণকার্যের জন্য প্রিন্টিং-সেণ্টারের সত্বাধিকারী শ্রীকানীনাথ পাল ও প্রেসের সকল কর্মীদের।

বুদ্ধপূর্ণিমা ১৯৯১
বৌদ্ধ ধর্ম্মাকুর বিহার
১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০১২

নিবেদক
গ্রন্থকার

সূচী

বিষয়

পৃষ্ঠা

বিষয়

পৃষ্ঠা

প্রথম পরিচ্ছেদ

(১৩)

সজ্জ বন্দনা

১৬

দ্বিতীয় বস্ত

১

(১৪)

অগ্রপ্রাবক বন্দনা

১৬

(১) ক্ষণ সম্পদ

২

(১৫)

ভিক্ষু বন্দনা

১৭

(২) কর্তব্য বা কৃত্য

৭

(১৬)

মাতৃ বন্দনা

১৮

(৩) পূর্ণার্থ কৃত্য

৭

(১৭)

পিতৃ বন্দনা

১৮

(৪) সাযং কৃত্য

৮

(১৮)

প্রকারান্তরে ত্রিরত্ন বন্দনা

বা গাথা সংগ্রহ

১৮-৩০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বন্দনা

৯

(১) বুদ্ধ বন্দনা

৯

(২) ধর্ম্য বন্দনা

১০

(৩) সজ্জ বন্দনা

১১

(৪) বন্দনা ও প্রার্থনা

১২

(৫) ত্রিচৈত্য বন্দনা

১৩

(৬) বোধি বন্দনা

১৪

(৭) দস্তধাতু বন্দনা

১৫

(৮) শ্রীপাদ বন্দনা

১৬

(৯) সপ্ত মহাস্থান বন্দনা

১৭

(১০) অষ্ট মহাস্তূপ বন্দনা

১৫

(১১) বুদ্ধের ব্যবহার্য্য

দ্রব্য বন্দনা

১৫

(১২) ত্রিরত্ন, বোধি ও সমস্ত

ধাতু একত্রে বন্দনা

১৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পূজা

৩১

(১) পুষ্প পূজা

(১)

৩১

(২) প্রদীপ পূজা

(২)

৩২

(৩) আহার পূজা

(৩)

৩২

(৪) সুগন্ধি পূজা

(৪)

৩২

(৫) গিলান প্রত্যয় পূজা

(৫)

৩৩

(৬) বৃক্ষস্থিত পুষ্প পূজা

(৬)

৩৩

(৭) প্রতিপত্তি পূজা

(৭)

৩৩

(৮) জ্ঞাপিত্রেত পূজা

(৮)

৩৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দান

৩৪

(১) দানের প্রণালী

(১)

৩৫

(২) ত্রিবিধ দায়ক

(২)

৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
(৩) পুদ্গলিক দান	৩৭	সপ্তম পরিচ্ছেদ	
(৪) সজ্জাদান	৩৭		
(৫) অষ্টপরিষ্কার দান	৩৮	ভাবনা	৬৫
(৬) কঠিনচীবর দান ও দানের ফল	৪২	(১) মৈত্রী ভাবনা	৬৬
(৭) মৃত স্মৃতিগণকে পুণ্যদান	৪৫	(২) বুদ্ধাহুশ্বৃতি ভাবনা	৬৮
(৮) উৎসর্গ	৪৬	(৩) ধর্মাহুশ্বৃতি ভাবনা	৬৯
পঞ্চম পরিচ্ছেদ		(৪) সজ্জাহুশ্বৃতি ভাবনা	৭০
ত্রিশরণ	৪৮	(৫) দেবতাহুশ্বৃতি ভাবনা	৭২
(১) ত্রিশরণের উৎপত্তি	৪৮	(৬) মরণাহুশ্বৃতি ভাবনা	৭৩
(২) ত্রিশরণের প্রকার ভেদ	৪৯	অষ্টম পরিচ্ছেদ	
(৩) শীল	৫১		
(৪) পঞ্চশীল	৫২	গৃহী-কর্তব্য	৭৪
(৫) অষ্টশীল	৫৩	(১) সিংগালকোবাদ সূত্র	৭৪
(৬) শীলের ফল বর্ণনা	৫৫	(২) ব্যগ্ধপঙ্ক সূত্র	৮১
		(৩) সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম	৮৩
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ			
প্রব্রজ্যা	৫৭		
(১) প্রব্রজ্যাদানের বিধান	৫৮	নবম পরিচ্ছেদ	
(২) প্রব্রজ্যা প্রার্থনা	৫৮		
(৩) দশশীল প্রার্থনা	৫৯	আবাহ বিবাহ	৮৫
(৪) চতুর্বিধ বর্ত্তমান প্রত্যবেক্ষণ	৬১	(১) কণ্ঠা-কর্তার উপদেশ	৮৮
(৫) চতুর্বিধ অতীত প্রত্যবেক্ষণ	৬৩	(২) স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য	৮৯
		(৩) স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য	৯০
		(৪) বিবাহ মন্ত্র	৯০

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
(৫২) বঙ্গানুবাদ	১৮৯	(৬৫) কুমার পঞ্জঃ	২২৭
(৫৩) বসন্ত স্তোত্র	১৯২		
(৫৪) বঙ্গানুবাদ	১৯৫	একাদশ পরিচ্ছেদ	
(৫৫) দশমস্কন্ধ স্তোত্র	১৯৯	কাম্বাচা	
(৫৬) বঙ্গানুবাদ	২০০	(১) উপসম্পদা কাম্বাচা	২২৯
(৫৭) মহাসময় স্তোত্র	২০২	(২) কঠিনথার কাম্বাচা	২৩৪
(৫৮) আটানাটিষ স্তোত্র	২১০	(৩) অবিলম্বাসানীমা সমূহ	
(৫৯) তিরোকুড স্তোত্র	২১৮	কাম্বাচা	২৩৫
(৬০) উৎপত্তি	২১৯	(৪) মহাপ্রবাজনিষ কাম্বাচা	২৩৬
(৬১) বঙ্গানুবাদ	২২২	(৫) থেরসম্মতি কাম্বাচা	২৩৭
(৬২) নিধিকণ্ড স্তোত্র	২২৩	(৬) বুদ্ধমূর্তির জীবনশা	২৩৮
(৬৩) বঙ্গানুবাদ	২২৪	(৭) আপত্তিদেবনা	২৪০
(৬৪) মচ্ছরাজ পরিভাষা	২২৬		

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুর্লভ বস্তু

“দুর্লভঞ্চ মনুস্সত্ত্বং” মানব জন্ম দুর্লভ। কল্প কল্পান্তের সঞ্চিত পারমীর পূর্ণতায় আজ থেকে আড়াই হাজার বর্ষ পূর্বে ভগবান তথাগত দৃঢ় কণ্ঠে এই বাণী ঘোষণা করিয়াছেন। মানব জন্মকে বুদ্ধের এই গুরুত্বদানের কারণ কি তাহা বিচার করিয়া দেখা দরকার।

সাধারণতঃ দেখা যায় সমগ্র জীবজগতের মধ্যে জ্ঞানে, বুদ্ধি-বিবেচনায়, শ্রমে, দয়া-দাক্ষিণ্যে, সং কর্মাক্ষুষ্ঠান এবং সাধনার ক্ষেত্রে মানুষ অদ্বিতীয় স্থান দখল করিয়া আছে। যে মানুষ এক সময় অরণ্যচারী, হিংস্র ও আম-মাংসভোজী ছিল, বিবর্তনের মধ্য দিয়া আপনাব সাধনায় সেই মানুষ ক্রমোন্নতি করিতে পারিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানে আজ বিপুল শক্তির অধিকারী। কিন্তু এই জগতই মানব-জগৎকে দুর্লভ বলিয়া মনে করিলে হয়তো আমরা ভুলই করিব। ভগবান বুদ্ধের মতে ইহা মানবজাতির সাময়িক উন্নতি ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই ধরণের উন্নতি মানুষ যতই করুক না কেন জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুরূপ সংসারের যে চিরন্তন রীতি ইহা দ্বারা তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। তবে বুদ্ধের মতে মর্ত্যলোকই প্রাণীজগতের দুঃখমুক্তির সাধনভূমি এবং মানবজন্ম ব্যতীত এই সাধনা অন্য কোথাও সম্ভব নয়। নরকে, প্রেতলোকে, তির্য্যক ঘোনিতে কিংবা অপরলোকে এমন কি অরূপ ব্রহ্মলোকেও পুণ্য সম্পাদন বা দুঃখমুক্তির জগৎ লাভনার কোন অবকাশ নাই। দুষ্কর্মের ফলে একবার মনুষ্যজগৎ হারাইয়া অধোগতি লাগলে পুনরায় মানবজন্ম লাভ করা বড়ই কঠিন। দেবলোকেও দেবপুত্রগণ গণেশ অপারা পরিবৃত হইয়া কামমুখে এতই মত্ত থাকেন যে তাঁহারা পুণ্য কর্মের কথা একদিকম ভুলিয়াই যান। কিন্তু মনুষ্যালোকে—একদিকে আর্ত-পীড়িত ও দুঃখ জনের করুণ আর্তনাদ, অন্যদিকে আবার প্রচুর বিত্তশালী বিলাসী পুরুষের

স্বর্গস্থ উপভোগ,—এই দুইটি দৃষ্টান্ত পাশাপাশি বিদ্যমান। হস্তপদাদি চক্ষু কর্ণে সম ইন্দ্রিয়সম্পন্ন মানুষের মধ্যে পরস্পরবিরোধী এই যে বিরাট পার্থক্য তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষ মাত্রই পাপপুণ্য এবং তদ্ব্যবহৃত সুখ-দুঃখের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। অতঃপর চক্ষুমান বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ জীবনের বৃহত্তম সুখের আশায় কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হন এবং বুদ্ধপ্রদর্শিত আৰ্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুসরণ করিতে প্রয়াস পান। এই জন্যই বুদ্ধ মানবজন্মকে এতই গুরুত্ব দান করিয়াছেন।

ক্ষণ সম্পদ

জগতে মানবজন্মের আনুষঙ্গিক আর কি ছল'ভ বস্তু আছে সে সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন—

অর্টেক্ষণা বিনিম্মুত্তা খণং পরম-তুল্লভং,

উপলব্ধেন কত্তবং পুণ্ণং পণ্ডবতা সদা।

যিনি অষ্টবিধ অক্ষণ মুক্ত হইয়া ছল'ভ ক্ষণসম্পদ লাভ করিয়াছেন, সেই প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির সর্বদাই পুণ্য কর্ম সম্পাদন করা কর্তব্য।

তযো অপায়া অরুপ্পাসণ্ণং পচন্তিয়স্পি চ

পঞ্চিল্লিয়ানং বেকল্লং মিচ্ছাদিট্ঠি চ দারুণা।

অপাতুভাববুদ্ধস্স সঙ্কম্মামতদাযিনো

অর্টেক্ষণা অসময়া ইতি এতে পকাসিতা।

ত্রিবিধ অপায় (নরক, তির্য্যক ও প্রেতযোনি), অরূপ ও অসংজ্ঞ ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন, প্রত্যস্তদেহে জন্ম, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিকলতা, দারুণ মিথ্যা দৃষ্টি-পরায়ণ ও অমৃতরূপ সঙ্কম্মদাতা বুদ্ধের অনুৎপত্তি, এই অষ্টবিধ অবস্থাকে অষ্ট অক্ষণ বা অসময় বলা হইয়াছে। উল্লিখিত অক্ষণ সমূহের সম্যক অবগতির নিমিত্ত নিম্নলিখিত বুদ্ধভাষিত গাথাগুলি উদ্ধৃত করা হইল।

করোন্তো কস্মকরণং নিরযে অতি দারুণং,

ভযানকং ভুসং ঘোরং কথং পুণ্ণং করিস্সতি ?

যখন প্রজ্জলিত নরকে নিরয়পালগণ পাপীদের ভীষণভাবে যন্ত্রণা দিতে থাকিবে তখন কি প্রকারে পুণ্য সঞ্চয় করিবে ?

অর্থাৎ—আট প্রকার মহানরকের মধ্যে প্রাণিগণ অহোরাত্র অগ্নিদগ্ধ হইতে থাকে। তাহাদের দুঃখ যন্ত্রণার কথা মানুষের কল্পনাতেই। পাপের ফল নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেই দুঃখ হইতে তাহাদের নিষ্কৃতি নাই। কোন কোন নৈরয়িক প্রাণী কল্পকাল পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। সেই দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে পুণ্যকর্ম সম্পাদনের কথা দূরে থাকুক, এমন কি পুণ্যচেতনা উৎপাদন কলায় সম্ভব নয়।

সন্ধর্ম-সঞ্চার রহিতে সদা উবিবলজীবিতে,

তিরচ্ছানভাবে সমস্তো কথং পুণ্যং করিস্মতি ?

সন্ধর্ম সংজ্ঞাবিহীন ও নিত্য ভয়সঙ্কুল তির্থ্যককূলে জন্মধারণ করিলে কি পাপাণে পুণ্যসঞ্চয় করিবে ?

অর্থাৎ—পশু, পক্ষী, সর্প, মৎস্য প্রভৃতি তির্থ্যক যোনিসমূহ প্রাণীদের ধর্মজ্ঞান মোটেই থাকে না। তত্পরি তাহারা মৃত্যুভয়ে সর্বদাই শঙ্কিত চিত্তে বিচরণ করে। “কোত তাঁর কিছা বন্ধু ছুঁড়িতেছে নাকি, ফাঁদ পাতিল নাকি অথবা কোন বল-শালী হিংস্র প্রাণী ভক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করিতেছে নাকি” ইত্যাদি ভয়ে এক মুহূর্তও তাহারা শান্তিতে অবস্থান করিতে পারে না। অহুক্ষণ তাহারা ঐক্য চিত্তে একটা আসন্ন বিপদ ও উৎকর্ষা লইয়া কালতিপাত করে। সেই অশান্তি তাহারা কিছুতেই পুণ্যকাজ সম্পাদন করিতে পারে না।

গন্তান পেত্তিবিসয়ে সন্তাপপরিষোসিতো,

খুস্মিপাসা পরিস্মন্তো কথং পুণ্যং করিস্মতি ?

নিবিদ সন্তাপজড়িত প্রেতলোকে গমন করিয়া তীব্র ক্ষুধাতৃষ্ণায় পরিশ্রান্ত হইলে কি প্রকারে পুণ্যসঞ্চয় করিবে ?

অর্থাৎ—যাহারা পাপের ফলে প্রেতলোকে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা শত সহস্র কাল এমন কি এক বুদ্ধান্তর কাল পর্য্যন্ত ক্ষুধাতৃষ্ণায় জর্জরিত হইলেও একটা পানীয় কিছা এক বিন্দু পানীয় জল লাভেও সক্ষম হয় না। তীব্র ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাহাদের রক্ত মাংস শুকাইয়া অস্থিচর্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকে। পূর্বকৃত পাপের ফলে তাহারা “ভোজন কর, পান কর” প্রভৃতি কতক মিথ্যা শব্দ মাত্র শুনিয়া থাকার পাইবার আশায় ছুটাছুটি করিতে করিতে উত্থানশক্তিরহিত হইলেও

পরস্পরের সাহায্যে উঠিয়া ধাবিত হইবার চেষ্টা করে। কিন্তু বহু যোজন পথ অতিক্রম করার পর “নাই, নাই” বলিয়া মহাদুঃখজনক শব্দ শুনিতে পায়। সেই অবস্থায় পুণ্য সঞ্চয় করা তাহাদের পক্ষে কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে !

সাধারণতঃ সংসারে যাহারা দানীয় সামগ্রী বিত্তমান থাকা সত্ত্বেও ভিখারী দেখিয়া রুষ্ট হইয়া বলে যে, “হে ষাচক, ফিরিয়া যাও, তোমাকে দিবার মত আমার কিছু নাই” যাহারা অনুরূপ মিথ্যা বলিয়া সাধু পুরুষদের বঞ্চনা করে, তাহারা মৃত্যুর পর প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অরূপাসংলোকে পি সবণোপায়বজ্জিতে,
সদ্ধর্মসবণহীনো কথং পুণ্ড্রং করিস্সতি ?

অরূপ ও অসংজ্ঞ ব্রহ্মলোকে রূপ (জড়দেহ) ও সংজ্ঞা (চেতনা) না থাকায় ধর্ম শ্রবণের কোন উপায় নাই। তথায় সদ্ধর্ম শ্রবণ হইতে বঞ্চিত হইয়া কি প্রকারে পুণ্য সঞ্চয় করিবে ?

অর্থাৎ—অরূপ এবং অসংজ্ঞ ব্রহ্মলোকে সত্ত্বগণ পুণ্য প্রভাবে উৎপন্ন হইলেও অরূপ লোকে প্রাণীদের জড়দেহ ও অসংজ্ঞ ব্রহ্মলোকে চেতনাশক্তি থাকে না। তবে তথায় সত্ত্বগণের দৈহিক আকৃতি বা চৈতন্যিক প্রকৃতি যে কিরূপ অথবা কিসের উপর যে সেই পুণ্যাত্মা সত্ত্বগণ স্থিত থাকেন তাহা মাহুষের উপলব্ধির বাইরে। সুতরাং পুণ্য প্রভাবে সেই ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইলেও তাহা এক প্রকার বিকলাঙ্গ-রূপ জন্মবিশেষ। তদ্ব্যতীত তাহারা সদ্ধর্ম শ্রবণাদি কুশল কর্ম হইতে বঞ্চিত হইয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে সমর্থ হন না।

অচক্ষুস্তাধর্ম্যবহুলে মুনিন্দ্রশ্রুতবজ্জিতে,
পচস্তবিসয়ে জাতো কথং পুণ্ড্রং করিস্সতি ?

অত্যন্ত অধর্ম্যবহুল, বুদ্ধের ধর্ম্যবজ্জিত প্রত্যক্ষ দেশে (অপ্রতিরূপ দেশে) জন্ম গ্রহণ করিলে কি প্রকারে পুণ্য সঞ্চয় করিবে ?

অর্থাৎ—প্রত্যক্ষ প্রদেশ বলিতে সীমান্ত দেশকেই বুঝায়। সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ দেশ অত্যন্ত অধর্ম্যে পূর্ণ থাকে এবং তাহা মুক্তিমার্গ প্রদর্শনকারী বুদ্ধের ধর্ম্য হইতে বঞ্চিত হয়, সেইজন্য ইহাকে প্রত্যক্ষদেশ বা অপ্রতিরূপ দেশ বলা হয়।

সেইরূপ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া নিৰ্বাণপ্রদ সঙ্কম্প লাভে বঞ্চিত হইলে পুণ্য কন্মের অবকাশ পাওয়া যায় না।

জলো মৃগাদিকো বাপি বিপাকাবরণে ঠিতো,
গহণোপায় রহিতো কথং পুণ্ড্রং করিস্সতি ?

অশ্রুভাষী জড় এবং মূক, অন্ধ, বধির ইত্যাদি হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া কন্ম-কল ভোগ করিতে থাকিলে তখন সঙ্কম্পরূপ প্রকৃত সারবস্তু গ্রহণে নিরুপায় হইয়া কি প্রকারে পুণ্য সঞ্চয় করিবে ?

অর্থ ১২—সংসারে অন্ধ হইয়া জন্মিলে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বা সংপুরুষদের দর্শনলাভ হইতে বঞ্চিত হইবে, মূক এবং বধির হইয়া জন্মিলে তাঁহাদের সহপদেশ শ্রবণের কোন উপায় থাকে না। সুতরাং বিকলাঙ্গ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া পাপফল ভোগে রত থাকিলে এবং পাপের বিপাকজনিত আবরণে আচ্ছন্ন হইয়া অবস্থান-কারী যখন সঙ্কম্পরূপ সারবস্তু গ্রহণের কোন অবকাশ থাকে না, তখন ধর্ম-অনল এবং সংপুরুষগণের দর্শনলাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া কি প্রকারে পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিবে ?

গণহন্তো পাপিকং দিষ্টিং সর্বথা অনিবত্তিয়াং
সংসার-খানুভূতো হি কথং পুণ্ড্রং করিস্সতি ?

যে ব্যক্তি মিথ্যা পাপদৃষ্টি গ্রহণ করিয়া আপনার ভ্রান্ত দৃষ্টিকে অটল খুঁটির মত পরিবর্তনের অযোগ্য করিয়া ফেলিয়াছে, সেই বিপথগামী ব্যক্তি কি প্রকারে পুণ্য সঞ্চয় করিবে ?

অর্থ ১৩—ভগবান বুদ্ধদেশিত সত্যধর্ম যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, কন্ম ও কর্মফলে তাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহাদিগকে মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ বলা হয়। বাল্যকালে মিথ্যা সংস্কারে যাহাদের জীবন গঠিত হইয়াছে, সত্যধর্মে তাহাদের দৃষ্টি পরিবর্তন করা খুবই কঠিন। ভূমিতে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত খুঁটির মত তাহাদের অন্তরের সেই মিথ্যা ধারণা কোন প্রকারেই দূরীভূত করা যায় না। তাদৃশ মিথ্যাদৃষ্টিপূর্ণ পরি-বেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলে পুণ্য সঞ্চয় করা সম্ভব নয়।

বুদ্ধাদিচ্চে অনুদিতে সিদ্ধিমগ্গাবভাসকে,
মোহন্ধকারে বত্তন্তে কথং পুণ্ড্রং করিস্সতি ?

মুক্তিমার্গের আলোকদাতা বুদ্ধস্বর্য উদ্ভিত না হইলে সমগ্র জগৎ মোহরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। তখন কি প্রকারে পুণ্য সঞ্চয় করিবে ?

অর্থাৎ সৃষ্টির প্রত্যেক কল্পে বুদ্ধের আবির্ভাব হয় না। বুদ্ধশূন্য কল্প স্বর্ষ্যহীন জগৎ সদৃশ। বুদ্ধই একমাত্র এই ত্রিতাপ জর্জরিত প্রাণীজগৎকে দুঃখ হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম। তাই জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন না হইলে জগৎ অজ্ঞানরূপ তমসায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। ফলে মুক্তিমার্গ প্রদর্শনকারী তথাগতের অভাবে মানব-জাতি পুণ্যকর্ম বিমুখ হইয়া সংসারবন্ধনকে অধিকতর দৃঢ় করিতে বাধ্য হয়।

অর্চিস্থাণা বিনিম্মুত্তা খণং পরমহুন্নভং,

তং লদ্ধা কো পমজ্জ্যেয় সৰ্ব সম্পত্তিসাধকং ?

এই অষ্টবিধ অক্ষণমুক্ত হইয়া সর্বসম্পত্তিদায়ক ক্ষণসম্পদলাভী কোন্ ব্যক্তি প্রমত্ত হইতে পারে ? অর্থাৎ ষাঁহারা পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান তাঁহারা ক্ষণকে কিছুতেই হেলায় নষ্ট করিতে পারেন না।

যেহেতু—‘নিপতন্তি খণাতীতা অনন্তে দুঃখসাগরে।’

ষাহারা ক্ষণসম্পদ হেলায় নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহারা অসীম দুঃখসাগরে পতিত হয়।

উল্লিখিত অষ্টবিধ অক্ষণ হইতে মুক্ত হইয়া ক্ষণসম্পদ লাভ করা বড়ই কঠিন। তাই মানব সমাজের প্রতি ভগবান বুদ্ধের সাবধান বাণী—“**খণো বে মা উপচ্চগা**” অর্থাৎ—ক্ষণকে কিছুতেই অতিক্রম করিও না। ক্ষণসম্পদকে হারাইয়া মানুষ আদি অস্বহীন সংসারচক্রে বার বার দুঃখ ভোগ করিতেছে।

মানবকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে ভগবান বুদ্ধ যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের প্রভাবেই বলিয়াছেন। কোন প্রকার কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া কাহারও কাছে তিনি কোন বিষয় ব্যক্ত করেন নাই। এই প্রসঙ্গে সন্দেহপরায়ণ ভিক্ষুদের সন্দেহ দূরীকরণের নিমিত্ত তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

“সেয্যথাপি ভিক্ষবে দ্বে অগারা সন্ধিদ্বারা, তথ চচ্ছমা পুরিসো মচ্ছো ঠিতো পসেস্যা মনুস্বে গেহং পবিসন্তেপি নিচ্ছমন্তেপি অনুসঙ্ক-রন্তে পি অনুবিচরন্তে পি—এবমেব থো অহং ভিক্ষবে দিচ্চেন চচ্ছনা

বিস্মদেন অতিক্রান্তমানুসকেন সন্তে পস্মামি চবমানে উল্লজ্জমানে
হীনে পণীতে সুবল্লে দুববল্লে সুগতে দুগ্গতে যথাকস্ম্পগে সন্তে
পজানামি” ।

হে ভিক্ষুগণ, যুক্তদ্বারসম্পন্ন গৃহের মধ্যভাগে যদি কোন চক্ষুমান পুরুষ দাঁড়ান,
তিনি দেখিতে পাইবেন যে—কেহ কেহ গৃহে প্রবেশ করিতেছে, পুনঃ বাহির
হইতেছে, অন্য গৃহ হইতে কেহ এই গৃহে প্রবেশ করিতেছে, আবার এই গৃহ হইতে
কেহ অন্য গৃহে প্রবেশ করিতেছে । হে ভিক্ষুগণ, তেমনভাবেই আমি সর্বজ্ঞতা-
জ্ঞানে মানবীয় দৃষ্টির বহির্ভূত বিস্তৃত দিব্যচক্ষুর দ্বারা সমস্ত প্রাণিগণকে দেখিতে
পাইতেছি—কেহ চ্যাত হইতেছে, কেহ উৎপন্ন হইতেছে ; তন্মধ্যে কেহ হীনকূলে,
কেহ উচ্চকূলে, কেহ স্ত্রী, কেহ কুশ্রী, কেহ স্বর্গলোকে, আবার কেহ বা নরকে
উৎপন্ন হইতেছে । অর্থাৎ যে ধেরূপ কর্ম সম্পাদন করিয়াছে, সে সেরূপ গতি
লাভ করিতেছে । এই রকম কর্মানুযায়ী নানাবিধ ফলভোগী প্রাণিগণকে আমি
জানিয়া এবং স্বয়ং দেখিয়াই তোমাদের কাছে ব্যক্ত করিতেছি ।

কর্তব্য বা কৃত্য

মানবজীবনের উৎকর্ষ সাধন এবং সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইলে যথাযথ
কর্তব্য পালন করা প্রত্যেক মানুষেরই বিশেষ প্রয়োজন । মানবের প্রকৃত কর্তব্য
কি তাহা জানা না থাকিলে অনেক সময় কর্তব্য-অকর্তব্য সব একাকার হইয়া
ব্যক্তিজীবনে বিরাট উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি করে । শৈশব, যৌবন ও বার্দ্ধক্য হিসাবে
মানুষের সীমিত পরমায়ুর মধ্যে কর্তব্য কর্মের যেমন কতকগুলি বিশেষ বিশেষ
কাল আছে, তদ্রূপ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি দিবসেও পূর্বাহ্ন-অপরাহ্ন
হিসাবে দুইটি বিশেষ কাল রহিয়াছে । মানুষের সুশৃঙ্খল জীবন গঠন এবং পার-
লৌকিক মঙ্গলের জন্ত যথাকালে কর্তব্য সম্পাদন করা একান্ত প্রয়োজন ।

পূর্বাহ্ন কৃত্য

অতি প্রত্যুষে প্রত্যেকের শয্যা ত্যাগ করা উচিত । তাহাতে আলস্য দূরীভূত
হয়, শরীর সুস্থ থাকে ও দীর্ঘ জীবন লাভ হয় । প্রাতঃকাল মানুষের পক্ষে বড়ই
পবিত্র মুহূর্ত । সারারাত্রি বিশ্রামের পর মানুষের অন্তরের পুঞ্জীভূত সব কালিমা

মুছিয়া ভোর বেলায় যেন মানুষের নব জীবন লাভ হয় । সেই শুভ মুহূর্তে মানুষ বাহা কিছু সম্পাদন করে তাহা অত্যন্ত পবিত্র ও একাগ্র মনেই সম্পাদিত হয় । সূতরাং খুব সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া শৌচ-ক্রিয়াদি প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনের পর স্নানাদি শারীরিক কৃত্য সমাপন করিয়া পুষ্প ও সুগন্ধ দ্রব্যের দ্বারা বুদ্ধপূজা অবশ্য কর্তব্য । পূজা বা বন্দনা নিকটবর্ত্তী বিহারে গিয়া করিতে পারিলে খুবই ভাল । নতুবা বাড়ীতে হইলেও যেখানে বুদ্ধের প্রতিকৃতি বা পূজার স্থান নির্দিষ্ট আছে তথায় উৎকৃষ্টভাবে উপবেশন করতঃ প্রথমেই তিনবার “নমো তস্মৈ” বলিয়া ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল গ্রহণ করিবে । তৎপর ত্রিরত্ন বন্দনা সমাপনান্তে সাংসারিক কাজে আত্মনিয়োগ করা উচিত ।

সায়ং কৃত্য

দিবসের সমস্ত কর্তব্য কাজ সমাপন করিবার পর সন্ধ্যায় মুখ হাত ধুইয়া পুষ্প প্রদীপ দ্বারা বুদ্ধপূজা করিয়া প্রাতঃকালের মতই ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল গ্রহণ করা উচিত । সম্ভব হইলে মঙ্গলসূত্র, করণীয় সূত্র প্রভৃতি সু-স্বরে আবৃত্তি করিবে । আহালাদির পর বুদ্ধানুশ্রুতি বা মৈত্রীভাবনা করিতে করিতে দক্ষিণপার্শ্ব হইয়া নিদ্রা যাইবে । যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রা না আসে ততক্ষণ মৈত্রী ভাবনা করা উচিত । তাহাতে সুনিদ্রা হয়, কোন প্রকার দুঃস্বপ্ন দেখা যায় না ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বন্দনা

পারলৌকিক স্থখের আশায় পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষকে আপন আপন ইষ্টদেবতা সমীপে বন্দনা ও উপাসনা করিতে দেখা যায়। তদ্রূপ ষাঁহার নিজেদের বোধ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের প্রত্যহ সকাল বিকাল দুই বেলা বুদ্ধ-বন্দনা করা নিতান্ত দরকার। তাহা শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়ে হইতে শুরু করিয়া প্রত্যেককে এই সংকার্ধ্যে অনুপ্রাণিত করা উচিত। এই বন্দনা সজ্জবদ্ধভাবে করিতে পারিলে পারিবারিক সম্ভোগ বৃদ্ধি পায় এবং সর্বদা আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়।

অনেকে মনে করিয়া থাকেন—বুদ্ধ মুক্তপুরুষ নির্বাণপ্রাপ্ত। তাঁহার উদ্দেশ্যে বন্দনা করিয়া লাভ কি? তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিলেও তিনি কিছুই দিতে পারিবেন না। প্রকৃত পক্ষে কিছু পাওয়া বুদ্ধ বন্দনার উদ্দেশ্য নয়, ইহা ভগবান বুদ্ধের অনন্ত গুণরাশি এবং মহান আদর্শ স্থায়ী জীবনে প্রতিফলিত করার প্রক্রিয়া বিশেষ। সাধারণতঃ লোভ, দ্বেষ, মোহ ও সংসারের নানারূপ বিষাক্ত আবহাওয়ায় মানুষের অন্তর সর্বদাই কলুষিত থাকে। দিনে দুই বেলা বুদ্ধ-বন্দনার দ্বারা কিছুক্ষণের জন্য হইলেও মানুষের মন পবিত্র হয়। স্মরণে আন, আহাৰ ও নিদ্রা প্রভৃতি মানুষের কর্তব্য কাজের সঙ্গে বন্দনাকেও অপরিহার্য্য দৈনিক কর্তব্য হিসাবে ধরিয়া লওয়া উচিত। নিত্য বন্দনার দ্বারা বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়, শেষ জীবনে সান্ত্বনা ও পরজন্মে মানুষ বৃহত্তম স্থখের অধিকারী হইতে পারে।

বুদ্ধ বন্দনা

ইতিপি সো ভগবা অরহং সম্মাসমুদ্বো বিজ্জাচরণসম্পন্নো সুগতো লোকবিদু অন্তরো পুরিসদম্মসারথী সথা দেবমনুস্সানং বুদ্ধো ভগবাতি।

- ১। বুদ্ধং জীবিতপরিযন্তং সরণং গচ্ছামি।
- ২। যে চ বুদ্ধা অতীতা চ, যে চ বুদ্ধা অনাগতা,
পচ্ছুপ্পন্ন চ যে বুদ্ধা, অহং বন্দামি সর্বদা।
- ৩। নথি মে সরণং অপ্রং, বুদ্ধো মে সরণং বরং,
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং।
- ৪। উত্তমঙ্গেন বন্দে'হং পাদপংসু বরুত্তমং
বুদ্ধে যো খলিতে দোসো, বুদ্ধো থমতু তং মমং।

তিনিই ভগবান অর্থাৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিজ্ঞা ও আচরণসম্পন্ন, তিনি স্বর্গত,
লোকবিদ, শ্রেষ্ঠ পুরুষদমনকারী সারথী, দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ ও ভগবান।

- ১। আমি যাবজ্জীবনের জন্য বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করিতেছি।
- ২। অতীত, অনাগত ও বর্তমান বুদ্ধগণকে আমি সর্বদা বন্দনা করি।
- ৩। আমার অন্য কোন শরণ নাই, বুদ্ধই আমার শ্রেষ্ঠ শরণ, এই সত্য বাক্য
দ্বারা আমার জয় এবং মঙ্গল হউক।
- ৪। সর্বজ্ঞ বুদ্ধের উত্তম পদধূলি মন্তকে লইয়া আমি তাঁহাকে বন্দনা
করিতেছি। (অজ্ঞানতাবশতঃ) আমি কোন পাপ করিয়া থাকিলে—
হে বুদ্ধ, আমার সেই দোষ ক্ষমা করুন।

ধর্ম্ম বন্দনা

স্বাক্ষাতে ভগবতা ধম্মো সন্দিচ্ছিকো অকালিকো এহিপস্সিকো
ওপনাযিকো পচ্চত্তং বেদিতবেষা বিণ্ডুহী তি।

- ১। ধর্ম্মং জীবিতপরিযন্তং সরণং গচ্ছামি।
- ২। যে চ ধর্ম্মা অতীতা চ, যে চ ধর্ম্মা, অনাগতা,
পচ্ছুপ্পন্ন চ যে ধর্ম্মা, অহং বন্দামি সর্বদা।
- ৩। নথি মে সরণং অপ্রং, ধর্ম্মো মে সরণং বরং,
এতেন সচ্চ বজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং।
- ৪। উত্তমঙ্গেন বন্দে'হং ধর্ম্মঞ্চ তিবিধং বরং
ধর্ম্মে যো খলিতে দোসো, ধর্ম্মো থমতু তং মমং।

ভগবান বুদ্ধের ধর্ম সুপ্রকাশিত, স্বয়ং দ্রষ্টব্য, ইহা অকালিক, আসিয়া দেখার (মাগা), নৈর্বাণিক ও বিজ্ঞ লোকদের জ্ঞাতব্য।

৪র্থ বন্দনার ১২।৩ নম্বরের বাঙলা অনুবাদ বুদ্ধ বন্দনায় ১২।৩ নম্বরের মত তেঁ। ১। কেবল বুদ্ধ শব্দের স্থানে ধর্ম শব্দ বলিতে হইবে—এই মাত্র তফাৎ।

৪ নম্বরে “ধম্মঞ্চ তিবিধং বরং (ত্রিবিধ—তিন প্রকার। পরিয়ত্তি, পটিপত্তি, পটিবেধ)—ধম্মকে আমি অবনত মস্তকে বন্দনা করিতেছি।” শেষোক্ত দুই লাইনের অর্থ—(অজ্ঞানতাবশতঃ) কোন পাপ করিয়া থাকিলে হে ধর্ম আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন।

সংঘ বন্দনা

সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো, উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো, ঐয়াপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো, সামীচিপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো, যদিদং চত্তারি পুরিসযুগানি অর্চন্তি পুরিসপুঞ্জলা এস ভগবতো সাবকসংঘো, আল্লণেয্যো, পাল্লণেয্যো, দম্বিণেয্যো, অঞ্জলিকরণেয্যো, অন্তরং পুণ্ণক্কেত্তং লোকস্মা তি।

১। সংঘং জীবিতপরিযন্তং সরণং গচ্ছামি।

২। যে চ সংঘা অতীতা চ, যে চ সংঘা অনাগতা পচ্ছুপ্পন্না চ যে সংঘা, অহং বন্দামি সৰ্বদা।

৩। নখি মে সরণং অগ্রং, সংঘো মে সরণং বরং, এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং।

৪। উত্তমঙ্গেন বন্দে’ হং, সংঘঞ্চ দুবিধুত্তমং

সংঘে যো খলিতো দোসো, সংঘো খমতু তং মমং।

ভগবান বুদ্ধের শ্রাবকসঙ্ঘ সুপ্রতিপন্ন, ঋজু-প্রতিপন্ন, তায়-প্রতিপন্ন, সমীচীন বা উত্তম প্রতিপন্ন। এই চারিযুগল বা অষ্টবিধ পুরুষ বুদ্ধের শ্রাবকসঙ্ঘ। ইহার আস্থানের যোগ্য, দ্রব্যসামগ্রী দানের যোগ্য, অঞ্জলীকরণীয় ও জগতের অন্তর পুণ্যক্ষেত্র।

সংঘ বন্দনার ১২।৩ নম্বরের বাঙলা অনুবাদও বুদ্ধ বন্দনার ১২।৩ নম্বরের বাঙলা অনুবাদের মত হইবে। কেবল বুদ্ধ শব্দের স্থানে সংঘ বলিতে হইবে এই মাত্র তফাৎ। ৪ নম্বরে “সংঘঞ্চ দুবিধুত্তমং (দ্বিবিধ কারণে—সম্মুতি সংঘ ও পরমার্থ

উত্তম সংঘকে)” ও শেষ ২ লাইনের অর্থ—(অজ্ঞানতাবশতঃ) কোন পাপ করিয়া থাকিলে হে সংঘ, আমার সেই দোষ ক্ষমা করুন ।

বন্দনা ও প্রার্থনা

- ১। বুদ্ধা ধম্মা চ পচ্চেকবুদ্ধা সজ্জা চ সামিকা,
দাসো’ ব’হস্মি মে তেসং গুণং ঠাতু সিরে সদা ।
 - ২। তিসরং তিলঙ্ঘ্যাপেক্ষাং নিব্বাণমত্তিমং সুখং
সুবন্দে সিরসা নিচ্চং লভামি তিবিধমহং ।
 - ৩। তিসরং সিরে ঠাতু সিরে ঠাতু তিলঙ্ঘ্যং,
উপেক্ষা চ সিরে ঠাতু নিব্বাণং ঠাতু মে সিরে ।
 - ৪। বুদ্ধে সৰুপে বন্দে ধম্মে পচ্চেকসম্বুদ্ধে,
সংঘে চ সিরসা যেন তিধা নিচ্চং নমাম্যহং ।
 - ৫। নমামি সথুনোবাদপ্পমাদ বচনত্তিমং ।
সৰুে পি চেতিয়ে বন্দে উপজ্জায়াচরিযে মমং
ময়হং পণামতেজেন চিত্তং পাপেহি মুঞ্চতং’ তি ।
-
- ১। সম্যক সম্বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ, ধর্ম ও সজ্জ আমার প্রভু । আমি তাঁহাদের দাস, তাঁহাদের গুণাবলী সর্বদা আমার শিরোপরি স্থাপিত হউক ।
 - ২। ত্রিশরণ, ত্রিলক্ষণ (অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম), উপেক্ষা এবং অবশেষে নিব্বাণকে আমি নিত্য অবনত শিরে বন্দনা করিতেছি । আমি সেই ত্রিশরণ, ত্রিলক্ষণ, উপেক্ষা ও নিব্বাণকে লাভ করিব ।
 - ৩। ত্রিশরণ, ত্রিলক্ষণ, উপেক্ষা এবং নিব্বাণ আমার শিরে প্রতিষ্ঠিত হউক ।
 - ৪। করুণাময় বুদ্ধদিগকে, পচ্চেক বুদ্ধগণকে, ধর্ম এবং সজ্জকে আমি অবনত মস্তকে এবং ত্রিবিধ দ্বারে নিত্য নমস্কার করিতেছি ।
 - ৫। তথাগতের উপদেশ ও অপ্রমাদপূর্ণ অস্তিম বাক্যকে আমি নমস্কার করিতেছি । সমস্ত চৈত্য এবং আমার উপাধ্যায় ও আচার্য্যবর্গকে বন্দনা করিতেছি । এই প্রণামের প্রভাবে আমার চিত্ত কলুষমুক্ত হউক ।

ত্রিচৈত্য বন্দনা

বন্দামি চেতিয়ং সৰ্বং সৰ্ববৰ্ত্তানেশু পতিষ্ঠিতং

সারীরিকধাতুং মহাবোধিঃ বুদ্ধরূপং সকলং সদা ।

সকল স্থানে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধের শারীরিক ধাতু, মহাবোধিবৃক্ষ ও সমস্ত বুদ্ধরূপকে আমি সর্বদা বন্দনা করিতেছি ।

বোধি বন্দনা

১। সখা সুনীলায়তনেত্তহারী
কন্তুম্বুধারা নিপাতেন সিঞ্চং
পূজেসি তং সত্ত দিনানি বোধি-
রাজং বিরজং সিরসা নমামি ।

২। মূলে ভূমিন্দস্স নিসজ্জ যস্স
ধীরো সুবোধি চতুসচ্চময়্যং,
মারং জিনিহা সমারং মুনিন্দো
তম্পাদপিন্দং সিরসা নমামি ।

৩। যস্স মূলে নিসিন্নো'ব সৰ্ব্বারি-বিজয়ং অকা,
পত্তো সৰ্ব্বগ্রুতং সখা বন্দে তং বোধিপাদপং ।

৪। ইমেহেতে মহাবোধি লোকনাথেন পূজিতা,
অহম্পি তে নমস্সামি, বোধিরাজ নমথু তে ।

১। যেই বোধিরাজকে শান্তা (বুদ্ধ) সুনীল আয়ত নেত্র হইতে নিঃসৃত কান্তিরূপ অশ্রুধারায় সপ্তাহব্যাপী পূজা করিয়াছিলেন, সেই উত্তম বোধিরাজকে আমি অবনত শিরে বন্দনা করিতেছি ।

২। যেই বুদ্ধরাজের মূলে বসিয়া মুনীন্দ্র বুদ্ধ সসৈন্য মারকে পরাস্ত করিয়া চতুরার্য্য সত্য অবগত হইয়াছিলেন, সেই পাদপেঙ্গকে আমি অবনত মস্তকে বন্দনা করিতেছি ।

৩। যে বোধিবৃক্ষের মূলে বসিয়া শান্তা সর্ববিধ অরিসমূহকে পরাস্ত

করিয়া সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই বোধিবৃক্ষকে আমি বন্দনা করিতেছি ।

৪ । এই মহাবোধি বৃক্ষ লোকনাথ বুদ্ধ কর্তৃক পূজিত, আমিও সেই বোধিবৃক্ষকে বন্দনা করিতেছি । হে বোধিরাজ, তোমায় নমস্কার ।

দন্তধাতু বন্দনা

এক দাঠা তিদসপুরে, এক নাগপুরে অহু,
এক গন্ধারবিসয়ে, একাসি পুন সীহলে ।
চতস্রো তা মহাদাঠা নিব্বানরসদীপিকা,
পূজিতা নরদেবেহি তা'পি বন্দামি ধাতুষো ।

ভগবান বুদ্ধের একটি দন্ত স্বর্গের ত্রিদেশালয়ে, একটি নাগলোকে, একটি গান্ধার রাজ্যে, আরেকটি সিংহল দ্বীপে রহিয়াছে । নির্বাণ-রসোদীপক এই চারিটি মহাদন্ত নর-দেবগণের দ্বারা পূজিত হয় । আমিও সেই দন্তধাতু চতুষ্টয়কে বন্দনা করিতেছি ।

শ্রীপাদ বন্দনা

যং নম্যদায় নদিয়া পুলিনে চ তীরে
যং সচ্চবন্ধগিরিকে স্মৃন্য চ লঙ্গে,
যং তথ যোনকপুরে মুনিমো চ পাদং
তং পাদ-লাঞ্জনবরং সিরসা নমামি ।

নর্মদা নদীর বালুকাভূমিতে মুনিজ্ঞ বুদ্ধের যে পদচিহ্ন আছে, সত্যবন্ধ পর্বত-চূড়ায় যে পদচিহ্ন আছে, স্মৃন পর্বতের উপর যে পদচিহ্ন আছে এবং যোনকপুরে (আরব দেশে) যে পদচিহ্ন রহিয়াছে, আমি সেই শ্রেষ্ঠ পদচিহ্ন সমূহকে অবনত শিরে বন্দনা করিতেছি ।

সপ্ত মহাস্থান বন্দনা

পঠমং বোধিপল্লঙ্কং ছুতিয়ং অনিমিসম্পি চ,
ততিয়ং চক্কমণসেষ্ঠং চতুর্থং রতনঘরং ।
পঞ্চমং অজপালঞ্চং মুচলিন্দঞ্চং ছর্টমং,
সত্তমং রাজাঘতনং, বন্দে তং বোধিপাদপং ।

প্রথম বোধিপালক, দ্বিতীয় অনিমেঘ চৈত্য, তৃতীয় চংক্রমণ চৈত্য, চতুর্থ
৭।৭।৭ চৈত্য, পঞ্চম অজপাল ত্রোগ্রোধ বৃক্ষ, ষষ্ঠ মূলিন্দ মূল, সপ্তম রাজায়তন বৃক্ষ
—এই সপ্ত মহাস্থানকে আমি অবনত শিরে প্রণাম জানাইতেছি।

অষ্ট মহাস্তূপ বন্দনা

একো থূপো রাজগহে, একো বেসালিষা পুরে
একো কপিলবথুস্মিং, একো চ অল্লকপ্পকে।
একো' সি রামগামস্মিং, একো চ বেঠদীপকে,
একো পাবেষ্যাকে মল্লে, একো চ কুসীনারকে।
এতে অষ্ট মহাথূপা জম্বুদীপে পতিষ্ঠিতা,
পূজিতা নরদেবেহি তা'পি বন্দামি সর্বদা।

রাজগৃহে, বৈশালীতে, কপিলবাস্ততে, অল্লকপ্পে, রামগ্রামে, বেঠদ্বীপে, পাবা
৭।৭।৭ ও কুসীনগরে এই আটটি মহাস্তূপ প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবনরগণ এই
সপ্তমস্থ পূজা করিয়া থাকেন। দেবনর-পূজিত এই অষ্ট মহাস্তূপকে আমি সর্বদা
বন্দনা করি।

বুদ্ধের ব্যবহার্য্য দ্রব্য বন্দনা

পচ্চথরং মুকুটপুরে, বন্ধু নামে তিচীবরং
মথুরায় পুরে পত্তং, কুরুনগরে নিসীদনং।
পাটলীপুত্রনগরে করক-কায়-বন্ধনং,
পঞ্চালোদকসাটিং চ, চন্মথগুঞ্চ কোসলে।
মিথিলায় পুরে পত্তধারণী পরিম্মাবনং,
বাসী সূচীঘরং চাপি ইন্দপথে পুরুত্তমে।
উপাহনং কুঞ্চিকা চেব থবিকা পি চ সর্বসো,
উসীর-ব্রাহ্মণে গামে কতা রতনবিচিত্তা।
জিনেন পরিভূতা পরিম্মারে চ ধাতুযো,
পূজিতা নরদেবেহি সদা বন্দামি মুদ্ধনা।

মুকুটপুরে বিছানার চাদর, বন্ধুমতীতে ত্রিচীবর, মথুরায় পাত্র, কুরুনগরে
বসিবার আসন, পাটলিপুত্রে জল-ছাঁকনি, পাত্র ও কটিবন্ধনী, পাঞ্চাল

রাজ্যে স্নানচীবর, কোশল রাজ্যে চর্মখণ্ড, মিথিলায় পাত্ৰাধার ও জল হাঁকনী বস্ত্র, উত্তমপুরী ইন্দ্রপ্রস্থে ক্ষুর ও সূচ রাখিবার পাত্ৰ, উসীর নামক ব্রাহ্মণগ্রামে জুতা, কুঞ্চিকা ও থলিয়া আছে ; আমিও ঐ দ্রব্যগুলিকে সর্বদা অবনত মস্তকে বন্দনা করিতেছি ।

ত্রিভু, বোধি ও সমস্ত ধাতু একত্রে বন্দনা

বুদ্ধং ধম্মঞ্চ সজ্জং সুগত-তনুভবং ধাতুযো ধাতুগন্তে
লঙ্কাযং জম্বুদীপে তিদসপুরবরে নাগলোকে চ থূপে ।
সব্বে বুদ্ধস্স বিম্বে সকলদসদিসে কেস-লোমাদিধাতুং
বন্দে সব্বেপি বুদ্ধং দসবল-তনুজং বোধিচেত্যাং নমামি ।

বুদ্ধ, ধর্ম ও সজ্জকে, তথাগতের শারীরিক ধাতু ও ধাতুখণ্ড সমূহকে—
লঙ্কায়, জম্বুদীপে, স্বর্গে এবং নাগলোকে যে সব স্তূপ আছে, সমস্ত বুদ্ধ প্রতি-
বিম্বকে এবং দশদিকস্থ কেশ-লোমাদি সমস্ত ধাতু ও বোধিচৈত্যকে আমি নমস্কার
করিতেছি ।

সজ্জ বন্দনা

ওকাস অহং ভন্তে সজ্জং বন্দামি, দ্বারন্তুয়েন কতং সব্বং অপরাধং
খমতু মে ভন্তে সজ্জো । তুতিয়স্পি.....ততিয়স্পি ।

অবকাশ করুন ভন্তে, আমি সংঘকে বন্দনা করিতেছি । ত্রিবিধ দ্বারের দ্বারা
কৃত আমার সমস্ত অপরাধ, হে সংঘ, আমায় ক্ষমা করুন ।.....
দ্বিতীয়বার.....তৃতীয়বার..... ।

অগ্নিসাবক বন্দনা

১ । বুদ্ধন্তনে মুনিন্দস্স আসুং যে অগ্নিসাবক্য
মহোদধী'ব গন্তীরা সেলা'ব অচলা সদা
চন্দো'ব বিমলা সূদ্ধা তেজবন্তো'ব সূরियो
পারগু সর্বধম্মানং কতকিচ্চা অনাসবা
সারিপুত্ত-মোগ্গল্লানা নামধেয়া মহাযতী
বন্দে সারীরিকং তেসং জনমানিত-পূজিতং ।

২। দম্বেসি মঙ্গমরিষং জনতং সদা যো
পগ্রপদীপ জুতিয়া তিমিরং হনন্তো
এগীনমঙ্গতগতো সুগতানুসারী
সো মঙ্গলং বিদহতং বর-সারিপুন্তো ।

৩। ইন্ধিং বিধেহা বিবিধং সুবিধংসযন্তো
দির্ঘীগতানি পন যো করুণায় সন্তে
মোচেসি ইন্ধিমতমঙ্গপদমলাভী
সো মঙ্গলং বিদহতং বর-মোঙ্গল্লানো ।

১। মুনীন্দ্র বুদ্ধের যে দুইজন অগ্রশ্রাবক শিষ্য ছিলেন, যাঁহারা মহাসমুদ্রের
তায় গম্ভীর, পর্বতের তায় অচল, চন্দ্রের তায় বিমল-সুদৃশ ও মার্তণ্ডের
তায় দীপ্তিমান এবং সর্বধর্মের যাঁহারা পারদর্শী, কৃতকৃত্য এবং
তৃষ্ণামুক্ত—শারীপুত্র ও মোদগল্যায়ন নামক সেই মহা যতিদ্বয়ের
বহুজনপূজিত শারীরিক ধাতুকে আমি বন্দনা করিতেছি ।

২। যিনি প্রজ্ঞার আলোকে তিমির রাশি হনন করিয়া সর্বদা জনগণকে
শ্রেষ্ঠ আর্থমার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং যিনি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ও সুগতপন্থী
সেই যতিশ্রেষ্ঠ শারীপুত্র জগতের অনন্ত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন ।

৩। প্রচুর ঋদ্ধিশক্তির অধিকারী হইয়া যিনি করুণা-সহগত চিত্তে প্রাণীদের
বিবিধ মিথ্যাদৃষ্টি অপনোদন করিয়া বহু প্রাণীকে দুঃখমুক্ত করিয়াছেন,
ঋষির শ্রেষ্ঠ পদলাভী মোদগল্যায়ন জগতের বিবিধ মঙ্গল বিধান
করিয়াছেন ।

ভিক্ষু বন্দনা

ওকাস বন্দামি ভন্তে, দ্বারভূয়েন কতং সৰ্বং অপরাধং খমতু মে
ভন্তে । তৃতীয়ম্পি.....ততীয়ম্পি ।

অবকাশ করুন ভন্তে, আমি আপনাকে বন্দনা করিতেছি । ত্রিবিধ দ্বারে
কৃত আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন । দ্বিতীয় বার...তৃতীয় বার ।

মাতৃ বন্দনা

কত্ৰান কাযে রুধিরং খীরং যা সিনেহপূরিতা,
পাযেত্বা মং সংবডেসি বন্দে তং মম মাতরং ।

যেই জননী স্বীয় রুধির-সজ্জাত স্নেহসিক্ত স্তন্য পান করাইয়া আমাকে লালন
পালন করিয়াছেন, সেই মাতাকে আমি বন্দনা করি ।

পিতৃ বন্দনা

দযায় পরিপূর্ণো'ব জনকো যো পিতা মম,
পোসেসি বুদ্ধিং কারেসি বন্দে তং পিতরং মম ।

যেই দয়ালু জনক আমাকে পোষণ ও বুদ্ধির বিকাশ করিয়াছেন, সেই পিতাকে
বন্দনা করি ।

প্রকারান্তরে ত্রিরত্ন বন্দনা

১

বুদ্ধজন-পঙ্কজ বোধন-বিস্মৃত

ভানুরংসিনিভ-কিৰ্ত্তিযুতং

নমুচিভ-সংহতি কুম্ভবিদারণ

ছেক-নরুত্তম সীহসমং ।

সুর-নর-বন্দিত চক্রবরংকিত

লঙ্ঘণ-মণ্ডিত পাদযুগং,

পণমামি সারদ দসবলধারিত

দেহ-বিরাজিত-বুদ্ধমহং ।

তসিণ-তমোঘ বিনাসন-ভাসুর

লোক-সুবিষ্মৃত দীপসমং,

জিনস্মৃত-কাঞ্চন-হংসনিসেবিত-

বারি বিরাজিত সরোবরং ।

বুদ্ধজন থোমন কামদ দাতুল
 বুদ্ধমুদীরিত সৈষ্ঠ্যতরং,
 পণমামি অত্তুত সারদ-সন্তুত
 ধম্মমহং বর-সীথিপথং ।
 জন-মন-তোসন সীল-বিভূসন
 লংকত-সুন্দর দেহধরং,
 সুগত-বরোরিত ধম্ম-সুনিম্মল
 নীর-সুসোধিত-সুদ্ধমনং ।
 বর-করুণাকর লোকহিতামত
 সাধনমুত্তম ঐগাণযুতং,
 পণমামি সারদ সার-জিনোরস-
 সৰ্ব-পাপহত-সজ্জবরং ।

(২)

নমো নমো বুদ্ধ-দিবাকরায়
 নমো নমো গোতম-চন্দিমায়,
 নমো নমো'নন্তগুণবায়
 নমো নমো সাকিয়-নন্দনায় ।
 ব্রহ্মিন্দ-দেবিন্দ-নরিন্দ-রাজং
 বোধিং সুবোধিং করুণা-গুণগ্গং,
 পণ্ডাপদীপজ্জলিতং জনন্তং
 বন্দামি বুদ্ধং ভবপারতিগ্গং ।
 নমো নমো সাক্যকুলদ্ধজায়
 নমো নমো সজ্জনমাদধায়,

নমো নমো নিৰ্ৰুতি-নিজ্জরায়

নমো নমো লোক-পভঙ্করায় ।

নমো তে করুণাভার

নমো তে মতিসাগর

নমো তে অমতাকর

নমো তে নরভাকর,

নমো তে হতসংসার

নমো তে নরকুঞ্জর

নমো তে জগতাধার

নমো তে অমতগ্ধব ।

রংসিমাল নমো তুফং

নরশ্বকুহমগুন

জলমাল নমো তুফং

ভবারণ্ড-দাবানল,

ইধানন্ত-গুণাধার

সদ্বর্ষ-রতনাকর

পাদে বন্দামি তে নাথ

সদ্বায়তন-মুদ্রনা ।

(৩)

সতত-বিতত-কিত্তি ধন্ত-কন্দম্বদগ্নাং

তিভব-হিতবিধানং সৰ্ব-লোকেককেতুং ,

অমিতমতিমনগ্নাং সন্তিদং মেরুসারং

সুগতমহমুদারং রূপসারং নমামি ।

হততুরিত-তুসারং মোহপঙ্কো পতাপং

মনকমল-বিকাসং জন্তু নং সেসকানং

কুমতি কুমুদনাসং বুদ্ধপুষ্কচলগ্নাং

উদিতমহমুদারং ধম্মভানুং নমামি ।

সকল-বিমল-সীলং ধোত-পাপারি-জালং

সুর-নর-মহনেয়াং পাল্লেখ্যাপাল্লেখ্যং,

উজ্জুপথপটিপন্নং পুণ্ড্রশ্বেত্তং জনানং

গণমহমভিবন্দে সারদং সাদরেন ।

(৪)

বিসারদং বাদপথাতিবত্তিনং
তিলোক-পজ্জাতমসফ্হ সাহিনং
অসেসেথ্য্যাবরণপ্পহাযিনং
নমামি সথারমনত্তগোচরং ।

তিলোকনাথপ্পভবং ভযাপহং
বিসুদ্ধবিজ্জাচরণেহি সেবিতং,
পপঞ্চ-সণ্ণেজজন-বন্ধনচ্ছিদং
নমামি ধম্মং নিপুণং সুত্তদসং ।

পসাদমত্তেনপি যথ পানিনো
ফুসন্তি ত্বস্কস্কযমচ্ছুতং পদং,
তমাত্তণেয্যং সুসমাহিতিল্লিয়ং
নমামি সজ্জং মুনিরাজ-সাবকং

(৫)

১। যো সন্নিসিন্নো বরবোধিমূলে
মারং সসেনং মহত্তিং বিজেত্বা,
সম্বোধিমাগচ্ছি অনন্তএগণো
লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধং ।

২। অর্টজ্জিকো অরিয়পথো জনানং
মোক্ষপ্পবেসো উজ্জুকো'ব মগ্গো,
ধম্মো অযং সন্তিকরো পণীতো
নীয়্যাগিকো তং পণমামি ধম্মং ।

- ৩। সঙ্ঘো বিস্মদো বর-দক্ষিণেযো
সন্তিল্লিযো সৰ্বমলপ্ৰহীনো,
গুণেহিনেকেহি সমিদ্ধিপ্নতো,
অনাসবো তং পণমামি সঙ্ঘং !

ত্রিশরণ গাথা

- ১। যো বদতং পবরো মনুজেষু
সক্যমুনী ভগবা কতকিচ্ছো
পারগতো বলবিরিয়-সমঙ্গী
তং স্মৃতং সরণথমুপেমি ।
- ২। রাগ-বিরাগমনেজমসোকং
ধম্মমসঙ্ঘাতমপ্পটিকূলং,
মধুরমিমং পপ্পণং সুবিভত্তং
ধম্মমিমং সরণথমুপেমি ।
- ৩। যথ চ দিন্নং মহ্ণফলমাত্ত
চতুস্সু সূচীস্সু পুরিস-যুগেস্সু,
অট্টে চ পুগ্গলা ধম্মদসা তে
সঙ্ঘমিমং সরণথমুপেমি ।

প্রণতি গাথা

- ১। উজ্জল-বদন-গৌরবর-দেহং
বিনশতি নিরবধি ভাব-বিদেহং
ত্রিভুবন-পাবন কৃপয়া লেশং
ত্বং প্রণমামি চ শ্রীমায়া-তনয়ং ।

২ । গর-গর-অন্তর-ভাব-বিকারং
 দুর্জ্জন-তর্জ্জন-নাদ-বিশালং,
 ভবভয়-ভঞ্জন-কারণ-করণং
 ত্বং প্রণমামি চ শ্রীমায়া-তনয়ং ।

৩ । অরুণাস্বর-ধর-চারু-কপোলং
 ইন্দু-বিনিন্দিত-মখচয়-রুচিরং,
 জল্লিত-নিজগুণ-নাম-বিষাদং
 ত্বং প্রণমামি চ শ্রীমায়া-তনয়ং ।

৪ । বিগলিত-নয়ন-কমলজ-ধারং
 ভূষণ-নবরস-ভাব-বিকারং,
 গতি-অতিমনোহর-গজেন্দ্রবেশং
 ত্বং প্রণমামি চ শ্রীমায়া-তনয়ং ।

৫ । চঞ্চল-চারু-চরণ-গতি-রুচিরং
 রঞ্জিত-মঞ্জির-মুখরস-ধীরং,
 ইন্দু-বিনিন্দিত-শীতল-বদনং
 ত্বং প্রণমামি চ শ্রীমায়া-তনয়ং ।

৬ । ত্রিচীবরধারী পিণ্ডপাত্র-হস্তং
 দিব্য-কলেবর-সুমণ্ডিত-মণ্ডং,
 দুর্জ্জন-কিল্লিষ-খণ্ডন-দণ্ডং
 ত্বং প্রণমামি চ শ্রীমায়া-তনয়ং ।

৭ । ভুবন-তরুজ-অলকাবলি-ললিতং
 কস্মিত-বিস্বাধর-বর-রুচিরং,
 মলয়জ-বিরচিত-উজ্জল-তিলকং
 ত্বং প্রণমামি চ শ্রীমায়া-তনয়ং ।

- ৮ । নিন্দিত-অরুণ-কমলদল-নয়নং
 আজানুলম্বিত-শ্রীভূজ-যুগলং
 দানশীল-ভাবনা-নিত্যদেশকং
 ত্বং প্রণমামি চ শ্রীমায়া-তনয়ং ।

নরসীহ গাথা

- ১ । চকবরঙ্কিত-রত্ন-সুপাদো
 লঙ্ঘণ-মণ্ডিত-আযত-পঙ্কি ;
 চামর-ছত্র-বিভূষিত-পাদো
 এস হি তুফ পিতা নরসীহো ।
- ২ । সত্যকুমারবরো স্মৃথুমালো
 লঙ্ঘণ-বিখ্যত-পুঙ্গবরীয়ো ;
 লোকহিতায় গতো নরবীরো
 এস হি তুফ পিতা নরসীহো ।
- ৩ । পুঙ্গব-সসঙ্কনিভো মুখবল্লো
 দেব-নরান পিষো নরনাগো ;
 মন্ত-গজিন্দ-বিলাসিত-গামী
 এস হি তুফ পিতা নরসীহো ।
- ৪ । খন্ডিয়-সম্ভব-অগ্ন-কুলীনো
 দেবমনুস-নর্মসিত-পাদো ;
 সীল-সমাধি-পতিষ্ঠিত চিত্তো
 এস হি তুফ পিতা নরসীহো ।

৫। আয়তযুগ্ম-সুসঙ্গিতনাসো
গোপখুমো অভিনীল-সুনেত্রো ;
ইন্দধনু-অভিনীলভমূকো
এস হি তুয়হ পিতা নরসীহো ।

৬। বট্ট-সুমট্ট-সুসঙ্গিত-গীবো
সীহ হনু মিগরাজ-সরীরো ;
কাঞ্চন-সুচ্ছবি-উত্তমবল্লো
এস হি তুয়হ পিতা নরসীহো ।

৭। সিনিক-সুগম্ভীর-মঞ্জু-সুঘোসো
হিন্দুল-বল্ল সুরভ-সুজিবেহা ;
বীসতি বীসতি সেত-সুদন্তো
এস হি তুয়হ পিতা নরসীহো ।

৮। অঞ্জন-বল্ল-সুনীল-সুকেসো
কাঞ্চন-পট্ট-বিসুদ্ধ-ললাটো ;
ওসধি-পশুর সুদ্ধ-সু-উল্লো
এস হি তুয়হ পিতা নরসীহো ।

৯। গচ্ছতি নীল পথে বিয় চন্দো
তারগণা পরিবেষ্টিতরূপো ;
সাবকমজ্জগতো সমুনিন্দো
এস হি তুয়হ পিতা নরসীহো ।

পুণ্যানুমোদন গাথা

- ১। আকাসসিন্ধু-বন-পাদপ-পবতর্জা,
ভূরি-সিনেরু-গিরিকন্দর-সাগরর্জা,
ইচ্ছেবমাদিসু-নিবাসিত-ভূতসের্জা
পুণ্ড্রানুমোদথ সদেবগণা পহর্জা ।
- ২। দহান দানং স্নগতো রসানং—
পালেহা সম্মা থলু পঞ্চসীলং,
রূপে চ থামে চ যসে চ ভোগে
ভবাভবে'হং অনুনো ভবেষ্যং ।
- ৩। সংসার-জুগ্মবিপিনে ভযদে অসারে
রোপেহা দান-সুরপাদপমচ্চুলারং,
তস্মানুভাবজনিতং সুখমেসমানো
অন্তেনুভোম্মি সুখদং অমতপ্ফলন্তি ।

নামাষ্টশতকং গাথা

- ১। সমুদ্রং পুণ্ডরীকাক্ষং সর্বভুজং করুণাম্পদং,
সামন্তভদ্রং শাস্তারং শাক্যসিংহং নমাম্যহং ।
- ২। শ্রীঘনং শ্রীমতিং শ্রেষ্ঠং শীলরাশিং শিবঙ্করং,
শ্রীমন্তং শ্রীকরং শান্তং শান্তবেশং নমাম্যহং ।
- ৩। নৈরাশ্রবাদিনং সিদ্ধং নিরবজ্ঞং নিরাশ্রবম্,
নীতিজ্ঞং নির্মলাত্মানং নিষ্কলঙ্কং নমাম্যহং ।
- ৪। নির্বাদং নিরহঙ্কারং নির্বিকল্পং তথাগতং,
নিধু'তং নিখিলক্লেশং নিপ্রপঞ্চং নমাম্যহং ।
- ৫। বিশ্বেশ্বরং বিমুক্তিজ্ঞং বিশ্বরূপং বিনায়কং,
বিশ্বলক্ষণসম্পন্নং বীতরাগং নমাম্যহং ।

- ৬। বিদ্যাচরণসম্পন্নঃ বিশেষঃ বিমলপ্রভঃ
বিনীতবেশঃ বিপুলঃ বীতদোষঃ নমাম্যহং ।
- ৭। ছন্দান্তুদমকং সর্বং শুদ্ধং শৌক্যাদনিং মুনিং,
সুগতং সুগতিং সৌম্যং শুভ্রকীর্তিঃ নমাম্যহং ।
- ৮। যোগীশ্বরং দশবলং লোকজ্ঞং লোকপূজিতং,
লোকাচার্য্যং নিরাচার্য্যং লোকনাথং নমাম্যহং ।
- ৯। কলঙ্কমুক্তং কামারিঃ অকলঙ্কং কলাধরং,
কান্তমূর্ত্তিঃ দয়াপাত্রং কণকাভং নমাম্যহং ।
- ১০। পরমার্থং পরজ্যোতিং পরমং পরমেশ্বরং,
ভবাভবকরং ভব্যং ভগবন্তং নমাম্যহং ।
- ১১। মহামতিং মহাবীৰ্য্যং মহাভিজ্ঞং মহাবলং,
মহোদ্যমং মহাধৈর্য্যং মহাবাহুং নমাম্যহং ।
- ১২। আত্মং পবিত্রং সৰ্ব্বীযং অপরাজিতমচ্যুতং,
মিতং পরহিতং নাথং অমিতাভং নমাম্যহং ।
- ১৩। চতুর্ম্মারি-বিজিতং তত্ত্বজ্ঞং শঙ্করং শিবং,
সহসারং সদাচারং সার্থবাহং নমাম্যহং ।
- ১৪। দেবদেবং মহাদেবং দেববন্দিতমব্যয়ং,
প্রমাণাতীত-দেবেশং দিব্যরূপং নমাম্যহং ।
- ১৫। জিতেন্দ্রিয়ং জিতক্লেশং জিনেন্দ্রং পুরুষোত্তমং,
উত্তমং সূত্তমং ব্রহ্মং পুণ্যক্ষেত্রং নমাম্যহং ।
- ১৬। ভক্ত্যেদং যঃ পঠেন্নিত্যং প্রাতরুপায় মানবঃ,
নামাষ্টশতকং পুণ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্ ।
- ১৭। স লভেত মিতানু ভোগান্ ভৌমান্ স্বর্গোদ্ভবংস্তথা,
ব্যাধয়ন্তং ন বাধন্তে দুঃস্বপ্নং তস্য নশ্চতি ।
- ১৮। আয়ুরারোগ্যসম্পন্নশ্চ ভৌগৈশ্বর্য্যাসমধিতঃ,
মেধাবী কুলজো বাগ্মী ভবে জন্মানি জন্মানি ।

অষ্টবিংশতি বুদ্ধ বন্দনা

- ১। বন্দে তহুঙ্করং বুদ্ধং বন্দে মেধঙ্করং মুনিং,
সরগঙ্করং মুনিং বন্দে দীপঙ্করং মুনিং নমে।
- ২। বন্দে কোণ্ডঞ সথারং বন্দে মঙ্গল নাযকং,
বন্দে সুমন-সম্বুদ্ধং বন্দে রেবত-নাযকং।
- ৩। বন্দে সোভিত-সম্বুদ্ধং অনোমদস্সিং মুনিং নমে,
বন্দে পতুম-সম্বুদ্ধং বন্দে নারদ-নাযকং।
- ৪। পতুমুত্তরং মুনিং বন্দে বন্দে সুমেধ-নাযকং,
বন্দে সুজাত-সম্বুদ্ধং পিয়দস্সিং মুনিং নমে।
- ৫। অথদস্সিং মুনিং বন্দে ধম্মদস্সিং জিনং নমে,
বন্দে সিদ্ধথ-সথারং বন্দে তিস্স-মহামুনিং।
- ৬। বন্দে ফুম্ম-মহাবীরং বন্দে বিপস্সী-নাযকং,
সিথিং মহামুনিং বন্দে বন্দে বেস্সভূ-নাযকং।
- ৭। ককুসঙ্কং মুনিং বন্দে বন্দে কোনাগমন-নাযকং
কস্সপং সুগতং বন্দে বন্দে গোতম-নাযকং।
- ৮। অর্ট্ঠবীসতি'মে বুদ্ধা নিক্বাণামতদাযকা,
নমামি সিরসা নিচ্চং তে মে রত্নন্তু সব্বদা।

বুদ্ধের নয়গুণ বন্দনা

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| অরহং অরহো'তি নামেন | অরহং পাপং ন কারয়ে, |
| অরহত্ত্বফলং পত্তো | অরহং নাম তে নমো। |
| সম্মাসম্বুদ্ধ-ঞাগেন | সম্মাসম্বুদ্ধ-দেসনা, |
| সম্মাসম্বুদ্ধ লোকস্সিং | সম্মাসম্বুদ্ধ তে নমো। |

বিজ্ঞাচরণসম্পন্নো	তস্ম বিজ্ঞা পকাসিতা,
অতীতানাগতুপ্পন্নো	বিজ্ঞাচরণ তে নমো ।
সুগতো সুগতথানং	সুগতো সুন্দরং পি'চ,
নিব্বানং সুগতিং যন্তি	সুগতো নাম তে নমো ।
লোকবিদু'তি নামেন	অতীতানাগতে বিদু,
সংসার-সত্তমোকাসে	লোকবিদু নাম তে নমো
অনুত্তরো ঐগণসীলেন	যো লোকস্স অনুত্তরো,
অনুত্তরো পূজ-লোকস্মিং	তং নমস্সামি অনুত্তরো ।
সারথী সারথী দেবা	যো লোকস্স সুসারথী,
সারথী পূজ-লোকস্মিং	তং নমস্সামি সারথী ।
দেব-যস্স-মনুস্সানং	লোকে অগ্গফলং দদং,
দদন্তং দমযন্তানং	পু'রিসাজ্জঞ তে নমো ।
ভগবা ভগবা যুতো	ভগ্গং কিলেস বা হতো,
ভগ্গং সংসারমুত্তারো	ভগবা নাম তে নমো ।

বুদ্ধ বন্দনা

দিস্সা যো দুস্সখিন্ণে	করগতমমতং
দুস্সখিন্ণং পহায	
লোকস্সথং চরন্তো	অমতমিবভজং
ঘোর-সংসার-দুস্সং,	
দানাদি পারমী	সন্নিচয সুমতিমা
পত্তবা বুদ্ধভাবং	
সংসারস্বোধিনাবং	তমসমসরণং
দেবদেবং নমামি ।	

বুদ্ধ ও বোধি বন্দনা

- ১। যো লোকথায় বুদ্ধো ধনসুত-ভরিয়া
অঙ্গজীবে চজিহা,
পূরেহা পারমিযো তিদসমনুপমে
বোধিপঙ্খীয়-ধম্মে ।
- ২। পত্না বোধিঃ বিসুদ্ধাঃ সকল-গুণদদং
সেষ্ঠভূতো তিলোকে,
কত্বা দুষ্কস্স অন্তং কতস্তুভজনতং
দুষ্কতো মোচয়িথ ।
- ৩। নহানাহং জিনং তং সমুপতিত-সুভং
সব্বলোকেক বঙ্কুং,
নাহু যেনাপি তুল্যো কুসল-মহিমতো
উত্তমো ভূতলোকে ।
- ৪। তস্মেবে'মং সুবিম্বং সুবিপুলমমলং
বোধিসত্তার-ভূতং,
হেতুং হেতানুরূপং সুগত-গতফলং
ভাসতো মে সূনাথ ।
- ৫। যো সংসারেসু দুষ্কং অমতমিবভজং
সব্বসত্তে দযায়,
তেসং দোসগ্গিজালং কমলসলিলতো
সাধু নিব্বাপয়ন্তো ।
- ৬। বুদ্ধো বোধিঞ্চ পত্তো সকলমতিবসী
পত্ত-সব্বগ্গুভাবং,
তঞ্চাহং তস্স বোধিঃ পমুদিত-মনসা
সব্বকালং নমামি ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পূজা

আমরা সাধারণতঃ পুষ্প, প্রদীপ, আহাৰ্য্য, স্নগন্ধি, ধ্বজা ও ছত্র ইত্যাদি মনোরম দ্রব্য দ্বারা বুদ্ধযুক্তির সম্মুখে পূজা নিবেদন করি। এই সকল পূজা বা উপহার যে বুদ্ধের নিকট পৌছে না, তাহা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। ইহা প্রার্থনামূলক হইলে মিথ্যাদৃষ্টির আকার ধারণ করে এবং তাহাতে অকুশলই সঞ্চিত হয়। কোনরূপ প্রার্থনা ব্যতীত যদি এই সঙ্কল্পের সহিত পূজা করা হয় যে “ভগবান বুদ্ধ দেব মনুষ্য ব্রহ্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ; সেই শ্রেষ্ঠাদপি শ্রেষ্ঠকে এই পবিত্র কুম্মদাম বা আহাৰ্য্য দ্বারা পূজা করিতেছি”—এই ভাবের পূজা দ্বারা দান কার্য্যই হইয়া থাকে এবং তদ্বারা পূজার্থিগণ বুদ্ধকে দান দেওয়ার পুণ্য লাভ করিয়া থাকে। আমাদের পূজার পাত্র কি কি হইতে পারে এই বিষয় অনেকের জানা নাই। এই সম্পর্কে আনন্দ স্থবির এক সময় বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

“প্রভু, চৈত্য় কয় প্রকার? “আনন্দ, তিন প্রকার।” “সেই তিনটি কি কি? “শারীরিক চৈত্য়, উদ্দেশিক চৈত্য় ও পারিভৌগিক চৈত্য়।” “প্রভু, আপনার জীবদ্দশায় তাহা করা যাইতে পারিবে কি? “আনন্দ, তথাগতের জীবদ্দশায় তাঁহার শারীরিক চৈত্য় করিতে পারিবে না। তাহা বুদ্ধগণের পরিনির্বাণ লাভের পরই করিতে হয়। এখন উদ্দেশিক ও পারিভৌগিক চৈত্য় করিতে পারিবে। বুদ্ধের ব্যবহৃত মহাবোধি বৃক্ষ বুদ্ধের জীবদ্দশায়ও চৈত্য়তুল্য।”

বুদ্ধ-প্রতিমাকে উদ্দেশিক চৈত্য়, বোধিবৃক্ষ পারিভৌগিক চৈত্য় ও সৰ্ব্বজ্ঞ বুদ্ধের দেহাবশেষকে শারীরিক চৈত্য় কহে।

পুষ্প পূজা

১। বগ্নগন্ধ-গুণোপেতং এতং কুম্মসন্ততিং,

পূজ্যামি মুনিন্দস্ম সিরিপাদ-সরোরুহে।

২। পূজেমি বুদ্ধং কুসুমেন তেন
 পুণ্ড্রেন মে তেন চ হোতু মোক্ষং ।
 পুষ্পং মিলায়তি যথা ইদং মে,
 কাযো তথা যাতি বিনাসভাবং ।

- ১। সুন্দর বর্ণ ও সুগন্ধযুক্ত এই পুষ্পসমূহ দ্বারা মুনীন্দ্র বুদ্ধের শ্রীপাদপদ্মে পূজা করিতেছি ।
- ২। এই পুষ্প দ্বারা বুদ্ধকে পূজা করিতেছি, এই পুণ্য প্রভাবে আমার মোক্ষলাভ হউক । এই পুষ্প যেমন স্নান হইয়া যায়, সেরূপ আমার এই দেহও বিনষ্ট হইয়া যাইবে ।

প্রদীপ পূজা

ঘনসারপ্লদিতেন দীপেন তমধঃসিনা,
 তিলোকদীপং সমুদ্রং পূজয়ামি তমোহুদং ।

ঘন সার তৈল বা ধাতুজাত বস্তু দ্বারা অথবা অন্ধকার বিনাশক জলন্ত প্রদীপের দ্বারা ত্রিলোক-প্রদীপ-স্বরূপ অজ্ঞান-তমোহারী সমুদ্রকে পূজা করিতেছি ।

আহার পূজা

অধিবাসেতু নো ভন্তে ভোজনং পরিকল্পিতং,
 অনুকম্পং উপাদায় পতিগণহাতু উত্তমং ।

প্রভু, আপনার (পূজার যোগ্য উত্তম) আহার প্রস্তুত হইয়াছে ।
 অনুগ্রহপূর্বক আমাদের এই দান গ্রহণ করুন ।

সুগন্ধি পূজা

গন্ধ-সম্ভার-যুগ্মেন ধূপেনাহং সুগন্ধিনা,
 পূজয়ে পূজনেযান্তুং পূজ-ভাজনমুত্তমং ।

গন্ধসম্ভারযুক্ত এই সুগন্ধি ধূপের দ্বারা আমি সেই পূজনীয় উত্তম পূজাভাজনকে পূজা করিতেছি ।

গিলান প্রত্যয় পূজা

নানাসম্ভার-সংযুক্ত গিলানপচয়ং বরং,
পূজেমি লোকনাথস্ম নাথো মে অধিবাসতু ।
নানা সামগ্রীযুক্ত এই শ্রেষ্ঠ গিলান প্রত্যয় দ্বারা আমি লোকনাথ বুদ্ধকে
পূজা করিতেছি ।

বুদ্ধস্থিত পুষ্প পূজা

কুম্মং ফুল্লিতং এতং পল্লহেত্বান অঞ্জলিং,
বুদ্ধসেষ্ঠং সরিহ্বান আকাসেমপি পূজয়ে ।
বুদ্ধে প্রস্তুতিত এই পুষ্প বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করিয়া করজোড়ে পূজা
করিতেছি । অর্থাৎ পুষ্প সমূহ বুদ্ধ হইতে না উঠাইয়া বুদ্ধের উপরেই
বুদ্ধের উদ্দেশ্যে পূজা করিতেছি ।

প্রতিপত্তি পূজা

ইমায় ধম্মানুধম্মপটিপত্তিয়া বুদ্ধং পূজেমি ।
ইমায় ধম্মানুধম্মপটিপত্তিয়া ধম্মং পূজেমি ।
ইমায় ধম্মানুধম্মপটিপত্তিয়া সজ্জং পূজেমি ।
অদ্বা ইমায় পটিপত্তিয়া জাতি-জরা-ব্যাধি মরণমহা
পরিমুচ্চিসামি ।
এই ধর্ম ও অনুধর্ম প্রতিপত্তি অর্থাৎ যাবতীয় শীল সমাধি দ্বারা বুদ্ধ,
ধর্ম, সজ্জকে পূজা করিতেছি, ইহা দ্বারা আমি জন্ম, জরা, ব্যাধি ও
মৃত্যু হইতে নিশ্চয় মুক্ত হইব ।

জ্ঞাতিপ্রেত পূজা

গন্ধং ধূপঞ্চ দীপঞ্চ পানীয়ং ভোজনম্পি চ,
পতিগণহন্ত সন্তুট্টো ঐতিপেতো ইদং বলিং ।
হে জ্ঞাতি প্রেতগণ ! স্নগন্ধযুক্ত ধূপ, দীপ, পানীয় এবং ভোজন সহ
এই পূজা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করুন ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দান

“দীযতীতি দানং” নিঃস্বার্থভাবে যাহা দেওয়া যায় বা ত্যাগ করা হয় তাহাই দান। ভগবান তথাগতের সত্যধর্ম বিশ্বাসী প্রত্যেক নরনারীর ইহ পরকালের সুখসমৃদ্ধির নিমিত্ত যথাশক্তি দানময় কুশল কর্ম সম্পাদন করা কর্তব্য। কারণ, প্রাক্তন দানের ফল না থাকিলে ইহজীবনে ধনশালী হওয়া যায় না এবং বর্তমান জীবনে দান না করিলে ভাবী জীবনে সুখ আশা করাও বাতুলতা মাত্র। দান মুক্তিমার্গের প্রথম সোপান, দানেই মানবের জ্ঞান ; “দানং ত্যাগং মনুস্মানং।” দুঃখজ্বরের সংগ্রাম মানুষকে এখান হইতেই সূত্র করিতে হয়। এই হইতে চারি অসংখ্য ও এক লক্ষ কল্প পূর্বে আমাদের গৌতম বুদ্ধ স্মৃতি তপস অবস্থায় দীপঙ্কর বুদ্ধের পাদমূলে যখন বুদ্ধত্ব প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মুখনিঃসৃত আশীর্বাদ লাভ করিয়া ভাবিলেন—“বুদ্ধগণ অব্যর্থবাদী, তাঁহাদের বাক্য অন্তথা হয় না—যেমন আকাশে উৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের পতন সুনিশ্চিত, জাত-মস্তের মরণ, প্রাত্যহিক সূর্য্যের উদয় এবং গুহানিষ্ক্রান্ত সিংহের গজ্জর্জন ধ্রুব ও অবশ্যজ্ঞাবী—সেইরূপ বুদ্ধগণের বাক্য সুনিশ্চিত ও অব্যর্থ। অতএব আমি ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইব।”

পূর্ব পূর্ব বোধিসত্ত্বগণ প্রথম কোন্ মহাপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, অনুধাবন করিতে করিতে তিনি দেখিতে পাইলেন—ত্যাগপথ মহাপথ। অতঃপর তিনি নিজেকে উপদেশ দিতে লাগিলেন—“হে স্মৃতি, এই হইতে তুমি প্রথম দানপারমী পূর্ণ করিবে। যেমন জলকুন্ত অধোমুখী করিলে নিঃশেষে জল পরিত্যাগ করে, প্রত্যাহরণ করে না, তদ্রূপ তুমি ধন, যশ, পুত্র-কন্যা বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি অবলোকন না করিয়া, কোন সম্পত্তি অবশিষ্ট না রাখিয়া যাচকদিগের ইচ্ছানুরূপ সমস্ত বস্তু দান করিয়া অনাগত কালে বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধ হইতে পারিবে।” এইরূপে তিনি দৃঢ়চিত্তে প্রথম দানপারমী পরিপূরণের অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন।

টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ ও স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি বাহ্যিক বস্তু দানকে উপপারমী, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করাকে পারমী ও জীবনদান করাকে পরমার্থ-পারমী বলা হয়। সাধারণতঃ বাহ্যিক বস্তু দান করা সহজ, কিন্তু শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং জীবন দান করা বড়ই কঠিন। যাহারা দুঃখমুক্তির জন্য জন্মে জন্মে বস্তুদান অভ্যাস করিয়া আসে নাই, তাহাদের পক্ষে ধর্মের জন্য অঙ্গ বা জীবন ত্যাগ করা খুবই কঠিন। সুতরাং প্রথমে বাহ্যিক বস্তু ত্যাগ অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে মানুষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে সক্ষম হয়। দুঃখমুক্তিই দানের মূল উদ্দেশ্য। লোভ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি অন্তরের কলুষ পরিত্যাগ করিতে না পারিলে মুক্তিলাভের আশা ব্যর্থ হয়। জন্মে জন্মে ধনসম্পদ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জীবন উৎসর্গের পরই মানুষ অন্তরের সব কালিমা পরিত্যাগ করিয়া চির শাস্তিময় নির্বাণ লাভের অধিকারী হইতে পারে। অতএব যাহারা জন্মান্তরে সুখ ও সংসার-দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের প্রথম কর্তব্য দান পারমী পূর্ণ করা।

দানের প্রণালী

দান দেওয়ার পূর্বে দাতার তিনটি বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার। বস্তুসম্পত্তি, চিত্তসম্পত্তি ও প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি।

অর্থাৎ—অসদুপায়ে অর্জিত টাকা পয়সা বা বস্তু দান করার চেয়ে সদুপায়ে অর্জিত টাকা পয়সা বা বস্তু দান করিতে পারিলে দাতা বেশী ফল লাভে সক্ষম হয়, ইহাকে বস্তুসম্পত্তি বলা হয়।

চিত্তসম্পত্তি বলিতে—চিত্তের উৎকৃষ্ট চেতনাকে বুঝায়। দান দেওয়ার পূর্বে, দান দেওয়ার সময় ও দান দেওয়ার পরে এই ত্রিবিধ কালে চিত্ত লোভ, দ্বেষ ও মোহমুক্ত থাকা চাই। ইহাকে চিত্তসম্পত্তি বলা হয়।

প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি বলিতে যাহারা দান গ্রহণ করিবেন তাহাদের পুত্র চরিত্রের উপর দানফল কমবেশী নির্ভর করে। এই সম্বন্ধে পরিব্রাজক বৎসগোত্র ও ভগবান বুদ্ধের কথোপকথন অনুধাবনযোগ্য।

এক সময়ে বৎসগোত্র পরিব্রাজক ভগবান বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—
'হ গো তম, আমি শুনিয়াছি আপনি নাকি লোককে উপদেশ দিয়া থাকেন যে—

“আমাকে ও আমার শিষ্যগণকে দান দিলে মহাফল হইয়া থাকে, অতীকে দান দিলে মহাফল হইবে না।”

প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ বলিলেন—“বৎস, প্রথমে তুমি আমার এই বাক্যটুকু জানিয়া রাখ। যে ব্যক্তি অপরকে দান দিতে বারণ করে, সে তিনটি বিষয়ে অন্তরায়কারী ও পরিপন্থী হয়। যথা—সে দায়কের পুণ্যের অন্তরায় করে, গ্রহীতার লাভের অন্তরায় করে ও নিজের অকীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া থাকে।

“বৎস, আমি এই কথাও বলিতেছি যে পচা নালা বা নর্দমায় যে সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হইয়া থাকে, যদি কোন পুণ্যাকাজ্জী ব্যক্তি আহারের পর উচ্ছিষ্ট খালা ধোত করিয়া সেই নর্দমায় নিক্ষেপ পূর্বক কামনা করে যে—এই প্রাণিগণ আমার নিক্ষিপ্ত এই উচ্ছিষ্ট খাণ্ড খাইয়া জীবন যাপন করুক—ইহাতেও পুণ্য সঞ্চয় হয়। মানুষের মত মহাপ্রাণিকে দান দিলে কি পরিমাণ পুণ্য লাভ হইতে পারে চিন্তা করিয়া দেখ। তবে আমি শীলবান ব্যক্তিকে দান দিলে মহাফল হয় এই কথাই বলিতেছি। কিন্তু অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ প্রকৃত পুণ্যক্ষেত্র জানিতে না পারিয়া দুঃশীল ও ভ্রষ্টচরিত্র ব্যক্তিকে দান দিয়া থাকে, অথচ সাধু সংপুরুষকে দান দেয় না। স্ত্রতরাং দানের প্রণালী এবং দানফল বিশেষভাবে জানিয়া কর্ম ও কর্মফলে বিশ্বাস রাখিয়া পবিত্র সজ্জক্ষেত্রে বা শীলবান পুরুষকে দান দেওয়াই উত্তম।”

ত্রিবিধ দায়ক

যাঁহারা বৌদ্ধকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া ভিক্ষুসজ্জকে অন্ন, বস্ত্র (চীবর), বাসস্থান (বিহার ও ঔষধ পথ্যাদি চতুঃপ্রত্যয় দান দিয়া বুদ্ধশাসনকে রক্ষা করে, বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁহারা ‘দায়ক’ নামে অভিহিত হন। অতীথ্য শুধু বৌদ্ধকূলে জন্মগ্রহণের দ্বারা কেহ দায়ক আখ্যার অধিকারী হইবে না। অবস্থা ভেদে দায়ক তিন প্রকার। দানদাস, দানসহায় ও দানপতি।

যে নিজে ভাল খায়, অথচ অপরকে দিবার সময় খারাপ জিনিষ দিয়া থাকে, তাহাকে দানদাস বলে।

যে নিজে যেমন খায়, অপরকেও তেমন জিনিষ দান করে, তাহাকে দানসহায় বলে।

আর যে ব্যক্তি নিজে কোন প্রকারে জীবন যাপন করে, অথচ দানের বেলায় যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট বস্তু দান করিবার চেষ্টা করে তাহাকে দানপতি বলা হয়।

পুদগলিক দান

মাতৃষ হউক কিংবা পশু-পক্ষীই হউক, কোন ব্যক্তিবিশেষকে যে দান দেওয়া হয়, তাহাকে পুদগলিক দান বলে। সংঘ-উদ্দেশ্যে নিমন্ত্রণ ব্যতীত দুইজন বা তিনজন ভিক্ষুকে দান দিলেও পুদগলিক দানের অন্তর্গত হয়। তবে এক্ষেত্রে যতই উৎকৃষ্ট প্রাণীকে দান দেওয়া যায় দানের ফল ততই অধিক হইয়া থাকে।

কর্ম ও কর্মফলের উপর বিশ্বাস রাখিয়া কুকুর, গরু, ঘোড়া, ছাগল ও মোরগ প্রভৃতি তিথ্যক প্রাণীকে দান দিলে দাতা শত জন্মাবধি আয়ু, বর্ণ, স্বথ, বল ও জ্ঞান এই পঞ্চফল লাভ করিতে পারে। মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন কৈবর্তকে দান দিলে সহস্র জন্ম ফল ভোগ করিতে পারে। সাধারণ মানুষকে দান দিলে লক্ষ জন্মাবধি ফল লাভে সমর্থ হয়। এই ভাবে পঞ্চশীল, অষ্টশীল, দশশীলধারীকে, উপসম্পন্ন শীলবান ভিক্ষু, বিদর্শন ভাবনারত ভিক্ষু প্রভৃতিকে দান দিলে একটা হইতে ক্রমান্বয়ে অপরটার ফল অনেক বেশী হইয়া থাকে। আর কর্মস্থান ভাবনা-কারী শ্রোতাপত্তি মার্গলাভী, সঙ্কদাগামী, অনাগামী, অহং মার্গ ও ফললাভীকে এবং পচেক বুদ্ধ ও সম্যক সম্বুদ্ধকে প্রদত্ত দান একটা হইতে অপরটার ফল অনন্ত অপ্রমেয় বল হইয়াছে।

সংঘ দান

ভগবান বুদ্ধ সংঘদানের ফল সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

পৃথিবী সাগরো মেরু খণ্ড যন্তি যুগে যুগে,
কল্পানি সত সহস্রানি সংঘে দিন্দ্ৰ ন নস্শতি।

এই মহা পৃথিবীর অনন্ত যুতিকারাদি, চুরাশী হাজার যোজন গভীর মহাসমুদ্র ও সর্বোচ্চ স্রমের পর্বতও যুগে যুগে ক্ষয় হইতে পারে; কিন্তু লক্ষ কল্পেও সংঘদানের ফল নষ্ট হয় না।

ন্যূনকল্পে চারিজন ভিক্ষুকে সংঘ দান করা যায়। তবে সংঘের আদেশপ্রাপ্ত একজন কিম্বা দুইজন ভিক্ষুও সংঘদান গ্রহণ করিতে পারে। যদি কোন দায়ক বিহারে গিয়া সংঘ হইতে একজন ভিক্ষু প্রার্থনা করেন—বুদ্ধ হউক, তরুণ হউক, মুখ অথবা পণ্ডিত হউক সংঘ যে কোন একজন পাঠাইয়া দিলে, তাঁহার প্রতি অটল শ্রদ্ধা রাখিতে না পারিলে সংঘদান সফল হইবে না। সুতরাং সংঘ যাহাকে

মনোনীত করিয়া পাঠাইবেন বুদ্ধপ্রশংসিত “শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র” সংঘের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখিয়া দান করিতে পারিলে দাতা যথার্থ ফল লাভ করিয়া থাকে।

পরলোকগত জ্ঞাতি প্রেতগণের উদ্দেশ্যে বুদ্ধ সর্বদাই সংঘদানের উপদেশ দিয়াছেন ! তাই সিংহল, ব্রহ্ম, শ্রাম, কম্বোডিয়া লাওস প্রভৃতি বৌদ্ধ-প্রধান দেশে পরলোকগত আত্মীয় স্বজনের উদ্দেশ্যে বেশীর ভাগই সংঘদান করিতে দেখা যায়।

সংঘদানের মন্ত্র

ইমং ভিক্ষুং সপরিষ্কারং ভিক্ষুং সজ্জস্স দেম । (তিনবার)
প্রয়োজনীয় উপকরণ সহ এই ভোজন ভিক্ষুসংঘকে দান করিতেছি ।

অষ্ট পরিষ্কার দান

ভিক্ষু শ্রামণদের প্রয়োজনীয় অষ্টবিধ বস্তুকে অষ্টপরিষ্কার বলা হয়।
যথা—১। সংঘাটি ২। উত্তরাসঙ্গ ৩। অন্তর্বাস ৪। পাত্র ৬। ক্ষুর ৬। সূচ-সূতা ৭। কটি বন্ধনী ৮। জল ছাঁকিবার গামছা।

যখন পৃথিবীতে বুদ্ধ উৎপন্ন হন, তখন দেশ-দেশান্তর হইতে হাজার হাজার শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জগু ছুটিয়া আসেন। করুণাময় বুদ্ধ “এস ভিক্ষুগণ” বলিয়া সেই পুণ্যাত্মা কুলপুত্রদের দিকে হস্ত প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা ঋদ্ধিময় পাত্র চীবরধারী উপসম্পদা প্রাপ্ত হন। ইহা অষ্টপরিষ্কার দানের ফল। যাহাদের পূর্বকৃত অষ্টপরিষ্কার দানের ফল থাকে না, তাহারা বুদ্ধের কাছে ঋদ্ধিময় উপসম্পদা লাভের কথা দূরে থাক, ইহজীবনে প্রব্রজ্যা লাভ করাও তাহাদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া পড়ে। তন্মুক্ত জীবনে একবার হইলেও ভিক্ষুসংঘকে অষ্ট পরিষ্কার দান দিয়া এইভাবে প্রার্থনা করা উচিত।

“ইদম্মে পুত্রং অনাগতে এহি-ভিক্ষু-ভাবায পচ্চযো হোতু”

অর্থাৎ এই পুণ্য ভবিষ্যতে আমার ঋদ্ধিময় ভিক্ষু লাভের হেতু হউক।

যখন জগতে স্তম্ভজল নামক বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন আমাদের গৌতম বুদ্ধ সুরুচি নামক ব্রাহ্মণ হইয়া স্তম্ভজল বুদ্ধকে অষ্টপরিষ্কার দান দিয়াছিলেন। বুদ্ধ ব্রাহ্মণকে সেই দানের ফল বর্ণনা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত চব্বিশটি গাথা বলিয়াছিলেন :

- ১। তিচীবরঞ্চ পত্তঞ্চ বাসি স্মৃতি কাযবন্ধনং
পরিম্ভাবণঞ্চ দেতি দায়কো তুর্চ্ছমানসো
যুত্বেযোগেন সাসনে এবং হি দাতব্বং সদা।

সংঘাটি, উত্তরাসঙ্গ, অন্তর্বাস, পাত্র, ক্ষুর, সূচ-সূতা, কটিবন্ধনী ও জলছাঁকনি এই অষ্টবিধ বস্তু শ্রদ্ধাচিতে দান করা উচিত।

- ২। যো চ পুরিসো সন্ধো দেতি অর্ন্তপরিম্ভারং
ভিক্ষুনো বুদ্ধসাসনে বিপ্সসন্নেন চেতসা,
সো চ ভবে সমুপ্পন্নো ধনবা চেব ভোগবা
সুরূপো হোতি সর্বদা পরিম্ভারসিদ্ধং ফলং।

যে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি বুদ্ধশাসনে রমিত ভিক্ষুকে প্রসন্নচিত্তে অষ্টপরিষ্কার দান করেন, তিনি জন্মে জন্মে ধনশালী, ভোগশালী ও স্ত্রী হইয়া থাকেন। ইহা অষ্টপরিষ্কার দানের ফল।

- ৩। সো চ এহি ভিক্ষু জাতো বিম্বুদ্ধো বুদ্ধসাসনে,
পাকটো হোতি'নাগতে পরিম্ভারসিদ্ধং ফলং।

সে বুদ্ধশাসনে 'এস ভিক্ষু' অর্থাৎ ঋদ্ধিময় পাত্র চীবরধারী বিম্বুদ্ধ ভিক্ষু হয়। ভবিষ্যতে তাহার কীর্তিগাথা চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

- ৪। যা চ ইথি সদ্ধাযুক্তা দেতি অর্ন্ত পরিম্ভারং
ভিক্ষুনো বুদ্ধসাসনে বিপ্সসন্নেন চেতসা,
সা চ ভবে সমুপ্পন্না ধনবা চেব ভোগবা
সুরূপা সর্বদা হোতি পরিম্ভারসিদ্ধং ফলং।

যে শ্রদ্ধাবতী স্ত্রীলোক ভিক্ষুসংঘকে প্রসন্নচিত্তে অষ্টপরিষ্কার দান করে, সে জন্মে জন্মে ধনবতী, ভোগশালিনী এবং রূপবতী হইয়া থাকে। ইহা অষ্টপরিষ্কার দানের ফল।

- ৫। সা চ লত্তুতি সর্বদা অলঙ্কারঞ্চ রুচিরং,
মহালতা-প্রসাদনং পরিম্ভারসিদ্ধং ফলং।

অষ্টপরিষ্কার দানের প্রভাবে সে "মহালতা প্রসাদন" নামক শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার লাভ করে।

৬। যো চ দেতি তিচীবরং সুদ্ধচিত্তেন সাসনে,
সো চ ভবেসু উপ্পন্নো বগ্গবা হোতি সৰ্বদা।

যে ব্যক্তি পবিত্র চিত্তে বুদ্ধশাসনে ত্রিচীবর দান করে, সে জন্মে জন্মে রূপবান হয়। ইহা অষ্টপরিষ্কার দানের ফল।

৭। সো চ লব্ধতি সৰ্বদা বখং কপ্পাসিকাদিকং,
বিচিত্তঞ্চ মনাপিয়ং তিচীবরস্সিদং ফলং।

সে সর্বদা বিচিত্র কার্পাসাদি নির্মিত মনোজ্ঞ বস্ত্র লাভ করে। ইহা ত্রিচীবর দানের ফল।

৮। যো চ দদাতি পত্তঞ্চ সদ্ধায় বুদ্ধসাসনে,
সো চ ভবে সমুপ্পন্নো ভোগবা হোতি সৰ্বদা।

যে শ্রদ্ধার সহিত বুদ্ধশাসনে ভিক্ষাপাত্র দান করে, সেও জন্মে জন্মে ভোগ-শালী হয়।

৯। সো লব্ধতি ভাজনে নানাপলমনোপিয়ে,
সুবগ্গাদিময়া সদা পত্তদানস্সিদং ফলং।

সে সর্বদা সুবর্ণাদি নির্মিত নানা বর্ণের মনোজ্ঞ ভাজন লাভ করে। ইহা পাত্র দানের ফল।

১০। যো চ দদাতি বাসিঞ্চ পীতিয়া জিনসাসনে,
সো চ ভবে সংসরন্তো পঞবা হোতি সৰ্বদা।

যে ব্যক্তি প্রীত মনে জিনশাসনে ক্ষুর বা ছুরিকা দান করে, সে ভবাস্তরে সর্বদা প্রজ্ঞাবান হয়।

১১। সো চ বিসারদো হোতি নরানং কঙ্খচ্ছেদিকো,
পঞগয় পাকটো হোতি বাসিদানস্সিদং ফলং।

সে শাস্ত্রবিহারক হয় এবং সর্বদা নর-নারীগণের সন্দেহ ভঞ্জন করে ও জ্ঞানী বলিয়া খ্যাত হয়। ইহা ক্ষুর দানের ফল।

১২। যো চ দদাতি সুচিঞ্চ ভিক্ষুণো জিনসাসনে,
সো চ লোকে সমুপ্পন্নো ছেকতরো ভবে সদা।

যে ব্যক্তি জিনশাসনে ভিক্ষুকে সূচ দান করে, সে জন্মে জন্মে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান হয় ।

১৩ । সো চ তিস্থপণ্ণেণ সদা অথধম্মেসু কোবিদো,
সিপ্পেসু পাকটো হোতি সূচিদানস্মিৎ ফলদং ।

সে ভিক্ষু প্রজ্ঞাবান প্রত্যাংপরমতি হয়, নানাশাস্ত্রে পারদর্শী ও নানা শিল্পকলায় দক্ষ বলিয়া চতুর্দিকে প্রকাশিত হয়, ইহা সূচদানের ফল ।

১৪ । যো চ দেতি কাযবন্ধনং পব্বজিতস্স সাসনে,
সো চ দীঘায়ুকো হোতি দেবেসু মানুসে সদা ।

যে ব্যক্তি বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিতকে কটিবন্ধনী দান করে, সে সর্বদা দীর্ঘায়ু লাভ করে ।

১৫ । সো চ ভবেসু জাযন্তো নরদেবেহি রক্ষিতো,
সব্বদা পুজিতো হোতি কাযবন্ধনস্মিদং ফলং ।

সে জন্মে-জন্মে দেব-মানবের দ্বারা আপদে বিপদে রক্ষিত ও সম্মানিত হয় । ইহা কটিবন্ধনী দানের ফল ।

১৬ । যো দেতি পরিস্সাবণং বিপ্পসন্নেন চেতসা,
সংসারে সংসরন্তো সো সুদ্ধকাযো ভবে সদা ।

যে দাতা প্রসন্নচিত্তে জলছাঁকনি দান করে, সে জন্মে জন্মে সর্বদা বিশুদ্ধ দেহধারী হয় ।

১৭ । সো চ লোকে জাযমানো অরোগো নিত্তুষো সদা,
পাপেহি বিমুদ্ধো হোতি পরিস্সাবনস্মিদং ফলং ।

সে জগতে উৎপন্ন হইয়া নীরোগ, নির্ভীক ও বিশুদ্ধ দেহধারী হয় । ইহা পরিস্ফুট বস্ত্রদানের ফল ।

১৮ । তস্মা হি পণ্ডিতো পোসো সম্পসং সুখমত্তনো,
দদে অর্ট্ট পরিদ্ধারং যুত্তযোগস্স সব্বদা ।

সেজ্ঞাত ষাঁহার পণ্ডিত পুরুষ, তাঁহাদের আপন স্বথ-সমৃদ্ধি সাধন মানসে শীলবান ভিক্ষুকে অষ্টপরিদ্ধার দান করা উচিত ।

কঠিন চীবর দান

দানোত্তম কঠিন চীবর বৌদ্ধজগতে সুপরিচিত। অত্যাচ্ছাদন বৎসরের যে কোন সময়ে করা যায়। কিন্তু কঠিন চীবর দান বৎসরে একবার মাত্র হইতে পারে। তাহাও আবার একটি নির্দিষ্ট কালসীমায় আবদ্ধ। আশ্বিনী পূর্ণিমার পর হইতে কার্তিকী পূর্ণিমার মধ্যেই এই দানক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। যে বিহারে কোন ভিক্ষু বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করেন নাই, সেই বৎসর সেই বিহারে কঠিন চীবর দান হইতে পারে না। বস্তু দানের মধ্যে কঠিন চীবর দানের ফল অত্যধিক বলা হইয়াছে। ত্রিপিটক শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—কঠিন চীবরলাভী ভিক্ষু পাঁচ মাস কাল শীলবিশুদ্ধির সহায়ক পাঁচটি ফল ভোগ করিতে পারেন। দান গ্রহণের পর ভিক্ষুসংঘ পরস্পর বিনয় সম্মত “কম্বাচা” পাঠের দ্বারা চীবরখানিকে কঠিন হিসাবে সমর্থন করিয়া থাকেন। ইহাতে বিনয় পিটকের সঙ্গে এই দানের একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দেখা যায়। এতগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য থাকার দরুন বৌদ্ধ উপাসক উপাসিকাগণ প্রতি বৎসর প্রত্যেক বিহারে অত্যন্ত আনন্দে ও আগ্রহ সহকারে ভিক্ষুসঙ্ঘকে কঠিন চীবর দান দিয়া থাকেন।

ত্রিচীবরের মধ্যে যে কোন চীবর অন্ততঃ পাঁচজন ভিক্ষুর সম্মুখে আনিয়া “ইমং কঠিনচীবরং (দুসং) ভিক্ষুসঙ্ঘস্স দেম, কঠিনং অথরিতুং” তিন বার এই বলিয়া দান করিতে হয়।

কঠিন চীবর দানের ফল

ভগবান বুদ্ধ কঠিন চীবর দানের ফল বর্ণনার উদ্দেশ্যে পাঁচশত অর্হৎ শিষ্য সঙ্গে লইয়া হিমালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় তিনি অনবতপ্ত হৃদে প্রস্ফুটিত সহস্রদল পদ্মোপরি উপবেশন করিলেন। শিষ্যগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া শতদলবিশিষ্ট পদ্মোপরি উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সেই রিপূজ্য শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে নাগিত স্ববির অতীতে এক জন্মে কঠিন চীবর দান দিয়া জন্মে জন্মে দেব, ব্রহ্ম ও মনুষ্যলোকে কি পরিমাণ মহাসম্পত্তি উপভোগ করিয়াছিলেন—ভিক্ষুসংঘের অবগতির জ্ঞাত তাহা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।

নাগিত স্ববিরের উক্তি—

১। কঠিনদানং দত্তান সজ্জেষ গুণবরুত্তমে,

ইতো তিংসে মহাকপ্পে নাভিজানামি দুগ্গতিং ।

এই হইতে ত্রিশ কল্প পূর্বে শিখী বুদ্ধের সময় আমি মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। তখন আমি ভিক্ষুসংঘকে কঠিন চীবর দান দিয়া এষাবৎ আর দুর্গতি ভোগ করি নাই।

২। অর্টারমানং কপ্পানং দেবলোকে রমামহং

চতুত্তিসঙ্কত্তুং দেবিন্দো দেবরজ্জমকারয়িং ।

আমি আঠার কল্পকাল দেবলোকে দিব্যানুথ ভোগ করিয়াছি। চৌত্রিশ বার দেবরাজ ইন্দ্র হইয়াছি।

৩। সহস্সঙ্কত্তুং ব্রহ্মা'ব দেবরজ্জসিরীধরো,

সচে এমি মনুস্সত্তুং অডেচ জায়িং মহাকুলে ।

আমি সহস্রবার দেবরাজ্যের শ্রীধারী ব্রহ্মা হইয়াছি। ব্রহ্মলোক হইতে চ্যুত হইলে মনুষ্যলোকে উচ্চ বংশে মহাধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

৪। আরপথে আরপথে চক্কবত্তিসুখং লভে,

যথ যথুপপজ্জামি লভামি সর্বসম্পদং

ভোগে মে উগতা নথি কঠিনদানস্সিদং ফলং ।

এই মহাদানের পুণ্য প্রভাবে আমি অনেক বার রাজচক্রবর্তী-সুখ ভোগ করিয়াছি। যেখানে যেখানে জন্মিয়াছি, সেখানে সেখানে সর্বসম্পদ লাভ করিয়াছি। কোথাও আমার ধনৈশ্বর্যের অভাব হয় নাই। ইহা কঠিন চীবর দানের ফল।

ভগবান বুদ্ধ এক সময় বোধিসত্ত্ব অবস্থায় কুলীন ব্রাহ্মণ-বংশে সজ্জয় নামক ব্রাহ্মণ কুমার হইয়া জন্ম নিয়াছিলেন। তখনও তিনি সজ্জকে কঠিন চীবর দান করিয়া ঐরূপ ফল লাভ করিয়াছিলেন।

স্বয়ং ভগবানের উক্তি---

১। যাবতা সর্বদানানি একো বস্সসত্তং দদে,

একস্স কঠিনদানস্স কলং নাগ ঘত্তি সোলসিং ।

কোন দাতা অন্ত্যাদ্য দানীয় বস্তু যদি একশত বৎসর যাবৎ দান করে, তথাপি তাহার ফল একখানি কঠিন চীবর দানের ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।

২। যাবত অর্চ্য পরিদ্ধারে একো বস্মসতং দদে,
একস্ম কঠিনদানস্ম কলং নাগ্ ঘন্তি সোলসিং।

কোন দাতা যদি শতবর্ষ পর্য্যন্ত পাত্র-চীবরাদি ভিক্ষুদের ব্যবহার্য্য অষ্টপরিষ্কার দান করে, তাহার ফলও কঠিন চীবর দানে লব্ধ পুণ্যের ষোড়শাংশের একাংশও হইবে না।

৩। গিরিরাজসমং কহা সজ্জ্য দেতি তিচীবরং,
একস্ম কঠিনদানস্ম কলং নাগ্ ঘন্তি সোলসিং।

কোন দায়ক যদি স্ত্রমের পর্বত তুল্য স্তুপ করিয়া ভিক্ষুসজ্জকে ত্রিচীবর দান করে, তাহার ফল কঠিন চীবর দানের ষোল ভাগের একভাগও হইবে না।

৪। চতুরাসীতি সহস্রানি কারাপেত্য়া বিহারকে,
বেজয়ন্তুস্ম সদিসে সৰ্ব্ব তে রতনমযে,
চতুর্দিস্ম সজ্জস্ম নীযাদেত্য়া বিহারকে,
একস্ম কঠিনদানস্ম কলং নাগ্ ঘন্তি সোলসিং

কোন দাতা যদি স্বর্গের বৈজয়ন্তধাম তুল্য স্বর্ণ-রৌপ্যাদি রত্নখচিত চুরাশি হাজার বিহার নির্মাণ করাইয়া চারিদিক হইতে আগত অনাগত ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে দান করে, তাহার ফলও কঠিন চীবর দানের ষোল ভাগের একভাগ হইবে না।

৫। যাবত অকনিষ্ঠা চ রজত-পর্বতং দদে,
একস্ম কঠিনদানস্ম কলং নাগ্ ঘন্তি সোলসিং।

কেহ এই পৃথিবী হইতে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত উচ্চ করিয়া রজত পর্বত দান করিলেও একখানি কঠিন চীবর দানের ষোল ভাগের একভাগ হইবে না।

৬। সৰ্ব্বদানং দদন্তেন অস্মিং পঠবীমণ্ডলে,
একস্ম কঠিনদানস্ম কলং নাগ্ ঘন্তি সোলসিং।

পৃথিবীর সকল প্রকার দানীয় বস্তু একত্র করিয়া দান করিলেও একখানা কঠিন চীবর দানফলের ষোল ভাগের একভাগও হইবে না।

৭। বুদ্ধা পচ্ছেকবুদ্ধা চ সাবকা চাপি সব্বসো,
এতেন অগ্গদানেন পত্তা তে অমতং পদং।

সর্বস্তবুদ্ধ, পচ্ছেক বুদ্ধ ও বুদ্ধশিষ্যগণ সকলেই এই উত্তম কঠিন চীবর দানের ফলেই অমৃতপদ লাভ করিয়াছেন।

৮। দদন্তি কঠিনং দানং নরা চ অথ নারিযো,
ইথিভাবং ন পপ্পোন্তি সংসরন্তা ভবাভবে।

যে কোন স্ত্রী বা পুরুষ কঠিন চীবর দান করিলে, তাহারা সেই উত্তম দানের প্রভাবে জন্মান্তরে স্ত্রীজন্ম প্রাপ্ত হয় না।

৯। যো স্মৃচিকম্মং করেয্য পসন্নো তস্স চীবরে,
লভেয্য সো বিমানঞ্চ কণকং দ্বাদস-যোজনং।
লভে'চ্ছরা-সহস্সঞ্চ পোদ্ধরনিং সুমাপিতং,
কল্পরুদ্দাদিসম্পন্নং মুত্তা-মণি-বেলুরিয়ং।

যে ব্যক্তি কঠিন চীবর সেলাই করে, সে এই পুণ্যের ফলে দ্বাদশ যোজন প্রমাণ কণকবিমান, সহস্র অপ্সরা, মুক্তা-মণি-বৈদূর্য্য ও কল্প-বৃক্ষাদি পরিশোভিত রমণীয় দিব্য পুষ্করিণী লাভ করিয়া থাকে।

১০। পঞ্চানিসংসম্পন্নং পঞ্চদোস-বিবজ্জিতং,
দেসেসি কঠিনং এতং বিপুলা তস্স দক্ষিণা।

বুদ্ধদেশিত বিনয়ের বিধান অনুসারে প্রবারণা পূর্ণিমার পরদিন হইতে কার্ত্তিক পূর্ণিমা পর্য্যন্ত একমাসের মধ্যে যে কোন দিন কেহ ইচ্ছা করিলে কঠিন চীবর দান দিতে পারে। ইহার পূর্বে অথবা পরে কঠিন চীবর দানের বিধান নাই। কঠিন চীবরলাভী ভিক্ষুগণ পাঁচটি পাপ হইতে রক্ষা পান ও পাঁচটি পুণ্যফল ভোগ করেন। এজ্ঞা ইহার ফল অগাঢ় দানের চেয়ে অধিক।

১১। তস্মাহি জানমানেন কঠিনস্স গুণং বহুং,
দাতব্বং কঠিনং দানং ভবিস্সতি মহপ্পলং তি।

কঠিন চীবর দানের অনেক প্রকার গুণ জানিয়া প্রত্যেকের পক্ষে অন্ততঃ জীবনে একবার হইলেও শ্রদ্ধার সহিত কঠিন চীবর দান করা কর্তব্য।

মৃত জ্ঞাতিগণকে পুণ্যদান

পরলোকগত মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির উদ্দেশ্যে

পুণ্যকাজ সম্পাদনের প্রথা মানব সমাজে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের অপরিহার্য নীতি। সংসারে প্রত্যেক মাতাপিতা পুত্র-কন্যাদের নিকট হইতে প্রত্যাশা করেন যে “আমার পুত্র কন্যাগণ আমাকে বৃদ্ধবয়সে সযত্নে সেবা করিবে, মৃত্যু হইলে শ্রদ্ধা সহকারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিবে, মৃত্যুর পর আমার সদগতি কামনা করিয়া পুণ্যানুষ্ঠান করিবে এবং প্রত্যেক বৎসর মৃত্যু-তিথি উপলক্ষ্যে আমার উদ্দেশ্যে বংশের প্রদীপ জ্বালাইবে।” যাঁহারা পিতামাতার সংপুত্র তাঁহারা এই কামনা পূর্ণ করিতে যথাসাধ্য সচেষ্ট হন।

তদ্রূপ পরলোকগত প্রেতগণ জীবিত আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে কিভাবে উপকার প্রত্যাশা করে, তাহা ভগবান বুদ্ধ তিরোকুড্ড সূত্র বর্ণনায় বলিয়াছেন— “যে সকল লোক মৃত্যুর পর পাপের ফলে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়, তাহারা আহার পাইবার আশায় নিজের বা জ্ঞাতির গৃহে উপস্থিত হইয়া অদৃশ্যভাবে দেওয়ালের বাহিরে, ঘরের কোণে, চৌরাস্তার মোড়ে অথবা দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকে। কিন্তু প্রচুর খাণ্ড ভোজ্য প্রস্তুত থাকিলেও তাহাদের কর্মফলের দরুণ কেহই তাহাদের কথা শ্রবণ করে না। মানুষ্যের মধ্যে যাঁহারা দয়াশীল ও কৃতজ্ঞচিত্ত তাঁহারা যথাসময় মৃত জ্ঞাতিগণের উদ্দেশ্যে উত্তম খাণ্ড ভোজ্য ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিয়া “ইদং মে ঐগাতীনং হোতু”—ইহা আমাদের জ্ঞাতিগণের হউক, এই বলিয়া পুণ্যদান করিয়া থাকেন। সংঘদানজনিত পুণ্যফল উৎসর্গের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেতগণ খাণ্ড ভোজ্য লাভ করিয়া সুখী হয় ও দুর্গত প্রেতযোনি হইতে মুক্তি লাভ করে। বুদ্ধের জীবিতকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ সমাজে জ্ঞাতি প্রেতগণকে পুণ্যদানের এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।

উৎসর্গ

- ১। ইদং মে (বো) ঐগাতীনং হোতু সুখিত্ত হোন্তু ঐগাতযো,
- ২। উন্নমে উদকং বট্টং যথা নিম্নং পবত্ততি,
এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকল্পতি।
- ৩। যথা বারিবহা পূরা পরিপূরেত্তি সাগরং,
এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকল্পতি।
- ৪। এত্তাবতা চ অম্হেহি সম্ভত্তং পুণ্ণসম্পদং,
সক্ক দেবা অচ্ছমোদন্ত সঙ্কসম্পত্তি সিদ্ধিয়া।

- ৫। এত্তাবতা চ অমেহহি সন্ততং পুণ্ণসম্পদং,
সৰ্বে সত্তা অনুমোদন্ত সৰ্বসম্পত্তি সিদ্ধিয়া ।
- ৬। এত্তাবতা চ অমেহহি সন্ততং পুণ্ণসম্পদং,
সৰ্বে ভূতা অনুমোদন্ত সৰ্বসম্পত্তি সিদ্ধিয়া ।
- ৭। আকাসর্ট্টা চ ভূম্মর্ট্টা দেবনাগা মহিদ্ধিকা,
পুণ্ণং তং অনুমোদিহা চিরং রদ্ধন্তু সাসনং ।
- ৮। আকাসর্ট্টা চ ভূম্মর্ট্টা দেবনাগা মহিদ্ধিকা,
পুণ্ণং তং অনুমোদিহা চিরং রদ্ধন্তু দেসনং ।
- ৯। আকাসর্ট্টা চ ভূম্মর্ট্টা দেবনাগা মহিদ্ধিকা,
পুণ্ণং তং অনুমোদিহা চিরং রদ্ধন্তু মং পরং ।
- ১০। ইমিনা পুণ্ণকস্মেন মা মে বাল-সমাগমো,
সতং সমাগমো হোতু যাব নিব্বান-পত্তিয়া ।
ইদং মে পুণ্ণং নিব্বানস্স পচ্চয়ো হোতু' তি ।

অনুবাদ

- ১। ইহা (এই দানের দ্বারা সঞ্চিত পুণ্য) আমাদের জ্ঞাতিগণের হউক, জ্ঞাতিগণ সুখী হউক ।
- ২। উচ্চ জ্ঞান হইতে জল যেমন নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ এখান হইতে প্রদত্ত পুণ্যরাশি প্রেতলোকে গিয়া তাহাদের উপকার করে ।
- ৩। বারিবহনকারী নদী যেমন জল বহন করিয়া সাগরকে পরিপূর্ণ করে, তদ্রূপ এখান হইতে প্রদত্ত পুণ্যরাশি পরলোকগত প্রেতগণের উপকার করিয়া থাকে ।
- ৪। ৫। ৬। এষাবৎ আমরা যে পুণ্যসম্পদ সঞ্চয় করিলাম, তাহা সমস্ত সম্পত্তি সিদ্ধির জন্ত সকল দেবতা, সব ও প্রাণিগণ অহুমোদন করুন ।
- ৭। ৮। ৯। মহা ঋদ্ধিসম্পন্ন আকাশবাসী ও ভূমিবাসী দেবনাগগণ এই পুণ্য অহুমোদন করিয়া বুদ্ধের শাসন, বুদ্ধের ধর্ম, আমাকে এবং অপরাপর প্রাণী সকলকে চিরকাল রক্ষা করুন ।
- ১০। যতদিন পর্য্যন্ত আমি নির্বাণ লাভ করিতে না পারি, আমার সঙ্গে যেন অসং লোকের সংস্রব না হয়, সংস্কৃতির সহবাসে যেন জীবন অতি-বাহিত করিতে পারি । এই পুণ্য আমার নির্বাণ লাভের হেতু হউক ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ত্রিশরণ

“বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি”

এই তিনটি মন্ত্রকে বৌদ্ধ পরিভাষায় ত্রিশরণ বলা হয়। ইহা বৌদ্ধ ধর্মের মূলমন্ত্র এবং প্রবেশদ্বার। যে ব্যক্তি অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া মনেপ্রাণে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন তিনি বৌদ্ধ বা বুদ্ধভক্তের অন্তর্গত হইবেন। শরণ লওয়ার অর্থ, আশ্রয় গ্রহণ করা। সংসারের আদি-অন্ত, ইহ-পরকাল ও জন্ম-মৃত্যুর গূঢ় রহস্যে অন্ধ মানুষ সর্বদাই নিজের একটা নিরাপদ আশ্রয় অবলম্বন করিতে চায়। এই সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন :

“মানুষ যখন কোন আকস্মিক ভাবে সম্বলিত হইয়া উঠে, তখন সং দেবতার আশ্রয়স্থল মনে করিয়া কেহ লোকবিশ্রুত বৃক্ষলতার শরণ গ্রহণ করে, কেহ পর্বত বা বনানীর শরণ গ্রহণ করে, আবার কেহ চৈত্য বা নানা দেবদেবীর শরণ লইয়া থাকে। কিন্তু এই শরণ উত্তম এবং নিরাপদ নয়। কারণ এই শরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মানুষ দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। যাহারা কায়মনোবাক্যে ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এই শরণই উত্তম এবং প্রকৃত নিরাপদ। এই শরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মানুষ সমস্ত ভয় এবং ভবদুঃখের অবসান করিতে সক্ষম হয়।”

এই ত্রিশরণ মন্ত্র কোথায় কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া এবং কাহার দ্বারা প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল সেই কাহিনী বৌদ্ধ মাত্রেরই জানা দরকার।

ত্রিশরণের উৎপত্তি

যখন শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ ছয় বৎসর কঠোর তপস্যার পর বুদ্ধগয়ার বোধি-তরুমূলে বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসে বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন, তখন লঙ্কধর্ম প্রচার মানসে তিনি বারাণসীর ঋষিপত্তন যুগদাবে যেখানে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ অবস্থান করিতে-ছিলেন সেইদিকে প্রস্থান করিলেন। তথায় তিনি আষাঢ়ী পূর্ণিমা দিনে সেই পঞ্চভিক্ষুকে সম্বোধন করিয়া প্রথম “ধম্মচক্র প্রবর্তন” সূত্র ব্যাখ্যা করেন।

বুদ্ধের সমুদ্র উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহারা অচিরে অর্হৎফল লাভ করেন। অতঃপর যশ নামক বারাণসীর জৈনক শ্রেষ্ঠিপুত্র বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পাদা লাভ করিয়া অর্হৎফল প্রাপ্ত হইলেন। এই সংবাদ শুনিয়া যশের চুয়ান্নজন বন্ধু তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পাদা লাভ করিয়া সকলেই অর্হৎ প্রাপ্তি হইলেন।

এইভাবে জগতে যখন বুদ্ধ সহ একষট্টিজন অর্হৎ হইলেন তখন বর্ষাবৃত্ত সমাপনের পর তথাগত তাঁহার ষাটজন অর্হৎ শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“হে ভিক্ষুগণ, তোমরা দেবমানবের কল্যাণ সাধনের ব্রত লইয়া দেশ দেশান্তরে বিচরণ কর। যে ধর্ম্ম আদি, মধ্য ও অস্ত্রে কল্যাণ আনয়ন করে, বাহা অর্থপূর্ণ ও ব্যঞ্জন-সমৃদ্ধ এবং পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যে পরিপূর্ণ, তাহা জনসমাজে প্রচার কর।” অতঃপর তিনি সেই প্রসঙ্গে ভিক্ষুগণকে এই কথাও বলিলেন যে—“হে ভিক্ষুগণ, প্রথমে ত্রিশরণ গ্রহণ করাইয়া প্রব্রজ্যা ও উপসম্পাদা প্রদান করিবে।”

ত্রিশরণের প্রকার ভেদ

লৌকিক ও লোকোত্তর ভেদে শরণ দুই প্রকার। স্রোতাপন্ন ব্যক্তির শরণ লোকোত্তর, ইহা কখনও ভঙ্গ হইতে পারে না। সেইরূপ সত্ত্বদাগামী, অনাগামী প্রভৃতির শরণও ভঙ্গ হয় না। সাধারণ লোকের শরণ লৌকিক শরণ, ইহা যে কোন মুহূর্ত্তেই ভঙ্গ হইতে পারে। বুদ্ধ হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা কিংবা ব্রহ্মা আছে মনে করিলে, অথবা যে কোন দুর্বল দেবতাকে বুদ্ধ অপেক্ষা অধিক ক্ষমতালী বা গুণশালী বলিয়া চিন্তা করিলে লৌকিক শরণ ভঙ্গ হইয়া যায়।

লৌকিক শরণ শ্রেণীভেদে চারি প্রকার। যথা—আত্মসমর্পণ, তৎপরায়ণ, শিষ্যত্বগ্রহণ ও প্রণিপাত শরণ।

- ১। আমি নিজেকে অর্পণ হইতে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘের কাছে আত্মসমর্পণ করিতেছি। ইহাকে আত্মসমর্পণ শরণ বলা হয়।
- ২। অর্পণ হইতে আমি বুদ্ধপরায়ণ, ধর্ম্মপরায়ণ ও সংঘপরায়ণ হইতেছি। আমাকে ত্রিরত্নপরায়ণ বলিয়া মনে করুন, এই প্রকারে শরণগ্রহণ করাকে তৎপরায়ণ শরণ বলা হয়।
- ৩। অর্পণ হইতে আমি বুদ্ধের শিষ্য হইতেছি, ধর্ম্মের শিষ্য হইতেছি, সংঘের

শিষ্য হইতেছি, আমাকে একান্ত শরণাগত শিষ্য বলিয়া ধারণা করুন। এইভাবে শরণগ্রহণ করাকে শিষ্যত্বশরণ বলা হয়।

- ৪। আমি অতীত হইতে বুদ্ধাদি ত্রিরত্নকে অভিবাদন, প্রত্যাখ্যান, অঙ্গলিকর্ষ ও সৌজন্য প্রদর্শন করিব, আমাকে ত্রিরত্নপূজক বলিয়া ধারণা করুন। এইরূপে ত্রিরত্নের প্রতি অত্যধিক ভক্তিপরায়ণ হইয়া প্রণিপাত পূর্বক যে শরণ গৃহীত হয়, ইহাকে প্রণিপাত শরণ বলা হয়।

অপিচ

- ১। বুদ্ধ বা বুদ্ধের উদ্দেশ্যে আমি নিজেকে পরিত্যাগ করিতেছি, জীবনদান করিতেছি। আমার ব্যক্তিত্ব ভগবানে পরিত্যক্ত, আমার জীবন ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। আমি বুদ্ধের শরণ লইতেছি। বুদ্ধই আমার আশ্রয়স্থল, বুদ্ধই আমার ত্রাণকর্তা, আমি নিয়ত বুদ্ধ-পরায়ণ। এইরূপে শরণ গ্রহণকে আত্মসমর্পণ শরণ বলে।

- ২। মহাকশ্যপ স্থবিরের ন্যায় শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে—“আমি একান্ত শাস্ত্রকে দর্শন করিব, ভগবানকে, স্বর্গতকে ও সম্যক সম্বুদ্ধকে দর্শন করিব।” এই প্রকারে সর্বাস্তঃকরণে ভগবৎচরণে আত্মনিবেদনকে শিষ্যত্বশরণ গ্রহণ বলা হয়।

- ৩। “সোহং বিচরিস্সামি গামাগামং পুরাপুরং,
নমস্সমানো সম্বুদ্ধং ধম্মস্স চ সুধম্মতং।

আমি সম্যকসম্বুদ্ধ ও ধর্ম্মের উত্তম ধর্ম্মতাকে নমস্কার করিতে করিতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে বিচরণ করিব। এই প্রকারে আলবক যক্ষাদির ন্যায় শরণ গ্রহণ করিলে তৎপরায়ণ শরণ গ্রহণ বলা হয়।

- ৪। এক সময় ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতে গিয়া বুদ্ধের পদদ্বয় মুখে চুষন ও হস্তদ্বারা মর্দন করিতে করিতে বলিলেন—“ভগবান গৌতম, আমি ব্রাহ্মণ ব্রহ্মায়ু, আমি ব্রাহ্মণ ব্রহ্মায়ু” এই প্রকারে নিজের নাম জ্ঞাপন করিয়া শরণ লইয়াছিলেন। ইহাকে প্রণিপাত শরণ বলা হয়।

শীল

শীল শব্দের প্রকৃত অর্থ সমাধান বা স্থনীতির দ্বারা কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্মে সংঘম। অথবা শীল অর্থে উপধারণ, কুশলধর্ম সমূহের প্রতিষ্ঠা বা আধার। যে কুশলধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে মানুষ ক্রমশঃ আত্মমুক্তির দিকে প্রস্থান করিতে সমর্থ হয়, তাহাই শীল। রাজা মিলিন্দ নাগসেন স্ববিরকে শীলের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন—

“মহারাজ, শীলের লক্ষণ প্রতিষ্ঠা। পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বল, সপ্ত বোধ্যজ, চতুর্বিদ নির্বাণমার্গ, চারি সম্যক প্রধান, চারি সত্যপ্রস্থান, চারি ঋদ্ধিপাদ ইত্যাদি কুশলধর্ম সমূহের প্রতিষ্ঠাই শীল। কুশলধর্ম সমূহ শীলকে আশ্রয় করিয়া পরিক্ষীণ হইতে পারে না, বরং বৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হয়।”

“তদন্ত উপমা দ্বারা বুঝাইয়া দিন।”

“যেমন মহারাজ,—পাহাড়, পর্বত, বৃক্ষলতা প্রভৃতি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করে, ঠিক তেমন মুক্তিকামী যোগী শীলকে আশ্রয় করিয়া এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রদ্ধা, বীৰ্য্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞা—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ বল অহুধ্যান করিয়া থাকেন।”

বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থে শীলের বহুবিধ বিভাগ দেখানো হইয়াছে। এখানে মাত্র সংক্ষেপে চারিপ্রকার শীলের উল্লেখ করা হইল। ভিক্ষুশীল, ভিক্ষুণীশীল, অহুপসম্পন্নশীল ও গৃহীশীল।

ভিক্ষুদের প্রতিপাল্য শীলকে ভিক্ষুশীল ও ভিক্ষুণীদের প্রতিপাল্য শীলকে ভিক্ষুণীশীল বলা হয়।

শ্রামণ ও শ্রামণীদের প্রতিপাল্য দশশীলকে অহুপসম্পন্ন শীল বলে।

সাধারণ গৃহস্থ বা উপাসক উপাসিকাদের নিত্য প্রতিপাল্য শীল হইল পঞ্চ-শীল। তাহারা উপোসথের অঙ্গ স্বরূপ অষ্টশীল এবং শ্রদ্ধা ও উৎসাহ থাকিলে দশশীলও প্রতিপালন করিতে পারে।

ପଞ୍ଚଶୀଳ ପ୍ରାର୍ଥନା

ଓକାସ, ଅହଂ ଭନ୍ତେ, ତିସରଣେନ ସହ ପଞ୍ଚଶୀଳଂ ଧ୍ୟାୟଂ ଯାଚାମି,
ଅନୁଗ୍ରହଂ କତ୍ବା ସୀଳଂ ଦେଥ ମେ ଭନ୍ତେ ।

ତୃତୀୟମ୍ପି... ..ତତ୍ତ୍ୱିୟମ୍ପି, ଓକାସ, ଅହଂ ଭନ୍ତେ, ତିସରଣେନ ସହ
ପଞ୍ଚଶୀଳଂ ଧ୍ୟାୟଂ ଯାଚାମି, ଅନୁଗ୍ରହଂ କତ୍ବା ସୀଳଂ ଦେଥ ମେ ଭନ୍ତେ ।

(ଭିକ୍ଷୁ)—ସମହଂ ବଦାମି ତଂ ବଦେଥ ।

(ଗୃହୀ)—ଆମ ଭନ୍ତେ ।

ନମୋ ତସ୍ୟ ଭଗବତୋ ଅରହତୋ ସମ୍ମାସମ୍ବୁଦ୍ଧସ୍ୟ । (ତିନବାର)

ତ୍ରିଶରଣ

ବୁଦ୍ଧଂ ସରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି

ଧ୍ୟାୟଂ ସରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି

ସଞ୍ଜୟଂ ସରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି ।

ତୃତୀୟମ୍ପି.....

ତତ୍ତ୍ୱିୟମ୍ପି ବୁଦ୍ଧଂ ସରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି

„ ଧ୍ୟାୟଂ ସରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି

„ ସଞ୍ଜୟଂ ସରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି ।

(ଭିକ୍ଷୁ)—ସରଣାଗମନଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଂ ।

(ଗୃହୀ)—ଆମ ଭନ୍ତେ ।

ପଞ୍ଚଶୀଳ

୧ । ପାପାତିପାତା ବେରମଣୀ ସିଦ୍ଧାପଦଂ ସମାଦିଧାମି ।

୨ । ଅଦିଗ୍ନାଦାନା ବେରମଣୀ ସିଦ୍ଧାପଦଂ ସମାଦିଧାମି ।

୩ । କାୟେଷୁ ଯିଚ୍ଛାଚାରା ବେରମଣୀ ସିଦ୍ଧାପଦଂ ସମାଦିଧାମି ।

୪ । ମୁସାବାଦା ବେରମଣୀ ସିଦ୍ଧାପଦଂ ସମାଦିଧାମି ।

୫ । ସୁରା-ମେରୟ-ମଜ୍ଜ-ପମାଦର୍ଥାନା ବେରମଣୀ ସିଦ୍ଧାପଦଂ ସମାଦିଧାମି ।

(ভিক্ষু)—সাধু সাধু সাধু তিসরণেন সন্ধিং পঞ্চসীলং ধম্মং
সাধুকং সুরক্ষিতং কত্তা অল্পমাদেন সম্পাদেথ ।

(গৃহী)—আম ভন্তে ।

অনুবাদ

(আমি) প্রাণীহত্যা হইতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি ।

„ অদত্ত বস্তু গ্রহণ হইতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি ।

„ ব্যভিচার হইতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি ।

„ মিথ্যা বাক্য হইতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি ।

„ সুরা, মৈরেয়, মাদকদ্রব্য সেবন ও প্রমাদ-বস্তু হইতে বিরত থাকার শিক্ষা-
পদ গ্রহণ করিতেছি ।

অষ্টশীল

যাঁহারা উপোসথ বা অষ্টশীল গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের পূর্ণিমা, অমাবস্তা
বা অষ্টমী তিথির পূর্বদিন “আগামী কল্য উপোসথ গ্রহণ করিব” মনে মনে এই
চিন্তা করিয়া গৃহের সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সম্পাদন করিয়া পরদিন প্রাতে
উঠিয়া যে কোন ভিক্ষু ভিক্ষুণী বা দশশীলধারী শ্রামণের নিকট অষ্টশীল গ্রহণ
করা উচিত । যদি ভিক্ষু-শ্রামণ পাওয়া না যায়, নিজে নিজেও অষ্টশীল অধিষ্ঠান
করা যাইতে পারে ।

উপোসথ গ্রহণ করিয়া উপোসথধারিগণ সাংসারিক বিষয় চিন্তা না করিয়া
ধর্মালাপ, ধর্মশ্রবণ বা বুদ্ধাত্মস্বতি, মৈত্রী ইত্যাদি ভাবনা দ্বারা দিন অতিবাহিত
করিতে পারিলে শীলপালন যথার্থভাবে পরিপূর্ণ হয় ।

অষ্টশীল প্রার্থনা

ওকাস, অহং ভন্তে, তিসরণেন সহ অর্টঙ্গসমন্নাগতং উপোসথসীলং
ধম্মং যাচামি, অনুগ্ৰহং কত্তা সীলং দেথ মে ভন্তে । ছুতিযম্পি, ততি-
যম্পি ।

অষ্টশীল অধিষ্ঠান

(কেবল দিনের বেলার জন্ত হইলে) অহং ভন্তে অজ্জ ইমঞ্চ দিবসং
উপোসথং উপবসামি; অর্চক্স-সমন্নাগত সীলং সমাদিয়ামি ।

(রাত্রি বেলার জন্ত হইলে) ইমঞ্চ রত্তিং, (এবং দিবা রাত্রি পালনের জন্ত
হইলে) ইমঞ্চ দিবসং ইমঞ্চ রত্তিং বলিতে হইবে—এইমাত্র পার্থক্য ।

অষ্ট শিক্ষাপদ

- ১ । পাণাতিপাতা বেরমণী সিন্ধাপদং সমাদিয়ামি ।
- ২ । অদিম্নাদানা বেরমণী সিন্ধাপদং সমাদিয়ামি ।
- ৩ । অব্রক্ষচরিয়া বেরমণী সিন্ধাপদং সমাদিয়ামি ।
- ৪ । মুসাবাদা বেরমণী সিন্ধাপদং সমাদিয়ামি ।
- ৫ । সুরা-মেরয-মজ্জ-পমাদর্ষ্ঠানা বেরমণী সিন্ধাপদং সমাদিয়ামি ।
- ৬ । বিকাল-ভোজনা বেরমণী সিন্ধাপদং সমাদিয়ামি ।
- ৭ । নচ্চ-গীত-বাদিত-বিস্মুকদস্মন-মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-
মণ্ডন-বিভূসনর্ষ্ঠানা বেরমণী সিন্ধাপদং সমাদিয়ামি ।
- ৮ । উচ্চ-সযনা মহাসযনা বেরমণী সিন্ধাপদং সমাদিয়ামি ।

অষ্টশিক্ষাপদের অনুবাদ

- ১ । প্রথম শীল পঞ্চশীলের প্রথম শীলের মত ।
- ২ । দ্বিতীয় শীল পঞ্চশীলের দ্বিতীয় শীলের মত ।
- ৩ । অব্রক্ষচর্য্য হইতে বিরত (পরিপূর্ণ ব্রক্ষচর্য্য অবলম্বন) থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি ।
- ৪ । চতুর্থ শীল পঞ্চশীলের চতুর্থ শীলের মত ।
- ৫ । পঞ্চম শীল পঞ্চশীলের পঞ্চম শীলের মত ।
- ৬ । বিকাল ভোজন হইতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি ।
- ৭ । নৃত্য-গীত-বাণ-উৎসবদর্শন-মালা-সুগন্ধদ্রব্য লেপন-ধারণ, এবং বিভূষিত
হওয়া ইত্যাদি হইতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি ।
- ৮ । উচ্চশয্যা বা মহাশয্যা ব্যবহার হইতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ
করিতেছি ।

শীলের ফল বর্ণনা

সাসনে কুলপুত্তানং পতিষ্ঠা নথি যং বিনা,
আনিসংস পরিচ্ছেদং তস্ম সীলস্ম কো বদে ?

যে শীলপালন ব্যতীত বুদ্ধশাসনে ভিক্ষুগণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না,
সেই শীলের ফল যে কত বেশী তাহা কে প্রমাণ করিতে পারিবে ?

সীলেন সুগতিং যন্তি সীলেন ভোগসম্পদা,
সীলেন নিব্বুতিং যন্তি তস্মা সীলং বিসোধয়ে ।

(মাহুষ) শীল পালনের দ্বারা স্বর্গে গমন করে, ভোগসম্পত্তি এবং নির্বাপ
লাভ করে । তদ্ব্যতীত শীল পরিত্যক্ত রাখিবে ।

ন গঙ্গা যমুনা চাপি সরভূ বা সরস্বতী
নিম্নগা বাচিরবতী মহী চাপি মহানদী,
সকুনন্তি বিসোধেতুং তন্মলং ইধ পাণীনং
বিসোধয়তি সত্তানং যং বে সীলজলং মলং ।

গঙ্গা, যমুনা, সরভূ, সরস্বতী, অচিরাবতী ও মহী প্রভৃতি মহানদীর জলও
প্রাণীদের পাপমল ধৌত করিতে পারে না । বরং শীলাচরণরূপ জলই প্রাণীদের
মলিনতা দূর করিতে পারে ।

ন তং সজলদা বাতা ন চাপি হরিচন্দনং
নেব হারা ন মণযো ন চন্দ-কিরণঙ্কুরা,
সমযন্তী'ধ সত্তানং পরিলাহং সুরস্বিতং
যং সমেতি ইদং অরিয়ং সীলং অচন্ত-সীতলং ।

শীতল জলীয় বায়ু, রক্তচন্দন, হার, মণি-মাণিক্যাদি অথবা চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ
মানবচিত্তের দাহ শান্ত করিতে পারে না । কিন্তু এই আর্ধ্যশীল সুন্দররূপে পালন
করিলে সেই প্রদাহ উপশম হইয়া যায় ।

সীলগন্ধসমো গন্ধো কুতো নাম ভবিস্সতি,
যো সমং অনুবাতো চ পটিবাতো চ বাযতি ।

শীলগন্ধের ন্যায় মনোহর গন্ধ আর নাই। ইহা বায়ুর অম্লকূলে এবং প্রতি-
কূলে সমভাবেই প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ পুষ্প ইত্যাদির স্নগন্ধ বায়ুর অম্লকূলেই
প্রবাহিত হয়, কিন্তু শীলবান ব্যক্তির কীর্তিগন্ধ সর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া থাকে।

সন্ন্যারোহণ-সোপানং অপ্রঃ সীলসমং কুতো ?

দ্বারং বা পন নিক্বান-নগরস্স-প্নবেসনে।

স্বর্ণারোহণের জন্য শীলের ন্যায় অত্র কোন সোপান নাই। নিক্বান-নগরে
প্রবেশ করিবার ইহাই একমাত্র দ্বার।

সোভন্তে'ব ন রাজ্ঞানো মুত্তা-মণি-বিভূষিতা,

যথা সোভন্তি যতিনো সীলভূসন ভূসিতা।

শীলরূপ অলঙ্কারের দ্বারা ভিক্ষুগণ যেমন শোভিত হইয়া থাকেন, নরপতিগণ
মণি মুক্তাদি অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়াও তেমন শোভা পায় না।

অন্তানুবাদাদি ভয়ং বিদ্ধংসযতি সর্বসো,

জনেতি কিত্তিহাসঞ্চ সীলং সীলবতং সদা।

শীলবান ব্যক্তিদের নিন্দা অপবাদ ইত্যাদির ভয় শীলের প্রভাবে বিদূরিত
হইয়া যায়। সর্বদা তাঁহাদের স্মৃতি ও আনন্দ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

— — —

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রব্রজ্যা

সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বনের নাম প্রব্রজ্যা। গৃহবাসের বিষাক্ত আবহাওয়া পরিত্যাগ করিয়া মুক্তির পথ অমুসন্ধানের ইহা একমাত্র রাস্তা। মানবসভ্যতার আদিকাল হইতে যে সব মনীষী বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভগবান বুদ্ধের আদর্শ চির ভাস্বর। রাজপুত্র হইয়াও তিনি নিবৃত্তির সন্ধানে ধন, জন ও রাজ্য ত্যাগ করিয়া গভীর রাত্রে নিজাস্ত হইয়াছিলেন। সেই বিশ্ববরেণ্য মহামানবের পদাঙ্ক অমুসরণ করিয়া লক্ষ লক্ষ কুলপুত্র, কুলবধূ, ও কুলকুমারী প্রব্রজ্যা অবলম্বনে মানবজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ যাবজ্জীবন সংঘারামে কাটাইয়া বৃহত্তম স্থানের অধিকারী হইয়াছেন, কেহ সাময়িক বিহারবাসী হইয়া বুদ্ধের মহান আদর্শকে স্বীকৃতি দিয়া গিয়াছেন। সেই পবিত্র প্রথা অতাবধি বৌদ্ধদেশ সমূহে শ্রদ্ধা সহকারে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। সাময়িক প্রব্রজ্যা গ্রহণের দ্বারা মাহুষ বর্তমান জীবনে দুঃখ ধ্বংস করিতে অক্ষম হইলেও জন্মান্তরে তাহা পুণ্যসংস্কারে পর্যাবসিত হয়। তাই জীবনে সপ্তাহকালের জ্ঞাত হইলেও সকলের প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা উচিত।

ব্রহ্ম, সিংহল, শ্রাম প্রভৃতি বৌদ্ধপ্রধান দেশে মাতা-পিতা ন্যূনকল্পে সপ্তাহ কালের জ্ঞাত নিজের পুত্রকে শাসনে প্রব্রজিত করিয়া দেন। ষাঁহাদের নিজের ছেলে থাকে না, তাঁহারা পুণ্যলাভের আশায় অপরের ছেলেকে হইলেও প্রব্রজিত করাইয়া বুদ্ধশাসনের উত্তরাধিকারী হইবার প্রয়াস পান। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে এই প্রথার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। ইহার দ্বারা শুধু ব্যক্তি-জীবন নয়, সমাজ-জীবনও বিপন্ন হইতে চলিয়াছে। সুতরাং বুদ্ধপ্রদর্শিত এই সনাতন নিয়ম রক্ষা করিয়া মানবজীবনকে সার্থক করা বৌদ্ধ মাত্রেই অবশ্য কর্তব্য।

প্রব্রজ্যা দানের বিধান

প্রথমে প্রব্রজ্যাপ্রার্থীর কেশচ্ছেদন করাইয়া ভিক্ষু-শ্রামণদের ব্যবহার্য অষ্ট-পরিষ্কার সহ ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হইবে। সেই অষ্টবিধ বস্তুকে পালিতে “অর্চিপরিষ্কার” বলে। তাহা এই :—

তিচীবরঞ্চ পত্বে বাসি সূচী চ বন্ধনং,
পরিম্ভাবনঞ্চ দেমি অর্চিবিধং পরিষ্কারং ।

সজ্যাটি, উত্তরাসঙ্গ, অন্তর্বাস, পাত্র, ক্ষুর, সূচী, কটিবন্ধনী ও জলছাকনী এই আটটি দ্রব্যসহ ছেলেকে লইয়া ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইতে হয়।

উপসম্পদার পর থেকে দশ বৎসরের কমবয়স্ক ভিক্ষুরা প্রব্রজ্যা প্রদানের অমুপযোগী। আবার যিনি দশবর্ষ হইয়াছেন, অথচ ত্রিশরণ স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিতে পারেন না, তিনিও প্রব্রজ্যা প্রদানের অমুপযুক্ত। যেহেতু ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন—“শরণ-গমন অর্থাৎ ত্রিশরণ গ্রহণ দ্বারাই প্রব্রজ্যাকর্ম পরিশুদ্ধ হয়।” এইজন্য ত্রিশরণ গ্রহণ করাইবার সময় প্রব্রজ্যাদাতা ও গ্রহীতা উভয়কে স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিতে হয়।

প্রব্রজ্যা প্রার্থীর দীক্ষা গ্রহণের কিছুদিন পূর্বে শ্রামণদের নিত্য প্রয়োজনীয় চারিটি প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা, শরণগমন, দশশীল, ও পঁচাত্তরটি “সেখিয়া” নীতি অর্থসহ জানিয়া রাখা অতি উত্তম। তদ্বারা প্রব্রজ্যার্থী পরিশুদ্ধভাবে শীলপালন করিয়া অল্পদিনের মধ্যে বহু পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারে।

প্রব্রজ্যা প্রার্থনা

প্রথমে প্রব্রজ্যা প্রার্থী উপস্থিত ভিক্ষুসঙ্ঘকে (বা ভিক্ষুকে) বন্দনা করিয়া শুধু ত্রিচীবরগুলি হাতে লইবে। তারপর পায়ের অগ্রভাগে তার রাখিয়া উপবেশন করিয়া এই প্রকারে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিবে।

ওকাস, অহং ভন্তে পবজ্জং যাচামি ।

হুতিযম্পি..... । ততিযম্পি.....

ভন্তে, আপনি অবকাশ করুন, আমি প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিতেছি।

দ্বিতীয়বার..... । তৃতীয়বার..... ।

কাষায় বস্ত্র দান

সব্বদুস্ক-নিম্মরগ-নিব্বানং সচ্ছিকরণথায় ইমং কাসাং গহেত্বা
পব্বাজেথ মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায় । তুতিয়ম্পি.....ততিয়ম্পি ।

প্রভু, সমস্ত দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করিবার জন্য
অহুগ্রহ পূর্বক এই কাষায় বস্ত্র গ্রহণ করিয়া আমাকে প্রতজ্ঞা প্রদান করুন ।
(এইরূপে তিনবার বলিয়া দীক্ষাদানকারী আচার্য্যের হাতে ত্রিচীবর প্রদান
করিবে ।)

কাষায় বস্ত্র প্রার্থনা

সব্বদুস্ক নিম্মরগ-নিব্বানং সচ্ছিকরণথায় এতং কাসাং দত্ত্বা
পব্বাজেথ মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায় । তুতিয়ম্পি...ততিয়ম্পি... ।

প্রভু, সকল প্রকার দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করিবার
জন্য এই কাষায় বস্ত্র দিয়া অহুগ্রহপূর্বক আমাকে প্রতজ্ঞা প্রদান করুন । (এই-
রূপে তিনবার প্রার্থনা করিতে হইবে ।)

তারপর—“পটিসন্ধা যোনিসো চীবরং পটিসেবামি” এই প্রত্যবেক্ষণ
বলিয়া চীবর পরিধানপূর্বক করজোড়ে বসিয়া প্রতজ্ঞাগুরু হইতে কর্মস্থান গ্রহণ
করিবে ।

অশুভ কর্মস্থান গ্রহণ

কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তচো । তচো, দন্তা, নখা, লোমা,
কেসা । কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তচো ।

এইভাবে অহুলোম প্রতিলোমাকারে সংক্ষেপে বত্রিশটি অশুভ কর্মস্থানের মধ্যে
পাঁচটি অশুভ ভাবনা গ্রহণ করিয়া দশশীল প্রার্থনা করিতে হয় ।

দশ শীল প্রার্থনা

ওকাস, অহং ভন্তে, তিসরগেন সহ দস সামণের পব্বজ্জসীলং ধম্মং
যাচামি অনুগ্ৰহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে । তুতিয়ম্পি...ততিয়ম্পি .. ।

প্রভু, আমি ত্রিশরগ সহ দশটি প্রতজ্ঞাশীল প্রার্থনা করিতেছি । অহুগ্রহ
করিয়া আমাকে দশ শীল প্রদান করুন । দ্বিতীয়বার.....তৃতীয়বার ।

নমস্কার

নমো তস্ম ভগবতো অরহতো সম্মাসমুদ্রাস (তিনবার)
সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধকে নমস্কার করিতেছি ।

ত্রিশরণ

বুদ্ধম্ সরণম্ গচ্ছামি,

ধর্ম্মম্ সরণম্ গচ্ছামি,

সঙ্ঘম্ সরণম্ গচ্ছামি,

[তৃতীয়ম্পি.....তৃতীয়ম্পি... ..তিনবার বলিতে হইবে]

দশশীল

- ১। পাণাতিপাতা বেরমণী সিদ্ধাপদং সমাদিয়ামি ।
- ২। অদিম্নাদানা বেরমণী সিদ্ধাপদ সমাদিয়ামি ।
- ৩। অব্রহ্মচরিয়া বেরমণী সিদ্ধাপদং সমাদিয়ামি ।
- ৪। মুসাবাদা বেরমণী সিদ্ধাপদং সমাদিয়ামি ।
- ৫। সুরা-মেরয-মজ্জ-পমাদর্টানা বেরমণী সিদ্ধাপদং
সমাদিয়ামি ।
- ৬। বিকাল-ভোজনা বেরমণী সিদ্ধাপদং সমাদিয়ামি ।
- ৭। নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসূকদম্সনা বেরমণী সিদ্ধাপদং
সমাদিয়ামি ।
- ৮। মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন-বিভূসনর্টানা বেরমণী
সিদ্ধাপদং সমাদিয়ামি ।
- ৯। উচ্চসযনা মহাসযনা বেরমণী সিদ্ধাপদং সমাদিয়ামি ।
- ১০। জাতরূপ-রজত-পাটীগ্ৰহণা বেরমণী সিদ্ধাপদং সমাদিয়ামি ।
ইমানি পব্বজ্জ-সামণের দস সিদ্ধাপদানি সমাদিয়ামি ।
(তিনবার)

[এক নম্বর হইতে আট নম্বর অষ্টশীলের অম্ববাদ দ্রষ্টব্য ।]

১। উচ্চে শয়ন অর্থাৎ পালঙ্কের বলয়ের নিম্নভাগে ভগবানের অষ্টাঙ্গুল ও
মধ্যম পুরুষের মুষ্টিবদ্ধ একহাত উচ্চ পালঙ্ক-আসনাদি আঠার প্রকার অযোগ্য

আসন ও লোমবিশিষ্ট কঙ্কলাদি, শয্যার উভয় পাশে বালিশ, ঝুইভরা ভোষক ইত্যাদি মহা আসন ব্যবহার হইতে বিরত থাকা।

অকপ্লিয়-সম্ভরণা অতিরেকপ্লমাণতা

সযনাसनতা তস্মিং উচ্চাসযনস চাতুরো।

শ্রামণদের অযোগ্য বিছানা, প্রমাণ অতিক্রান্ত, তথায় শয়ন করা ও উপবেশন করা এই চারিটি অঙ্গ, ইহা দ্বারা ব্রহ্মচারীর কাম-ভৃষ্ণাদি উৎপত্তির হেতু হয়।

১০। সোনা-রূপা অর্থাৎ যে দেশে যে প্রকারের টাকা-পয়সা-নোট প্রভৃতি প্রচলিত আছে, তাহা গ্রহণ হইতে বিরত থাকা। আমি প্রব্রজিত শ্রামণদের প্রতিপাল্য এই দশবিধ শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

১। পটিসঙ্খা যোনিসো চীবরং পটিসেবামি, যাবদেব সীতস্স
পটিঘাতায় উণহস্স পটিঘাতায় ডংস মকস-বাতাতপ-
সিরিংসপ-সম্ফস্সানং পটিঘাতায়, যাবদেব হিরিকোপীনাং
পটিচ্ছাদনথং।

বর্তমান চীবর প্রত্যবেক্ষণ

আমি অর্থসংযুক্ত জ্ঞানে ত্রিচীবর পরিধান করিতেছি। যেহেতু ইহাতে শীতের উপদ্রব ও গরমের উপদ্রব নিবারিত হইবে। চীবর অব্যবহারে চিত্ত বিক্ষিপ্ত ও অস্থির হয়। চীবর ব্যবহারে দংশক, মক্ষিকা ও মশকাদি কামড়াইতে পারে না, ধূলাবালিতে দেহ মলিন হয় না, সূর্য্যতাপে দেহ ক্লিষ্ট হয় না, সরীসৃপ ও বৃশ্চিকাদি আক্রমণ করিতে পারে না। পূর্বোক্ত উপদ্রবগুলি কোন কোন সময় হয় বলিয়া চীবর ব্যবহারের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু লজ্জা নিবারণের জন্তই প্রকৃতপক্ষে চীবর পরিধান করা হয়। ভিক্ষু-শ্রামণগণ মনে রাখিবেন—উপরোক্ত কারণেই আমি চীবর পরিধান করিতেছি, পঞ্চকামগুণ উৎপাদনের জন্ত নহে।

বর্তমান পিণ্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ

২। পটিসঙ্খা যোনিসো পিণ্ডপাতং পটিসেবামি, নেব দবায ন
মদায ন মণ্ডনায ন বিভূসনায, যাবদেব ইমস্স কাযস্স

ঠিতিয়া যাপনায় বিহিংসূপরতিয়া ব্রহ্মচরিয়ান্গহায়
ইতি পুরাণঞ্চ বেদনং পটিহ্জ্জামি, নবঞ্চ বেদনং ন
উপ্পাদেঙ্গানি, যাত্রা চ মে ভবিষ্যতি অনবজ্জতা চ ফাসু
বিহারো চাতি ।

ভিক্ষার সংগ্রহের সময় ভিক্ষু-শ্রামণ্যগণের পাত্রে খাণ্ড-ভোজ্য-লেহু-পেয়্য যাহা কিছু পিণ্ডাকারে পড়ে, তাহাই পিণ্ডপাত । সেই ভিক্ষানুগ্রহ আহার আমি অর্থ-সংযুক্ত জ্ঞানে অবহিত হইয়া তৈষজ্যবৎ সেবন করিতেছি । ইহা সেবন করিতেছি গ্রাম্য বালকাদির ত্রায় ক্রীড়ার উদ্দেশ্যে নহে, মল্লযোদ্ধার ত্রায় শক্তি প্রদর্শনের জন্য নহে, বেষ্টাদির ত্রায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুষ্টির জন্য নহে, নর্তকীর ত্রায় প্রসাধনের জন্যও নহে । এই চতুর্থহাভৌতিক দেহের স্থিতির জন্য, ক্ষুধা-রোগ নিবারণার্থ, ব্রহ্মচর্যের অহুগ্রহার্থ, পুরাতন ক্ষুধা-যন্ত্রণার বিনাশার্থ, অপরিমিত ভোজনে নূতন যন্ত্রণা অহুৎপাদনার্থ আমি এই আহার গ্রহণ করিতেছি । পরিমিত ভোজনে গমন-দাঁড়ান-শয়ন ও উপবেশনের কোন প্রকার অন্তরায় হইবে না । বরঞ্চ প্রজ্ঞাপ্রদত্ত বস্তুর অপব্যবহার না করিয়া বুদ্ধপ্রশংসিত পবিত্র ও নিরাপদ অবস্থিতি হইবে ।

বর্তমান শয্যা আসন প্রত্যবেক্ষণ

আমি অর্থসংযুক্ত জ্ঞানে অবহিত হইয়া শয্যা এবং আসন গ্রহণ করিতেছি । (অবশিষ্ট অর্থ চীবর-প্রত্যবেক্ষণে দ্রষ্টব্য) ধাতুজনিত উপদ্রব দূর করিবার জন্য একাগ্রতা সাধনের জন্য শয্যা বা আসন গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে । শুধু আলস্ত বা নিদ্রাভিত্ত হইয়া বৃথা সময় ক্ষেপণের জন্য নহে ।

৩ । পটিসঙ্খা যোনিসো সেনাসনং পটিসেবামি, যাবদেব
সীতঙ্গ পটিঘাতায় উত্তঙ্গ পটিঘাতায় ডংস-মকস-বাতাতপ
-সিরিংসপ-সম্ফল্লানং পটিঘাতায়, যাবদেব উতুপরিঙ্গয়-
বিনোদনং পটিসল্লানারামথং ।

বর্তমান গিলান প্রত্যয় প্রত্যবেক্ষণ

- ৪। পটিসজ্জা যোনিসো গিলান-পচ্চয়-ভেসজ্জ-পরিদ্ধারং পটি-
সেবামি, যাবদেব উল্লম্বানং বেঘ্যা ব্যাধিকানং বেদনানং
পটিঘাতায়, অব্যাপজ্জ-পরমতায়া' তি।

আমি অর্ধসংযুক্ত জ্ঞানে অবহিত হইয়া রোগোপশমের ঔষধপথ্য সেবন
করিতেছি। বিবিধ দুঃখদায়ক যন্ত্রণা সমূহের নিরাময়ের জন্য ঔষধ সেবনের
প্রয়োজন হয়। অন্য উদ্দেশ্যে ভৈষজ্য সেবন নহে।

অতীত চীবর প্রত্যবেক্ষণ

- ১। ময়া অপচ্চবেস্বিত্বা অজ্জ যং চীবরং পরিভূত্তং তং যাবদেব
সীতস্স...পে...পটিচ্ছাদনথংতি। যথাপচ্চয়ং পবত্তমানং
ধাতুমত্তমেবেতং যদিদং চীবরং তত্পভুজ্জকো চ পুয়লো
ধাতুমত্তকো নিস্সত্তো নিজ্জীবো সুগ্গেণ, সস্বানি পন ইমানি
চীবরানি অজিগুচ্ছনীযানি, ইমং পুতিকায়ং পত্বা অতিবিয়
জিগুচ্ছনীযানি জায়ন্তি।

অতীত পিণ্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ

- ২। ময়া অপচ্চবেস্বিত্বা অজ্জ যো পিণ্ডপাতো পরিভূত্তো সো
নেব দবায...পে...ফাস্মু বিহারো চা' তি। যথাপচ্চয়ং
পবত্তমানং ধাতুমত্তমেবেতং যদিদং পিণ্ডপাতো তত্পভুজ্জকো
চ পুয়লো ধাতুমত্তকো নিস্সত্তো নিজ্জীবো সুগ্গেণ, সস্সো
পনাযং পিণ্ডপাতো অজিগুচ্ছনীযো ইমং পুতিকায়ং পত্বা
অতিবিয় জিগুচ্ছনীযো জায়তি।

অতীত শয্যাসন প্রত্যবেক্ষণ

- ৩। ময়া অপচবেক্ষিত্বা অজ্ঞ যং সেনাসনং পরিভুক্তং তং যাবদেব
সীতস্ম পটিঘাতায় পে বিনোদনং পটিসল্লানারামঞ্চ ।
যথা-পচয়ং পবত্তমানং ধাতুমত্তমেবেতং যদিদং সেনাসনং তত্থ-
পভুঞ্জকো চ পুয়ালো ধাতুমত্তকো নিস্সত্তো নিজ্জীবো
সুপ্পেণ, সব্বানি পন ইমানি সেনাসনানি অজিগুচ্ছনীযানি,
ইমং পুতিকাযং পত্বা অতিবিয় জিগুচ্ছনীযানি জায়ন্তি ।

অতীত গিলান প্রত্যবেক্ষণ

- ৪। ময়া অপচবেক্ষিত্বা অজ্ঞ যো গিলানপচয়ো ভেসজ্জ-
পরিচ্ছারো পরিভুক্তো সো যাবদেব...পে...পরমতায়া' তি ।
যথাপচয়ং পবত্তমানং ধাতুমত্তমেবেতং যদিদং গিলান-
পচয়-ভেসজ্জপরিচ্ছারো অজিগুচ্ছনীযো ইমং পুতিকাযং
পত্বা অতিবিয় জিগুচ্ছনীযো জায়তি ।

অতীত প্রত্যবেক্ষণ চতুষ্ঠয়ের ভাবার্থ

অন্য প্রত্যবেক্ষণ না করিয়া যে চীৎকার-পিণ্ড-শয্যা ও ঐসদ পরিভোগ করিয়াছি,
তাহা উপদ্রব নিবারণ করিলে । [অবশিষ্ট ব্যাখ্যা বর্তমান প্রত্যবেক্ষণে দ্রষ্টব্য]
যদিও এইগুলি বর্তমানে সুন্দর ও দুর্গন্ধহীন মনে হইতেছে, কিন্তু ইহা ধাতুর সমষ্টি
মাত্র, তদ্রূপ প্রত্যয় পরিভোগকারী এই দেহ ধাতুসমষ্টি মাত্র । ইহাতে সস্ব, কিছুই
নাই, শূন্যবৎ । এই সমস্ত প্রত্যয় স্থগিত নহে বটে, কিন্তু এই পুতিকায় বা দুর্গন্ধময়
দেহপ্রাপ্ত হইয়া ঐগুলি অতিশয় স্থগিত হয় ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভাবনা

ভগবান তথাগত সুদীর্ঘ পয়তাল্লিশ বৎসরকাল মানব সমাজের হিত ও সুখের জন্য যে ধর্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিমুক্তি রসে পরিপূর্ণ। এই রস আশ্বাদন করিতে হইলে একমাত্র ভাবনার মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতে হয়। ধ্যান, কর্মস্থান, ভাবনা বা সাধনা একার্থবোধক শব্দ। মৌলিক অর্থভেদে ইহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই।

প্রথমতঃ দানানুষ্ঠান ও শীলপালন প্রভৃতি সহজসাধ্য কায়িক ও বাচনিক কুশলকর্ম সম্পাদন করিয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য ভাবনা অপরিহার্য। ভাবনা দ্বারা চিত্ত একাগ্র হইলেই যোগী ইহজীবনে বিমুক্তি সুখ উপভোগ করেন। ত্রিপিটক শাস্ত্রে ভাবনার বহুবিধ প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে। গৃহী বা ভিক্ষুদের ভাবনা প্রণালীর মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। তবে নিজের চরিতানুযায়ী ভাবনা করাই সর্বদা বিধেয়। তদ্বারা সাধক সহজেই লক্ষ্যস্থলে পৌছিতে সক্ষম হন। কতকগুলি সাধনাপদ্ধতি উপযুক্ত গুরুর নির্দেশ ব্যতীত অগ্রসরণ করা সম্ভব নয়। আবার কতকগুলি গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকেও অভ্যাস করা যায়। উঠিতে বসিতে, চলিতে সাংসারিক কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই সেগুলি অগ্রদান করা যাইতে পারে—এমন কয়েকটি সহজসাধ্য ভাবনা এবং অহুস্বৃতি এখানে লিপিবদ্ধ করা হইল।

অভিগ্ৰহং পচ্চবেক্খণ-পাঠো।

অভিগ্ৰহং পচ্চবেক্খণ অর্থে—সজ্ঞানে অহুস্বৃতি চিন্তন করা। এই প্রত্যবেক্ষণের দ্বারা কামনা বাসনার প্রতি মানুষের স্বতঃই বীতস্পৃহা জন্মে।

জরাদ্ধম্মোমিহ জরং অনতীতো, ব্যাধিদম্মোমিহ ব্যাধিং অনতীতো, মরণদম্মোমিহ মরণং অনতীতো। সকেমহি মে পিয়েহি মনাপেহি নানা-ভাবো, বিনাভাবো, কম্মস্সাকোমিহ, কম্মদাযাদো, কম্মযোনি, কম্মবন্ধু, কম্মপটিসরণো, যং কম্মং করিস্সামি কল্যাণং বা পাপকং বা তস্স দাযাদো ভবিস্সামি।

আমি জরা বা বার্ককোর অধীন ; তাহা অতিক্রম করিতে পারি নাই । আমি ব্যাধির অধীন, ব্যাধিকে অতিক্রম করিতে পারি নাই । আমি মরণশীল, মৃত্যুকে জয় করিতে পারি নাই । আমাকে সকল প্রিয়জন ও সমুদয় মনোজ্ঞ বস্তু হইতে একদিন পৃথক হইতে হইবে ।

কর্ম্মই আমার স্বকীয়, আমি কর্ম্মেরই উত্তরাধিকারী, কর্ম্মই আমার যোনি, কর্ম্মই আমার বন্ধু এবং কর্ম্মই আমার গতি । কুশল কর্ম্ম হউক কিংবা অকুশল কর্ম্ম হউক যাহা আমি সম্পাদন করিব, আমি তাহারই উত্তরাধিকারী হইব ।

মৈত্রী ভাবনা

- ১। অহং অবেরো হোমি, অব্যাপজ্জো হোমি, অনীঘো হোমি, সুখী অত্তানং পরিহরামি । অহং বিষ মচ্চং আচরিয়ুপজ্জায়া, মাতা-পিতরো হিতসত্তা, মজ্জান্তিকসত্তা, বেরীসত্তা, অবেরা হোন্ত, অব্যাপজ্জা হোন্ত, অনীঘা হোন্ত, সুখী অত্তানং পরিহরন্ত, দুচ্ছা মুঞ্চন্ত, যথালঙ্ক-সম্পত্তিতে মা বিগচ্ছন্ত, কস্মস্সকা ।
- ২। ইমস্মিং বিহারে ইমস্মিং গোচরগামে ইমস্মিং নগরে ইমস্মিং জনপদে ইমস্মিং বঙ্গদেশে ইমস্মিং জম্বুদীপে ইমস্মিং চক্রবালে ইন্সরজনা সীমর্টক-দেবতা । সৰ্বে সত্তা অবেরা হোন্ত, অব্যাপজ্জা হোন্ত, অনীঘা হোন্ত, সুখী অত্তানং পরিহরন্ত, দুচ্ছা মুঞ্চন্ত, যথালঙ্ক-সম্পত্তিতে মা বিগচ্ছন্ত, কস্মস্সকা ।
- ৩। পুরথিমায দিসায দক্ষিণায দিসায পচ্ছিমায দিসায উত্তরায দিসায, পুরথিমায অনুদিসায দক্ষিণায অনুদিসায পচ্ছিমায অনুদিসায উত্তরায অনুদিসায, হেট্ঠিমায দিসায, উপরিমায দিসায, সৰ্বে সত্তা সৰ্বে পাণা সৰ্বে ভূতা সৰ্বে পুণ্ণলা সৰ্বে অত্তভাব-পরিযাপন্বা, সৰ্ব্বা ইথিযো সৰ্বে পুরিসা সৰ্বে অরিয়া সৰ্বে অনরিয়া সৰ্বে দেবা সৰ্বে মনুস্সা সৰ্বে অমনুস্সা সৰ্বে বিনিপাতিকা অবেরা হোন্ত, অব্যাপজ্জা হোন্ত, অনীঘা হোন্ত, সুখী অত্তানং পরিহরন্ত, দুচ্ছা মুঞ্চন্ত যথালঙ্ক-সম্পত্তিতে মা বিগচ্ছন্ত, কস্মস্সকা ।

- ৪। পূর্বমিস্থিঃ দিসাভাগে সন্তি দেবা মহিদ্ধিকা,
তেপি মং অনুরদ্ধন্ত আরোগ্যেন সুথেন চ।
- ৫। দক্ষিণমিস্থিঃ দিসাভাগে সন্তি দেবা মহিদ্ধিকা,
তেপি মং অনুরদ্ধন্ত আরোগ্যেন সুথেন চ।
- ৬। পচ্ছিমমিস্থিঃ দিসাভাগে সন্তি দেবা মহিদ্ধিকা,
তেপি মং অনুরদ্ধন্ত আরোগ্যেন সুথেন চ।
- ৭। উত্তরমিস্থিঃ দিসাভাগে সন্তি দেবা মহিদ্ধিকা,
তেপি মং অনুরদ্ধন্ত আরোগ্যেন সুথেন চ।
- ৮। পূরথিমেন ধতরচ্চৌ দক্ষিণেন বিরুহকো
পচ্ছিমেন বিরুপচ্ছৌ কুবেরো উত্তরং দিসং,
চত্তারো তে মহারাজা লোকপালা যসস্মিনো
তেপি মং অনুরদ্ধন্ত আরোগ্যেন সুথেন চা 'তি।
- ১। আমি শত্রুহীন হই, বিপদহীন ও রোগহীন হই এবং সুখে বাস করি।
আমার মত আমার আচার্য্য উপাধ্যায়গণ, মাতাপিতা, হিতৈষী ও মধ্যস্থ
ব্যক্তিবর্গ এবং আমার অকল্যাণকামী ব্যক্তিগণ শত্রুহীন হউক, বিপদহীন
ও রোগহীন হউক, সুখে বাস করুক, দুঃখ হইতে মুক্ত হউক এবং লব্ধ
সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হউক। কর্মই সকলের স্বকীয়।
- ২। এই বিহারে, এই গ্রাম্য উপকণ্ঠে, এই নগরে, এই জনপদে, এই বঙ্গদেশে,
এই জম্বুদ্বীপে কিংবা এই চক্রবালে যে সমস্ত প্রভুত্বশালী ব্যক্তি এবং
সীমান্ত রক্ষাকারী দেবগণ আছেন সমস্ত প্রাণী শত্রুহীন হউক, বিপদহীন
হউক, রোগহীন হউক, সুখে অবস্থান করুক, দুঃখ হইতে মুক্ত হউক
এবং লব্ধ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হউক। কর্মই সকলের স্বকীয়।
- ৩। পূর্বদিকে, দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তর দিকে, পূর্বকোণে, দক্ষিণকোণে, পশ্চিম-
কোণে, উত্তরকোণে, নিম্নদিকে ও উর্দ্ধদিকে সকল সত্ত্ব, সকল প্রাণী,
সকল ভূত (জীব), সকল পুদগল (ব্যক্তি), সকল দেহধারী, সকল স্ত্রী,
সকল পুরুষ, সকল আৰ্য্য, সকল অনার্য্য, সকল দেবতা, সকল মনুষ্য,
সকল অমনুষ্য ও সকল নিম্নশ্রেণীর (প্রেত, পিশাচ, নরকের প্রাণী

প্রভৃতি) সম্বগণ শত্রুহীন হউক, বিপদহীন ও রোগহীন হউক এবং সুখে বাস করুক। সকলে দুঃখ হইতে মুক্ত হউক এবং লব্ধ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হউক। কর্মই সকলের স্বকীয়।

৪। পূর্বদিকে যে সমস্ত শক্তিশালী দেবগণ আছেন তাঁহারাও আমাকে নিরাময় ও সুখে রক্ষা করুন।

৫। দক্ষিণদিকে, পশ্চিমদিকে, উত্তরদিকে যে সমস্ত শক্তিশালী দেবগণ আছেন তাঁহারাও আমাকে নিরাময় ও সুখে রক্ষা করুন।

৮। পূর্বদিকে ধৃতরাষ্ট্র, দক্ষিণদিকে বিরূঢ়ক, পশ্চিমদিকে বিরূপাক্ষ ও উত্তরদিকে কুবের নামক যে চারিজন ষণশ্রী লোকপাল মহারাজা আছেন, তাঁহারাও আমাকে নিরাময় ও সুখে রক্ষা করুন।

বুদ্ধানুস্মৃতি

ইতিপি সো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো বিজ্জাচরণসম্পন্নো সুগতো লোকবিদু অনুত্তরো পুরিসদম্ম-সারথী সথা দেবমহুস্সানং বদ্ধো ভগবা তি।

তিনি ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা এবং আচরণসম্পন্ন, তিনি সুগত, লোকবিদ, পুরুষ-দমনকারী শ্রেষ্ঠ সারথী, দেবমহুস্সগণের শাস্তা বুদ্ধ এবং ভগবান।

১। অরহং—যিনি সকল প্রকার অরি বা শত্রুকে হত্যা করিয়াছেন, তিনিই অর্হৎ।

২। সম্মাসম্বুদ্ধো—যিনি স্বয়ং সকল ধর্মের সমস্ত বিষয় সম্যকরূপে অবগত হইয়াছেন, তিনিই সম্যকসম্বুদ্ধ।

৩। বিজ্জাচরণসম্পন্নো—যিনি অষ্টবিধ ঋদ্ধিময় বিদ্যা অধিগত এবং শীলাদি সদাচার সম্পন্ন তিনিই বিদ্যাচরণসম্পন্ন।

৪। সুগতো—যিনি সুন্দররূপে নির্বাণগত হইয়াছেন, তিনিই সুগত।

৫। লোকবিদু—যিনি ত্রিলোকের সকল বিষয় অবগত হইয়াছেন।

৬। অনুত্তরো পুরিসদম্ম-সারথী—পুরুষদের দমন করার জন্য যিনি শ্রেষ্ঠ সারথীস্বরূপ, তিনিই অনুত্তর পুরুষদমনকারী সারথী।

৭। সখা দেবমন্সানং—ধর্মোপদেশাদি দ্বারা যিনি দেব মানবদের শাসন করেন, তিনিই শাস্তা বা অনুশাসক।

৮। বুদ্ধো—যিনি জ্ঞাতব্য অবগত হইয়াছেন বা স্থপ্ত মানুষের মধ্যে যিনি জাগ্রত পুরুষ, তিনিই বুদ্ধ।

৯। ভগবা—সমগ্র জীব জগতে যিনি শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যযুক্ত বা ভাগ্যবান, অথবা যিনি লোভ, ঘেঁষ ও মোহের দ্বার ভঙ্গ করিয়াছেন তিনিই ভগবান।

উপরিলিখিত বুদ্ধের এই নয়টি গুণ একাগ্রচিত্তে অনুধ্যান করিলে কিছুতেই চিত্তে অকুশল ভাব উৎপন্ন হইতে পারে না এবং যোগী বুদ্ধাবলম্বন প্রীতিতে বিপুল সুখ অনুভব করিয়া থাকেন।

ধর্মানুশ্রুতি

স্বাক্ষাতে ভগবতা ধর্মো, সন্দির্টিকো, অকালিকো, এহিপঙ্গিকো, ওপনাযিকো, পচ্চত্তং বেদিতবেণা বিপ্রহী 'তি।

স্বাক্ষাতে ভগবতা ধর্মো—ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এলোমেলোভাবে বুদ্ধ কখনও ধর্মোপদেশ প্রদান করেন নাই। আদি, মধ্য ও অন্তে কল্যাণদায়ক ধর্ম তিনি আত্মপূর্বিক বা ধারাবাহিক নিয়মে দেশনা করিতেন। যেমন—দানকথা, শীলকথা, স্বর্গের কথা, কামভোগের অপকারিতা এবং বৈরাগ্যের উপকারিতা—এইভাবে তিনি ক্রমশঃ মানুষকে নির্বাণ উপলব্ধির দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেন।

সন্দির্টিকো—ভগবান বুদ্ধের এই ধর্ম স্বয়ং দ্রষ্টব্য। অর্থাৎ অন্তের ব্যাখ্যা প্রবণ করিয়া ইহা সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। স্বয়ং আচরণ করিয়াই ইহাকে উপলব্ধি করিতে হয়। যিনি কাম, ক্রোধ ও মোহ পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার কাছে বুদ্ধপ্রদর্শিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ সহজেই প্রতিভাত হয়।

অকালিকো—এই ধর্ম অকালিক। অর্থাৎ ফল প্রদানে ইহার কোন নির্দিষ্ট কাল নাই। দিন, সপ্তাহ, মাস বা বছর পরে ফল দিবে বলিয়া ইহাতে কোন কাল নির্দিষ্ট নাই। কার্য্যারম্ভের পর হইতে যে কোন সময়ে ফল প্রদান করে বলিয়া ইহা অকালিক।

এহিপসিকো—এই ধর্ম আসিয়া দেখিবার যোগ্য। কোন কল্পনার আশ্রয়ে ইহা চিস্তিত নয়। ইহা পবিত্র ও পরিশুদ্ধ কিনা ‘এস, দেখ’ এই অর্থেই এহিপসিকো। অর্থাৎ বুদ্ধ দেশনা করিয়াছেন বলিয়া বিনা বিচারে অন্ধের মত তাহা গ্রহণ করার কোন নির্দেশ তিনি দেন নাই। যুক্তিতর্কের সাহায্যে বিচার করিয়া গ্রহণযোগ্য বলিয়াই এই ধর্ম “এহিপসিকো”।

ওপনায়িকো—এই ধর্ম মানুষকে উর্দ্ধদিকে উপনয়ন করে বা নির্বাণের দিকে নিয়া যায় বলিয়া ওপনায়িক।

পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিপ্রহী তি—এই গভীর ধর্ম সাধারণ মানুষেরা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। অন্তের অহুভূত বা লজ্জা মার্গবিষয় তাঁহাদের মুখে শ্রবণ করিয়াও ইহা সম্যকভাবে উপলব্ধি করা কষ্টকর। শ্রদ্ধাবান বিজ্ঞ পুরুষগণ ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রত্যক্ষভাবে ইহার গভীরতা অহুভব করিতে সক্ষম হন।

ধর্মের এই ছয়টি গুণ অনুধ্যান করার ফলে ধর্মের প্রতি চিত্ত একাগ্র হয় এবং মোহ ও অজ্ঞানতা বিদূরিত হইয়া যায়।

সঙ্ঘানুস্মৃতি

সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, ওয়াযপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, সামীচিপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, যদিদং চত্তারি পুরিসযুগানি অর্ট পুরিসপুঙ্গলা এস ভগবতো সাবকসঙ্ঘো। আত্থণেয্যো, পাত্থণেয্যো, দাক্ষিণেয্যো, অঞ্জলিকরণেয্যো, অনুত্তরং পুণ্ড্রক্কেত্তং লোকস্মা তি।

১। ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ সুপ্রতিপন্ন। অর্থাৎ বুদ্ধের শিষ্যমণ্ডলী সন্মার্গ বা প্রকৃত পথ অবলম্বন করিয়াছেন। ভগবান বুদ্ধ নির্বাণের যে অদ্বিতীয় রাস্তা আবিষ্কার করিয়াছেন, যাঁহারা সেই পন্থা অবলম্বন করেন তাঁহারা অবশ্যই নির্বাণনগরে পৌঁছিতে সক্ষম হইবেন। এই জ্ঞানই বলা হইয়াছে বুদ্ধের শ্রাবক-সঙ্ঘ সুপ্রতিপন্ন।

- ২। ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ সোজা প্রতিপন্ন। অর্থাৎ বুদ্ধের শিষ্যমণ্ডলী নির্বাণের অতি সহজতম পথ ধরিয়া চলিয়াছেন। নির্বাণলাভের ইহা হইতে সংক্ষিপ্ত পথ আর নাই। বুদ্ধনির্দেশিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বন করিলে মানুষ অতি সহজে নির্বাণ লাভ করিতে সমর্থ হন। এই জন্যই বলা হইয়াছে বুদ্ধের শ্রাবকসঙ্ঘ উজ্জু প্রতিপন্ন।
- ৩। ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ ন্যায়প্রতিপন্ন। অর্থাৎ—বুদ্ধপ্রদর্শিত অষ্টাঙ্গিক মার্গই নির্বাণ লাভের যথার্থ পথ। অতঃ কোন পথে নির্বাণলাভ সম্ভব নয়। সুতরাং ষাঁহারা এই মার্গ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা ন্যায়-প্রতিপন্ন।
- ৪। ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ সমীচীন বা উত্তম পথপ্রতিপন্ন। অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধের শিষ্যমণ্ডলী সমীচীন রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। এই জন্যই সমীচীন প্রতিপন্ন। শ্রোতাগামী, সঙ্কদাগামী, অনাগামী ও অর্হত—বুদ্ধের এই চারিযুগল শ্রাবক মার্গ ও ফলভেদে আট শ্রেণীর হয়।
- ৫। আহনেয়—ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন ও ঔষধ পথ্যাদি দান গ্রহণের যোগ্যপাত্র বলিয়া আহনেয়। দূরদেশ হইতে আহ্বান করিয়া আনয়নের উপযুক্ত বলিয়াও আহনেয়।
- ৬। পাহনেয়—দূরদেশ হইতে আগত জ্ঞাতিমিত্রের সংকারের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত বস্তুকে পাহন বলা হয়। সঙ্ঘই সেই সংগৃহীত উত্তম দানীয় বস্তু গ্রহণের যোগ্য পাত্র বলিয়া পাহনেয়।
- ৭। দক্ষিণেয়—পরলোক বিশ্বাস করিয়া যে দান দেওয়া হয়, তাহাকে দক্ষিণা বলে। সঙ্ঘ সেই দক্ষিণা গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া দক্ষিণেয়।
- ৮। অঞ্জলিকরণীয়—অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে অভিবাদনের যোগ্য বলিয়া সঙ্ঘ অঞ্জলীকরণীয়।
- ৯। জগতের অমৃতর পুণ্যক্ষেত্র—পুণ্যফল উৎপাদনের পক্ষে ইহার সমান উর্বর ক্ষেত্র জগতে আর দ্বিতীয় নাই। এই জন্য সঙ্ঘকে জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র বলা হইয়াছে।

সঙ্ঘের এই নয়টি গুণ স্মরণ করিলে সঙ্ঘের প্রতি চিন্ত প্রসন্ন থাকে এবং অন্তর হইতে লোভ, দ্বেষ ও মোহ অপসারিত হইয়া যায়।

দেবতানুশ্রুতি

সন্তি দেবা চাতুর্মহারাজিকা, সন্তি দেবা তাবতিংসা, সন্তি দেবা যামা, সন্তি দেবা তুসিতা, সন্তি দেবা নিম্মাণরতিনো, সন্তি দেবা পরনিম্মিত-বসবত্তিনো, সন্তি দেবা ব্রহ্মকাযিকা, সন্তি দেবা ততুত্তরি। যথারূপায় সন্ধায় সমন্নাগতা তা দেবতা ইতো চুতা তথ উম্মন্না, ময়হম্পি তথারূপা সন্ধা সংবিজ্জতি। যথারূপেন সীলেন, যথারূপেন সূতেন, যথারূপেন চাগেন, যথারূপেন পঞায সমন্নাগতা তা দেবতা ইতো চুতা তথ উম্মন্না, ময়হম্পি তথারূপং সীলং, তথারূপং সূতং, তথারূপং চাগং, তথারূপা পঞা সংবিজ্জতি।

চাতুর্মহারাজিক স্বর্গলোকের দেবগণ আছেন, তদ্রূপ ত্রয়ত্রিংশবাসী, যামলোক-বিহারী, তুষিত স্বর্গারোহী, নিম্মাণরতি স্বর্গনিবাসী, পরনিম্মিতবশবর্তী লোকের ও ব্রহ্মলোকবাসী দেবগণ বিद्यমান। তাঁহাদের হইতে উর্দ্ধলোকে অবস্থানকারী দেবব্রহ্মাও বিद्यমান। যে শ্রদ্ধায় বিমণ্ডিত হইয়া তাঁহারা এই জগত হইতে বিদায় লইয়া তথায় উৎপন্ন হইয়াছেন, আমার মধ্যেও সেই শ্রদ্ধা বিद्यমান। যে শীল বা জ্ঞানের দ্বারা, দান অথবা শ্রদ্ধার দ্বারা সেই দেবগণ এই পৃথিবী হইতে চ্যুত হইয়া তথায় উৎপন্ন হইয়াছেন, আমার মধ্যেও সেই শীল এবং জ্ঞান, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা বিद्यমান রহিয়াছে।

কোনও নিজ্জর্ন স্থানে বসিয়া এইভাবে দেবতানুশ্রুতি ভাবনা করিলে চিত্ত হইতে অকুশল দূরীভূত হইয়া শ্রদ্ধাসম্পদ বর্দ্ধিত হয়। যিনি দেবতানুশ্রুতি ভাবনা করেন তিনি দেবগণের প্রিয়পাত্র হন এবং দেবগণ তাঁহাকে আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা সম্পূর্ণ আসক্তি ক্ষয় করিতে না পারিলেও মৃত্যুর পর স্বর্গগামী হইয়া থাকেন।

মরণানুশ্রুতি

জীবিতং ব্যাধি কালো চ দেহনিষ্ক্বেপনং গতি,
পঞ্চোক্তে জীবলোকস্মিং অনিমিত্তা ন ঞ্জায়রে ।

- ১। পরমাযু কতদিন আছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না ।
- ২। কখন কোন্ ব্যাধি আক্রমণ করিবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না ।
- ৩। দিবা রাত্রির কোন্ মুহূর্তে মৃত্যু হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না ।
- ৪। জলে কিম্বা স্থলে কোথায় মৃত্যু হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না ।
- ৫। মৃত্যুর পর কোথায় জন্ম হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না ।

জীবজগতে এই পাঁচটি বিষয় কখন সংঘটিত হয়, তাহা অহং ব্যতীত কেহই সঠিক বলিতে পারে না ।

সর্বো সত্তা মরিস্সন্তি মরণন্তু হি জীবিতং,
যথাধম্মং গমিস্সন্তি পুণ্ণপাপ-ফলূপগা ।
নিরয়ং পাপকন্মন্তা পুণ্ণকন্মা চ সুগতিং,
অপরে চ মগ্গং ভাবেত্বা পরিনিব্বন্তি অনাসবা ।

সমস্ত প্রাণী মরিবে । জীবনের অস্তিত্ব মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্য্যন্ত । তৎপর পাপ পুণ্যের ফল অল্পাধিক স্বাভাবিক নিয়মে পরলোকে যাত্রা করিতে হইবে । সাধারণতঃ পাপী লোকেরা নরকে এবং পুণ্যবান ব্যক্তিগণ সুগতিতে গমন করিয়া থাকে । কিন্তু কোন কোন নিরাসক্ত ব্যক্তি মার্গফল ভাবনা করিয়া পরিনির্বাণ লাভ করেন ।

জীবিতেন্দ্রিয়ের ক্ষয়-দর্শনজনিত যে অল্পাধিক তাহাই মরণানুশ্রুতি । “মরণং মে ভবিস্সতি” আমার মৃত্যু হইবে—এইভাবে পুনঃ পুনঃ শ্রুতি সহকারে ইহা ভাবনা করিতে হয় । দাঁড়ান, গমন, উপবেশন ও শয়ন যে কোন অবস্থায় সর্বদা মরণানুশ্রুতি ভাবনা করিলে জীবনের প্রতি মায়া হ্রাস পায়, পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মে ও চিত্ত সকল প্রকার অকুশল কৰ্ম্ম হইতে বিরত থাকে ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গৃহী-কর্তব্য

ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের নীতি বা নিয়ম সম্বন্ধে বিনয়পিটক নির্দিষ্ট করিয়াছেন। সাধারণ গৃহীদের কর্তব্য বা বিনয় সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ বা পিটক নির্দিষ্ট না থাকিলেও সূত্র পিটকাস্তর্গত নিকায়গ্রন্থ সমূহের বিভিন্ন পর্যায়ে বুদ্ধভাষিত বহু গৃহীনীতি পরিদৃষ্ট হয়। ভগবান বুদ্ধ বিভিন্ন স্বভাবের মানুষকে তাহাদের প্রত্যেকের জ্ঞান ও চরিতাশ্রয়ী উপদেশ প্রদান করিতেন। কোন কোন লোককে অতি সহজ কথায়, কোন কোন লোককে নাটকঠিন দৃষ্টান্ত দিয়া, আবার কোন কোন লোককে তিনি ধর্মের গভীর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বশীভূত করিতেন। এই ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদে সর্ব বিষয়ের আলোচনা সম্ভব নয়। তদ্ব্যতীত সর্বদিকে হস্তক্ষেপ না করিয়া গৃহস্থদের অতি প্রয়োজনীয় গৃহী-বিনয়ে পরিপূর্ণ সিগালক-উপদেশ সূত্র লিপিবদ্ধ করা হইল।

উল্লিখিত সূত্রটি গৃহীদের কাছে অতি আদরণীয় এবং একান্ত প্রয়োজনীয়। গৃহস্থ জনসাধারণের নিয়ম-শৃঙ্খলায় পূর্ণ বলিয়া ইহাকে অনেকে “গৃহীবিনয়” হিসাবে সম্মান করিয়া থাকে। দীর্ঘনিকায়ের অর্থকথায় উক্ত হইয়াছে—

“ইমস্মিং পন সূত্তে যং কিঞ্চি গিহিনা কর্তব্যং অকথিতং নথি, তস্মা অযং সূত্তস্তো গিহিবিনয়ো নাম।” অর্থাৎ গৃহীদের বাহা কিছু করণীয় এই সূত্রের মধ্যে তাহার কিছুই বাদ পড়ে নাই। এই জন্য ইহা গৃহীবিনয় নামে অভিহিত। ধারার গার্হস্থ্য জীবনে এই সূত্রোক্ত নিয়মগুলি রক্ষা করিয়া চলিবেন সর্বদাই তাহাদের কল্যাণ সাধিত হইবে। অতএব প্রত্যেক বৌদ্ধ উপাসক উপাসিকার এই সূত্রে গভীর জ্ঞান থাকা দরকার।

সিগালক-উপদেশ সূত্র

যখন ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহের বেহুবনস্থ কলন্দক নিবাসে অবস্থান করিতে-
ছিলেন, সেই সময় সিগালক নামক একজন গৃহস্থপুত্র প্রত্যুষে শয্যাভ্যাগ পূর্বক

রাজগৃহের নগরসীমা অতিক্রম করিয়া সিন্ধুবসনে, সিন্ধুকেশে করছোড়ে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, উর্দ্ধ ও অধঃ এই ষড়দিক্কে নমস্কার করিতেন।

একদিন পূর্বাহ্ন বেলায় ভগবান বুদ্ধ পাত্ৰচীঘর গ্রহণ করিয়া ভিক্ষায় সংগ্রহের জন্য রাজগৃহ নগরে প্রবেশ করিলেন। ষাইবার সময় পশ্চিমধ্যে তিনি দেখিতে পাইলেন—গৃহস্থপুত্র সিগালক প্রত্যুষেই গাত্রোথান পূর্বক সিন্ধুবস্বে, আত্মকেশে অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে দিক্ সমূহকে নমস্কার করিতেছে। তাহা দেখিয়া বুদ্ধ ভিজ্ঞাসা করিলেন—হে গৃহপতিপুত্র! কেন তুমি সিন্ধুবশে, সিন্ধুকেশে এইভাবে ষড়দিক্ নমস্কার করিতেছ?

প্রভো! মৃত্যুকালে আমার পিতা প্রত্যহ দিক্ সমূহকে নমস্কার করিবার জন্য আমাকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তদ্ব্তে আমি পিতৃবাক্যের প্রতি গৌরব প্রদর্শন ও গুরুত্ব দানের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ ষড়দিক্ নমস্কার করিয়া থাকি।

তাহা শ্রবণ করিয়া ভগবান শান্ত মধুর স্বরে কহিলেন—হে গৃহপতিপুত্র! আৰ্য্য-বিনয়ে ত এই নিয়মে ষড়দিক্ বন্দনার কোন বিধান নাই।

প্রভো! আৰ্য্যবিনয়ে ষড়দিক্ বন্দনার বিধান কিরূপ অনুগ্রহ করিয়া সে সম্বন্ধে আমাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করুন।

তবে উত্তমরূপে মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর, আমি তাহা ব্যাখ্যা করিতেছি।

হে গৃহপতিপুত্র! আৰ্য্যশ্রাবক বা ধার্মিক গৃহস্থ চতুর্বিধ কলুষকর্ম বর্জন করেন, চারি কারণ বশে তিনি কোন পাপকর্ম করেন না এবং ভোগসম্পত্তিনাশক ছয়প্রকার কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করেন। এইরূপে চৌদ্দ প্রকার পাপ হইতে দূরে থাকিয়া ষড়দিক্ রক্ষাকারী পুরুষ ইহলোক ও পরলোকে পরম সৌভাগ্যের অধিকারী এবং মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকেন।

ধার্মিক গৃহস্থ কোন্ চারিটি কলুষ কর্ম বর্জন করেন?

তিনি প্রাণীহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, কামে মিথ্যাচার ও মিথ্যাবাক্য পরিহার করেন।

কোন্ চারিটি কারণ বশে পাপ কর্ম করেন না?

হে গৃহপতিপুত্র! ধার্মিক গৃহস্থ ছন্দ (প্রবল ইচ্ছা), দ্বেষ, ভয় ও মোহের বলীভূত হইয়া কোন পাপকর্ম করেন না।

ভোগ সম্পত্তিনাশক কোন্ কোন্ ছয় প্রকার কু-অভ্যাসকে পরিহার করেন? ধার্মিক গৃহস্থ মত্ততাজনক নেশাদ্রব্য সেবন, অসময়ে পথেঘাটে বিচরণ, মজামজলিসে

যোগদান, দ্যুতক্রীড়ায় (পাশা তাস ইত্যাদি) অহুরক্ত, পাপমিত্র সংসর্গ ও আলশ্রপরাগ্নতা এই ছয়টি ভোগৈশ্বর্য-নাশক দোষ পরিহার করেন ।

হে গৃহপতিপুত্র ! নেশাজব্য সেবন করার ছয়টি বিষময় ফল । যথা—
ধনহানি, অতিশয় কলহবৃদ্ধি, নানাবিধ রোগের উৎপত্তি, হুর্নাম প্রচার, লোকের
মনে ক্রোধের সঞ্চার ও হিতাহিত জ্ঞানশক্তিকে দুর্বল করা ।

হে গৃহপতিপুত্র ! যাহারা অসময়ে পথেঘাটে বিচরণ করে, তাহারা ছয়টি
বিষময় ফল ভোগ করে । যথা—নিজে অগুপ্ত অরক্ষিত থাকে, স্ত্রীপুত্রও অগুপ্ত
অরক্ষিত থাকে, বিষয় সম্পত্তিও অগুপ্ত অরক্ষিত থাকে, সর্বদা শঙ্কিত চিত্তে বিচরণ
করিতে হয়, পাপ-ঘটনায় মিথ্যা কলঙ্ক আরোপিত হয় এবং ইহা আরও বহুবিধ
দুঃখজনক ব্যাপারের হেতু হয় ।

হে গৃহপতিপুত্র ! যাহারা সর্বদা নৃত্যগীত বা মজ্জামজলিসাদিতে যোগদান
করে, তাহারা ছয়টি বিষময় ফল ভোগ করে । যথা—কোথায় নৃত্য হইবে
উৎকর্ষা ; কোথায় সঙ্গীত হইবে, কোথায় বাগ্গ হইবে, কোথায় নাটক হইবে,
কোথায় পাণিস্বর বা কাংশ্রতাল ও কোথায় পাণিস্বরযুক্ত “অশ্রু তাল” হইবে
ইত্যাদি ব্যাপারে সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকিতে হয় ।

হে গৃহপতিপুত্র ! দ্যুতক্রীড়াসক্ত ব্যক্তি ছয়টি বিষময় ফল ভোগ করে ।
যথা—জয়লাভে শত্রুতা বাড়ে, পরাজয়ে অহুশোচনা আসে, প্রত্যক্ষভাবে ধনহানি
হয়, বিচারালয়ে অভিযোগ অগ্রাহ্য হয়, আত্মীয় স্বজনেরা সম্পর্ক ত্যাগ করে ;
কেহ তাহার সহিত আবাহ বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চায় না ও
দ্যুতক্রীড়াসক্ত লোক স্ত্রীর বসনভূষণাদি যোগাইতে অক্ষম হয় ।

হে গৃহপতিপুত্র ! পাপমিত্র সহবাসের ছয়টি বিষময় ফল । যথা—যাহারা
ধূর্ত, চরিত্রহীন, নেশাপায়ী, জুয়াখোর, প্রবঞ্চক ও দুঃসাহসিক তাহারাই পাপমিত্র
সহবাসকারীর মিত্র ও সহায়ক হয় ।

হে গৃহপতিপুত্র ! আলশ্রপরাগ্ন ব্যক্তি ছয়টি কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে ।
যথা—আজ অতি ঠাণ্ডা বলিয়া কাজ করে না, অতি উষ্ণ বলিয়া কাজ করে না,
অতি সকাল বলিয়া কাজ করে না, অতি বেলা বলিয়া কাজ করে না, অতি রাত্রি
বলিয়া কাজ করে না এবং এইভাবে অবহেলার দরুণ বহুকাজ অসম্পূর্ণ থাকিয়া
যায় । ফলে অহুৎপন্ন ধন উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ।

হে গৃহপতিপুত্র ! চারি শ্রেণীর লোককে মিত্ররূপী শত্রু বলা হয় । যথা—
পরস্বাপহারক, বাক্যবীর, চাটুকার ও অপকর্মে প্ররোচক ।

চারিটি কারণে পরস্বাপহারককে মিত্ররূপী শত্রু বলিতে হয় । যথা—সর্বদা
অন্যলোকের ধন হরণ করে, অন্যকে অল্পমাত্র দিয়া তৎপরিবর্তে বেশী প্রত্যাশা
করে, সর্বদা ভয়ে ভয়ে কার্য্য করে এবং প্রত্যেক ব্যাপারেই স্বার্থসিদ্ধ করিতে
চায় ।

চারিটি কারণে বাক্যবীরকে মিত্ররূপী শত্রু বলিতে হয় । যথা—আপনার
অতীত সমৃদ্ধি লইয়া গর্ব্ব করে, ভাবী সমৃদ্ধি দেখাইয়া আশ্বালন করে, অনর্থক
কতকগুলি অতিরিক্ত কথা বলিয়া স্মৃতি জন্মাইতে থাকে এবং উপস্থিত কার্য্যে
ভয় প্রদর্শন করে ।

চারিটি কারণে চাটুকারকে মিত্ররূপী শত্রু বলা হয় । যথা—একদিকে পাপ-
জনক কর্ম্ম হইলেও সম্মতি প্রদান করে, অথচ একদিকে কল্যাণকর কার্য্য হইলেও
বাধার সৃষ্টি করে, সম্মুখে ও পরোক্ষে নিন্দা করে ।

চারিটি কারণে অপকর্মে সাহায্যকারী ব্যক্তিকে মিত্ররূপী শত্রু বলিতে হয় ।
যথা—নেশাজব্বা সেবনে উৎসাহিত করে, অসময়ে পথেঘাটে বিচরণে সহায়তা করে,
মজামঞ্জলিস বা অভিনয়াদিতে যোগদানে উৎসাহিত করে ।

হে গৃহপতিপুত্র ! সূহৃদপদেশদাতা ব্যক্তি চারিটি কারণে সূহৃদ আখ্যা
পাইয়া থাকেন । যথা—তিনি লোককে পাপ হইতে বিরত করেন, কল্যাণকর
কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন ; অশ্রুত বিষয় শ্রবণ করান ও স্বর্গারোহণমার্গ-বিষয় ব্যাখ্যা
করেন ।

হে গৃহপতিপুত্র ! অল্পকম্পাশীল ব্যক্তি চারিটি কারণে সূহৃদ আখ্যা পাইয়া
থাকেন । যথা—বন্ধুর অধঃপতন দেখিয়া আনন্দিত হন না, উন্নতিতে আনন্দ
লাভ করেন, কেহ বন্ধুর নিন্দা করিলে প্রতিবাদ করেন এবং সুখ্যাতি করিলে
তাহার প্রশংসা করেন ।

হে গৃহপতিপুত্র ! চারিজন মিত্র সূহৃদ আখ্যা পাইবার যোগ্য । যথা—
যিনি উপকারী, যিনি সুখদুঃখে সমবেদনা অনুভব করেন, যিনি সূহৃদপদেশ দাতা
এবং যিনি অল্পকম্পাকারী ।

চারিটি কারণে উপকারী মিত্র সূহৃদ আখ্যা পাওয়ার যোগ্য । যথা—তিনি

প্রমত্তকে রক্ষা করেন, প্রমত্তের বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করেন, ভয়াৰ্ত্তকে আশ্রয় দেন এবং আরক্কা কার্যে যাহাতে দ্বিগুণ ঐশ্বর্য লাভ হয় সেইরূপ চেষ্টা করেন ।

চারিটি কারণে সমবেদনা জ্ঞাপক মিত্র স্ত্রহৃদ আখ্যা পাওয়ার যোগ্য । যথা—
তিনি বন্ধুর নিকট সকল গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করেন, বন্ধুর গুহ্য বিষয় সাবধানে গোপন রাখেন, বিপদকালে বন্ধুকে ত্যাগ করেন না এবং বন্ধুর হিতের জন্য নিজের প্রাণ দিতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত থাকেন ।

ধার্মিক গৃহস্থ কিরূপে ষড়দিক্ রক্ষা করেন ?

হে গৃহপতিপুত্র ! মাতাপিতা পূৰ্বদিক্, আচার্য্য বা শিক্ষক দক্ষিণদিক্, ক্রী-পুত্র পশ্চিমদিক্, বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়স্বজন উত্তরদিক্, চাকর-চাকরাণী অধোদিক ও শ্রমণ-ব্রাহ্মণ উৰ্দ্ধদিক্—ইহাই গৃহীকর্তব্যের ষড়দিক্ বলিয়া জানিবে ।

হে গৃহপতিপুত্র ! পঞ্চবিধ কর্তব্য সম্পাদনে পুত্র কর্তৃক মাতাপিতারূপ পূৰ্বদিক্ বজায় রাখা উচিত ; যথা—মাতাপিতা কর্তৃক সযত্নে লালিত পালিত বলিয়া বান্ধব্য ও অসহায় অবস্থায় তাঁহাদের ভরণ পোষণ নির্বাহ করা, আপন কাজ ফেলিয়া তাঁহাদের কাজ সম্পাদন করা, বংশমর্য্যাদা বজায় রাখা, তাঁহাদের উপদেশে থাকিয়া তাঁহাদের বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হওয়া এবং পরলোকগত মাতাপিতার সদগতির উদ্দেশে পুণ্যাহুষ্ঠান করা ।

হে গৃহপতিপুত্র ! পঞ্চবিধ কর্মের দ্বারা মাতাপিতাকে পুত্রের প্রতি অমুকম্পা প্রদর্শন করিতে হয় । যথা—পুত্রকে পাপকর্ম হইতে নিবারণ করা, কল্যাণকর কার্যে উৎসাহিত করা, উপযুক্ত বয়সে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া, যথাসময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং যথাকালে বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া দেওয়া ।

এই প্রকারে মাতাপিতা ও পুত্র-কন্যাগণ আপন আপন কর্তব্য সম্পাদন করিলে মাতাপিতারূপ পূৰ্বদিক্ সুরক্ষিত ও নিরাপদ হয় ।

হে গৃহপতিপুত্র ! পঞ্চবিধ কর্তব্য সম্পাদনে শিষ্য কর্তৃক আচার্য্যরূপ দক্ষিণদিক্ বজায় রাখা উচিত । যথা—আচার্য্যের সম্মুখে আসন হইতে সমস্তম্বে গাত্রোত্থান করা, সেবা করিবার জন্য আচার্য্যের সমীপে গমন করা, আচার্য্যের আদেশ পালন করা. মনোযোগ সহকারে আচার্য্যের উপদেশ শ্রবণ করা ও বিদ্যাভ্যাস করা ।

হে গৃহপতিপুত্র ! পাঁচটি কন্মের দ্বারা আচার্য্যকে শিষ্যের প্রতি অহুকম্পা প্রদর্শন করিতে হয়। যথা—সুন্দরভাবে ভদ্র চাল-চলন শিক্ষা দেওয়া সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় বলিয়া দেওয়া, কোন্ কোন্ বিষয় পঠনীয় বা অপঠনীয় তাহার নির্দেশ দেওয়া, শিষ্যের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের কাছে তাহার প্রশংসা করা এবং আপদে বিপদে শিষ্যকে সাহায্য করা। এই প্রকারে শিষ্য ও আচার্য্য উভয়ের কর্তব্য পালনে আচার্য্যরূপ দক্ষিণদিক সূচাকরূপে রক্ষিত ও নিরাপদ হয়।

হে গৃহপতিপুত্র ! পঞ্চবিধ কন্মের দ্বারা স্বামী কর্তৃক ভাৰ্য্যারূপ পশ্চিম দিক্ বজায় রাখিতে হয়। যথা—স্ত্রীর প্রতি সম্মানসূচক বাক্য ব্যবহার, কদাপি অভদ্র ব্যবহার না করা, পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত না হইয়া স্বীয় স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত থাকা, স্ত্রীকে আপনার বিষয়-আশয়ে যথাযথ কর্তৃত্ব প্রদান করা এবং যথাশক্তি বসন ভূষণাদি কিনিয়া দেওয়া।

হে গৃহপতিপুত্র ! পঞ্চবিধ কর্তব্য পালনে স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি আহুগত্য প্রদর্শন করিতে হয়। যথা—সূচাকরূপে গৃহকার্য্য সম্পাদন, আত্মীয়স্বজন ও অতিথি-অভ্যাগতের যথাবিহিত সন্মুখনা, পরপুরুষের প্রতি আসক্ত না হইয়া আপন স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় অহুরাগ, স্বামীর সম্পত্তি যাহাতে অপচয় না হয় সেভাবে রক্ষা করা এবং সর্ব্বকার্য্যে দক্ষতা ও আলস্রহীনতা। এইরূপে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের কর্তব্য পালনের দ্বারা ভাৰ্য্যারূপ পশ্চিমদিক্ সুরক্ষিত ও নিরাপদ হয়।

হে গৃহপতিপুত্র ! পঞ্চবিধ কর্তব্য পালনের দ্বারা কুলপুত্র কর্তৃক বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনরূপ উত্তরদিক্ বজায় রাখিতে হয়। যথা—তাহাদের আপদে-বিপদে অর্থ সাহায্য, মধুর ব্যবহার, সংকন্মের অহুষ্ঠান, প্রগাঢ় সহানুভূতি ও সরলতাপূর্ণ আচরণ।

হে গৃহপতিপুত্র ! পঞ্চবিধ কন্মের দ্বারা বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনকে কুলপুত্রের প্রতি অহুকম্পা প্রদর্শন করিতে হয়। যথা—প্রমত্তাবস্থায় কুলপুত্রকে রক্ষা করা, তাঁহার বিষয়সম্পদ রক্ষা করা, ভয়ার্ত্তকে আশ্রয় দেওয়া, বিপদের সময় কুলপুত্রকে পরিত্যাগ না করা, সাম্প্রতিক উৎসবাদিতে কুলপুত্রের পুত্রকন্ঠাকে আশীর্বাদ করা। এইরূপে কুলপুত্র ও আত্মীয়-স্বজন পরস্পরের প্রতি উভয়ের কর্তব্য প্রতিপালনে আত্মীয়-স্বজনরূপ উত্তরদিক্ সুরক্ষিত ও নিরাপদ হয়।

হে গৃহপতিপুত্র ! পঞ্চবিধ কর্মের দ্বারা গৃহস্থামী কর্তৃক ভূত্যা রূপ অধোদিক বজায় রাখিতে হয়। যথা—ভূত্যাদের শক্তি অনুযায়ী কার্যভার অর্পণ করা, তাহাদিগকে উপযুক্ত বেতন প্রদান করা, রোগের সময় সেবাপ্রদান করা, উৎকৃষ্ট খাদ্য ভাগ করিয়া দেওয়া এবং মধ্যে মধ্যে ছুটি দেওয়া।

হে গৃহপতিপুত্র ! পঞ্চবিধ কর্তব্য পালনের দ্বারা ভূত্যা গৃহস্থামীর প্রতি অনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। যথা—গৃহস্থামীর পূর্বে শয্যা ত্যাগ করা, পরে শয়ন করা, অজ্ঞাতসারে কিছু গ্রহণ না করিয়া কেবল প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করা, সূচাক্রমে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা এবং সর্বসাধারণের কাছে গৃহস্থামীর সুখ্যাতি ও প্রশংসা করা। এইরূপে গৃহস্থামী ও ভূত্যা পরস্পরের প্রতি উভয়ের কর্তব্য পালনে ভূত্যা রূপ অধোদিক সুরক্ষিত ও নিরাপদ হয়।

হে গৃহপতিপুত্র ! পঞ্চবিধ কর্তব্য পালনের দ্বারা কুলপুত্র কর্তৃক শ্রমণ-ব্রাহ্মণরূপ উর্দ্ধদিক বজায় রাখিতে হয়। যথা—ভক্তিপূর্ণ চিত্তে শ্রমণব্রাহ্মণের সেবা শুশ্রূষা করা, “অন্নবস্ত্র দান করা, তাঁহাদের পূজা কর, ধর্মশ্রবণ কর,” ইত্যাদি বলিয়া জনসাধারণকে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিয়া তোলা, তাঁহাদের হিত কামনা করা, সর্বদা তাঁহাদিগকে সমন্বয়ে অভ্যর্থনা করা এবং উৎকৃষ্ট আহাৰ্য্য দ্রব্যাদি দান দেওয়া।

হে গৃহপতিপুত্র ! ষড়বিধ কর্মের দ্বারা শ্রমণব্রাহ্মণকে কুলপুত্রের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে হয়। যথা—কুলপুত্রকে পাপ কর্ম হইতে বিরত করা, কল্যাণজনক কার্যে নিয়োজিত করা, সর্বদা তাঁহার হিত কামনা করা, অশ্রুত বিষয় ব্যক্ত করা, জ্ঞাত বিষয় সংশোধন করিয়া দেওয়া ও সুগতিগামী মার্গের ব্যাখ্যা করা। এইরূপে কুলপুত্র ও শ্রমণ-ব্রাহ্মণ উভয়ের কর্তব্য পালনের দ্বারা শ্রমণ-ব্রাহ্মণরূপ উর্দ্ধদিক সুরক্ষিত ও নিরাপদ হয়।

গৃহপতিপুত্র সিংগালক ভগবান বুদ্ধের মুখে ধার্মিক গৃহস্থদের ষড়দিকের এই অভিনব অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—প্রভো ! আপনার ষড়দিক্ বর্ণনা বড়ই আশ্চর্য্য ! বড়ই অদ্ভুত ! আপনি অধোমুখীকে উর্দ্ধমুখী করার ন্যায়, আবৃতকে উন্মোচিত, দিশাহারাকে পথ প্রদর্শন ও অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করার ন্যায় নানাভাবে গৃহীর্থ্য প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব হইতে আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সজ্জের শরণাপন্ন হইতেছি। অনুগ্রহপূর্বক আমাকে আপনার উপাসক রূপে গ্রহণ করুন।

ব্যগ্‌ষপজ্জ স্তুত

যখন ভগবান বুদ্ধ কক্করপত্ত নামক কোলীয় গ্রামে বিচরণ করিতে করিতে কোলীয়গণকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছিলেন—তখন একজন কোলীয় গৃহস্থ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—‘ভন্তে ! আমরা কামভোগী গৃহী, ক্রী-পুত্র নিয়া সংসার করি । আমরা বারাণসীর সুগন্ধ চন্দন ব্যবহার করি, বিবিধ ভূষণ ও প্রসাধন দ্রব্য দ্বারা দেহ অলঙ্কৃত করি । প্রভো ! ইহজীবনে সুখ-সমৃদ্ধিকর এবং পরজীবনে শাস্তিদায়ক কোন শিক্ষণীয় বিষয় যদি থাকে সে সম্বন্ধে আমাদের উপদেশ প্রদান করুন ।

অতঃপর ভগবান বুদ্ধ বলিলেন—হে ব্যগ্‌ষপজ্জ ! ইহজীবনে গৃহস্থদের মঙ্গলজনক ও সুখদায়ক চারিটি বিষয় আছে । যথা —(১) উৎসাহ, (২) সংরক্ষণ, (৩) সংলোকের সংশ্রব, (৪) শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন ।

(১) হে ব্যগ্‌ষপজ্জ ! এখন উৎসাহ কাহাকে বলে শ্রবণ কর । গৃহস্থদের কৃষি-বাণিজ্য, গোপালন, সৈনিকের কার্য্য, রাজকর্ম্ম বা যে কার্য্যের দ্বারা জীবন ধাপন করিতে হয় সে সব কার্য্যে দক্ষ, পরিশ্রমী এবং উপায়কুশল হওয়া উচিত । যে কাজ যে প্রণালীতে সম্পাদন করিতে হয় সে কাজ সেই প্রণালীতে করা হইল কিনা তাহার সন্ধান নেওয়া দরকার । ইহাকে উন্নত গার্হস্থ্যজীবন ধাপনের উৎসাহ বলে ।

(২) হে ব্যগ্‌ষপজ্জ ! এখন সংরক্ষণ কাহাকে বলে শ্রবণ কর । মনে কর কোন একজন ধনশালী ব্যক্তি আপনার উগ্‌ম ও কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা ধর্ম্মতঃ প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন । তাঁহার সেই অর্জিত সম্পত্তি রক্ষার জন্ত সর্বদাই চিন্তা করা উচিত । “আমার এই প্রমলক্ক ধন কিরূপে সুরক্ষিত হইতে পারে, অগ্ন্যযভাবে যেন কেহ অধিকার করিতে না পারে, চোরে যেন অপহরণ না করে, অগ্নির দ্বারা যেন বিনষ্ট না হয়, জলে যেন ভাসিয়া না যায় এবং ঈর্ষাপরায়ণ জ্ঞাতিগণ যেন ইহার ক্ষতিসাধন করিতে না পারে।” এইভাবে আপন সম্পত্তি রক্ষার যে প্রচেষ্টা তাহাকে সংরক্ষণ বলে ।

(৩) হে ব্যগ্‌ষপজ্জ ! এখন সংলোকের সংশ্রব কি শ্রবণ কর । মনে কর, কোন গ্রামে একজন গৃহী বাস করে । সেই গ্রামে আরও প্রকাবান,

শীলবান ও জ্ঞানীলোক অবস্থান করিয়া থাকেন। যদি ঐ ব্যক্তি সর্বদা এই ধার্মিক প্রতিবেশিগণের সহিত সাক্ষাৎ করে এবং আলাপ আলোচনা করি, তাহাতে সংলোকের সংস্রবে সেও শ্রদ্ধাবান শীলবান ও জ্ঞানী হয়। এই কারণে সংসঙ্গীর সংস্রবে আসিলে মানবজীবনের মহা কল্যাণ সাধিত হয়। ইহাকে সংলোকের সংস্রব বলে।

(৪) হে বাগ্‌দপজ্জ ! এখন শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন কাহাকে বলে শ্রবণ কর। যেমন কোন গৃহী তাহার আয়-ব্যয়ের পরিমাণ বুঝিতে পারে। সে কুপণও নহে, অমিতব্যয়ীও নহে অর্থাৎ সে মিতব্যয়ী, প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করে। সে সর্বদা একরূপ চিন্তা করে যে “আমাকে ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশী করিতে হইবে।” দোকানদার যেমন পাল্লাকে কিভাবে ধরিলে কোন্ দিকের ওজন বেশী হইবে বিশেষভাবে জানিতে পারে, ঠিক সেইরকম প্রত্যেক গৃহস্থদের নিজের আয়-ব্যয়ের পরিমাণ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান থাকা দরকার। নতুবা সাংসারিক জীবনে পদে পদে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়।

আবার কোন গৃহী যদি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও দানধর্ম্মে কুপণতা প্রদর্শন করে, তাহার জীবনের কোন সার্থকতা নাই। তদ্ব্যতীত আয়-ব্যয়ের মাত্রা বুঝিয়া জীবনযাত্রা চালাইয়া নিলে তাহার গার্হস্থ্যজীবন সুন্দর ও সুখের হয়।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মাহুষের বহু পরিশ্রমে উপার্জিত ধন সাধারণতঃ চারিটি কারণে নষ্ট হইয়া থাকে। (১) বেশ্যাসক্তি (২) নেশাপান (৩) জুয়াখেলা (৪) কুসঙ্গী বা দুঃশীল মিত্র। যেমন কোন পুকুরে জল প্রবেশের চারিটি পথ ও জল বাহির হইবার চারিটি পথ আছে। যদি কেহ উহার জল প্রবেশের রাস্তাগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইবার রাস্তাগুলি খুলিয়া রাখে, তবে পুকুরের জল অচিরেই শুকাইয়া যাইবে। তদ্রূপ সম্পত্তিনাশের চারিটি রাস্তাস্বরূপ বেশ্যা, মদ, জুয়া ও কুসঙ্গী পরিত্যাগ না করিলে সম্পত্তি বৃদ্ধির কোন প্রকার সম্ভাবনা ত নাই, বরং সঞ্চিত ধনও অচিরে নিঃশেষ হইয়া যাইবে। সেই জন্য এই চারিটি কুপথ ত্যাগ করিতে পারিলে গার্হস্থ্য জীবন সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ হয়।

সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম

ভগবান বুদ্ধের জীবদ্দশায় তৎকালীন ভারতের অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী নগরী বৈশালীতে এক সময় দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও অমঙ্গলোৎপাদক উপদ্রব দেখা দিয়াছিল। তখন বৈশালীর লিচ্ছবীরাজ আপনার মন্ত্রণাগৃহে সকল প্রজাদের সম্মিলিত করিয়া কি উপায়ে এই ত্রিবিধ ভয় উপশম করা যায়, তাহা আলোচনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর কক্কাধন ভগবান বুদ্ধের কথা তাঁহাদের মনে পড়িল। তাঁহাদের কাতর অনুরোধে ভগবান বুদ্ধ বৈশালী নগরে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই মুঘলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হইয়া নগরীর পচা শবাদি সমস্ত ময়লা গন্ধার প্রবল স্রোতে ভাসাইয়া নিয়া গেল। অতঃপর ভগবান বুদ্ধ আনন্দ স্ববিরকে বৈশালীর চতুর্দিকে “রতন সূত্র” পাঠ করিতে আদেশ দেন। আনন্দ স্ববিরের রতনসূত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে বৈশালীর সমস্ত উপদ্রব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া যায়। বৈশালীবাসিগণ এই স্মৃতি উপলক্ষে উদেন, গৌতম, সত্তম্বক, বহুপুত্রক, সারন্দদ, চাপাল এবং মহাবন প্রভৃতি স্থানে চৈত্যা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

একদা তথাকার সারন্দদ চৈত্যা ভগবান বুদ্ধ বৃজিদের সম্মিলিত করিয়া সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। বৃজিগণ ভগবান বুদ্ধের প্রদত্ত নিয়োক্ত উপদেশগুলি যথাযথ ভাবে প্রতিপালন করিয়া প্রাচীন ভারতে নিজেদের অজেয় এবং উন্নত জাতিতে পরিণত করিয়াছিলেন।

১। অভিজং সন্নিপাতা ভবিস্সন্তি—সভা-সমিতির মাধ্যমে যাহারা সর্বদা একত্রিত হয়—তাহাদের সর্বদা শ্রীবৃদ্ধি হয়।

২। সমগ্গা সন্নিপতন্তি, সমগ্গা বৃট্ঠহন্তি, সমগ্গা করণীয়ানি করোন্তি।—যাহারা একতাবদ্ধ ভাবে সভা-সমিতিতে সম্মিলিত হয়, সভা শেষ হইলে একত্রে চলিয়া যায় এবং কোন প্রকার নূতন করণীয় উপস্থিত হইলে সকলে মিলিতভাবে সম্পাদন করে—তাহাদের সর্বদা উন্নতি হইয়া থাকে এবং অবনতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়।

৩। অপঞত্তে ন পঞাপেত্তি, পঞত্তং ন সমুচ্ছিন্দন্তি, যথাপঞত্তে পোরাণে ধম্মে সমাদায বত্তন্তি।—যাহারা সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নূতন কোন প্রকার দুর্নীতি চালু করে না, পূর্ব প্রচলিত সুনীতির উচ্ছেদ সাধনও করে না এবং প্রাচীন নীতিগুলি যথাযথভাবে পালন করিয়া চলে—সর্বদা তাহাদের শ্রীবৃদ্ধিই হইয়া থাকে, পরিহানি হয় না।

৪। মহল্লাকে সন্মোদিত, গুরুকরোত্তি, মানোত্তি, পূজোত্তি, তেসক সোতকং মণ্ডোত্তি।—যাহারা বয়োবৃদ্ধদের সৎকার করে, তাঁহাদের প্রতি গৌরব প্রদর্শন করে, সম্মান ও পূজা করে এবং তাঁহাদের আদেশ পালন করা উচিত বলিয়া মনে করে—গার্হস্থ্য জীবনে সর্বদা তাহারা উন্নতি লাভ করিয়া থাকে।

৫। যা তা কুলিখিযো কুলকুমারিয়ো ন ওক্স পসহ বাসেত্তি।—যাহারা অত্র কুলবধু ও কুলকুমারীদিগকে বলপূর্বক ধরিয়া আনিয়া স্বীয় গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখে না বা তাহাদের প্রতি কোন প্রকার অন্যায় আচরণ করে না—গার্হস্থ্য জীবনে সর্বদা তাহাদের শ্রীবৃদ্ধিই হইয়া থাকে, কখনও পরিহানি হয় না।

৬। যানি তানি চেতিয়ানি অত্তন্তরানি চেব বাহিরানি তানি সন্মোদিত, গুরুকরোত্তি, মানোত্তি, পূজোত্তি, তেসক দিন্নপুসকং কতপুসকং ধম্মিকং বলিং নো পরিহাপেত্তি।—যাহারা স্বগ্রামের বাহিরে কিংবা অভ্যন্তরে পূর্ব পুরুষগণের নির্মিত যে সমস্ত চৈত্যা আছে, সেইগুলির ষথাযথ সংস্কারসাধন করে, রীতিমত পূজা-সৎকার করে এবং সেই চৈত্যাগুলির উদ্দেশ্যে পূর্বপুরুষদের প্রদত্ত সম্পত্তি নিজেরা ভোগ না করিয়া মন্দিরের কাজেই ব্যয় করিয়া থাকে—গার্হস্থ্য জীবনে তাহাদের সর্বদা উন্নতিই হইয়া থাকে কখনও অবনতি হয় না।

৭। অরহন্তেসু ধম্মিকারক্ষাবরণত্তি সুসংবিহিতা হোতি, কিস্তি অনাগতা চ অরহন্তো বিজিতং আগচ্ছিয়াং, আগতা চ অরহন্তো বিজিতে ফাসু বিহরেয়াং, বুদ্ধি য়েব তেসং পাটিকজ্জা নো পরিহানি।—যাহারা অর্হং ও শীলবান ভিক্ষুদিগকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (চতুপ্রত্যয়) দান দিয়া সেবা ও রক্ষা করে, তাঁহাদের সর্ববিধ সুখসুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দেয়, দেশে যে সকল অর্হং আগমন করেন নাই কি প্রকারে তাঁহাদিগকে আনয়ন করা যায় সেই চিন্তা করে এবং স্বগ্রামে অবস্থিত অর্হং ও শীলবান ভিক্ষুগণ নিরাপদে অবস্থান করিতেছেন কিনা সর্বদা সন্ধান লইয়া থাকে—গার্হস্থ্য জীবনে সর্বদা তাহাদের শ্রীবৃদ্ধিই হইয়া থাকে, কখনও পরিহানি হইতে পারে না।

নবম পরিচ্ছেদ

আবাহ-বিবাহ

আবাহ-বিবাহ প্রথা মানবসভ্যতার আদিকাল হইতে সংসারধর্ম প্রবেশের প্রথম দ্বার এবং গৃহস্থ জনসাধারণের প্রধানতম মাতুলিক অনুষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। ইতিপূর্বে কুমার-কুমারী প্রত্যেকেরই জীবন সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং সাংসারিক দায়িত্ব হইতে মুক্ত থাকে। কিন্তু বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইবার পর তাহাদের স্বল্পে স্বাভাবিক ভাবেই অনেকগুলি গুরুদায়িত্ব আসিয়া পড়ে এবং এই পরিবর্তন মানুষের জীবনে একটা অভিনব রূপান্তর আনিয়া দেয়। সুতরাং ইহাকে শুধু হান্ত-কৌতুক বা আমোদ-আহ্লাদের অন্তর্ভুক্ত মনে না করিয়া ইহার মধ্যে যে নব দম্পতির ভাবী জীবনের সকল প্রকার সুখ-দুঃখ, মিলন-বিচ্ছেদ এবং পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধির বহুবিধ হেতু বিদ্যমান রহিয়াছে তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। এই জন্ত দাম্পত্যজীবন শুরু হইবার পূর্বে যাহাতে নব দম্পতির ভবিষ্যৎ জীবন মিলনমধুর ও সুখ-সমৃদ্ধশালী হয়, অন্তরে সেই প্রত্যাশা রাখিয়া ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী পুণ্যকর্মাদি সম্পাদন করা বিশেষ প্রয়োজন।

সিংহল-ব্রহ্ম প্রভৃতি বৌদ্ধপ্রধান দেশে বৈবাহিক উৎসবের কিছুদিন পূর্বে হইতেই বর-কন্য়ার গৃহে বিবিধ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা হয়। আমাদের বান্দালী বৌদ্ধ সমাজেও বিবাহের পূর্বে ভিক্ষু আমন্ত্রণ করিয়া ‘মঙ্গল সূত্র’ শ্রবণের বিধান আছে বটে, কিন্তু বর্তমানে তাহা একটা গতানুগতিক প্রথায় পরিণত হইয়াছে। ইহার উপর বিশেষ কোন গুরুত্বই আরোপ করা হয় না। ত্রিপিটক শাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যায়, তৎকালীন বৌদ্ধ সমাজে গার্হস্থ্য-জীবনের মাতুলিক আনন্দ উৎসবাদিতেও ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া পিণ্ডদান ও ধর্ম শ্রবণ করা উৎসবের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। এই উপলক্ষে ভগবান বুদ্ধ উগ্রহ মেওকনভা নামক শ্রেষ্ঠী গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া শস্তুরালয়ে গমনযোগ্য কুমারিগণকে গৃহকর্ম সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা অনুধাবনযোগ্য।

এক সময় ভগবান বুদ্ধ ভদ্রিয় নগরের সমীপবর্তী জাতীয়বনে অবস্থান করিতে-
ছিলেন। তখন উগ্রহ মেণ্ডকনভা চারিজন ভিক্ষুসহ বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন !
ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুদের সহিত শ্রেষ্ঠির গৃহে পদার্পণ করিলে উক্তম খাণ্ডভোজ্যে
আপ্যায়িত হইলেন। ভোজন সমাপ্ত হইলে শ্রেষ্ঠি কয়েকজন কুমারির প্রতি অঙ্গুলি
নির্দেশ করিয়া বুদ্ধকে বলিলেন—

“ইমে ভন্তে কুমারিযো পতিকুলানি গমিস্সন্তি, ওবদতু তাসং ভন্তে
ভগবা, অনুসাসতু তাসং ভন্তে ভগবা, যং তাসং অস্স দীঘরত্তং হিতায
সুখাযা তি।”

প্রভো, এই কুমারিগণ পতিগৃহে গমন করিবে। সুতরাং শৃগুরালয়ে স্থায়ী
স্থ ও শাস্তির জন্ত আপনি তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন এবং শিক্ষণীয়
বিষয়ে অনুশাসন করুন। এই বলিয়া কুমারিগণ তাঁহার সম্মুখে লজ্জাবোধ করিতে
পারে ভাবিয়া শ্রেষ্ঠি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

অতঃপর কুমারিগণকে বুদ্ধ বলিতে লাগিলেন—তস্মাতিহ কুমারিযো এবং
সিদ্ধিতব্বং—হে কুমারিগণ ! তোমাদের এইরূপ শিক্ষা করা উচিত।

১। “আমাদের পরম হিতৈষী ও মঙ্গলকামী পিতা-মাতা আমাদের প্রতি
অনুগ্রহ করিয়া যে স্বামীর হস্তে আমাদের অর্পণ করিতেছেন
প্রত্যুষে তাঁহার গাত্রোথানের পূর্বে জাগ্রত হইব ; সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত
নিদ্রা ঘাইব না।” এই সঙ্কল্প প্রথমেই গ্রহণ করিতে হইবে। ভোরে
সকলের পূর্বে শয্যাভ্যাগ করিয়া কস্ম'চারিগণকে ধাষথ কস্ম'
নিযুক্ত করিয়া দিবে, তৎপর গাত্ৰীদোহন করিবে। এই প্রকারে
ষাবতীয় গৃহকস্ম'র তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। প্রত্যেকটি কস্ম'
স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া সম্পাদন করার উপায় উদ্ভাবন করিবে। আর
ছোট বড় সকলের প্রতি প্রিয়ভাষিণী হওয়া কৰ্ত্তব্য। রাত্রে সকলের
শেষে শয়ন করিবে। কখনও গুরুজনের পূর্বে ভোজন করিতে নাই।
সকলের খাওয়া শেষ হইলে গৃহসামগ্রী গুছাইয়া রাখিবে। গোয়ালে
সমস্ত গরুগুলি আসিয়াছে কিনা খোঁজ লইবে। তারপর আগামীকলা
কোন সময় কি কি কার্য সম্পাদন করিতে হইবে তাহার একটা

তালিকা মনে মনে ঠিক করিয়া লইবে। ভোজ্যাদ্রব্য শেষ হইয়া গেলে নিজে রান্না করিয়া ভোজন করিবে। বাস্তবের চাবিগুলি সতর্কতার সহিত রক্ষা করিবে। কুমারিগণ, এইভাবে তোমরা স্বশ্রমশীল হইয়া যাবতীয় কৰ্ত্তব্য নিখুঁতভাবে সম্পাদন করিও।

২। হে কুমারিগণ ! যাহারা তোমার স্বামীর গুরুজন অর্থাৎ পিতামাতা এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের সংকার, সম্মান ও পূজা করিবে এবং অতিথিগণকে আসন ও জল ইত্যাদি দিয়া সেবা করিবে। ইহাও তোমাদের শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া জানিবে।

৩। হে কুমারিগণ ! তেমাদের পতিগৃহে লোমের কার্য, লোম ও সূতার কার্য, কেবল সূতার কার্য, সূতা ও লোমের জট ছাড়ান, ধোত করা, রং করা, গোছ করা, সূতা পিঁজিয়া লওয়া, বীজ ছাড়ান, ধ্বননকার্য, পাইচ করা অথবা সূতাকাটা প্রভৃতি কাজগুলি দক্ষতার সহিত অনলসভাবে নিজে সম্পাদন করিবে এবং অপরের দ্বারা করাইয়া লইবে। ইহাও তোমাদের শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া জানিবে।

৪। হে কুমারিগণ ! তোমাদের স্বামীর গৃহে যে সব দাসদাসী ও কৰ্মচারী থাকিবে, তাহারা কে কতক্ষণ পর্যন্ত কাজ করিয়াছে, কে কে করে নাই এবং কে কত বেতন পাইবার যোগ্য ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত থাকিতে হইবে। আবার সেই কৰ্মচারিগণের প্রতি এইরূপ মনোভাব রাখিতে হইবে যে, গৃহস্থ যাহা খায়, তাহা কৰ্মচারিগণকেও ভাগ করিয়া দিতে হইবে এবং তাহাদের কোন প্রকার রোগ হইলে পথ্যাপথ্য ও ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। গৃহস্থগণ যদি চাকরের খাড়া-ভোজ্যে সমদৃষ্টি না রাখে ও রোগের সময় ঔষধ পথ্যাদির যথোচিত বিধান না করে, তবে গৃহস্থের নানা দুর্নাম রটিয়া থাকে এবং ফলে ভবিষ্যতে চাকর পাওয়া কঠিন হয়। কুমারিগণ, এই সব বিষয়েও তোমাদের সতর্ক থাকিতে হইবে।

৫। হে কুমারিগণ ! ধন-ধান্য, সোনারূপা প্রভৃতি যাহা কিছু স্বামীর সঞ্চিত ধন তৎসমুদয় সযত্নে রক্ষা করিও। কিছুতেই অন্য পুরুষের প্রতি এবং সুরাপানে আসক্ত হইও না। স্বামীর উপার্জিত ধন চুরি করিয়া

বিক্রয়াদি হস্তান্তর করিও না। অন্য কোন প্রকার অধর্ম কার্যের দ্বারাও সম্পত্তি নষ্ট করিবে না। কুমারিগণ, ইহাও তোমাদের শিক্ষনীয় বিষয় বলিয়া জানিবে।

কুমারিগণ, যাহারা এই প্রণালীগুলি সূচাক্রমে শিক্ষা ও পালন করিয়া গার্হস্থ্যজীবন যাপন করে, তাহারা মৃত্যুর পর নির্মাণরতি স্বর্গালোকে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিবাহের পর বরের বাড়ীতে বরকণ্ঠা উভয়ে একত্রে ভিক্ষুসংঘকে পিণ্ডদান ও ভোজনান্তে পঞ্চশীল গ্রহণ করিবে। তৎপর ভিক্ষুসংঘ হইতে একজন পণ্ডিত ভিক্ষু স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দান করিবেন।

কণ্ঠা-কর্তার উপদেশ

পুরাকালে পুণ্যাশ্রম ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠ তদীয় কণ্ঠা বিশাখাকে শম্ভুরালয়ে গমনের সময় নিম্নোক্ত ষে দশটি অনুল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, শম্ভুরালয়ে যাওয়ার সময় প্রত্যেক অভিভাবকের নিজ কণ্ঠাকে সেই উপদেশগুলি স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত।

১। অস্ম সসুরকুলে বসন্তিয়া নাম অস্তো অগ্নি ন বহি নীহরিতকো। মা, শম্ভুর বাড়ীতে অবস্থানকালে ঘরের আগুন বাহিরে নিয়া যাইতে নাই, অর্থাৎ শম্ভুর বাড়ীতে কাহারো দোষ দেখিলে তাহা বাহিরে প্রকাশ করিও না।

২। বহি অগ্নি অস্তো ন পবেসেতকো—বাহিরের আগুন ভিতরে আনিও না। অর্থাৎ প্রতিবেশী কোন স্ত্রী বা পুরুষ তোমার শম্ভুর বাড়ীর কাহারো দোষের কথা বলিলে তাহা তোমার শম্ভুরবাড়ীতে কাহারো নিকট প্রকাশ করিতে নাই।

৩। দদন্তুস্ম য়েব দাতবৎ—যে ব্যক্তি কোন গৃহসামগ্রী ধার নিয়া ষথাসময়ে তাহা ফেরৎ দেয়, তাহাকে জিনিষপত্র ধার দিবে।

৪। অদদন্তুস্ম ন দাতবৎ—যে ব্যক্তি কোন প্রকার গৃহোপকরণ নিয়া ষথাসময়ে ফেরৎ দেয় না, তাহাকে কোন জিনিষ ধার দিও না।

৫। দদন্তুস্মাপি অদদন্তুস্মাপি দাতবৎ—তোমার সমগোত্রীয় বা সম্পর্কিত আত্মীয়স্বজন দরিদ্র হইলে কিছু ধার নিয়া পুনঃ ফেরৎ দিবার সামর্থ্য থাকুক বা না থাকুক তাহাকে ধার দিবে।

৫। সুখং নিসীদিতবৎ—সুখে উপবেশন করিবে। অর্থাৎ যে স্থানে বসিলে শস্তর-শান্তড়ী, স্বামী ও অন্যান্য গুরুজনকে দেখিয়া মহাশয় বাস্তবাবে উঠিতে হয়, তেমন অযোগ্য স্থানে উপবেশন করিও না।

৭। সুখং ভুঞ্জিতবৎ—সুখে আহার করিবে। অর্থাৎ শস্তর-শান্তড়ী, স্বামী প্রভৃতি গুরুজনদের আহার শেষ হইলে বাড়ীর অন্য কেহ অভুক্ত আছে কিনা তত্ত্ব লইয়া স্বয়ং আহার করিবে।

৮। সুখং নিপজ্জিতবৎ—সুখে শয়ন করিবে। অর্থাৎ শস্তর-শান্তড়ী, স্বামী প্রভৃতি গুরুজনের পূর্বে শয়ন না করিয়া নিজে শয়ন করার পূর্বেই তাঁহাদের প্রয়োজনীয় কার্য সমাধা করিয়া নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিবে।

৯। অগ্নিং পরিচরিতবৎ—অগ্নি পরিচর্যা করিবে, অর্থাৎ শস্তর-শান্তড়ী প্রভৃতি গুরুজন যদি কণিষ্ঠের প্রতি রুষ্ট হইয়া অভিশাপ প্রদান করেন, তাহা হইলে অগ্নিদ্বয়ের দ্বারা অন্তর্দাহ-ভোগ করিতে হয়। সেইজন্য তাঁহাদিগকে অগ্নি-তুল্য মনে করিয়া যথাসাধ্য সেবা পূজা করিবে।

১০। অন্তো দেবতা নমস্শিতব্যা অন্তরে শস্তর শান্তড়ী ও স্বামী প্রভৃতি গুরুজনবর্গকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিবে।

মা, এই উপদেশ সমূহ সযত্নে প্রতিপালন করিলে সর্বত্র তোমার সুকীর্তি প্রচারিত হইবে। তাহা শ্রবণ করিয়া আমরাও আনন্দ লাভ করিতে পারিব।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য

১। সম্মাননা—স্ত্রীর প্রতি স্বামী সর্বদা যথোপযুক্ত মর্যাদাসূচক বাক্য ব্যবহার করিবে।

২। অবমাননা—কখনো অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নয়।

৩। অনতিচরিয়া—অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হইতে নাই অথবা স্বীয় স্ত্রীর উপর অন্যায়ভাবে কোন প্রকার অত্যাচার বা উৎপীড়ন করা অপ্রীতি।

৪। ইন্সারিয় বোম্বলো—জীকে গৃহকর্মের যথাযথ কার্যভার অপর্ণ করিবে।

৫। অলঙ্কারানুপ্ৰদানং—তাহাকে যথাসময়ে আপনার শক্তি অমুঘায়ী বসনভূষণ এবং প্রসাধন দ্রব্যাদি প্রদান করিবে।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য

১। সুসংবিহিতকন্মস্তা—সুচারুরূপে গৃহকর্ম সম্পাদন করিবে।

২। সুসঙ্গহিতপরিজনা—বিনীত ব্যবহার ও সহৃদয়তার দ্বারা আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারস্থ সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিবে।

৩। অনতিচারিণী—অন্য পুরুষের প্রতি কদাপি আসক্ত না হইয়া সর্বদা পতিপরায়ণা হইবে।

৪। সন্ততঞ্চ অনুরক্ষণং—স্বামীর উপার্জিত সম্পত্তি ও গৃহসামগ্রী সম্বন্ধে রক্ষা করিবে।

৫। দক্ষা চ অনলসা সবকিচ্ছেন্—নিপুণতা ও অনলসভাবে যাবতীয় কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিবে।

বিবাহ মন্ত্র

১। মন্ত্রদাতার উপদ্রব বন্ধ করা

অম্বাকং খো পন ভগবা দীপঙ্করপাদমূলতো পঠ্যায় পঠমং দানপারমী, ছুতিয়ং সীলপারমী, ততিয়ং নেক্ষ্মপারমী, চতুর্থং পত্রণ-পারমী, পঞ্চমং বিরিয়পারমী, ছর্টং খন্তিপারমী, সত্তমং সচ্চপারমী, অর্টমং অধির্টানপারমী, নবমং মেস্তাপারমী, দসমং উপেক্ষাপারমীতি দস পারমিয়ো, দস উপপারমিয়ো, দস পরমথপারমিয়ো’তি সমতিংস পারমিয়ো পুরেসি। তাসং পারমীনং অনুভাবেন ময়ং সবেব উপদ্রবা বিনাসমেস্তু।

১। বরকন্যার উপদ্রব বন্ধ করা

পূরথিমায দিসায়, দক্ষিণায় দিসায়, পচ্ছিমায দিসায়, উত্তরায দিসায়, পূরথিমায অনুদিসায়, দক্ষিণায় অনুদিসায় পচ্ছিমায, অনুদিসায়, উত্তরায অনুদিসায়, হেষ্টিমায দিসায়, উপরিমায দিসায়, সবেৰ সত্তা সবেৰ পাণা, সবেৰ ভূতা, সবেৰ পুঙ্গলা, সবেৰ অন্তভাব-পরিয়াপন্না, সৰ্বা ইথিযো, সবেৰ পুরিসা, সবেৰ অরিয়া, সবেৰ অনরিয়া, সবেৰ দেবা, সবেৰ মনুন্সা সবেৰ অমনুন্সা সবেৰ বিনিপাতিকা অবেরা হোন্ত, অব্যাপজ্জা হোন্ত, অনীষা হোন্ত, সুখী অতানং পরিহরন্ত, দুষ্ণা মুঞ্চন্ত, যথালঙ্-সম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্ত কস্মসকা । ইমিনা মেত্তানুভাবেন জয়স্পত্তিনো সবেৰ উপদ্রবা বিনাসমেন্ত ।

২। মন্ত্রদাতার গুরু প্রণাম ও শরণগমন

পঠমং দ্বিত্তিস মহাপুরিসলঙ্ঘণ-সম্পন্নং অসীতি অনুব্যঞ্জন-পতিমণ্ডিতং নিরোধসমাপত্তিতো উর্জ্জ্বলিত্বা নিসিন্নং বিয ভগবন্তং অরহন্তং সম্মাসমুদ্বুং নমামি, ত্বতিযং আচরিযং নমামি, ততিযং তিরতনং সরণং গচ্ছামি ।

৩। বর-কন্যার আসন রক্ষা করা

যং ত্বন্নিমিত্তং অবমঙ্গলঞ্চ যো চামনাপো সকুণস্ সদ্দো পাপগ্নহো ত্বস্পুপিণং অকন্তং বুদ্ধানুভাবেন বিনাসমেন্ত, ধম্মানুভাবেন বিনাসমেন্ত, সজ্জানুভাবেন বিনাসমেন্ত ।

৪। বরকে কন্যা সম্প্রদান

তুযং দীঘরত্তং হিতায় সুখায় ইমং কণ্ণং গণ্ণাহি ।

৫। বরের হস্তে কন্যার হস্ত রাখা

দ্বিহথং সম্বন্ধং বিয তুম্হেপি সৰ্বকালং সমগ্নভাবেন বসথ, অগ্রম্মগ্রং দেব-দেবীনং বিয সংবাসো চ হোতু ।

৬। বর ও কন্যার পদ সংযুক্ত করা

ইদং পাদদ্বয়ং সম্বন্ধকরণং তুমহাকং যাবজীবং অগ্রমগ্রগিহীধম্মং
সমাদানায় চেব কুসলকম্মং করণথায় চ অবিসংযোগস্স পচ্চযো হোতু ।

৭। মন্ত্রদাতা কর্তৃক বর ও কন্যার মঙ্গল কামনা

নখি তে সরণং অগ্রং বুদ্ধো তে সরণং বরং,
বুদ্ধতেজেন লোকস্স তাণা লেণা পরায়ণা,
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু তে জয়মঙ্গলং ।
নখি তে সরণং অগ্রং ধম্মো তে সরণং বরং,
ধম্মতেজেন লোকস্স তাণা লেণা পরায়ণা,
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু তে জয়মঙ্গলং ।
নখি তে সরণং অগ্রং সজ্জো তে সরণং বরং,
সজ্জতেজেন লোকস্স তাণা লেণা পরায়ণা,
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু তে জয়মঙ্গলং ।

[তৎপর মন্ত্রদাতাকে বর-কন্যার সম্মুখে বেদীর উপরিস্থিত কলসী হইতে জল
লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রটি পাঠ করিতে করিতে বর-কন্যার মস্তকের উপর পল্লবের দ্বারা
জল ছিটাইয়া দিতে হইবে ।]

৮। আবাহ-বিবাহ মঙ্গল কামনা

সিদ্ধিরাজস্স সাসনে সিদ্ধিকিচ্ছঞ্চ কারতো,
সিদ্ধিভাবা সমিঞ্জান্তু সিদ্ধিলাভা ভবন্তু তে ।
জযন্তো বোধিয়া মূলে সক্যানং নন্দিবভ্রনো,
এবমেব জযো হোতু জযস্স জয়মঙ্গলে ।
অপরাজিত পল্লব্ধে সীসে পুথুবিমুত্তলে,
অভিসেকে সম্বুদ্ধানং অগ্নপ্পত্তো পমোদতি ;
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু তে জয়মঙ্গলং ।

জয় জয় মঙ্গলং বোধিপল্লবং'ব
 জয় জয় মঙ্গলং ধম্মচক্কে'ব
 জয় জয় মঙ্গলং সৰ্বগুণ-পাণীনং'ব
 জয় জয় মঙ্গলং ঐশ্বৰ্য্যাদিত্তি'ব
 জয় জয় মঙ্গলং সাধু সুপ্ততিষ্ঠিতানং'ব ।

৯ । বর কণ্ঠ্যকে আশীৰ্ব্বাদ করা
 সমসীলা সমসদ্ধা ভবন্ত উভয়ো সদা,
 আয়ু-বল্ল-সুখ-বল-পটিভাণং ভবন্ত তে ।
 ভবতু সৰ্বমঙ্গলং রক্ষন্ত সৰ্বদেবতা,
 সৰ্ববুদ্ধানুভাবেন সদা সোখি ভবন্ত তে ।
 ভবতু সৰ্বমঙ্গলং রক্ষন্ত সৰ্বদেবতা,
 সৰ্বধম্মানুভাবেন সদা সোখি ভবন্ত তে ।
 ভবতু সৰ্বমঙ্গলং রক্ষন্ত সৰ্বদেবতা,
 সৰ্বসংজ্ঞানুভাবেন সদা সোখি ভবন্ত তে ।

দশম পরিচ্ছেদ

পরিত্রাণ

“পরিসমন্ততো তায়তি রক্ষতীতি পরিত্রং” যে কল্যাণময় মন্ত্রের প্রভাবে মানুষ চতুর্দিকের বিষ-বিপত্তি-ভয় ইত্যাদি হইতে ত্রাণ বা রক্ষা পাইয়া থাকে, তাহাই পরিত্রাণ বা সূত্র । পৃথিবীতে বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়, মন্ত্রোষধির একটি অদ্ভুত শক্তি রহিয়াছে । যেমন মন্ত্রের দ্বারা বিষধর সর্পবিষ নামিয়া যায় এবং আরো বহুবিধ অসম্ভব কার্য সম্পাদিত হয়, তেমনই পারমীপূর্ণ মহাপুরুষগণ মানব-জাতির মঙ্গলের জন্য যে কল্যাণবাণীসমূহ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসরূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, শ্রদ্ধাচিন্তে তাহা শ্রবণ করিলে মানুষের ঐহিক এবং পারত্রিক সর্ববিধ মঙ্গল সাধিত হয় ।

পরিত্রাণ শ্রবণদিবসে গৃহস্থদের ষাবতীয় গৃহসামগ্রী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের আমন্ত্রণ করিয়া সুগন্ধ, ফুল, মালা, খই ও জলপূর্ণ কলসী ইত্যাদির দ্বারা ধর্মপূজা করিয়া পরিত্রাণ আরম্ভ করা উচিত । পরিত্রাণ শ্রবণের পূর্বে পঞ্চলীল গ্রহণ করিয়া পরিত্রাণ প্রার্থনা করিতে হয় । অতঃপর ভিক্ষু দেবতা-আমন্ত্রণ করিয়া সূত্রপাঠ আরম্ভ করিবেন ।

পাঠকের কর্তব্য

সূত্রপাঠের সময় সূত্রের অর্থ না বুঝিয়া অপরিণত উচ্চারণে ও পালিশক বুঝা না যায় মত বিশেষতঃ ভালরূপে পরিত্রাণ অভ্যাস না করিয়া পাঠ করিলে পরিত্রাণ তেমন ফলদায়ক হয় না । সুস্পষ্ট উচ্চারণ ও সঠিক স্বর-ছন্দে সূত্রপাঠ অভ্যাস করিয়া পাঠ করিলে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে । লাভের আশায় সূত্র শিক্ষা করিয়া পাঠ করিলেও পরিত্রাণ পাঠ যথোচিত ফলদায়ক হয় না । যাহাদের উদ্দেশ্যে সূত্র পাঠ করা হয়, তাহাদের মঙ্গল কামনা করিয়া পরিত্রাণ পাঠ করিলেই উভয় পক্ষের মঙ্গল সাধিত হয় ।

পরিত্রাণ প্রার্থনা

বিপত্তি পটিবাহায় সর্বসম্পত্তি সিদ্ধিয়া
সর্বভুক্ষ-বিনাসায় সর্বভয়-বিনাসায়,
সর্বরোগ-বিনাসায় ভবে দীঘায়ু-দায়কং
চিত্তং উজুং করিত্বান পরিত্তং ক্রথ মঙ্গলং ॥

সর্ববিধ বিষ-বিপত্তি দূরীভূত হইবার জন্ত, সকল প্রকার সম্পত্তিলাভের জন্ত
সর্ববিধ দুঃখ ও ভয় বিনাশের জন্ত এবং সকল প্রকার রোগ বিনষ্ট হইবার জন্ত
সরল ও একাগ্র চিত্তে দীর্ঘায়ুদায়ক মঙ্গলময় পরিত্রাণ পাঠ করুন ।

দেবতা আমন্ত্রণ

সমস্ত-চক্রবালেসু অত্রাগচ্ছন্ত দেবতা ;
সক্স্মং মুনিরাজস্ সুনন্ত সগ্নমোক্ষদং ।
ধম্ম-সবণকালো অযং ভদন্তা ॥ (৩ বার)

চক্রবালবাসী সমস্ত দেবগণ এখানে সম্মিলিত হইয়া মুনিরাজ বুদ্ধের
স্বর্গমোক্ষপ্রদ সত্যধর্ম শ্রবণ করুন । হে ভদন্তগণ, ধর্ম শুনিবার ইহাই উপযুক্ত
কাল ।

বিশেষ দেবতা আহ্বান

যে সন্তা সন্তচিত্তা তিসরণসরণা এথ লোকন্তরে বা
ভুম্মা ভুম্মা চ দেবা গুণগণ-গহণ-ব্যাবটা সর্বকালং,
এত আযন্ত দেবা বরকণকমযে মেরুরাজে বসন্তো
সন্তো সন্তোসহেতুং মুনিবরবচনং সোতুমগ্নং সমগ্নং ।

এখানে বা লোকান্তরে ভূমি ও আকাশবাসী এবং স্বর্গময় পর্বতশ্রেষ্ঠ
স্বমেধনিবাসী, শাস্ত্রচিত্ত, ত্রিগুণাগত ও সতত পুণ্যকার্যে নিরত দেবগণ পরম
সন্তোষ সহকারে বুদ্ধবাক্য শ্রবণ করিবার জন্ত এখানে আগমন করুন ।

দেবগণকে পুণ্যদান ও রক্ষা প্রার্থনা

সবেশু চক্রবালেশু যজ্ঞা দেবা চ ব্রাহ্মণো
 যং অমেহি কতং পুণ্যং সর্বসম্পত্তি-সাধকং,
 সবে তং অনুমোদিত্ব সমগ্না সাসনে রতা
 পমাদরহিতা হোন্ত আরক্ষ্যাসু বিসেসগে ।

সর্বসম্পত্তিসাধক যে পুণ্যকর্ম আমাদের দ্বারা করা হইয়াছে, সমুদয় চক্রবাল-
 বাসী দেবতা, যক্ষ ও ব্রাহ্মণ তাহা অনুমোদন করিয়া অপ্রমত্তভাবে শাসনহিতে
 রত হউন, বিশেষত শাসনের রক্ষাকার্য্যে সতর্ক হউন ।

শাসনের উন্নতি ও রক্ষা প্রার্থনা

সাসনস চ লোকস বুঢ়ী ভবতু সর্বদা
 সাসনস্পি চ লোকঞ্চ দেবা রক্ষন্তু সর্বদা ।
 সন্ধিং হোন্ত সুখী সবে পরিবারেহি অন্তনো
 অনীঘা স্মনা হোন্ত সহ সবেহি ঐগাতীভি ।

বুদ্ধের শাসন এবং জগতের সর্বদা শ্রীবৃদ্ধি হউক । দেবগণ ধর্ম এবং জগতকে
 সর্বদা রক্ষা করুন । সকলে নিজ নিজ পরিবার ও জ্ঞাতিদের সহিত শারীরিক
 ও মানসিক সুখে সুখী ও দুঃখহীন হউক !

দেবগণের সমীপে রক্ষা প্রার্থনা

রাজতো বা, চোরতো বা, মনুস্তো বা, অমনুস্তো বা, অগ্নিতো
 বা, উদকতো বা, পিসাচতো বা, খাণ্ডকতো বা, কণ্টকতো বা, নক্ষত্রতো
 বা, জনপদরোগতো বা, অসন্ধমতো বা, অসন্দির্জিতো বা, অসপ্পুরিসতো
 বা চণ্ড-হথী-অশ্ব-মিগ-গোণ-কুক্কুর অহি-বিচ্ছিক-মণিসপ্প-দীপি-অচ্ছ-
 তরচ্ছ-সুকর-মহিস যজ্ঞ-রক্ষসাদীহি নানাভযতো বা, নানা রোগতো বা,
 নানা উপদ্রবতো বা আরক্ষ্যং গণহন্তু দেবতা ।

রাজা, চোর, মনুষ্য, অমনুষ্য, অগ্নি, জন, পিশাচ, গৌজ, কণ্টক, নক্ষত্র,
 মহামারী, মিথ্যাদৃষ্টসম্পন্ন ব্যক্তি, অসংপুরুষ, মত্ত হস্তী, অশ্ব, মৃগ, গরু, কুকুর,
 ভূজঙ্গ, বৃশ্চিক, মণিধর সর্প, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, নেকড়ে, শূকর, মহিষ, যক্ষ, রাক্ষস,
 প্রভৃতি হইতে এবং নানাবিধ ভয়, নানাবিধ রোগ ও নানাবিধ উপদ্রব হইতে
 দেবগণ রক্ষা করুন ।

মহামঙ্গল সূত্রং

নিদানং

যং মঙ্গলং দ্বাদসহি চিত্তযিংসু সদেবকা
সোথানং নাধিগচ্ছন্তি অর্চতিংসঞ্চ মঙ্গলং,
দেসিতং দেব-দেবেন সর্বপাপবিনাসনং
সর্বলোকহিতথায় মঙ্গলং তং ভগাম হে ।

সূত্রং

এবম্বে সূত্রং—একং সময়ং ভগবা সাবখিয়ং বিহরতি জেতবনে
অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে । অথ খো অগ্রতরা দেবতা অভিক্কন্তায়
রত্তিয়া অভিক্কন্তবল্লা কেবলকপ্পং জেতবনং ওভাসেহা যেন ভগবা
তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেহা একমন্তং অর্চাসি ।
একমন্তং ঠিতা খো সা দেবতা ভগবন্তং গাথায় অজ্জভাসি—

- ১ । বহু দেবা মনুস্সা চ মঙ্গলানি অচিন্তয়ুং,
আকঙ্খমানা সোথানং ক্রহি মঙ্গলমুত্তমং ।
- ২ । অসেবনা চ বালানং, পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা,
পূজা চ পূজনীয়ানং, এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
- ৩ । পতিরূপদেসবাসো চ পূবে চ কতপুণ্ণতা,
অত্তসম্মাপণিধি চ এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
- ৪ । বহুসচ্চঞ্চ সিদ্ধঞ্চ, বিনয়ো চ সুসিদ্ধিতো,
সুভাসিতা চ যা বাচা, এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
- ৫ । মাতা-পিতু উপর্চানং, পুত্তদারস্স সঙ্গহো,
অনাকুলা চ কস্মত্তা, এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
- ৬ । দানঞ্চ ধম্মচরিয়া চ ণাতকানঞ্চ সঙ্গহো,
অনবজ্জানি কস্মানি, এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
- ৭ । অরতি বিরতি পাপা, মজ্জপানা চ সণ্ণমো,
অপ্লমাদো চ ধম্মেসু, এতং মঙ্গলমুত্তমং ।

- ৮। গারবো চ নিবাতো চ সন্তুষ্ঠী চ কতগ্রুতা,
কালেন ধম্মসবণং এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
- ৯। খন্তী চ সোবচস্সতা, সমণানঞ্চ দস্সনং,
কালেন ধম্মসাকচ্ছা, এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
- ১০। তপো চ ব্রহ্মচরিয়ঞ্চ অরিয়সচ্চান দস্সনং,
নিব্বাণং সচ্ছিকিরিয়া চ এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
- ১১। ফুট্টস্স লোকধম্মেহি চিত্তং যস্স ন কম্পতি,
অসোকং বিরজং থেমং, এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
- ১২। এতাদিসানি কহান সব্বথমপরাজিতা,
সব্বথ সোথিং গচ্ছন্তি তং তেসং মঙ্গলমুত্তমন্তি ।

মঙ্গল সূত্রের উৎপত্তি

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখন জম্বুদ্বীপের নগরদ্বারে ও সভাগৃহে বহুলোক সম্মিলিত হইয়া বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করিতেন। এক এক বারের আলোচনা চারিমাস ব্যাপী চলিত। তাহাদের মধ্যে একদিন মঙ্গল সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। মঙ্গল কি? দর্শনে মঙ্গল, না শ্রবণে মঙ্গল, না দ্রাণ নেওয়াতে মঙ্গল? মঙ্গল সম্বন্ধে কে ভালরূপে জানেন?

অতঃপর এক দৃষ্টমাত্রিক ব্যক্তি বলিলেন—“মঙ্গলের বিষয় আমি জানি, জগতে দর্শনেই মঙ্গল সাধিত হয়। যেমন—যদি কোন ব্যক্তি প্রত্যাশে উঠিয়া পক্ষী, বেণুঘটি, গর্তিনী, সজ্জিত কুমার, পূর্ণকলসী, রোহিত মংস্ত্র, সৈন্ধব ঘোটক, সৈন্ধব অশ্বের রথ, বৃষভ, গাভী, কপিলগরু এবং ইহা ছাড়া অন্যান্য বহুবিধ মঙ্গলসম্বত বস্তু দর্শন করে, ইহাতে তাহার মঙ্গল হয়।” তাঁহার কথা কেহ কেহ বিশ্বাস করিলেন, কেহ কেহ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। অবিশ্বাসীরা বিবাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর এক শ্রুতমাত্রিক বলিলেন—“ওহে, চোখে শুচি-অশুচি, সুন্দর-অসুন্দর, মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ সবই দেখা যায়। দর্শনে যদি মঙ্গল হইত তাহা হইলে দৃষ্টবস্তু মাত্রই মঙ্গলজনক হইত। কাজেই দর্শনে মঙ্গল হইতে পারে না। শ্রবণেই মঙ্গল। যেমন—যদি কোন ব্যক্তি প্রত্যাশে উঠিয়া বৃদ্ধি; বর্দ্ধনশীল, পূর্ণ, স্থূল, স্থমন, শ্রী, শ্রীবর্দ্ধন, স্থনক্ষত্র, স্থমূর্ত্ত, শুভদিন, স্থমঙ্গল প্রভৃতি নানা প্রকার

মঙ্গলসম্বত শক শুনিতে পায়, ইহাতে তাহার মঙ্গল হয়। ইহা শ্রুতিমঙ্গল।” তাঁহার কথাও কেহ কেহ বিশ্বাস করিলেন, কেহ কেহ করিলেন না। অবিশ্বাসীরা বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি করিলেন।

অপর এক ব্যক্তি বলিলেন—“শ্রুতি মঙ্গলজনক নহে। শ্রবণশক্তি সাধু-অসাধু মনোজ্ঞ অমনোজ্ঞ শ্রবণ করে মাত্র। কাজেই শ্রবণের দ্বারা মঙ্গল হইতে পারে না। আত্মা, আত্মাদ ও স্পর্শের দ্বারাই মঙ্গল হয়। যেমন—যদি কোন ব্যক্তি প্রত্যুষে উঠিয়া পদ্ম পুষ্পাদির গন্ধ পায়, দন্ত মাজ্জন করে, মাটি স্পর্শ করে, হরিৎবর্ণ শস্য ও ভিজা গোময় ইত্যাদি স্পর্শ করে, ইহাতে মঙ্গল হয়।” তাঁহার অভিমতও কেহ কেহ গ্রহণ করিলেন, কেহ কেহ করিলেন না। কিন্তু যাহারা যে মত গ্রহণ করিলেন তাঁহারা সেইরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে মঙ্গলকথা ক্রমে সমগ্র জম্বুদ্বীপে ছড়াইয়া পড়িল। তখন জম্বুদ্বীপবাসী বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ স্থানে স্থানে মিলিত হইয়া “কিসে মঙ্গল হয়?” এই বিষয় আরও চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইভাবে পরস্পরের নিকট শুনিয়া আকাশবাসী দেবতা, চতুর্মাহারাজিক, সুদর্শী এবং অকনিষ্ঠবাসী দেবগণও স্থানে স্থানে সম্মিলিত হইয়া মঙ্গলচিন্তা করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে দশসহস্র চক্রবালের মধ্যে সর্বত্র মঙ্গলচিন্তা ব্যাপকতর হইল। কিন্তু ত্রিবিধ মঙ্গলের মধ্যে যথার্থ মঙ্গল কিসে তাহা কেহই ঠিক করিতে পারিলেন না।

দেব-মানবগণ এভাবে মঙ্গলচিন্তা করিতে করিতে বার বৎসর অতিবাহিত করিলেন। তবুও প্রকৃত মঙ্গলবিষয় নির্দ্ধারিত হইল না। অতঃপর তাবতিংস স্বর্গবাসী দেবগণ সম্মিলিত হইয়া একরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, “মারিস, গৃহস্থামী যেমন পরিবারের কর্তা, গ্রামের মোড়ল যেমন গ্রামবাসীর কর্তা, সেইরূপ এই শক্ দেবরাজ ইন্দ্র আমাদের চেয়েও পুণ্যতেজে ঐশ্বর্যবলে এবং পুণ্যপ্রভাবে অতিশয় শ্রেষ্ঠ। তিনি দুই দেবলোকের অধিপতি, কাজেই আমরা শক্ দেবরাজকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিব।” অনন্তর তাঁহারা দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গিয়া বলিলেন—“প্রভু, বর্তমানে মঙ্গল সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে তাহা আপনি জানেন কি? কেহ কেহ বলেন দর্শনে মঙ্গল, কেহ কেহ শ্রবণে মঙ্গল, দ্বাণে, আত্মদানে ও স্পর্শকরণে মঙ্গল বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। তাহাতে একমত হইতে পারিতেছি না। আপনি যদি প্রকৃত মঙ্গলবিষয় ব্যক্ত করেন বড়ই উত্তম হয়।”

দেবরাজ স্বভাবতঃ প্রজ্ঞাবান । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই মঙ্গলকথা কোথায় উত্থাপিত হইয়াছে ?” “অবশ্য আমরা চতুর্মহারাজিক দেবগণের নিকট হইতে শুনিয়াছি বটে, কিন্তু এই প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যলোকেই উত্থাপিত হইয়াছে । তথা হইতে ক্রমান্বয়ে এই বিতর্ক দেবলোকে বিস্তার লাভ করিয়াছে ।”

অতঃপর ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—“সম্প্রতি ভগবান বুদ্ধ কোথায় আছেন ?” “দেব ! তিনি মনুষ্যলোকেই আছেন ।” “তোমরা তাঁহার নিকট গিয়া এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছ কি ?” “দেব ! আমরা কেহই তাঁহাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি নাই ।”

“বুদ্ধগণ, তোমরা অগ্নিকে হেয় মনে করিয়া জোনাকীকে বড় মনে করিতেছ ! নিখিল জগতের যিনি মঙ্গলদাতা সেই ভগবান বুদ্ধকে অবহেলা করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করা উপযুক্ত মনে করিয়াছ ! বুদ্ধগণ, চল ভগবান বুদ্ধের নিকট গিয়া ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করি । তাঁহার নিকটেই ইহার সূত্রের আমরা পাইব । ইন্দ্র দেবগণকে এভাবে উৎসাহিত করিয়া একজন দেবপুত্রকে আদেশ করিলেন,— “বৎস, তুমি ষাইয়া ভগবান বুদ্ধকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা কর ।” দেবপুত্র ইন্দের আদেশে দিব্যভূষণে বিভূষিত হইয়া বিদ্যুতের ন্যায় দিব্যজ্যোতি বিচ্ছুরিত করিতে করিতে পরিবৃত্ত দেবগণের সহিত জেতবন বিহারে পৌছিয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া একটি গাথায় মঙ্গলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন । প্রত্যুত্তরে ভগবান বুদ্ধ দেব-মানবের হিতের জন্য আটত্রিশ প্রকার মঙ্গলবিষয় ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । সেই আটত্রিশ প্রকার মঙ্গলই এই মঙ্গল সূত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে ।

বজ্রানুবাদ

ভগবান বুদ্ধের একনিষ্ঠ সেবক আনন্দ স্ববির রাজগৃহে প্রথম মহাসঙ্গীতিতে আহৃত মহাকণ্ঠ্য প্রমুখ সঙ্ঘকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

আমি এক্ষণ শুনিয়াছি—এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনোচ্চানে অনাথ-পিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর নির্মিত বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন । তখন দিব্য আভরণে সজ্জিত একজন দেবতা দিব্যজ্যোতিতে সমুদয় জেতবন আলোকিত করিয়া শেষ-রাত্রিতে ভগবান বুদ্ধের নিকট উপনীত হইয়া অভিবাদন পূর্বক একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্থললিত গাথায় বলিলেন—

১ । প্রভো, বহু দেবতা ও মনুষ্য মঙ্গলবিষয় চিন্তা করিয়াছেন । কিন্তু

কেহই তাহা অবগত হইতে পারেন নাই। আপনি দয়া করিয়া দেব-মানবের হিত-সুখদায়ক মঙ্গলসমূহ বলুন।

দেবতার প্রার্থনায় ভগবান বুদ্ধ বলিতে লাগিলেন—

২। মূখ'লোকের সেবা না করা, জ্ঞানী লোকদের সেবা করা ও পূজনীয় ব্যক্তিগণের পূজা করা, ইহাই উত্তম মঙ্গল।

৩। (ধর্মত জীবনযাপনের উপযোগী) প্রতিকূপ দেশে বাস করা, পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে প্রভাবান্বিত থাকা ও নিজেকে সম্যকপথে পরিচালিত করা, ইহাই উত্তম মঙ্গল।

৪। নানা শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করা, বিবিধ শিল্পশিক্ষা করা, বিনয়ী ও সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুবাক্য ভাষণ করা, ইহাই উত্তম উত্তম মঙ্গল।

৫। মাতা-পিতার সেবা করা, স্ত্রী-পুত্রের উপকার করা ও নিষ্পাপ ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা, ইহাই উত্তম মঙ্গল।

৬। দান দেওয়া, ধর্মাচরণ করা, জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধন করা ও সন্ধর্শ্বে অগ্রমত্ত থাকা, ইহাই উত্তম মঙ্গল।

৭। কায়িক ও মানসিক পাপে অনাসক্তি, শারীরিক ও বাচনিক পাপে বিরতি, মত্তপানে সংযম ও অগ্রমত্তভাবে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা, ইহাই উত্তম মঙ্গল।

৮। গৌরবনীয় ব্যক্তির গৌরব করা, তাঁহাদের প্রতি বিনয়প্রদর্শন করা, প্রাপ্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা, উপকারীর উপকার স্বীকার করা ও যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ করা, ইহাই উত্তম মঙ্গল।

৯। ক্ষমাশীল হওয়া, আদেশ পালনে সুবাস্যতা, শ্রমগণকে দর্শন করা ও সময়ে ধর্মালোচনা করা, ইহাই উত্তম মঙ্গল।

১০। তপশ্চর্যা ও ব্রহ্মচর্যা পালন, চতুরার্য্যসত্য হৃদয়ঙ্গম করা এবং পরমপদ নির্বাণ সাধাৎ করা, ইহাই উত্তম মঙ্গল।

১১। লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ, এই আট প্রকার লোকধর্মে অবিচলিত থাকা, শোকহীনতা, লোভ-দ্বেষ-মোহরূপ কলুষহীনতা ও নিরাপদ থাকা, ইহাই উত্তম মঙ্গল।

১২। হে দেবপুত্র, এই সমস্ত মঙ্গলকার্য্য সম্পাদন করিয়া দেবমানবগণ সর্ব বিষয়ে জয়লাভ ও সর্বত্র নিরাপদে জীবন যাপন করে; অতএব এইগুলি শ্রেষ্ঠ মঙ্গল বলিয়া অবধারণ কর।

রতন সূত্রং

নিদানং

পণিধানতো পঠ্যৈ তথাগতস্স দস পারমিযো দস উপপারমিযো দস
পরমথ-পারমিযো, পঞ্চ মহাপরিচ্চাগে লোকথচরিয়ং ঐগাতথচরিয়ং
বুদ্ধত্তচরিয়ন্তি তিস্সো চরিয়াযো পচ্ছিমভবে গত্তোকত্তিং জাতিং
অভিনিব্বমণং পধানচরিয়ং বোধিপল্লঙ্কে মারবিজয়ং সব্বগ্রুত-এগণপটি-
বেধং নব লোকুত্তরধম্মে তি, সবেপিমি বুদ্ধগুণে আবজ্জিহ্বা বেসালিয়া
তীস্স পাকারন্তরেস্স তিয়ামরত্তিং পরিত্তং করোন্তো আযস্সা আনন্দথেরো
বিয কারুণ্ণচিত্তং উপট্টাপেহা—

কোটিসতসহস্সেস্স চক্কবাল্লেস্স দেবতা
যস্সাণস্পটিগ্গহতি যঞ্চ বেসালিয়া পুরে,
রোগামনুস্স-তুত্তিক্ক- সমুত্তত্তিবিধং ভযং
খিগ্গমন্তুরধাপেসি পরিত্তং তং ভণাম হে ।

সূত্রং

- ১ । যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্মানি বা যানিব অস্তলিঙ্কে,
সবেব ভূতা সূমনা ভবন্ত
অথোপি সক্কচ্চ সূগন্ত ভাসিতং ।
- ২ । তস্সা হি ভূতা নিসামেথ সবে
মেত্তং করোথ মানুসিয়া পজ্জায়,
দিবা চ রত্তো চ হরন্তি যে বলিং
তস্সা হি নে রদ্ধথ অগ্গমত্তা ।
- ৩ । যং কিঞ্চি বিত্তং ইধ বা হুরং বা
সগ্গেস্স বা যং রতনং পণীতং,

ননো সমং অথি তথাগতেন
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবথি হোতু ।

৪ । থযং বিরাগং অমতং পণীতং
যদজ্জাগা সাক্যমুনী সমাহিতো,
ন তেন ধম্মেন সমথি কিঞ্চি
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবথি হোতু ।

৫ । যং বুদ্ধসেট্টো পরিবল্পয়ী সূচিং
সমাধিমানন্তরিকগ্রামাল্,
সমাধিনা তেন সমো ন বিজ্জতি ।
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবথি হোতু ।

৬ । যে পুঙ্গলা অর্ট্ট সতং পসথা
চত্তারি এতানি যুগানি হোন্তি,
তে দক্ষিণেয্যা সুগতস্স সাবকা
এতেসু দিন্নানি মহপ্পলানি ।
ইদম্পি সজ্জে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবথি হোতু ।

৭ । যে সুপ্পযুত্তা মনসা দল্লেহন
নিদ্ধামিনো গোতমসাসনমিহ,
তে পত্তিপত্তা অমতং বিগফ্হ
লদ্ধা মুখা নিব্বুত্তি ভুজ্জমানা ।
ইদম্পি সজ্জে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবথি হোতু ।

৮। যথিন্দখীলো পঠবিং সিতো সিয়া
চতুত্তি বাতেভি অসম্পকম্পিয়ো,
তথুপমং সপ্পুরিসং বদামি
যো অরিসসচ্চানি অবেক্ক পস্সতি ।
ইদম্পি সজ্জেষ রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবখি হোতু ।

৯। যে অরিসসচ্চানি বিভাবয়ন্তি
কিঞ্চাপি তে হোন্তি ভুসপ্পমত্তা
ন তে ভবং অর্টমং আদিয়েন্তি ।
ইদম্পি সজ্জেষ রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবখি হোতু ।

১০। সহা'বস্স দস্সনসম্পদায়
তয়স্সু ধম্মা জহিতা ভবন্তি,
সক্কায়দির্টী বিচিকিচ্ছিতঞ্চ
সীলব্বতং বা'পি যদখি কিঞ্চি ।
চতুহ'পায়েহি চ বিপ্পমুত্তো
ছ চাভির্টানানি অভব্বো কাতুং,
ইদম্পি সজ্জেষ রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবখি হোতু ।

১১। কিঞ্চাপি সো কস্মং করোতি পাপকং
কায়েন বাচা উদ চেতসা বা,
অভব্বো সো তস্স পটিচ্ছাদায়
অভব্বতা দির্টপদস্স বৃত্তা
ইদম্পি সজ্জেষ রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবখি হোতু ।

- ১২ । বনপ্লগুশ্বে যথা ফুস্কিতগ্নে
গিম্হান মাসে পঠমস্মিং গিম্হে,
তথ্ পমং ধম্মবরং অদেসযী
নিব্বাণগামিং পরমং হিতায ।
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবখি হোতু ।
- ১৩ । বরো বরঞু বরদো বরাহরো
অনুত্তরো ধম্মবরং অদেসযী,
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবখি হোতু ।
- ১৪ । খীণং পুরাণং নবং নখি সম্ভবং
বিরত্তচিত্তা আযতিকে ভবস্মিং,
তে খীণবীজা অবিকুলিহচ্ছন্দা
নিব্বন্তি ধীরা যথা'যং পদীপো ।
ইদম্পি সজ্জে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবখি হোতু ।
- ১৫ । যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূস্মানি বা যানি'ব অন্তলিঙ্কে,
তথাগতং দেবমনুস্স-পূজিতং
বুদ্ধং নমস্সাম সুবখি হোতু ।
- ১৬ । যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূস্মানি বা যানি'ব অন্তলিঙ্কে,
তথাগতং দেবমনুস্স-পূজিতং
ধম্মং নমস্সাম সুবখি হোতু ।
- ১৭ । যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূস্মানি বা যানি'ব অন্তলিঙ্কে,
তথাগতং দেবমনুস্স-পূজিতং
সজ্জং নমস্সাম সুবখি হোতু ।

রত্ন সূত্রের উৎপত্তি

ভগবান বুদ্ধের জীবদ্দশায় বৈশালী অতিশয় সমৃদ্ধশালী নগরী ছিল। সর্ববিধ উপভোগ্য, পরিভোগ্য বিস্তৃতিসম্পদে সমৃদ্ধ বৈশালীতে কালের কুটিল গতিতে একদা অনাবৃষ্টি দেখা দিল। ফলে শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট হইল, দেশে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নামিয়া আসিল। সহায়-সম্বলহীন অসংখ্য দরিদ্র মানুষ কাতারে কাতারে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ক্রমে এত অধিক লোক মরিতে আরম্ভ করিল যে, মৃতদেহের সংকার করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। পচা-দুর্গন্ধময় মৃতদেহ দেখিতে দেখিতে ঘৃণার উদ্রেক হইল, নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি হইল। আর মৃতদেহের ভীষণ দুর্গন্ধ পাইয়া প্রেত-পিশাচাদি আসিয়া নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কাজেই দুর্ভিক্ষ, রোগ ও অমনুষ্য-উপদ্রবের ভয়ে সমস্ত বৈশালীর জনসাধারণ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া সকলে তাহাদের অসহ্য দুঃখ-কাহিনী ব্যক্ত করিল—“মহারাজ, নগরে ত্রিবিধ ভয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইতিপূর্বে রাজপরম্পরা সম্রাজ্যের রাজত্বকাল পর্যন্ত এরূপ দুর্দশা আর দেখা যায় নাই। আমাদের মনে হয়, ইহা আপনার অধার্মিকতার দ্বারাই ঘটিতেছে। এই কথা শুনিয়া রাজা উদ্ভিগ্ধচিত্তে মন্ত্রণাগৃহে উপস্থিত হইয়া নগরবাসিগণকে বলিলেন—“তোমরা আমার অধার্মিকতা সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখ।” তাহারা সকলে বিচার করিয়া রাজার কোন দোষ দেখিতে পাইল না।

অতঃপর রাজার কোন প্রকার দোষ দেখিতে না পাইয়া তাহারা ভাবিতে লাগিল, “কি প্রকারে আমাদের এই দুর্দশার অবসান হইবে?” তথায় কেহ কেহ বলিতে লাগিল—পুরাণ কল্প, মক্ষলি গোসাল প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণ আছেন। তাঁহাদের পদধূলি পড়িলেই বৈশালীর মঙ্গল হইবে। অপর কেহ কেহ বলিতে লাগিল, “জগতে সম্যক্ সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই ভগবান বুদ্ধ সমস্ত প্রাণীর হিতের জন্য ধর্মোপদেশ দিয়া থাকেন। তিনি মহাঋদ্ধিমান ও মহাপ্রভাবশালী। তাঁহার পদার্পণেই আমাদের সমস্ত ভয় এবং রাজ্যের অমঙ্গল তিরোহিত হইয়া যাইবে।”

বুদ্ধের নাম শুনিয়া সকলে আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিল—“ভগবান বুদ্ধ সম্ভ্রান্তি কোথায় অবস্থান করিতেছেন? আমরা লোক প্রেরণ করিলে তিনি

আসিবেন কি ?” অপর কেহ কেহ বলিতে লাগিল—“বুদ্ধগণ লোকের প্রতি অমুকম্পাকারী, কেন আসিবেন না ?” তিনি এখন রাজগৃহে আছেন, মহারাজ বিম্বিসার তাঁর সেবা করেন। তিনি যদি আসিতে বাধা না দেন, তবে অবশ্যই আসিবেন। অনন্তর তাহারা দুইজন লিচ্ছবি কুমারকে সৈন্যবাহিনী সহ প্রভূত উপঢৌকন দিয়া রাজা বিম্বিসারের নিকট পাঠাইল এবং বলিল, “রাজা বিম্বিসারকে অমুরোধ করিয়া ভগবানকে লইয়া আস।” লিচ্ছবি কুমারদ্বয় বিম্বিসারের নিকট উপস্থিত হইয়া উপঢৌকন প্রদান করিয়া তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা নিবেদন করিল। কিন্তু বিম্বিসার এই প্রস্তাবে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা স্বয়ং বুদ্ধের সমীপে যাইয়া প্রার্থনা করিলেন, “ভগ্নে, আমাদের নগরে ত্রিবিধ ভয় উৎপন্ন হইয়াছে, যদি অমুগ্রহ করিয়া একবার বৈশালীতে পদার্পণ করেন, আমাদের অশেষ কল্যাণ হইবে।”

তখন ভগবান সর্বসজ্জতা প্রভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে পাইলেন—“আমি যদি বৈশালীতে গিয়া রত্নসূত্র দেশনা করি, তাহা হইলে ইহা কোটি শত সহস্র চক্রবালের রক্ষাদণ্ড স্বরূপ হইবে। ইহাতে চুরাশী হাজার প্রাণীর ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হইবে।” এই চিন্তা করিয়া তিনি তাঁহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

ভগবান বুদ্ধ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন জানিয়া রাজা বিম্বিসার যথোচিত উৎসব এবং ধুমধামের সহিত আগু বাড়াইয়া দিলেন। আর বৈশালীবাসীরা রাস্তাঘাট পরিষ্কার করিয়া স-সম্মানে শাস্ত্রাকে আগু বাড়াইয়া লইলেন। ভগবান বুদ্ধ বৈশালীতে পৌঁছিলে লিচ্ছবিরা রাজা বিম্বিসারের চেয়ে দ্বিগুণ পূজা করিলেন। সেই সময় হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল এবং বিদ্যুৎ চমকাইয়া গড়্ গড়্ শব্দে মেঘগর্জন করিতে করিতে বারিবর্ষণ শুরু হইল। মুঘলধারে বারি বর্ষণের ফলে যে জলপ্রাবন হইল তাহাতে বৈশালীর পচা, দুর্গন্ধ মৃতদেহগুলি ভাসিয়া গিয়া ভূপৃষ্ঠ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া গেল। ভগবান বুদ্ধ যখন বৈশালীতে উপনীত হইলেন তখন দেবরাজ ইন্দ্র দেবপরিজন পরিবৃত হইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভাবশালী দেবগণের আবির্ভাবে প্রেত-পিশাচাদি অমমুখ্যগণ অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অতঃপর ভগবান বুদ্ধ প্রিয়শিষ্য আনন্দ স্ববিরকে ডাকিয়া কহিলেন—“আনন্দ, এই ‘রত্নসূত্র’ শিক্ষা করিয়া লিচ্ছবি কুমারগণ সহ বৈশালীনগরের তিনটি প্রাকারের অভ্যন্তরে বিচরণ করিতে করিতে তাহা আবৃত্তি কর।”

লক্ষকোটি চক্রবালের দেবগণ সেই রত্নসুত্রের আদেশ পালনে বাধ্য হয়। তাহারই প্রভাবে বৈশালীর রোগ-অমরুমা-দুর্ভিক্ষ-ভয় শীঘ্র অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। আনন্দ স্ববির ভগবানের আদেশে পরিত্রাণ পাঠ করিতে করিতে ভগবানের ব্যবহৃত পাত্রে জল লইয়া সিঞ্চন করিয়াছিলেন।

বঙ্গানুবাদ

- ১। ভূমিবাসী বা অন্তরীক্ষবিহারী যে সকল প্রাণী এখানে সমবেত হইয়াছে, সকলে আনন্দিত হও। অতঃপর আমার বাক্য শ্রবণ কর।
- ২। সঙ্কর্ষ পরম দুর্লভ, তদ্ব্যতীত তোমরা সকলে মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। মানবগণ দিবা-রাত্র তোমাদিগকে পুণ্যফল প্রদান করিতেছে। তোমরাও তাহাদের প্রতি মৈত্রীপরায়ণ হইয়া অপ্রমত্তভাবে তাহাদিগকে রক্ষা কর।
- ৩। ইহলোকে বা পরলোকে অথবা স্বর্গলোকে যে সমস্ত মূল্যবান রত্ন আছে, তাহার কোনটাই তথাগত বুদ্ধের সমান নহে। বুদ্ধরত্নের এই শ্রেষ্ঠত্বহেতু তোমাদের মঙ্গল হউক।
- ৪। ধ্যানপরায়ণ শাক্যমুনি বুদ্ধ লোভ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয়কর, বিরাগ ও অহুপম নির্ঝাণামৃত পান করিয়াছেন। সেই নির্ঝাণমূলক ধর্মরত্নের সমান আর কিছুই নাই। ধর্মরত্নের এই শ্রেষ্ঠত্বহেতু তোমাদের মঙ্গল হউক।
- ৫। বুদ্ধশ্রেষ্ঠ যে শুচি-সমাধির প্রশংসা করিয়াছেন, বিশেষ কার্য্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই যে সমাধির ফল পাওয়া যায়, তাহার সমান অত্র কোন সমাধি নাই। ধর্মরত্নের এই শ্রেষ্ঠত্বহেতু তোমাদের মঙ্গল হউক।
- ৬। যে অষ্টবিধ আর্ধ্যপুঙ্গলকে বুদ্ধাদি সংপুরুষেরা প্রশংসা করিয়াছেন, তাহারাই মার্গস্থ ফলস্থ ভেদে চারি-যুগল। সুগতের সেই শ্রাবকগণ দক্ষিণার যোগ্যপাত্র। সেই পুণ্যক্ষেত্রে দান দিলে মহাফল লাভ হয়। সংঘরত্নের এই শ্রেষ্ঠত্বহেতু তোমাদের মঙ্গল হউক।

- ৭। যাঁহারা গৌতমের শাসনে স্থিরচিত্তে অবস্থিত ; সেই নিকাম পুরুষগণ অমৃত সলিলে অবগাহণ করিয়া বিনাকষ্টে লব্ধ নির্বাণশাস্তি ভোগ করিতেছেন । সংঘরত্নের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক এই সত্যবাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হউক ।
- ৮। ভূমিতে দৃঢ়রূপে প্রোথিত ইন্দ্রখীল (স্তম্ভ) যেমন চতুর্দিকের প্রবল বাতাসেও কম্পিত হয় না, তেমন যিনি চতুরার্য্যসত্য সম্যকরূপে দর্শন করিয়াছেন সেই সংপুরুষকেও আমি ইন্দ্রখীলতুল্য বলিতেছি । সংঘরত্নের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক এই সত্যবাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হউক ।
- ৯। গভীর প্রজ্ঞাবান ভগবান বুদ্ধের দ্বারা উত্তমরূপে প্রকাশিত চারি আৰ্য্য-সত্য যাঁহারা ভালরূপে চিন্তা করেন, তাঁহারা সময়ে প্রমাদবহুল হইলেও আটবারের অধিক সংসারে জন্মগ্রহণ করেন না । সংঘরত্নের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক এই সত্যবাক্যের প্রভাবে তোমাদের মঙ্গল হউক ।
- ১০। দর্শনসম্পদ (স্রোতাপত্তিফল) লাভের সঙ্গে সঙ্গেই যাঁহাদের সংকায়-দৃষ্টি, সংশয় ও শীলব্রত এই তিনটি ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হইয়া থাকে, চারি অপায় হইতে বিমুক্ত এবং ছয় প্রকার মহাপাপ করিতে তাঁহারা অক্ষম । সংঘরত্নের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক এই সত্যবাক্যের প্রভাবে তোমাদের মঙ্গল হউক ।
- ১১। স্রোতাপন্ন আৰ্য্যগণ কায়-বাক্য-মনের দ্বারা পাপকর্ম করেন না ; অগত্যা করিলেও তাহা গোপন করিতে পারেন না । কারণ সত্যদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে তাহা গোপন করা অসম্ভব বলিয়া উক্ত হইয়াছে । সংঘরত্নের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক এই সত্যবাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হউক ।
- ১২। গ্রীষ্মঋতুর প্রথম মাসে (চৈত্রমাসে) বনের বৃক্ষ-লতাাদিতে বনজ পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত হইলে যেমন বনভূমি অতিশয় শোভা ধারণ করে, তেমনি (শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাপুষ্পের দ্বারা সুশোভিত) নির্বাণদায়ী ধর্ম্মরত্ন জীবজগতের কল্যাণের জন্য ভগবান বুদ্ধ প্রচার করিয়াছেন । বুদ্ধরত্নের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক এই সত্যবাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হউক ।

- ১৩। বর, (শ্রেষ্ঠ) বরজ্ঞ (নির্বাণজ্ঞ), বরদ (বিমুক্তি ও শাস্তিদাতা), শ্রেষ্ঠ মার্গলাভী ভগবান বুদ্ধ অতুত্তর নৈর্বাণিক ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। বুদ্ধরত্নের এই শ্রেষ্ঠত্বহেতু তোমাদের মঙ্গল হউক।
- ১৪। মার্গজ্ঞান দ্বারা ক্ষীণাশ্রবণের পুরাতন কর্ম (রাগ-দ্বेष-মোহ) ক্ষীণ ও নূতন কর্ম উৎপত্তির হেতু বিদ্যমান নাই, ভবিষ্যৎ জন্মগ্রহণের জন্ম তাঁহাদের আসক্তিও নাই। কর্মবীজ ক্ষয়প্রাপ্ত, অবুদ্ধি-কর্মপরায়ণ পণ্ডিতগণ নিভিয়া যাওয়া প্রদীপতুল্য নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সংঘরত্নের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক এই সত্যবাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হউক।
- ১৫। তারপর দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন—ভূমি বা অন্তরীক্ষবাসী এখানে যে সমস্ত প্রাণী সমবেত হইয়াছ,—এস, সকলে সম্মিলিত হইয়া দেবমানব-পূজিত তথাগত বুদ্ধকে নমস্কার করি। এই নমস্কারের প্রভাবে সকলের শুভ হউক।
- ১৬-১৭। ১৬-১৬ নম্বর গাথার বঙ্গানুবাদ ১৫ নম্বর গাথার অনুরূপ। কেবল ‘বুদ্ধকে’ স্থলে ‘ধর্মকে’ ও ‘সজ্জকে’ বলিতে হইবে।



করণীয মেত্ৰসূত্ৰং

নিদানং

- ১। যস্মান্নুভাবতো যক্ষা নেব দস্মেস্তি ভিংসনং,
যক্ষি চেবানুযুঞ্জন্তো রক্তিং দিবমতন্দিতো ।
- ২। সূখং সুপতি সূতো চ পাপং কিঞ্চি ন পস্মতি,
এবমাদিগুণোপেতং পরিত্তং তং ভগাম হে ।

সূত্ৰং

- ১। করণীযমথকুসলেন যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ,
সকো উজু চ সূজু চ সুবচো চস্ম মুহু অনতিমানী ।
- ২। সন্তস্মকো চ সুভরো চ অশ্লকিচ্চো চ সল্লহকবুত্তি,
সন্তিস্ক্রিয়ো চ নিপকো চ অশ্লগন্তো কুলেসু অননুগিক্কো
- ৩। ন চ খুদ্ধং সমাচরে কিঞ্চি যেন বিণ্ণু পরে উপবদেযুং,
সুখিনো বা থেমিনো হোন্ত সবেব সত্তা ভবন্ত সুখিতত্তা ।
- ৪। যে কেচি পাণভুতথি তসা বা থাবরা বা অনবসেসা,
দীঘা বা যে মহন্তা বা মজ্জিমা রস্সকানুকথলা ।
- ৫। দিট্ঠা বা যে চ অদিট্ঠা যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে,
ভূতা বা সন্তবেসী বা সবেব সত্তা ভবন্ত সুখিতত্তা ।
- ৬। ন পরো পরং নিকুবেবথ, নাতিমণ্ণেথ কথচি নং কিঞ্চি,
ব্যারোসনা পটিঘসণ্ণ নাণ্ণমণ্ণস্স ত্খক্ষমিচ্ছেয্য ।
- ৭। মাতা যথা নিযং পুত্ৰং আযুসা একপুত্তমনুরঙ্কে,
এবম্পি সৰ্বভূতেসু মানসং ভাবযে অপরিমাণং ।
- ৮। মেত্ৰঞ্চ সৰ্বলোকস্মিং মানসং ভাবযে অপরিমানং,
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসন্না ধং অবেরমসপত্তং ।

৯। তিষ্ঠেৎকরং নিসিন্মো বা সযনো বা যাবতস্স বিগতমিক্কো,
এতং সতিং অধিষ্ঠেয়্য ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাত্ত ।

১০। দিষ্ঠিৎক অনুপগম্ম সীলবা দস্সনেন সম্পন্নো,
কামেস্সু বিনেয়্য গেধং নহি জাতু গত্তসেয়্যং পুনরেতী'তি ॥

করণীয় মৈত্রী সূত্রের উৎপত্তি

এই করণীয় সূত্র অমহুয়া-উপদ্রব নিবারণ এবং প্রাণিগণের প্রতি মৈত্রীর ভাব পোষণের জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। ভগবান বুদ্ধের শ্রাবস্তীতে অবস্থান-কালে বর্ষাবাস আরম্ভের পূর্বে ভিক্ষুগণ আসিয়া নিজ নিজ চরিত্রের অহরূপ কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া বর্ষাবাসের জন্য ষাঁহার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতেন। এইরূপে একদা পঞ্চশত ভিক্ষু কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া হিমালয় পর্বতের পার্শ্বে কোন এক পর্বতে বর্ষাবাস আরম্ভ করিলেন। নিকটস্থ গ্রামে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা পরম সুখে কর্মস্থান ভাবনা করিতেন। পরিশুদ্ধ জল-বায়ু ও সুখাত্ম সেবনে তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভাল হইল এবং তাঁহারা খুব উৎসাহের সহিত ভ্রমণ-ধর্ম পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৃক্ষদেবতাগণ তাঁহাদের শীলতেজে উদ্ভিন্ন হইল। সে তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া বৃক্ষদেবতাগণ বৃক্ষের আশ্রয় ছাড়িয়া স্বীয় সম্তানাদি লইয়া এদিক সেদিক পলাইয়া গিয়া কখন তাঁহারা চলিয়া যাইবেন সেই প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু দেখিল যে বর্ষাবাস শেষ না করিয়া ভিক্ষুগণ কোথাও যাইবেন না। তখন তাহারা ভাবিল—এত দীর্ঘকাল এতকষ্টে গৃহহীন থাকা অসম্ভব। অতএব ভয় দেখাইয়া ভিক্ষুদিগকে তাড়াইতে হইবে। অনন্তর তাহারা রাত্রে ভীষণ আকৃতি ধারণ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে ভিক্ষুগণ ভয় পাইলেন। ভয় ও হুশিষ্টায় তাঁহাদের সমাধির ব্যাঘাত ঘটিল, ক্রমে তাঁহারা অত্যন্ত ক্লশ ও দুর্বল হইলেন। তারপর যক্ষগণ ভয়ানক দুর্গন্ধ ত্যাগ করিতে লাগিল। বিকট দুর্গন্ধে ভিক্ষুদের শিরঃপীড়া উৎপন্ন হইল। একদিন তাঁহারা পরস্পরের ভয় ও কষ্টের বিষয় পরস্পরকে বলিলেন এবং বর্ষাবাস ত্যাগ করিয়া সকলে বুদ্ধের নিকট চলিয়া গেলেন। বুদ্ধ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“হে ভিক্ষুগণ বর্ষাবাসের মধ্যে দেশভ্রমণে যাইও না” এই শিক্ষাপদ আমি প্রজ্ঞাপ্ত করিয়াছি। কেন তোমরা দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছ? তাঁহারা সকল ঘটনা নিবেদন করিলে বুদ্ধ বলিলেন—তোমরা অন্ততঃ কোথাও যাইও না, সেই স্থানে বাস কর এবং তথায় বাস করিয়াই তোমরা তৃষ্ণাক্ষয় করিতে সক্ষম হইবে। যদি যক্ষভয় হইতে মুক্ত হইতে চাও, তবে এই পরিত্রাণ শিক্ষা কর। ইহা তোমাদের পরিত্রাণ ও কর্ণস্থান উভয়ই হইবে। এই বলিয়া বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে “করণীয় মৈত্রীমূত্র” শিক্ষা দেন। ভূমিকাতে এইজন্ত যক্ষভয়ের কথা উল্লেখ আছে।

বঙ্গানুবাদ

১। পরম শান্তি নির্বাণ লাভেচ্ছুক ব্যক্তির যাহা কর্তব্য তাহা এই,—তিনি সক্ষম, সরল, অতি সরল, স্বাধা, কোমল স্বভাব ও অভিমানশূন্য হইবেন।

২। তিনি যথালোভে সন্তুষ্টচিত্ত, মিতাহারী, অল্পকৃত্য (বিবিধ কাজে অলিপ্ত), অল্পে তুষ্ট, শাস্তেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবান, চাঞ্চল্যহীন এবং গৃহস্থদের প্রতি অনাসক্ত হইবেন।

৩। তিনি এমন কোন ক্ষুদ্র পাপাচরণও করিবেন না যাহাতে অপর জ্ঞানিগণ নিন্দা করিতে পারেন। (অতএব) সর্বদা মনে মনে কামনা করিতে হইবে যে, সকল জীব সুখী হউক, নির্ভয় হউক এবং কায়িক ও মানসিক সূখে সুখী হউক

৪। সভয় বা নির্ভয়, হ্রস্ব বা দীর্ঘ, বৃহৎ, মধ্যম, ক্ষুদ্র ও স্থূল ষত প্রাণী আছে; দৃষ্ট, অদৃষ্ট, দূরবাসী, সমীপবর্তী, যাহারা জন্মিয়াছে বা জন্মিবে সকল জীব সুখী হউক।

৬। পরস্পরকে বঞ্চনা করিও না, কাহাকেও অবজ্ঞা করিও না এবং ক্রোধ ও হিংসাবশতঃ কাহারও দুঃখ কামনা করিও না।

৭। মাতা যেমন স্বীয় গর্ভজাত একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়া রক্ষা করে, এইরূপে সকল প্রাণীর প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করিবে।

৮। সমগ্র জগতের উর্দ্ধে, নিম্নে এবং চতুর্দিকে ষত প্রাণী আছে, (তাহারা) বাধাহীন, বৈরীশূন্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হউক। চিন্তে এইরূপ মৈত্রীভাব পোষণ করিবে।

৯। দাঁড়ান অবস্থায়, চলিতে চলিতে, উপবেশন ও শয়নে যে পর্য্যন্ত নিদ্রা না আসে, সে পর্য্যন্ত এই মৈত্রীভাব স্মৃতিতে দেদীপ্যমান করিয়া রাখিবে। আর্ধ্যগণ ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলেন।

১০। শীলবান ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন শ্রোতাপন্ন ব্যক্তি মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার পূর্ব্বক ভোগ-লালসা ও কামেচ্ছাকে দমন করিয়া পুনর্বার গর্ভাশয়ে জন্মধারণ করিতে আসেন না। অর্থাৎ শুদ্ধাবাস নামক ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়া তথায় অর্হৎ হইয়া নির্বাণ লাভ করেন।

খন্ড পরিত্তং

নিদানং

- ১। সর্বাসীবিসজাতীনং দিব্বমন্তাগদং বিয়,
যন্নাসেতি বিসং ঘোরং সেসঞ্চাপি পরিস্সয়ং ;
- ২। আগন্ধেত্তমিহি সর্বথ সর্বদা সর্বপাণীনং,
সর্বসোপি নিবারেতি পরিত্তং তং ভণাম হে ॥

পরিত্তং

এবং মে শ্রুতং, একং সময়ং ভগবা সাবস্থিয়ং বিহরতি জেতবনে
অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে । তেন থো পন সময়েন সাবস্থিয়ং অগ্রতরো
ভিঙ্খু অহিনা দর্ঠো কালকতো হোতি । অথ থো সম্বল্লা ভিঙ্খু যেন
ভগবা তেনুপসঙ্কমিংসু । উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং
নিসীদিংসু । একমন্তং নিসিন্না থো তে ভিঙ্খু ভগবন্তং এতদবোচুং ;
ইধ ভন্তে সাবস্থিয়ং অগ্রতরো ভিঙ্খু অহিনা দর্ঠো কালকতোতি ।
নহি নূন সো ভিঙ্খবে ভিঙ্খু চত্তারি অহিরাজকুলানি মেত্তেন চিত্তেন
ফরী ? সচে হি সো ভিঙ্খবে ভিঙ্খু চত্তারি অহিরাজকুলানি মেত্তেন
চিত্তেন ফরেয্য, নহি সো ভিঙ্খবে ভিঙ্খু অহিনা দর্ঠো কালং করেয্য ;
কতমানি চত্তারি অহিরাজকুলানি—বিরূপঙ্কং অহিরাজকুলং, এরাপথং
অহিরাজকুলং, ছব্বাপুত্তং অহিরাজকুলং, কণ্ণহগোতমকং অহিরাজকুলং ।
নহি নূন সো ভিঙ্খবে ভিঙ্খু ইমানি চত্তারি অহিরাজকুলানি মেত্তেন চিত্তেন
ফরী ? সচে হি সো ভিঙ্খবে ভিঙ্খু ইমানি চত্তারি অহিরাজকুলানি
মেত্তেন চিত্তেন ফরেয্য, নহি সো ভিঙ্খবে ভিঙ্খু অহিনা দর্ঠো কালং
করেয্য । অনুজানামি ভিঙ্খবে ইমানি চত্তারি অহিরাজকুলানি মেত্তেন
চিত্তেন ফরিতুং অন্তগুত্তিয়া অন্তরদ্ধায় অন্তপরিভায়াতি । ইদমবোচ
ভগবা, ইদং বহান সুগতো অথাপরং এতদবোচ সথা—

- ১। বিরূপস্বেহি মে মেত্তং মেত্তং এরাপথেহি মে,
ছব্বাপুত্তেহি মে মেত্তং মেত্তং কণ্ঠগোতমকেহি চ ।
- ২। অপাদকেহি মে মেত্তং মেত্তং দ্বিপাদকেহি মে,
চতুঙ্গদেহি মে মেত্তং মেত্তং বহুঙ্গদেহি মে ।
- ৩। মা মং অপাদকো হিংসি মা মং হিংসি দ্বিপাদকো ।
মা মং চতুঙ্গদো হিংসি মা মং হিংসি বহুঙ্গদো ।
- ৪। সবেস সত্তা সবেস পাণা সবেস ভূতা চ কেবলা,
সবেস ভদ্রানি পস্সন্তু মা কঞ্চি পাপমাগমা ।

অঙ্গমাণো বুদ্ধো, অঙ্গমাণো ধম্মো, অঙ্গমাণো সংঘো, পমাণবস্তানি
সিরিংসপানি অহি-বিচ্ছিকা, সতপদী, উল্লনাভী, সরভু, মূসিকা । কতা
মে রক্ষা কতা মে পরিত্তা । পটিকমন্তু ভূতানি সোহং নমো ভগবতো
নমো সত্তমং সম্মা সম্মুদ্বানন্তি ।

বঙ্গানুবাদ

১-২। যে খঙ্ক পরিত্রাণ দিব্যমন্ত্র-ঔষধির মত সর্বপ্রকার সর্পের ঘোর বিষ
সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করে, ব্রহ্মাণ্ডের ষতদূর বুদ্ধ-শাসন ও বুদ্ধের মহিমা প্রচারিত
আছে, সকল প্রাণীর কল্যাণার্থে আমরা সেই পরিত্রাণ পাঠ করিতেছি ।

আমি এইরূপ শুনিয়াছি, একসময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনোত্তানে
অনাথপিণ্ডকের বিহারে বাস করিতেছিলেন । সেই সময় সর্পদংশনে একজন
ভিক্ষুর মৃত্যু হয় । তৎপর একদিন কতিপয় ভিক্ষু ভগবানের নিকট
উপস্থিত হইলেন । উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপাখে
উপবেশন করিলেন । উপবেশন করিয়া তাঁহারা ভগবানকে এই কথা বলিলেন—
ভস্তুে ! শ্রাবস্তীতে একজন ভিক্ষুর সর্পদংশনে মৃত্যু হইয়াছে । ভগবান
বলিলেন—ভিক্ষুগণ ! সেই ভিক্ষু চারি প্রকার অহিরাজকুলের প্রতি
মৈত্রীভাবাপন্ন ছিল না । নয় কি ? যদি সে চারিপ্রকার অহিরাজকুলের প্রতি

মৈত্রীভাবাপন্ন থাকিত, তবে সর্পদংশনে তাহার মৃত্যু হইত না। সেই চারি প্রকার অহিরাজকুল কি কি? বিরূপাক্ষ অহিরাজকুল, ঐরাপথ অহিরাজকুল, ছব্বাপুত্র অহিরাজকুল ও কৃষ্ণগৌতমক অহিরাজকুল। যদি সেই ভিক্ষু চারি অহিরাজকুলের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন থাকিত তবে সর্পদংশনে তাহার মৃত্যু হইত না। আমি আত্মগুপ্তি, আত্মরক্ষা ও আত্মপরিত্যাগের জন্য এই চারি অহিরাজকুলের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন থাকিতে আদেশ দিতেছি। ভগবান এই বলিয়া নিয়োক্ত গাথা ব্যক্ত করিলেন।

১। বিরূপাক্ষের সহিত আমার মৈত্রীভাব হউক, ঐরাপথের সহিত, ছব্বাপুত্রের সহিত ও কৃষ্ণগৌতমকের সহিত আমার মৈত্রীভাব হউক।

২। পদহীনের সহিত আমার মৈত্রী, দ্বিপদের সহিত আমার মৈত্রী, চতুষ্পদের সহিত আমার মৈত্রী এবং বহুপদের সহিতও আমার মৈত্রীভাব হউক।

৩। পদহীন প্রাণীগণ আমাকে হিংসা না করুক, দ্বিপদ প্রাণীও আমাকে হিংসা না করুক, চতুষ্পদ আমাকে হিংসা না করুক, বহুপদ বিশিষ্ট প্রাণীগণও আমাকে হিংসা না করুক।

৪। সকল সত্ত্ব, সকল জীব মঙ্গলদর্শন করুক, কেহ কোন প্রকার অমঙ্গল-প্রাপ্ত না হইক।

৫। বুদ্ধ অপ্রমেয়, ধর্ম অপ্রমেয়, সজ্ঞ অপ্রমেয়। সরীসৃপ, সর্প, বৃশ্চিক শতপদী, মাকড়সা, সরভূ ও মৃষিক সমস্তই প্রমেয়। আমি রক্ষাবন্ধন করিয়াছি, পরিত্যাগ পাঠ করিয়াছি, ভূতগণ ফিরিয়া যাউক। আমি সপ্ত সম্যক সঙ্কল্পকে নমস্কার করিতেছি।

মেস্ত স্তুতং

নিদানং

অগ্নিষ্কোপমং স্তুত্বা জাতসংবেগ ভিক্ষুনং,
 অস্মাদস্থাষ দেসেসি যং পরিত্তং মহামুনি ।
 সৰ্বলোক হিতস্থাষ পরিত্তং তং ভণাম হে ॥

স্তুতং

এবং মে স্তুতং, একং সময়ং ভগবা সাবখিযং বিহরতি জেতবনে
 অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে । তত্র থো ভাগবা ভিক্ষু আমন্তেসি ;
 ভিক্ষুবোতি ! ভদন্তেতি তে ভিক্ষু ভগবতো পচ্চস্মোশুং । ভগবা
 এতদবোচ—

মেত্তায ভিক্ষবে চেতো বিমুক্তিয়া, আসেবিতায, ভাবিতায বহু-
 লীকতায, যানিকতায, বন্ধুতায, অনুষ্ঠিতায, পরিচিতায, সুসমার-
 দ্ধায একাদসানিসংসা পাটিকজ্জা । কতমে একাদসং? সুখং সুপতি,
 সুখং পটিবুজ্জতি, ন পাপকং সুপিনং পস্সতি, মনুস্সানং পিযো হোতি,
 অমনুস্সানং পিযো হোতি, দেবতা রদ্ধন্তি, না'স্স অগ্নি বা পিসং বা সখং
 বা কমতি, তুবটং চিত্তং সমাধিয়তি, মুখবল্লো বিপ্লসীদতি, অসম্মুলেহা
 কালাং কৰোতি, উত্তরিং অগ্নটিবিজ্জান্তো ব্রহ্মলোকুপগো হোতি ।

মেত্তায ভিক্ষবে চেতো বিমুক্তিয়া, আসেবিতায, ভাবিতায, বহু-
 লীকতায, যানিকতায, বন্ধুতায, অনুষ্ঠিতায, পরিচিতায সুসমারদ্ধায
 ইমে একদসানিসংসা পাটিকজ্জাতি । ইদমবোচ ভগবা, অন্তমনা তে
 ভিক্ষু ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দুন্তি ।

বলাসুবাদ

ভূমিকা

অগ্নিস্ফোপম সূত্র গুনিয়া ভিক্ষুগণের মধ্যে সংবেগ বা ত্রিবিধ দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছিল। মহামুনি ভিক্ষুগণের মৈত্রীভাবনায় সুখোৎপাদনার্থে যে মৈত্রী পরিজ্ঞাপন দেশনা করিয়াছেন সর্বলোকের হিতার্থে, হে শ্রোতৃগণ আমরা তাহা পাঠ করিতেছি।

সূত্রারম্ভ

আমি এইরূপ গুনিয়াছি—এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকনির্মিত জেতবন বিহারে বাস করিতেছিলেন। তথায় একদিন ভগবান বুদ্ধ ‘হে ভিক্ষুগণ’ বলিয়া ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিলেন। ভিক্ষুগণ “ভন্তে” বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করতঃ ভগবৎ সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করিলেন। ভগবান এইরূপ বলিলেন, হে ভিক্ষুগণ! মৈত্রীদ্বারা, চিত্তবিমুক্তি দ্বারা, আগ্রহবশে সেবন দ্বারা, ভাবনা ও পুনঃপুনঃ কুশলবৃদ্ধি দ্বারা, রপ্ত হওয়ার দ্বারা, জাগরণশীলতা ও প্রতিষ্ঠা দ্বারা, পুনঃপুনঃ চয়নের দ্বারা এবং সম্যক প্রচেষ্টা দ্বারা একাদশ প্রকার ফল প্রত্যাশা করা যায়। তাহা কি কি?

সুখে নিদ্রা যায়, সুখে জাগ্রত হয়, পাপস্বপ্ন দেখে না, মহুশ্যগণের প্রিয় হয়, অমহুশ্যগণের প্রিয় হয়, দেবগণ রক্ষা করেন, অগ্নি, বিষ বা অস্ত্র দ্বারা দুঃখপ্রাপ্ত হয় না, শীঘ্রই চিত্ত সমাধিস্থ হয়, মুখের বর্ণ উজ্জ্বল হয়, মোহমুক্ত চিত্তে নিদ্রা-ক্রান্তের ন্যায় মৃত্যু বরণ করে, মৈত্রীভাবনা দ্বারা সে অহর্ভ ফল প্রাপ্ত না হইলেও মহুশ্যালোক হইতে চ্যুত হইয়া সুপ্ত-প্রবুদ্ধের ন্যায় ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ! মৈত্রী দ্বারা, চিত্তবিমুক্তি দ্বারা, আগ্রহবশে সেবন দ্বারা ভাবনা ও পুনঃপুনঃ কুশল বৃদ্ধি দ্বারা, রপ্ত হওয়ার দ্বারা, প্রতিষ্ঠা দ্বারা, জাগরণশীলতা ও পুনঃপুনঃ চয়নের দ্বারা এই একাদশ প্রকার ফল প্রত্যাশা করা যায়।

ভগবান এইরূপ বলিলে ভিক্ষুগণ তুষ্টচিত্তে ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দিত করিলেন।

মেতানিসংস স্মৃত্তং

নিদানং

পুরেস্তু বোধিসত্ত্বায়ে নাথো তেমিষজ্জাতিযং
মেতানিসংসং যং আহ সুনন্দং নাম সারথিং,
সক্কলোকহিত্থায় পরিত্তং তং ভণাম হে ।

স্মৃত্তং

- ১ । পহুতভন্ধো ভবতি বিপ্লবুথো সকা ঘরা,
বহুনাং উপজীবন্তি যো মিত্তানং ন দূভতি ।
- ২ । যং যং জনপদং যাতি নিগমে রাজধানিযো,
সক্বথ পূজিতো হোতি যো মিত্তানং ন দূভতি ।
- ৩ । নাম্স চোরা পসহন্তি নাতিমণ্ণেতি খন্তিযো,
সক্বে অমিত্তে ভরতি যো মিত্তানং ন দূভতি ।
- ৪ । অক্কুদ্ধো সঘরং এতি সভায় পটিনন্দিতো,
এণতীনং উত্তমো হোতি যো মিত্তানং ন দূভতি ।
- ৫ । সক্কহা সক্কতো হোতি গরু হোতি সগারবো,
বল্লকিস্তিভতো হোতি যো মিত্তানং ন দূভতি ।
- ৬ । পূজকো লভতে পূজং বন্দকো পটিবন্দনং,
যসো কিত্তিঞ্চ পম্পোতি যো মিত্তানং ন দূভতি ।
- ৭ । অগ্নি যথা পজ্জলতি দেবতা'ব বিরোচতি,
সিরিয়া অজ্জহিতো হোতি যো মিত্তানং ন দূভতি ।
- ৮ । গাবো তস্স পজ্জায়ন্তি খেত্তে বুথং বিরুহতি,
বুথানাং ফলমস্সাতি যো মিত্তানং ন দূভতি ।
- ৯ । দরিতো পক্কততো বা রুস্সতো পতিতো নরো,
চুতো পতিষ্ঠং লভতি যো মিত্তানং ন দূভতি ।
- ১০ । বিরুল্লহয়ুলসন্তানং নিগ্রোধমিব মালুতো,
অমিত্তা নপ্পসহন্তি যো মিত্তানং ন দূভতীতি ।

বজানুবাদ

ভগবান বৃক্ষ তেমিয় কুমার জন্মে বোধিসত্ত্বার পূর্ণ করিবার সময় সুন্দর নামক সারথীকে মৈত্রীভাবনার ফল স্বরূপে যে উপদেশ দিয়াছিলেন—সর্বলোকের হিতার্থে হে শ্রোতৃগণ, আমরা সেই পরিব্রাজ্য পাঠ করিতেছি—

- ১। সৌম্য সারথি, যে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করে না, সে নিজের ঘর হইতে যদি প্রবাসে গমন করে, প্রচুর খাণ্ডভোজ্য লাভ করে এবং বহুলোক তাহার আশ্রয়ে জীবন যাপন করে।
- ২। হে সারথি, যে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করে না, সে যে নগরে, জনপদে কিম্বা রাজধানীতে গমন করে, সর্বত্রই পূজিত হয়।
- ৩। হে সারথি, চোরেরা সেই মিত্রপূজক ব্যক্তির কোন কিছুই অপহরণ করিতে পারে না। ক্ষত্রিয়গণ অবজ্ঞাও করিতে পারে না, সেই মিত্রপূজক সমস্ত অমিত্রদিগকে পরাজিত করে।
- ৪। সেই ব্যক্তি বিদ্বেশীন অবস্থায় স্বগৃহে ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হয়, সভা-সমিতিতে প্রশংসিত হয় এবং জ্ঞাতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে।
- ৫। হে সারথি, সেই ব্যক্তি অপরকে সৎকার করিয়া নিজে সৎকার লাভ করিয়া থাকে। অপরকে সম্মান ও গৌরব প্রদর্শন করিয়া নিজে সম্মান ও গৌরব প্রাপ্ত হয় এবং সুন্দর বর্ণ ও কীর্তিশালী হয়।
- ৬। হে সারথি, সেই ব্যক্তি অপরকে পূজা এবং বন্দনা করিয়া পরজন্মে পূজা ও প্রতি-নমস্কার লাভ করে এবং ঐশ্বর্য্য, পরিবার ও যশকীর্ত্তি লাভ করে।
- ৭। হে সারথি, সেই ব্যক্তি প্রজ্জলিত অগ্নির মত ঐশ্বর্য্য ও পরিবার দ্বারা প্রতিভাশালী হয়, দেবতা বিরোচিতের ন্যায় দীপ্তিপ্রাপ্ত হয় এবং শ্রী বা লজ্জা হইতে অবিচ্ছিন্ন হয়।
- ৮। হে সারথি, সেই ব্যক্তির উত্তম বৃষভ ও ধেনু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, ক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্তাদি গজাইয়া উঠিয়া ষথাসময়ে ফল দান করে এবং সে উৎপন্ন শস্ত সমূহের ফলভোগ করে।
- ৯। হে সারথি, সেই ব্যক্তি ছিন্ন প্রপাত বা পর্বত হইতে অথবা বৃক্ষ হইতে পতিত হইলেও পুনঃ অবলম্বন লাভ করে।
- ১০। হে সারথি, যে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করে না, সেই ব্যক্তিকে বর্দ্ধিত শিখরযুক্ত বটবৃক্ষকে বায়ু যেমন ধ্বংস করিতে পারে না, তদ্রূপ শত্রুগণ তাহাকেও ক্ষতি করিতে সক্ষম হয় না।

মোর পরিত্তং

নিদানং

পূরেত্তং বোধিসত্ত্বায়ে নিব্বত্তং মোরযোনিষং,
 যেন সংবিহিতারঙ্কং মহাসত্তং বনেচরা
 চিরসং বাযমন্তাপি নেব সঙ্খিংশু গণ্হিতুং,
 ব্রহ্মমন্তুস্তি অদ্ধাতং পরিত্তং তং ভণাম হে ।

সুত্তং

- ১ । উদেতযং চঙ্কুমা একরাজ্জ
 হরিস্সবল্লো পঠবিপ্পভাসো,
 তং তং নমস্সামি হরিস্সবল্লং পঠবিপ্পভাসং,
 তযজ্জগুত্তা বিহরেমু দিবসং ।
- ২ । যে ব্রাহ্মণা বেদগু সৰ্ব্বধম্মে
 তে মে নমো তে চ মং পালযন্তু,
 নমথু বুদ্ধানং নমথু বোধিয়া
 নমো বিমুত্তানং নমো বিমুত্তিয়া
 ইমং সো পরিত্তং কত্তা মোরো চরতি এসনা ।
- ৩ । অপেতযং চঙ্কুমা একরাজ্জ
 হরিস্সবল্লো পঠবিপ্পভাসো,
 তং তং নমস্সামি হরিস্সবল্লং পঠবিপ্পভাসং
 তযজ্জগুত্তা বিহরেমু রত্তিং ।
- ৪ । যে ব্রাহ্মণা বেদগু সৰ্ব্বধম্মে
 তে মে নমো তে চ মং পালযন্তু,
 নমথু বুদ্ধানং নমথু বোধিয়া
 নমো বিমুত্তানং নমো বিমুত্তিয়া
 ইমং সো পরিত্তং কত্তা মোরো বাসমকল্পষীতি ।

বঙ্গানুবাদ

ভূমিকা

অতীতকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব বোধিসত্ত্বার পূর্ণ করিবার সময় একদা ময়ূর জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তিনি ডিম্বাবস্থায় কর্ণিকারপুষ্পের কর্ণিকা তুল্য ছিলেন। সেই ডিম্বকোষ হইতে বাহির হইবার সময় তাঁহার আকৃতি স্ববর্ণ বর্ণ এবং অতিশয় সুন্দর ছিল। পালকের অভ্যন্তরে সুরঞ্জিত রেখারাজি বিরাজ করিত। ফলতঃ অন্যান্য ময়ূর ছানা অপেক্ষা তাঁহার আকৃতি লোভনীয় ছিল। তিনি নিজের জীবনরক্ষার জন্য তিনটি পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া চতুর্থ পর্বতশ্রেণীর দণ্ডকহিরণ্য নামক এক পর্বততলে বাস করিতেছিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি পর্বতশীর্ষে বসিয়া সূর্য্যের উদয়-শোভা দেখিতে দেখিতে নিজের গোচরভূমি অর্থাৎ বিচরণ স্থানের রক্ষার জন্য ‘উদ্দেশ্য’ এবং সূর্য্য অন্তিমিত হওয়ার সময় ‘অপেতযঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র আবৃত্তি করিতেন। ইহাকে ব্রহ্মমন্ত্র বলা হয়।

সূত্র

- ১। এই একাধিপতি পৃথিবী আলোককারী সোণার বর্ণ ও চন্দ্ৰম্যান্ রাজ্য উদ্ভিত হইতেছেন। তদ্বৎ সেই সোণার বর্ণ জগতালোককারীকে আমি নমস্কার করিতেছি। তাঁহার দ্বারা রক্ষিত হইয়া আজ স্থখে বিচরণ করিব।
- ২। যে বিদগ্ধ ব্রাহ্মণগণ (বুদ্ধগণ) সমস্ত ধর্ম্মে বেদজ্ঞ তাঁহাদিগকে আমার নমস্কার। তাঁহারা আমাকে রক্ষা করুন। অতীত বুদ্ধগণকে আমার নমস্কার এবং চারিমার্গ ও চারিফলযুক্ত বোধিকে আমার নমস্কার। পঞ্চবিধ বিমুক্তি দ্বারা বিমুক্ত অর্হংগণকে আমার নমস্কার এবং বিমুক্তিকে আমার নমস্কার। এইরূপে সেই ময়ূর এই পরিত্রাণ পাঠ করিয়া আহাৰ অন্বেষণে বিচরণ করিত।
- ৩। ‘অপেতি’—সূর্য্য অন্তগমন করিতেছেন। এই গাথার অর্থ সমস্তই ১ম গাথার ত্রায়।
এই পরিত্রাণ পাঠ করিয়া ৭০০ বৎসরকাল সেই ময়ূর রাত্রি-দিন নিরূপ-
দ্রবে তথায় বাস করিয়াছিল।

বটুক পরিত্তং

নিদানং

পূরেন্তং বোধিসত্ত্বায়ে নিব্বত্তং বটুজ্জাতিয়ং,
যস্ম তেজেন দাবগ্গি মহাসত্তং বিবজ্জয়ি
থেরস্স সারিপুত্তস্স লোকনাথেন ভাসিতং,
কম্পট্টাযিং মহাতেজং পরিত্তং তং ভণাম হে ।

সুত্তং

- ১ । অথি লোকে সীলগুণে সচ্চং সোচেয়ানুদয়া,
তেন সচ্চেন কাহামি সচ্চকিরিয়মনুত্তরং ।
- ২ । আবজ্জেক্কা ধম্মবলং সরিত্তা পুৰ্ব্বকে জিনে,
সচ্চবলমবস্সায় সচ্চকিরিয়মকাসহং ।
- ৩ । সন্তি পস্সা অপত্তনা সন্তি পাদা অবগ্গনা,
মাতাপিতা চ নিব্বত্তা জাতবেদ পটিকম্ !
- ৪ । সহ সচ্চকতে ময়হং মহা পজ্জলিতো সিখী,
বজ্জেসি সোলস করীসানি উদকং পত্তা যথা সিখী ।
সচ্চেন মে সমো নথি এস মে সচ্চপারমীতি ।

বজ্জানুবাদ

ভূমিকা

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব মগধরাজ্যের এক অরণ্যে বত্ত'ক (ভাড়ুই) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে বাসায় রাখিয়া আহার সংগ্রহ করিতে যাইতেন। তখনও তাঁহার পাখা মেলিয়া উড়িবার ও পা ফেলিয়া চলিবার ক্ষমতা হয় নাই। তথায় প্রতি বৎসর দাবাগ্গি জলিয়া উঠিত। ঐ বৎসরও প্রচণ্ডবেগে হঠাৎ দাবাগ্গি জলিয়া উঠিল। পাখীরা প্রত্যেকে নিজ নিজ বাসা ছাড়িয়া মরণভয়ে কিচির-মিচির করিতে করিতে পলাইয়া গেল।

বর্তকশাবক বোধিসত্ত্বের পিতামাতাও মরণভয়ে আপন শাবকটিকে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিল। বোধিসত্ত্ব বাসা হইতে মাথা তুলিয়া দেখিলেন—চারিদিক হইতে ধূ ধূ রবে আগুন আসিতেছে। তখন তিনি ভাবিলেন—অহো ! আমার যদি উড়িবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে অন্ত্র উড়িয়া যাইতাম। যে মাতাপিতা আমার পরম হিতৈষী, তাঁহারাও মরণভয়ে চলিয়া গিয়াছেন। আমার আর জীবনের কোন আশা নাই, আমাকে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। তখন তিনি শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, দয়া ও শুচিতা প্রভৃতি সংগুণরাশি স্মরণ করিতে লাগিলেন। এরূপ সত্যক্রিয়া অধিষ্ঠানের দ্বারা অগ্নি অস্বাভাবিকরূপে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল। এই বর্তকপরিভ্রাণ ভগবান বুদ্ধ সারীপুত্র স্ববিরের নিকট দেশনা করিয়াছিলেন।

সূত্র

- ১। জগতে যে সমস্ত গুণরাজি শীল, সত্য, শুচি, দয়া প্রভৃতি আছে আমি সেই সমস্ত গুণরাশি স্মরণ করিয়া অমৃতের সত্যক্রিয়া করিব।
- ২। আমি অপরিমিত ধর্মবল অমুস্মরণ, অতীত বুদ্ধগণকে স্মরণ ও সত্যবলকে আশ্রয় করিয়া সত্যক্রিয়া করিলাম।
- ৩। আমার পাখা আছে বটে, পালকহীন হওয়াতে উড়িতে পারি না। পা আছে বটে কিন্তু চলিতে পারি না। মাতাপিতাও প্রাণভয়ে অন্ত্র চলিয়া গিয়াছেন। অতএব হে অগ্নিদেব ! তুমি ফিরিয়া যাও !
- ৪। আমার এই সত্যক্রিয়া করার সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণভাবে জলন্ত অগ্নি ঘোড়শকরীষ পরিমিত স্থান হইতে জল সেচনে নিভিয়া যাওয়ার মতই নিভিয়া গেল। আমার এই শীলগুণাদির তুল্য সত্য আর নাই। ইহাই আমার সত্যপারমী।

ধজগ্গ সূতং

নিদানং

যস্মানুসরণেনা'পি অন্তলিঙ্ঘ্যেপি পাণিনো,
 পতির্চৈমধিগচ্ছন্তি ভূমিযং বিয সন্ধথা ।
 সন্ধপদব জালমহা যন্ধ-চোরারি সন্তবা,
 গগনা ন চ মুক্তানং পরিত্তং তং ভণাম হে ।

সূতং

- ১ । এবং মে সূতং একং সময়ং ভগবা সাবখিযং বিহরতি জেতবনে
 অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে । তত্র থো ভগবা ভিক্ষু
 আমন্তেসি—‘ভিক্ষবো’তি । ভদন্তে’তি তে ভিক্ষু ভগবতো
 পচ্চস্সোমুং । ভগবা এতদবোচ—
- ২ । ভূতপুৰ্ব্বং ভিক্ষবে দেবাসুর সংগামো সমুপববুলেহা অহোসি ।
 অথ থো ভিক্ষবে সঙ্কো দেবানমিন্দো দেবে তাবতিংসে
 আমন্তেসি—সচে বো মারিস ! দেবানং সংগাম-গতানং
 উল্লাজ্জেষ্য ভযং বা ছন্তিতত্তং বা লোমহংসো বা মমেব তস্মি
 সময়ে ধজগ্গং উল্লোকেষ্যাথ । মমং হি বো ধজগ্গং উল্লোকযতং
 যং ভবিস্সতি ভযং বা ছন্তিতত্তং বা লোমহংসো বা সো
 পহীযিস্সতি ।
- ৩ । নো চে মে ধজগ্গং উল্লোকেষ্যাথ, অথ পজাপতিস্স দেবরাজস্স
 ধজগ্গং উল্লোকেষ্যাথ । পজাপতিস্স হি বো দেবরাজস্স
 ধজগ্গং উল্লোকযতং, যং ভবিস্সতি ভযং বা ছন্তিতত্তং বা
 লোমহংসো বা সো পহীযিস্সতি ।
- ৪ । নো চে পজাপতিস্স দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকেষ্যাথ, অথ
 বরুণস্স দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকেষ্যাথ । বরুণস্স হি বো
 দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকযতং যং ভবিস্সতি ভযং বা ছন্তিতত্তং
 বা লোমহংসো বা সো পহীযিস্সতি ।

- ৫। নো চে বরুণস্স দেবরাজস্স ধজ্জগ্গং উল্লোকেষ্যাথ, অথ ঈসানস্স দেবরাজস্স ধজ্জগ্গং উল্লোকেষ্যাথ। ঈসানস্স হি বো দেবরাজস্স ধজ্জগ্গং উল্লোকযতং যং ভবিস্সতি ভযং বা ছন্তিতত্তং বা লোমহংসো বা সো পহীযিস্সতি।
- ৬। তং খো পন ভিচ্ছবে সক্কস্স বা দেবরাজস্স ধজ্জগ্গং উল্লোকযতং, পজ্জাপতিস্স বা দেবরাজস্স ধজ্জগ্গং উল্লোকযতং বরুণস্স বা দেবরাজস্স ধজ্জগ্গং উল্লোকযতং, ঈসানস্স বা দেবরাজস্স ধজ্জগ্গং উল্লোকযতং, যং ভবিস্সতি ভযং বা ছন্তিতত্তং বা লোমহংসো বা সো পহীযেথাপি নোপি পহীযেথ। তং কিস্স হেতু? সক্কো হি ভিচ্ছবে দেবানমিন্দো অবীতরাগো, অবীতদোসো অবীতমোহো, ভীকু, ছন্তী, উত্রাসী পলাযী'তি।
- ৭। অহঞ্চ খো ভিচ্ছবে এবং বদামি—সচে তুম্বাহং ভিচ্ছবে অরুণ্ণগতানং বা রুচ্ছমূলগতানং বা সুণ্ণাগারগতানং বা উল্লঙ্কেয্য ভযং বা ছন্তিতত্তং বা লোমহংসো বা মমেব তস্মিৎ সময়ে অনুস্সরেয্যাথ।—‘ইতিপি সো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো বিজ্জাচরণসম্পন্নো সুগতো লোকবিদু অমুত্তরো পুরিস-দম্ম-সারথী সখা দেবমনুস্সানং বুদ্ধো ভগবা’তি।—মমং হি বো ভিচ্ছবে অনুস্সরতং যং ভবিস্সতি ভযং বা ছন্তিতত্তং বা লোমহংসো বা সো পহীযিস্সতি।
- ৮। নো চে মং অনুস্সরেয্যাথ, অথ ধম্মং অনুস্সরেয্যাথ। ‘স্বাচ্ছাতো ভগবতা ধম্মো, সন্দিট্ঠিকো, অকালিকো, এহিপস্সিকো, ওপনাযিকো পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিণ্ণুহী তি।’ ধম্মং হি বো ভিচ্ছবে অনুস্সরতং যং ভবিস্সতি ভযং বা ছন্তিতত্তং বা লোমহংসো বা সো পহীযিস্সতি।

- ৯। নো চে ধম্মং অনুস্সরেয্যাথ, অথ সজ্জং অনুস্সরেয্যাথ ।
 ‘সুপটিপম্নো ভগবতো সাবকসজ্জো, উজুপটিপম্নো ভগবতো
 সাবকসজ্জো, ঐয়াযপটিপম্নো ভগবতো সাবকসজ্জো, সামীচি
 পটিপম্নো ভগবতো সাবকসজ্জো । যদিদং চত্তারি পুরিস-
 যুগানি অর্ট্ট পুরিসপুগ্গলা এস ভগবতো সাবকসজ্জো ।
 আহুণেয্যো, পাহুণেয্যো, দন্ধিণেয্যো, অঞ্জলিকরণেয্যো,
 অনুত্তরং পুণ্ণক্কেত্তং লোকস্সাতি ।—সজ্জং হি বো ভিদ্ধবে
 অনুস্সরতং যং ভবিস্সতি ভযং বা ছন্তিতত্তং বা লোমহংসো
 বা সো পহীযিস্সতি ।
- ১০। তং কিম্ম হেতু ? তথাগতো হি ভিদ্ধবে অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো
 বীতরাগো, বীতদোসো, বীতমোহো, অভীরু, অচ্ছন্তী,
 অনুজ্জাসী, অপলাযী’তি । ইদমবোচ ভগবা, ইদং বহ্বান
 সুগতো অথাপরং এতদবোচ সথা ।—
- ১১। অরণ্ণে রুদ্ধমূলে বা সুণ্ণাগারে বা ভিদ্ধবো,
 অনুস্সরেথ সম্বুদ্ধং ভযং তুম্হাকং নো সিযা ।
- ১২। নো চে বুদ্ধং সরেয্যাথ লোকজ্জেট্টং নরাসভং,
 অথ ধম্মং সরেয্যাথ নীয্যানিকং সুদেসিতং ।
- ১৩। নো চে ধম্মং সরেয্যাথ নীয্যানিকং সুদেসিতং,
 অথ সজ্জং সরেয্যাথ পুণ্ণক্কেত্তং অনুত্তরং ।
- ১৪। এবং বুদ্ধং সরন্তানং ধম্মং সজ্জঞ্চ ভিদ্ধবো,
 ভযং বা ছন্তিতত্তং বা লোমহংসো ন হেস্সতী’তি ।

বজ্রানুবাদ

- ১-২ । যে পরিত্রাণ মন্ত্ৰ পুনঃপুনঃ স্মরণ করিলে জীবগণ ভূমিতে আশ্রয় পাওয়ার মত আকাশেও আশ্রয় লাভ করে, যাহা স্মরণে অসংখ্য জীব বক্ষ-চোরাদির নানা উপদ্রব হইতে রক্ষা পায়, সেই ধ্বজাগ্র পরিত্রাণ আমরা পাঠ করিতেছি ।
- ১ । আমি এইরূপ শুনিয়াছি—এক সময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে জেতবন উগানে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে বাস করিতেছিলেন । তথায় একদিন ভগবান ভিক্ষুগণকে “হে ভিক্ষুগণ !” বলিয়া সম্বোধন করিলে ভিক্ষুগণ “ভদন্ত” বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন । তখন ভগবান বলিলেন—
- ২ । ভিক্ষুগণ, অতীতে একবার দেবতা ও অসুরের মধ্যে সংগ্রাম উপস্থিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র ত্রয়ত্রিংশ স্বর্গবাসী দেবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, ‘মহাশয়গণ ! যদি সংগ্রামক্ষেত্রে গিয়া দেবগণের ভয় বা রোমাঞ্চ উৎপন্ন হয় তবে আমার ধ্বজাগ্রভাগ দর্শন করা উচিত । আমার ধ্বজাগ্র দর্শন করিলে তোমাদের ভয় বা রোমাঞ্চ দূরীভূত হইবে ।
- ৩ । যদি আমার ধ্বজাগ্র দর্শন না কর, তবে দেবরাজ প্রজাপতির ধ্বজাগ্র দর্শন করা উচিত । দেবরাজ প্রজাপতির ধ্বজাগ্র দর্শন করিলে তোমাদের ভয় বা রোমাঞ্চ সবই দূরীভূত হইবে ।
- ৪ । যদি দেবরাজ প্রজাপতির ধ্বজাগ্র দর্শন না কর, তবে দেবরাজ বরুণের ধ্বজাগ্র দর্শন করা উচিত । দেবরাজ বরুণের ধ্বজাগ্র দর্শন করিলে তোমাদের ভয় বা রোমাঞ্চ সবই দূরীভূত হইবে ।
- ৫ । যদি দেবরাজ বরুণের ধ্বজাগ্র দর্শন না কর তবে দেবরাজ ঈশানের ধ্বজাগ্র দর্শন করা উচিত । দেবরাজ ঈশানের ধ্বজাগ্র দর্শন করিলে তোমাদের ভয় বা রোমাঞ্চ সবই দূরীভূত হইবে ।”
- ৬ । হে ভিক্ষুগণ ! দেবেন্দ্র শত্রুর ধ্বজাগ্র বা দেবরাজ প্রজাপতির ধ্বজাগ্র বা দেবরাজ বরুণের ধ্বজাগ্র বা দেবরাজ ঈশানের ধ্বজাগ্র দর্শন করিলে ভয় বা রোমাঞ্চ দূর হইতেও পারে, নাও হইতে পারে । তাহার কারণ কি ? কারণ, দেবেন্দ্র শত্রু লোভহীন, ঘ্বেষহীন ও মোহহীন নহে । ভীক, স্তব, ত্রাসযুক্ত ও পলায়নকারী ।

- ৭। হে ভিক্ষুগণ। আমি কিন্তু এইরূপ বলিতেছি :—অরণ্য, বৃক্ষমূল কিংবা শূণ্যাগারে যেখানেই তোমরা যাও না কেন যদি তোমাদের ভয় স্তব্ধতা ও রোমাঞ্চ উৎপন্ন হয়, তবে তোমরা আমাকে স্মরণ করিও। “সেই ভগবান অর্হং, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিজ্ঞাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অমৃতের পুরুষদম্য-সারথী, দেবমহুগণের শাস্তা, বুদ্ধ এবং ভগবান।”—ভিক্ষুগণ! আমাকে স্মরণ করিলে তোমাদের ভয়, স্তব্ধতা ও রোমাঞ্চ সবই দূর হইবে।
- ৮। যদি আমাকে স্মরণ না কর তবে ধর্মকে স্মরণ করিও। “ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক ধর্ম সু-আখ্যাত, প্রত্যক্ষফলপ্রদ, ফলদানে অকালিক, ‘এস দেখ’ বলিয়া আহ্বান করিবার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী ও বিজ্ঞগণ কর্তৃক স্বয়ং জ্ঞাতব্য।”—হে ভিক্ষুগণ! ধর্মকে অনুস্মরণ করিলে তোমাদের স্তব্ধতা বা রোমাঞ্চ সবই দূরীভূত হইবে।
- ৯। যদি ধর্মকে অনুস্মরণ না কর, তবে এইরূপে সজ্জকে অনুস্মরণ করিও। “সুপথে উপনীত ভগবান বুদ্ধের শ্রাবকসজ্জ, ঋজুপথে, নির্বাণপথে ও সমীচীন পথে উপনীত বুদ্ধের শ্রাবকসজ্জ এবং তাঁহারা আহ্বানের উপযুক্ত, দানের যোগ্য পাত্র, দক্ষিণার উপযোগী, অঞ্জলির যোগ্য ও জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।”—হে ভিক্ষুগণ! সজ্জকে অনুস্মরণ করিলে তোমাদের ভয়, স্তব্ধতা ও রোমাঞ্চ সবই দূর হইবে।
- ১০। তাহার কারণ কি? হে ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হং সম্যক-সম্বুদ্ধ লোভ-দ্বেষ্টহীন ও মোহহীন এবং ভীক, স্তব্ধ, ত্রাসযুক্ত ও পলায়নপর নহেন। ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে এইকথা বলিয়া অতঃপর অপর গাথা বলিলেন।
- ১১। হে ভিক্ষুগণ! বনে অথবা বৃক্ষ-মূলে, কিংবা শূণ্যাগারে অবস্থানকালে সম্বুদ্ধকে অনুস্মরণ করিলে তোমাদের কোন ভয় থাকিবে না।
- ১২। যদি লোকজ্যেষ্ঠ নরার্ধত বুদ্ধকে স্মরণ না কর, তবে সকল দুঃখ হইতে নিষ্ক্রমণের কারণসম্ভূত বুদ্ধদেশিত ধর্মকে স্মরণ করিবে।
- ১৩। যদি নির্বাণপথ-গামী বুদ্ধদেশিত ধর্মকে স্মরণ না কর তবে অমৃতের পুণ্যক্ষেত্র সজ্জকে অনুস্মরণ করিবে।
- ১৪। হে ভিক্ষুগণ। এইরূপে বুদ্ধ, ধর্ম ও সজ্জকে যাহারা স্মরণ করে তাহাদের ভয়, স্তব্ধতা বা রোমাঞ্চ হইবে না।

মহাক্সপথের বোজ্জ্ঞা

নিদানং

যং মহাক্সপথেরো পরিত্তং মুনিসন্তিকা,
সুত্বা তস্মিৎ খণেযেব অহোসি নিরুপদবো,
বোজ্জ্ঞা বলসংযুতং পরিত্তং তং ভগাম হে ।

সূত্রং

- ১। এবং মে সুতং, একং সময়ং ভগবা রাজগহে বিহরতি বেলুবনে কলন্দক নিবাপে । তেন খো পন সময়েন আযস্মা মহাক্সপো পিপ্পলী গুহাযং বিহরতি আবাধিকো ছুস্মিতো বালহগিলানো । অথ খো ভগবা সাযহু সময়ং পতিসল্লানা বুদ্ধিতো, যেনাযস্মা মহাক্সপো তেন্পসঙ্কমি । উপসঙ্কমিত্বা পঞত্তে আসনে নিসীদি । নিসজ্জ খো ভগবা আযস্মন্তং মহাক্সপং এতদবোচ ।
- ২। কচ্চি তে ক্সপ খমনীযং, কচ্চি যাপনীযং, কচ্চি তে ছুস্মা বেদনা পটিকমন্তি, নো অভিকমন্তি, পটিকমোসানং পঞ্ণাযতি নো অভিকমোতি ?—ন মে ভন্তে খমনীযং, ন যাপনীযং, বাল্লা মে ছুস্মা বেদনা অভিকমন্তি, নো পটিকমন্তি, অভিকমোসানং পঞ্ণাযতি নো পটিকমোতি ।
- ৩। সত্তিমে ক্সপ বোজ্জ্ঞা, মযা সম্মদস্সাত্তা ভাবিতা বহুলীকতা অভিঞায সস্সোধায নিব্বাণায সংবত্তন্তি । কতমে সত্ত ? সতি সস্সোজ্জ্ঞো খো ক্সপ ! মযা সম্মদস্সাত্তো ভাবিতো বহুলীকতো, অভিঞায সস্সোধায নিব্বাণায সংবত্ততি । ধম্মবিচয় সস্সোজ্জ্ঞো খো ক্সপ ! মযা সম্মদস্সাত্তো ভাবিতো বহুলীকতো, অভিঞায সস্সোধায নিব্বাণায সংবত্ততি ।

বীরিয় সম্বোজ্জ্ঞো থো কস্সপ ! ময়া সম্মদক্খাতো ভাবিতো
বহুলীকতো, অভিঞায় সম্বোধায় নিব্বাণায় সংবত্ততি ।

পীতি সম্বোজ্জ্ঞো থো কস্সপ ! ময়া সম্মদক্খাতো ভাবিতো
বহুলীকতো, অভিঞায় সম্বোধায় নিব্বাণায় সংবত্ততি ।

পস্সদ্বি সম্বোজ্জ্ঞো থো কস্সপ ! ময়া সম্মদক্খাতো ভাবিতো
বহুলীকতো, অভিঞায় সম্বোধায় নিব্বাণায় সংবত্ততি ।

সমাধি সম্বোজ্জ্ঞো থো কস্সপ ! ময়া সম্মদক্খাতো ভাবিতো
বহুলীকতো, অভিঞায় সম্বোধায় নিব্বাণায় সংবত্ততি ।

উপেক্খা সম্বোজ্জ্ঞো থো কস্সপ ! ময়া সম্মদক্খাতো ভাবিতো
বহুলীকতো, অভিঞায় সম্বোধায় নিব্বাণায় সংবত্ততি ।

৪ । ইমে থো কস্সপ সত্ত বোজ্জঙ্গা, ময়া সম্মদক্খাতা ভাবিতা
বহুলীকতা, অভিঞায় সম্বোধায় নিব্বাণায় সংবত্তন্তী'তি ।

তগ্ ঘ ভগবা বোজ্জঙ্গা, তগ্ ঘ সুগত বোজ্জঙ্গা'তি ।

ইদমবোচ ভগবা । অত্তমনো আযস্মা মহাকস্সপো
ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দি । বৃষ্ঠহি চাযস্মা মহা-
কস্সপো তম্হা আবাধা । তথা পহীনো চাযস্মতো,
মহাকস্সপস্স সো আবাধো অহোসী'তি ।

বজ্জানুবাদ

মহাকশ্যপ স্ববির বুদ্ধের নিকট যে পরিত্রাণ প্রবণ করিয়া তন্মুহূর্ত্তেই নিরুপদ্রব
হইয়াছিলেন, হে শ্রোতৃগণ, বোধাজ্ঞ শক্তিসম্পন্ন সেই পরিত্রাণ আমরা পাঠ
করিতেছি ।

১ । আমি এইরূপ শুনিয়াছি, একসময় ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহের বেণুবনে
কলন্দক-আরামে বাস করিতেছিলেন । সেই সময় আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ
পিপ্ফলি বৃক্ষের নিম্নে পর্কতগুহায় ব্যাধিগ্রস্ত, দুঃখিত ও তীব্র যন্ত্রণায়
অস্থির হইয়াছিলেন । অতপর ভগবান সঙ্ঘার সময় সমাপত্তি ধ্যান
হইতে উঠিয়া আয়ুষ্মান মহাকশ্যপের নিকট উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট

আসনে উপবেশন করিলেন। উপবিষ্ট হইয়া ভগবান বুদ্ধ আয়ুস্মান মহাকশ্যপকে বলিলেন—

১। হে কশ্যপ ! তুমি রোগষম্ভাণা সহ করিতে সক্ষম হইতেছ কি ?
তোমার শরীর চালনা করিতে পারিতেছ কি ? তোমার দুঃখ-বেদনা পরিক্ষীণ হইতেছে নাকি বৃদ্ধি পাইতেছে ? রোগের অবসান হইতেছে নাকি বৃদ্ধি পাইতেছে ? (কশ্যপ বলিলেন)—ভস্মে, আমার রোগষম্ভাণা সহ হইতেছে না। আমি চারি ইর্ষ্যাপথ প্রবর্তন করিতে অক্ষম। আমার দুঃখবেদনা অতীব প্রবল। বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। বৃদ্ধি ব্যতীত উপশমের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে না।

৩। হে কশ্যপ ! আমার দ্বারা এই সপ্তবিধ বোধ্যঙ্গ সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে, ভাবিত হইয়াছে এবং পুনঃপুনঃ উৎপাদন বশে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে—অভিজ্ঞেয় ধর্ম সমূহকে জানিবার জন্ম, আর্ধ্যমার্গ অধিগত করিবার জন্ম, যাহা নির্বাণ প্রত্যক্ষের দিকে সংবর্ত্তিত করে। সেই সপ্ত বোধ্যঙ্গ কি ?

হে কশ্যপ ! আমার দ্বারা স্মৃতি সন্বোধ্যঙ্গ সম্যকরূপে আখ্যাত, ভাবিত ও বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। হে কশ্যপ, আমার দ্বারা ধর্মবিচয় সন্বোধ্যঙ্গ সম্যকরূপে আখ্যাত, ভাবিত ও বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। তদ্রূপ বীর্ঘ্য, প্রীতি, প্রমুখি, (প্রশাস্তি) সমাধি ও উপেক্ষা সন্বোধ্যঙ্গ ও উত্তমরূপে আখ্যাত, ভাবিত ও বর্দ্ধিত করা হইয়াছে—অভিজ্ঞেয় ধর্ম সমূহকে জানিবার জন্ম আর্ধ্য মার্গ অধিগত করিবার জন্ম এবং যাহা নির্বাণ প্রত্যক্ষের দিকে সংবর্ত্তিত করে।

৪। হে কশ্যপ ! আমার দ্বারা এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ সম্যকরূপে আখ্যাত, ভাবিত ও বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। এই সেই ভগবানের বোধ্যঙ্গ, ইহাই স্মৃগতের বোধ্যঙ্গ। ভগবান এইরূপ বলিলেন।—আয়ুস্মান মহাকশ্যপ সন্তুষ্ট হইয়া ভগবানের বাক্যে অভিনন্দন জানাইলেন। আয়ুস্মান মহাকশ্যপ সেই রোগ হইতে পদ্মপত্রে জলবিন্দুবৎ মুক্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। আয়ুস্মান মহাকশ্যপের সেই রোগ যাহাতে পুনর্বার উৎপন্ন না হয়, সেই ভাবেই গ্রহীত হইল।

মহামোগ্গল্লানথের বোজ্জাঙ্গং

নিদানং

মোগ্গল্লানোপি থেরো যং পরিত্তং মুনিসন্তিকা,
সুত্ৰা তস্মিৎ খণেযেব অহোসি নিরুপদবো,
বোজ্জাঙ্গ বলসংযুক্তং পরিত্তং তং ভণাম হে ॥

সুত্তং

১। এবং মে সুত্তং একং সময়ং ভগবা রাজগহে বিহরতি বেলুবনে
কলন্দক নিবাপে। তেন খো পন সময়েন আয়স্মা মহা-
মোগ্গল্লানো গিজ্জাকূটে পব্বতে বিহরতি, আবাসিকো দুষ্সিত্তো
বালহগিলানো ; অথ খো ভগবা সাযণ্হ সময়ং পতিসল্লানা
বুট্ঠিত্তো যেনাযস্মা মহামোগ্গল্লানো তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্তা
পঞত্তে আসনে নিসীদি। নিসজ্জ খো ভগবা আয়স্মন্তং
মহামোগ্গল্লানং এতদবোচ—

২। কচ্চি তে মোগ্গল্লান খমনীযং ? কচ্চি যাপনীযং ? কচ্চি তে
দুস্সা বেদনা পটিকমন্তি নো অভিকমন্তি ? পটিকমোসানং

পঞযতি নো অভিকমোতি ? ন মে ভন্তে খমনীযং ন যাপনীযং
বাল্হা মে দুস্সা বেদনা অভিকমন্তি, নো পটিকমন্তি, অভিকমোসানং
পঞযতি নো পটিকমোতি।

৩। সত্তিমে মোগ্গল্লান বোজ্জাঙ্গা, ময়া সম্মদক্কাতা ভাবিতা
বহুলীকতা ; অভিঞায সম্বোধায় নিব্বাণায় সংবত্ততি। কতমে সত্তং ?

সতি সম্বোজ্জাঙ্গো খো মোগ্গল্লান ! ময়া সম্মদক্কাতো ভাবিতো
বহুলীকতো ; অভিঞায সম্বোধায় নিব্বাণায় সংবত্ততি।

ধম্মবিচয় সম্বোজ্জঙ্গে খো মোগ্গল্লান ! ময়া সম্মদক্খাতে ভাবিতে
বহুলীকতো ; অভিঞায় সম্বোধায় নিব্বাণায় সংবত্ততি ।

বীরিয় সম্বোজ্জঙ্গে খো মোগ্গল্লান ! ময়া সম্মদক্খাতে ভাবিতে
বহুলীকতো ; অভিঞায় সম্বোধায় নিব্বাণায় সংবত্ততি ।

পীতি সম্বোজ্জঙ্গে খো মোগ্গল্লান ! ময়া সম্মদক্খাতে ভাবিতে
বহুলীকতো ; অভিঞায় সম্বোধায় নিব্বাণায় সংবত্ততি ।

পস্সদ্বি সম্বোজ্জঙ্গে খো মোগ্গল্লান ! ময়া সম্মদক্খাতে ভাবিতে
বহুলীকতো ; অভিঞায় সম্বোধায় নিব্বাণায় সংবত্ততি ।

সমাধি সম্বোজ্জঙ্গে খো মোগ্গল্লান ! ময়া সম্মদক্খাতে ভাবিতে
বহুলীকতো ; অভিঞায় সম্বোধায় নিব্বাণায় সংবত্ততি ।

উপেক্খা সম্বোজ্জঙ্গে খো মোগ্গল্লান ! ময়া সম্মদক্খাতে ভাবিতে
বহুলীকতো ; অভিঞায় সম্বোধায় নিব্বাণায় সংবত্ততি ।

৪ । ইমে খো মোগ্গল্লান সত্ত বোজ্জঙ্গা ; ময়া সম্মদক্খাতা ভাবিতা
বহুলীকতা ; অভিঞায় সম্বোধায় নিব্বাণায় সংবত্তন্তীতি ।
তগ্ ঘ ভগবা বোজ্জঙ্গা তগ্ ঘ সুগত বোজ্জঙ্গা’তি ।

৫ । ইদমবোচ ভগবা, অন্তমনো আযস্মা মহামোগ্গল্লানো ভগবতো
ভাসিতং অভিনন্দি । বুঠ্ঠহি চা’যস্মা মহামোগ্গল্লানো তম্হা
আবাধা । তথা পহীনো চা’যস্মতো মহামোগ্গল্লানস্স সো
আবাধো অহোসী’তি ।

বঙ্গানুবাদ

মুনিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের নিকট হইতে মহামৌদগল্যায়ন স্ববিরও যে পরিত্রাণ শ্রবণ
করামাত্র নিরুপদ্রব হইয়াছিলেন, সেই মহাশুণসম্পন্ন পরিত্রাণ আমরা পাঠ
করিতেছি—

অবশিষ্টাংশ পূর্ব সূত্রানুযায়ী বঙ্গানুবাদ হইবে । কেবল ‘মহাকল্পপের’ স্থলে
‘মহামৌদগল্যায়ন হইবে, এইমাত্র তফাৎ ।

মহাচুন্দথের বোজ্জ্বল্লং

নিদানং

ভগবা লোকনাথো যং চুন্দথেরস্ সন্তিকা,
সুত্ৰা তস্মিং খণেষেব অহোসি নিরুপদবো,
বোজ্জ্বল্লং বলসংযুক্তং পরিত্তং তং ভণাম হে ॥

সুত্তং

- ১। এবং মে সুত্তং, একং সময়ং ভগবা রাজগহে বিহরতি বেলুবনে কলন্দক নিবাপে। তেন খো পন সময়েন ভগবা আরাধিকো হোতি ছুস্মিতো বালহগিলানো ; অথ খো আযস্মা মহাচুন্দো সাযহু সময়ং পতিসল্লানা বুঠিতো যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি ; উপসঙ্কমিহা ভগবন্তং অভিবাদেহা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নং খো আযস্মন্তং মহাচুন্দং ভগবা এতদবোচ—
- ২। পটিভন্ত তং চুন্দ বোজ্জ্বল্লং’তি। সত্তিমে ভন্তে বোজ্জ্বল্লং ভগবতা সম্মদস্সাত্তা ভাবিতা বহুলীকতা ; অভিপ্রায সস্বোধায় নিব্বাণায় সংবত্ততি। কতমে সত্তং ?

সতি সস্বোজ্জ্বল্লো খো ভন্তে ! ভগবতা সম্মদস্সাত্তো ভাবিতো বহুলীকতো ; অভিপ্রায সস্বোধায় নিব্বাণায় সংবত্ততি।

ধম্মবিচয় সস্বোজ্জ্বল্লো খো ভন্তে ! ভগবতা সম্মদস্সাত্তো ভাবিতো বহুলীকতো ; অভিপ্রায সস্বোধায় নিব্বাণায় সংবত্ততি।

বীরিয় সস্বোজ্জ্বল্লো খো ভন্তে ! ভগবতা সম্মদস্সাত্তো ভাবিতো বহুলীকতো ; অভিপ্রায সস্বোধায় নিব্বাণায় সংবত্ততি।

পীতি সস্বোজ্জ্বল্লো খো ভন্তে ! ভগবতা সম্মদস্সাত্তো ভাবিতো বহুলীকতো ; অভিপ্রায সস্বোধায় নিব্বাণায় সংবত্ততি।

পদ্মদ্বি সম্বোজ্ঞাঙ্গে খো ভন্তে ! ভগবতা সম্মদক্সাতো ভাবিতো
বহুলীকতো ; অভিপ্রণয় সম্বোধায় নিক্বাণায় সংবত্ততি ।

সমাধি সম্বোজ্ঞাঙ্গে খো ভন্তে ! ভগবতা সম্মদক্সাতো ভাবিতো
বহুলীকতো ; অভিপ্রণয় সম্বোধায় নিক্বাণায় সংবত্ততি ।

উপেক্সা সম্বোজ্ঞাঙ্গে খো ভন্তে ! ভগবতা সম্মদক্সাতো ভাবিতো
বহুলীকতো, অভিপ্রণয় সম্বোধায় নিক্বাণায় সংবত্ততি ।

৩। ইমে খো ভন্তে সত্ত্ব বোজ্ঞাঙ্গা, ভগবতা সম্মদক্সাতো ভাবিতা
বহুলীকতা অভিপ্রণয় সম্বোধায় নিক্বাণায় সংবত্তন্তী'তি ।
তগ্ ঘ ভগবা বোজ্ঞাঙ্গা, তগ্ ঘ চুন্দ বোজ্ঞাঙ্গা'তি ।

৪। ইদমবোচা'যস্মা মহাচুন্দো ; সমনুগ্ৰেণ সখা অহোসি ।
বুর্জিহি চ ভগবা তম্হা আবাধা । তথা পহীনো চ ভগবতো
সো আবাধো অহোসী'তি ।

বজ্রানুবাদ

চুন্দ স্ববিরের নিকট ভগবান লোকনাথ বুদ্ধ যে পরিত্রাণ শুনিবা মাত্রই
রোগমুক্ত হইয়াছিলেন, আমরা সেই পরিত্রাণ পাঠ করিতেছি ।

১। আমি এইরূপ শুনিয়াছি, এক সময় ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে বেণুবনস্থিত
কলন্দক-আবাসে বাস করিতেছিলেন । সেই সময় স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ
অনুস্থ হইয়াছিলেন । অনন্তর আয়ুত্মান চুন্দ সন্ধ্যার সময় সমাপত্তি
ধ্যান হইতে উখিত হইয়া ভগবৎ সমীপে উপস্থিত হইয়া এক পার্শ্বে
উপবেশন করিলেন । অনন্তর একপার্শ্বে উপবিষ্ট চুন্দকে ভগবান
বলিলেন—

২। হে চুন্দ ! তুমি সেই বোধাঙ্গ সূত্র পাঠ কর ! (চুন্দ স্ববির বলিলেন)
প্রভু, ভগবান বুদ্ধের দ্বারা এই সাতটি বোধাঙ্গ সম্যকরূপে আখ্যাত
হইয়াছে, ভাবিত ও বহুলীকৃত হইয়াছে, যাহা অভিজ্ঞেয় ধর্মসমূহকে
জানিবার জন্য, আধ্যম্যার্গ অবগত হইবার জন্য এবং ইহা নির্দোষ সাক্ষাৎ
করিবার দিকে প্রবর্তিত করে । সেই সপ্ত বোধাঙ্গ কি কি ? পূর্ববৎ ।

- ৩। ভস্মে, এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক আখ্যাত, ভাবিত ও বহুলী-
কৃত হইয়াছে, অভিজ্ঞেয় ধর্ম সমূহকে জানিবার জ্ঞান, আধ্যম্যার্গ অবগত
হইবার জ্ঞান এবং ইহা নির্বাণ সাক্ষাৎ করিবার দিকে প্রবর্তিত করে।
এই সেই ভগবানের বোধ্যঙ্গ ইহাই সেই চূন্দের বোধ্যঙ্গ।
- ৪। আয়ুস্মান চুন্দ স্ববির এইরূপ বলিলেন, ভগবান তাঁহার কথায় সম্মতি
জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান সেই রোগ হইতে পদ্মপত্র-জলের ন্যায় মুক্ত
হইয়া উঠিয়া বসিলেন। সেই রোগ যাহাতে পুনর্বার উৎপন্ন না হয়
সেইরূপ ভাবেই প্রহীন হইয়াছিল।

বোজ্জঙ্গ পরিভ্রং

সংসারে সংসরন্তানং সৰ্বত্বদ্ব্যবিনাসনে,
 সন্তুধম্মে চ বোজ্জঙ্গে মারসেনগ্নমদিনো ।
 বুজ্জিত্বা যেপিমে সত্তা তিভব মুত্তকুত্তমা,
 অজ্জাতিং অজ্জরা ব্যাধিং অমতং নিব্বুয়ং গতা ।
 এবমাদি গুণুপেতং অনেকগুণসংগহং,
 ওসধঞ্চ ইমং মন্তং বোজ্জঙ্গন্তং ভণাম হে ॥

- ১ । বোজ্জঙ্গে সতিসংখাতে ধম্মানং বিচযো তথা ;
 বীরিয়ং পীতি পম্পদ্বি বোজ্জঙ্গা ব তথাপরে ।
- ২ । সমাবুপেক্ষা বোজ্জঙ্গা সন্তেতে সৰ্বদস্সিনা ;
 মুনিনা সম্মদস্সাতা ভাবিতা বহুলীকতা ।
- ৩ । সংবত্তন্তি অভিগ্গায নিব্বাণায় চ বোধিয়া,
 এতেন সচ্চবজ্জেন সোথি মে* হোতু সৰ্বদা ।
- ৪ । একস্মিং সময়ে নাথো মোগ্গলানঞ্চ কস্সপং ;
 গিলানে দুস্সিতে দিস্সা বোজ্জঙ্গে সত্ত দেসযি ।
- ৫ । তে চ তং অভিনন্দিহা রোগা মুঞ্চিংসু তং ঋণে
 এতেন সচ্চবজ্জেন সোথি মে* হোতু সৰ্বদা ।
- ৬ । একদা ধম্মরাজা'পি গেলগ্গেণাভিপীলিতো,
 চুন্দথেৱেন তগ্গেব ভণাপেহান সাদরং
- ৭ । সম্মোদিহা চ আবাধা তম্হা বুট্ঠেসি ঠানসো ;
 এতেন সচ্চবজ্জেন সোথি মে* হোতু সৰ্বদা ।
- ৮ । পহীনা তে চ আবাধা তিগ্গম্পি মহেসীনং ;
 মগ্গাহত কিলেসাব পত্তানুপত্তি ধম্মতং ।
 এতেন সচ্চবজ্জেন সোথি মে* হোতু সৰ্বদা ।

বজ্রানুবাদ

সংসারচক্রে ভ্রমণকারী জীবগণের সকল দুঃখ বিনাশ করিবার জন্ত মারসেনা প্রমর্দনকারী বুদ্ধগণ সপ্ত বোধাঙ্গ ধর্ম দেশনা করিয়াছেন। যাহা জ্ঞাত হইয়া তৃষ্ণামুক্ত মহাপুরুষগণ জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু ও ভয়রহিত নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরা এবশ্বিধ গুণসম্পন্ন মল্লোষধি সদৃশ সেই বোধাঙ্গ-পরিভ্রাণ পাঠ করিতেছি।

১।২।৩ স্মৃতি ধর্ম বিচয়, বীৰ্য্য, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি ও উপেক্ষা—এই সপ্তবিধ বোধাঙ্গ মহামুনি বুদ্ধ কর্তৃক সম্যকরূপে ব্যক্ত, ভাবিত ও বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। এই সপ্তবোধাঙ্গ অভিজ্ঞা, নির্বাণ ও বোধিজ্ঞানের জন্তই বিদ্যমান আছে। এই সত্য বাক্যের দ্বারা সর্বদা আমার শুভ হউক।

৪-৫। একদা লোকনাথ (বুদ্ধ) মৌদগল্যায়ন ও কশ্যপকে রোগাক্রান্ত দেখিয়া এই সপ্ত বোধাঙ্গ দেশনা করিয়াছিলেন। তাঁহারাও তাহাতে আনন্দিত হইয়া তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। এই সত্যবাক্য দ্বারা সর্বদা আমার শুভ হউক।

৬-৭। একদা রোগাক্রান্ত ধর্মরাজ বুদ্ধ ও চন্দ্র স্ববিরের দ্বারা বোধাঙ্গ সূত্র আগ্রহের সহিত পাঠ করাইয়া সম্ভোষের সহিত অনুমোদন করিয়া সম্পূর্ণরূপে সেই রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এই সত্যবাক্যের প্রভাবে সর্বদা আমার মঙ্গল হউক।

৮। মার্গাহত কলুষ সদৃশ এই মহর্ষিত্রয়ের রোগ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়াছে। এই সত্য বাক্যের প্রভাবে সর্বদা আমার মঙ্গল হউক।

ধম্মচক্কপ্পবত্তন সূত্তং

নিদানং

ভিক্ষুণং পঞ্চবগ্গীনং ইসিপতন নামকে,
মিগদায়ে ধম্মবরং যং তং নিব্বাণপাপকং ।
সহস্পতি নামকেন মহাব্রহ্মেন যাচিতো,
চতুসচ্চং পকাসেন্তো লোকনাথো অদেসযি ।
নন্দিতং সৰ্বদেবেহি সৰ্বসম্পত্তি সাধকং,
সৰ্বলোক হিতথায় ধম্মচক্কং ভণাম হে ।

সূত্তং

১। এবং মে সূত্তং—একং সময়ং ভগবা বারাণসিয়ং বিহরতি
ইসিপতনে মিগদায়ে । তত্র খো ভগবা পঞ্চবগ্গিয়ে ভিক্ষু আমন্তেসি ।

২। ধেম্মে ভিক্ষবে অন্তা পব্বজিতেন ন সেবিত্বা । কতমে
দেহে ? যো চাযং কামেসু কামসুখল্লিকানুযোগো হীনো গম্মো
পোথুজ্জনিকো অনরিষো অনথসংহিতো । যো চাযং অন্তকিলমথানু-
যোগো ছুঙ্খো অনরিষো অনথসংহিতো । এতে তে ভিক্ষবে উভো
অন্তে অনুপগম্ম মজ্জিমা পটিপদা তথাগতেন অভিসম্বুদ্ধা, চক্ষুকরণী,
ঞানকরণী, উপসমায়, অভিঞায়, সম্বোধায়, নিব্বাণায় সংবত্ততি ।

৩। কতমা চ সা ভিক্ষবে মজ্জিমা পটিপদা তথাগতেন অভিসম্বুদ্ধা
—চক্ষুকরণী ঞ্জানকরণী উপসমায় অভিঞায় সম্বোধায় নিব্বাণায়
সংবত্ততি ? অযমেব অরিষো অর্টেক্সিকো মগ্গো । সেযাথীদং—
সম্মাদিচ্ছি, সম্মাসঙ্কপ্পো, সম্মাবাচা, সম্মাকম্মন্তো, সম্মা আজ্জীবো,
সম্মাবাযামো, সম্মাসতি, সম্মাসমাধি । অযং খো সা ভিক্ষবে, মজ্জিমা

পটিপদা তথাগতেন অভিসম্বুদ্ধা—চক্ষুরণী ঞ্জানকরণী উপসমায়
অভিপ্রণয়, সম্বোধায় নিব্বাণায় সংবত্ততি ।

৪। ইদং খো পন ভিক্ষবে হুঙ্কং অরিয়সচ্চং—জাতিপি হুঙ্কা,
জরাপি হুঙ্কা, ব্যাধিপি হুঙ্কা, মরণম্পি হুঙ্কং, অন্নিযেহি সম্পযোগো
হুঙ্কা, পিয়েহি বিম্বযোগো হুঙ্কা, যম্পিচ্ছং ন লভতি তম্পি হুঙ্কং,
সম্বিন্তেন পকুপাদানক্কা হুঙ্কা ।

৫। ইদং খো পন ভিক্ষবে হুঙ্কসমুদয়ং অরিয়সচ্চং—যাযং তণ্হা
পোনোত্তবিকা নন্দি-রাগ-সহগতা তত্র তত্রাভিনন্दिनी । সেযাথীদং—
কাম তণ্হা, ভব তণ্হা, বিভব তণ্হা ।

৬। ইদং খো পন ভিক্ষবে হুঙ্কনিরোধং অরিয়সচ্চং—যো তস্মা
যেব তণ্হায় অসেস-বিরাগ-নিরোধ চাগো পটিনিম্মল্লো মুত্তি
অনালযো ।

৭। ইদং খো পন ভিক্ষবে, হুঙ্কনিরোধগামিনী পটিপদা
অরিয়সচ্চং,—অযমেব অরিয়ো অর্টজিকো মল্লো । সেযাথীদং—
সম্মাদিট্ঠি, সম্মাসঙ্কল্লো, সম্মাবাচা, সম্মাকম্মত্তো, সম্মাজ্জীবো,
সম্মাবাযামো, সম্মাসতি, সম্মাসমাধি ।

৮। ইদং হুঙ্কং অরিয়সচ্চন্তি মে ভিক্ষবে, পুঙ্কে অননুস্মুতেসু
ধম্মেসু চক্ষুং উদপাদি, ঞ্জানং উদপাদি, পঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি,
আলোকো উদপাদি ।

তং খো পনিদং হুঙ্কং অরিয়সচ্চং পরিঞেয্যন্তি মে ভিক্ষবে, পুঙ্কে
অননুস্মুতেসু ধম্মেসু চক্ষুং উদপাদি, ঞ্জানং উদপাদি, পঞা উদপাদি,
বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি ।

তং খো পনিদং হুঙ্কং অরিয়সচ্চং পরিঞাতন্তি মে ভিক্ষবে, পুঙ্কে
অননুস্মুতেসু ধম্মেসু চক্ষুং উদপাদি, ঞ্জানং উদপাদি, পঞা উদপাদি,
বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি ।

৯। ইদং দুষ্কসমুদয়ং অরিয়সচ্চন্তি মে ভিক্ষবে, পুৰে অননুস্মৃতেসু ধম্মেসু চক্ষুঃ উদপাদি, ঞ্ণানং উদপাদি, পঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি।

তং খো পনিদং দুষ্কসমুদয়ং অরিয়সচ্চং পহাতক্কন্তি মে ভিক্ষবে, পুৰে অননুস্মৃতেসু ধম্মেসু চক্ষুঃ উদপাদি, ঞ্ণানং উদপাদি, পঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি।

তং খো পনিদং দুষ্কসমুদয়ং অরিয়সচ্চং পহীনন্তি মে ভিক্ষবে, পুৰে অননুস্মৃতেসু ধম্মেসু চক্ষুঃ উদপাদি, ঞ্ণানং উদপাদি, পঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি।

১০। ইদং দুষ্কনিরোধং অরিয়সচ্চন্তি মে ভিক্ষবে, পুৰে অননুস্মৃতেসু ধম্মেসু চক্ষুঃ উদপাদি, ঞ্ণানং উদপাদি, পঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি।

তং খো পনিদং দুষ্কনিরোধং অরিয়সচ্চং সচ্ছিকাতক্কন্তি মে ভিক্ষবে, পুৰে অননুস্মৃতেসু ধম্মেসু চক্ষুঃ উদপাদি, ঞ্ণানং উদপাদি, পঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি।

তং খো পনিদং দুষ্কনিরোধং অরিয়সচ্চং সচ্ছিকতন্তি মে ভিক্ষবে, পুৰে অননুস্মৃতেসু ধম্মেসু চক্ষুঃ উদপাদি, ঞ্ণানং উদপাদি, পঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি।

১১। ইদং দুষ্কনিরোধগামিনী পটিপদা অরিয়সচ্চন্তি মে ভিক্ষবে, পুৰে অননুস্মৃতেসু ধম্মেসু চক্ষুঃ উদপাদি, ঞ্ণানং উদপাদি, পঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি।

তং খো পনিদং দুষ্কনিরোধগামিনী পটিপদা অরিয়সচ্চং ভাবেতক্কন্তি মে ভিক্ষবে, পুৰে অননুস্মৃতেসু ধম্মেসু চক্ষুঃ উদপাদি, ঞ্ণানং উদপাদি, পঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি।

তং খো পনি'দং ছুঙ্কনিরোধগামিনী পটিপদা অরিয়সচ্চ ভাবিত্তি
মে ভিক্ষবে, পুঙ্কে অনস্সুতেস্সু ধম্মেস্সু চঙ্কুং উদপাদি, এগ্ননং উদপাদি,
পঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি ।

১২ । যাবকীবঞ্চ মে ভিক্ষবে, ইমেস্সু চতুস্সু অরিয়সচ্চেস্সু এবং
তি-পরিবট্টং দ্বাদসাধারণ-যথাভূতং এগ্নদস্সনং ন সুবিস্সুদ্ধং অহোসি,
নেব তাবাহং ভিক্ষবে, সদেবকে লোকে, সমারকে, সত্রন্ধকে সস্সমণ-
ব্রাহ্মণিয়া পজ্জায সদেবমনুস্সায অন্তুরং সস্সাসস্সোধিং অভিসস্সুদ্ধো'তি
পচ্চঞাংসিং ।

১৩ । যতো চ খো মে ভিক্ষবে ইমেস্সু চতুস্সু অরিয়সচ্চেস্সু এবং
তি-পরিবট্টং দ্বাদসাধারণ যথাভূতং এগ্নদস্সনং সুবিস্সুদ্ধং অহোসি,
অথাহং ভিক্ষবে সদেবকে লোকে, সমারকে, সত্রন্ধকে, সস্সমণ-ব্রাহ্মণিয়া
পজ্জায সদেবমনুস্সায অন্তুরং সস্সাসস্সোধিং অভিসস্সুদ্ধো'তি পচ্চঞাংসিং ।

১৪ । এগ্ননঞ্চ পন মে দস্সনং উদপাদি । “অকুপ্পা মে চেতোবি-
মুত্তি, অযমস্সিমা জ্জাতি নখিদানি পুনত্তুবো'তি” । ইদমবোচ ভগবা,
অত্তমনা পঞ্চবল্লিয়া ভিক্ষু ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দুত্তি ।

১৫ । ইমস্সিঞ্চ পন বেয্যাকরণস্সিং ভঞ্জেমানে আযস্সতো
কোণ্ডঞেস্স বিরজং, বীতমলং ধম্মচঙ্কুং উদপাদি,—“যং কিঞ্চি সমুদযধম্মং
সকং তং নিরোধ-ধম্মন্তি” ।

১৬ । পবত্তিতে চ পন ভগবতা ধম্মচক্কে ভূস্সা দেবা সদ্দ-
মনুস্সাবেস্সুং —‘এতং ভগবতা বারাগসিয়ং ইসিপতনে মিগদাযে অন্তুরং
ধম্মচক্কং পবত্তিতং, অগ্নতিবত্তিয়ং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা
মারেন বা ব্রহ্মহুনা বা কেনচি বা লোকস্সিন্তি’ ।

ভূস্সানং দেবানং সদ্দং সুহা চাতু'স্সহাৰাজিকা দেবা সদ্দমনুস্সা-
বেস্সুং,—এতং...পে...

চাতুর্মহারাজিকানং দেবানং সদং সূত্বা তাবতিংসা দেবা
সদমনুস্কাবেসুং—এতং...পে...।

তাবতিংসানং দেবানং সদং সূত্বা যামা দেবা সদমনুস্কাবেসুং—এতং
...পে...।

যামানং দেবানং সদং সূত্বা তুসিতা দেবা সদমনুস্কাবেসুং,—
এতং...পে...।

তুসিতানং দেবানং সদং সূত্বা নিস্মাগরতী দেবা সদমনুস্কাবেসুং,—
এতং...পে...।

নিস্মাগরতীনং দেবানং সদং সূত্বা পরনিশ্মিতবসবত্তিনো দেবা
সদমনুস্কাবেসুং—এতং...পে...।

পরনিশ্মিত-বসবত্তীনং দেবানং সদং সূত্বা ব্রহ্মপারিসজ্জা দেবা
সদমনুস্কাবেসুং—এতং...পে...।

ব্রহ্মপারিসজ্জানং দেবানং সদং সূত্বা ব্রহ্মপুরোহিতা দেবা
সদমনুস্কাবেসুং—এতং...পে...।

ব্রহ্মপুরোহিতানং দেবানং সদং সূত্বা মহাব্রহ্মা দেবা সদমনুস্কা-
বেসুং—এতং...পে...।

মহাব্রহ্মানং দেবানং সদং সূত্বা পরিত্তাভা দেবা সদমনুস্কাবেসুং
—এতং...পে...।

পরিত্তাভানং দেবানং সদং সূত্বা অগ্নমাগাভা দেবা সদমনুস্কা-
বেসুং—এতং...পে...।

অগ্নমাগাভানং দেবানং সদং সূত্বা আভস্সরা দেবা সদমনুস্কাবেসুং
—এতং...পে...।

আভস্সরানং দেবানং সদং সূত্বা পরিত্তসুভা দেবা সদমনুস্কাবেসুং,
—এতং...পে...।

পরিত্তসুভানং দেবানং সদং সূত্বা অগ্নমাগসুভা দেবা সদমনুস্কাবেসুং
...এতং...পে...।

অগ্নিমাণসুভানং দেবানং সদং সুহা সুভকিঙ্ককা দেবা সদমনুস্কা-
বেসুং,—এতং...পে... ।

সুভকিঙ্ককানং দেবানং সদং সুহা বেহপ্ফলা দেবা সদমনুস্কাবেসুং
এতং...পে... ।

বেহপ্ফলানং দেবানং সদং সুহা অতপ্পা দেবা সদমনুস্কাবেসুং,—
এতং...পে... ।

অতপ্পানং দেবানং সদং সুহা সুদস্সা দেবা সদমনুস্কাবেসুং,—এতং
...পে... ।

সুদস্সানং দেবানং সদং সুহা সুদস্সী দেবা সদমনুস্কাবেসুং,—
এতং...পে... ।

সুদস্সীনং দেবানং সদং সুহা অকনিট্ঠিকা দেবা সদমনুস্কাবেসুং—
এতং...পে... ।

১৭। ইতি'হ তেন খণেন তেন লযেন তেন মুহন্তেন যাব
ব্রহ্মলোকা সদো অত্তুল্লঙ্খি, অযঞ্চ খো দসসহস্সী লোকধাতু সঙ্কম্পি,
সম্পকম্পি সম্পবেধি। অগ্নমাণো চ উল্লারো ওভাসো লোকে
পাতুরহোসি অতিকম্ম দেবানং দেবানুভাবন্তি ।

অথ খো ভগবা উদানং উদানেসি, “অগ্ণাসি বত ভো কোণ্ডগ্ণেণ,
অগ্ণাসি বত ভো কোণ্ডগ্ণেণ’তি ।”—ইদং হি’দং আযস্মতো কোণ্ডগ্ণস্স
অগ্ণ কোণ্ডগ্ণেণাহেব নামং অহোসীতি ।

ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রের উৎপত্তি

ছয় বৎসর কঠোর তপস্যার পর ভগবান বুদ্ধ উরুবিল্বের নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বোধিবৃক্ষমূলে পবিত্র বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তারপর অনন্ত দুঃখরাশির উদয়-বিলয় চিন্তা করিতে করিতে মুচলিন্দমূলে বিবেকহুথ উপভোগ করিলেন। পরে রাজায়তন বৃক্ষমূলে বণিক তপস্ব-ভল্লিকের দান গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে ত্রিরশ্মির শরণাপন্ন করিলেন।

অতঃপর তিনি চিন্তা করিলেন—“আমি যে ধর্মরত্ন লাভ করিয়াছি তাহা অতিশয় গম্ভীর এবং বড়ই দুর্বোধ্য। লোভ, দ্বেষ ও মোহান্ধ সাধারণ মানুষ এই গম্ভীর সত্য উপলব্ধি করিতে পারিবে না। শ্রোতারা যদি ইহার মূল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারে তবে আমার এই ধর্মদেশনার প্রয়োজন নাই।” এই ভাবিয়া তিনি ধর্মদেশনা করিবেন কিনা ইত্যন্ততঃ করিতে লাগিলেন। এমতাবস্থায় ব্রহ্মা সহস্রাবধি বুদ্ধের মনোভাব জানিয়া জগতের কল্যাণার্থ ধর্মদেশনা করিবার জ্ঞানতজ্জাহু হইয়া ভগবানকে অনুরোধ করিলেন। তখন মহাকারণিক সর্বজ্ঞ বুদ্ধ বুদ্ধিতে পারিলেন যে তাঁহার ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার মত লোক পৃথিবীতে আছে। কাজেই তিনি ধর্মপ্রচারে উৎসাহিত হইলেন।

কিন্তু কাহাকে প্রথম এই ধর্ম দেশনা করিবেন চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার আলাড় কালাম ও উদ্রক রামপুত্রের কথা মনে পড়িল। কিন্তু তিনি দিব্যচক্ষুতে দেখিতে পাইলেন যে তাঁহারা উভয়ে কালগত হইয়াছেন। তারপর তাঁহার মনে উদ্ভিত হইল পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের কথা, যাহারা তাঁহার সহবাসী ছিলেন। অতএব সেই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের নিকটেই সর্বপ্রথম তাঁহার নব ধর্ম প্রচার করিবেন মনস্থ করিয়া জ্ঞাননেত্রে অবলোকন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহারা বারাণসীর ঋষিপতন যুগদায়ে বাস করিতেছেন।

অনন্তর ভগবান ঋষিপতন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে সেই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ ভগবানকে আসিতে দেখিয়া তাঁহাদের মনে অশ্রদ্ধা এবং অবহেলার ভাব জন্মিল। তাঁহারা ঠিক করিলেন যে, অশ্রদ্ধা গৌতম আসিলে তাহারা তাঁহার প্রতি কোন প্রকার সম্মান প্রদর্শন করিবেন না। কিন্তু ভগবান আসিয়া পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের সেই মনোভাব দূরীভূত হইল এবং সকলেই নতমস্তক হইয়া পড়িলেন। তখন ভগবান তাঁহাদিগকে কহিলেন, “হে ভিক্ষুগণ,

আমি যে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছি, সেই অমৃতের বাণী তোমাদিগকে শুনাইতে আসিয়াছি। তোমরা শ্রবণ কর। ভগবান তাঁহাদের কুশলচিন্তা দেখিতে পাইয়া “দ্বৈমে ভিক্ষুবে অন্তা পবজিতেন ন সেবিতব্বা” বলিয়া জগতের হিতার্থে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিলেন।

ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রের বঙ্গানুবাদ

১। আনন্দ স্ববির রাজগৃহে আহত সপ্তপর্ণী গুহায় পঞ্চশত অর্হতের সম্মেলনে প্রথম মহাসঙ্গীতিতে বলিয়াছেন—

আমি এইরূপ শুনিয়াছি,—এক সময় ভগবান বারাণসীর ঋষিপতন যুগদায়ে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় তিনি কৌণ্ড্য, ভদ্রিয়, বশ্শ, অশ্বজি ও মহানাম এই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের আহ্বান করিলেন।

২। হে ভিক্ষুগণ, দুইটির চরমে প্রব্রজিত ভিক্ষু-শ্রমণদের যাওয়া উচিত নহে। সেই দুইটা কি কি? প্রথমতঃ, হীন, গ্রাম্য ও সাধারণজন-সেবিত অনার্য ও অনর্থকর কাম্যবস্তুরে অন্তরুক্ত হওয়া। আর দ্বিতীয়তঃ অনার্য ও অনর্থযুক্ত আত্মক্লেশ-জনিত দুঃখ বরণ। এই দুই অস্ত্র ত্যাগ করিয়া তথাগত মধ্যমপথ অধিগত হইয়াছেন যাহা চক্ষু উৎপাদনকারী, জ্ঞান-উপশম ও অভিজ্ঞা উৎপাদনকারী এবং যাহা মাহুষকে সম্বোধি বা নির্বাণের দিকে সংবর্তিত করে।

৩। হে ভিক্ষুগণ, বুদ্ধ তথাগত কর্তৃক অধিগত চক্ষু উৎপাদনকারী, জ্ঞান, উপশম ও অভিজ্ঞা উৎপাদনকারী এবং সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে সংবর্তনকারী সেই মধ্যমপথ কি? ইহা আর্ধ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যথা—সম্যক্‌দৃষ্টি, সম্যক্‌ সঙ্কল্প, সম্যক্‌ বাক্য, সম্যক্‌ কর্ম, সম্যক্‌ জীবিকা, সম্যক্‌ চেষ্টা, সম্যক্‌ স্মৃতি ও সম্যক্‌ সমাধি। ভিক্ষুগণ, চক্ষু উৎপাদনকারী, জ্ঞান, উপশম ও অভিজ্ঞা উৎপাদনকারী এবং সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে সংবর্তনকারী এই মধ্যম প্রতিপদা তথাগত বুদ্ধ অধিগত হইয়াছেন।

৪। হে ভিক্ষুগণ, জন্মদুঃখ, জরাদুঃখ, ব্যাধিদুঃখ, মরণদুঃখ, অপ্ৰিয়সংযোগ দুঃখ, প্রিয়বিয়োগ দুঃখ, ইচ্ছিত বস্তুর অলাভজনিত দুঃখ ও সংক্ষেপে বলিতে গেলে পঞ্চ উপাদান স্বক্কই দুঃখ। ইহাকে বলে দুঃখ আর্ধ্যসত্য।

- ৫। হে ভিক্ষুগণ, ভব হইতে ভবাস্তরে পুনপুন উৎপাদিকা তৃষ্ণা যাহা আনন্দ ও লোভের সহিত আগমন করে এবং সেই সেই ভবে অভিনন্দন-কারিনী—ইহাকে বলা হয় দুঃখসমুদয় আৰ্য্যসত্য। তাহা ত্রিবিধ—কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা।
- ৬। হে ভিক্ষুগণ, সেই তৃষ্ণার নিঃশেষে বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, নিক্ষেপ, মুক্তি ও অনালয়, ইহাকে বলে দুঃখ-নিরোধ আৰ্য্যসত্য।
- ৭। হে ভিক্ষুগণ, সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কৰ্ম্ম, সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ চেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি—এই আৰ্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা বা দুঃখ নিরোধের উপায় আৰ্য্যসত্য।
- ৮। হে ভিক্ষুগণ, ইহা ‘দুঃখ আৰ্য্যসত্য’ বলিয়া এই অশ্রুতপূৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম আমার চক্ষু, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হইয়াছে। সেই দুঃখ আৰ্য্যসত্য পরিজ্ঞাতব্য বলিয়া এই অজ্ঞাতপূৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম আমার চক্ষু, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হইয়াছে। সেই আৰ্য্যসত্য পরিজ্ঞাতব্য বলিয়া এই অশ্রুতপূৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম আমার চক্ষু, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হইয়াছে।
- ৯। হে ভিক্ষুগণ, ইহা ‘দুঃখসমুদয় আৰ্য্যসত্য’ বলিয়া এই অশ্রুতপূৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম আমার চক্ষু, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হইয়াছে। ভিক্ষুগণ, সেই ‘দুঃখসমুদয় আৰ্য্যসত্য’ ‘ত্যাগের যোগ্য’ বলিয়া এই অপ্রকাশিতপূৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম আমার চক্ষু, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হইয়াছে। ভিক্ষুগণ, সেই ‘দুঃখসমুদয় আৰ্য্যসত্য’ পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া এই অশ্রুতপূৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম আমার চক্ষু, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হইয়াছে।
- ১০। হে ভিক্ষুগণ, ইহা ‘দুঃখ নিরোধ আৰ্য্যসত্য’ বলিয়া এই অশ্রুতপূৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম আমার চক্ষু, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হইয়াছে। ভিক্ষুগণ, সেই দুঃখনিরোধ আৰ্য্যসত্য প্রত্যক্ষ-করণীয় বলিয়া এই অজ্ঞাতপূৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম আমার চক্ষু, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হইয়াছে। ভিক্ষুগণ, ‘দুঃখনিরোধ আৰ্য্যসত্য’ প্রত্যক্ষ করিয়াছি

বলিয়া এই অশ্রুতপূর্ব ধর্মের আমার চক্ষু, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হইয়াছে।

১১। হে ভিক্ষুগণ, ইহা ‘দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্ধ্যসত্য’ বলিয়া এই অজ্ঞাতপূর্ব ধর্মের আমার চক্ষু, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হইয়াছে। ভিক্ষুগণ, এই ‘দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্ধ্যসত্য ভাবনা করিবার যোগ্য’ বলিয়া এই অশ্রুতপূর্ব ধর্মের আমার চক্ষু, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হইয়াছে। ভিক্ষুগণ, সেই ‘দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্ধ্যসত্য, আমি ভাবনা করিয়াছি’ বলিয়া এই অশ্রুতপূর্ব ধর্মের আমার চক্ষু, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হইয়াছে।

১২। হে ভিক্ষুগণ, এই চারি আর্ধ্যসত্য সমূহে ত্রিবিধ ক্রম অনুসারে দ্বাদশ প্রকার জ্ঞানদর্শন যতদিন আমার পরিকার হয় নাই, ততদিন আমি মার, ব্রহ্মা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কিম্বা দেবমানবের মধ্যে অন্তর সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিয়াছি বলিয়া প্রকাশ করি নাই।

১৩। হে ভিক্ষুগণ, এই চারি আর্ধ্যসত্য সমূহে এই ত্রিবিধ ক্রম অনুসারে দ্বাদশ প্রকার জ্ঞান-দর্শন যখন আমার পরিকার হইয়াছিল, তখন হইতেই আমি দেব, ব্রহ্মা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও দেব-মানবের মধ্যে অন্তরসম্যক্ সম্বোধি লাভ করিয়াছি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছি।

১৪। আমার জ্ঞান-দর্শন উৎপন্ন হইয়াছে। আমার চিত্তবিমুক্তি প্রকৃপিত হইবার নহে। ইহাই আমার অন্তিম জন্ম। এই হইতে আমাকে আর সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। ভগবান বুদ্ধ যখন এই উক্তি করিলেন, তখন পঞ্চবর্ণীয় ভিক্ষুগণ আনন্দিত হইয়া ভগবৎ বাক্য সাধুবাদের সহিত অনুমোদন করিলেন।

১৫। ১৬। এই ধর্মচক্র সূত্র প্রবর্তিত হইলে আয়ুস্মান কোণ্ডণোর পাপরজঃমুক্ত ও কলুষবিহীন ধর্মচক্ষু অর্থাৎ স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভ হইয়াছিল, অর্থাৎ যাহা কিছু উদয়শীল তাহাই বিলয়ধর্মী। ভগবান বুদ্ধের দ্বারা ধর্মচক্র প্রবর্তিত হইলে ভূমিবাসী দেবতার। এই সাধুবাদ ধ্বনি ঘোষণা করিয়াছিলেন—‘ইহা ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক বারানসী ঋষিপতন মৃগদায়ে

অমৃতর ধর্মচক্র প্রবর্তিত হইয়াছিল যাহা শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব, মার, ব্রহ্মা বা অন্ত কাহারো দ্বারা প্রবর্তিত হয় নাই ।

ভূমিবাসী দেবগণের শব্দ শুনিয়া চতুম্ভারাজিক দেবতারা সাধুবাদ ধ্বনি ঘোষণা করিলেন । এইরূপে তাবতিংস, যাম, তুষিত, নিম্মণরতি, পরনির্মিত-বশবত্তী দেবগণও সাধুবাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন । এইভাবে ব্রহ্মা পারিসজ্জা, ব্রহ্মা পুরোহিত, মহাব্রহ্মা, পরিভাত, অপ্রমাণাত, আভস্বর, পরিতত্ত্বত, অপ্রমাণত্ত্বত, শুভকিহু, বেহপ্‌ফল, অবিহ, অতপ্প, সুদর্শ, সুদর্শী এবং অকনিষ্ঠবাসী দেবগণও সাধুবাদ ধ্বনি ঘোষণা করিয়াছিলেন ।

১৭ । এই প্রকারে সেই ধর্মচক্র প্রবর্তন-ক্ষেণে সেই মুহূর্ত্তে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত শব্দ ঘোষিত হইয়াছিল । তখন এই দশসহস্র মৌরজগৎ কল্পিত ও প্রকল্পিত হইয়াছিল । দিব্য আলোককেও অতিক্রম করিয়া জগতে এক অগ্রমেয় এবং উদার আলোকরশ্মি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল ।

অনন্তর ভগবান বুদ্ধ স্থললিত কণ্ঠে প্রীতি জ্ঞাপন করিলেন,—“আয়ুস্মান কৌণ্ড্য আঠার কোটি ব্রহ্মার সহিত শ্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ।” তখন হইতে আয়ুস্মান কৌণ্ড্য “জ্ঞাত বা অর্হত কৌণ্ড্য” বলিয়া পরিচিত হইলেন ।

মহাজয়মঙ্গল গাথা

- ১। মহাকারুণিকো নাথো হিতায় সৰ্বপাণিনং ;
পূরেহা পারমী সৰ্বা পত্তো সন্থোধিমুক্তমং ;
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু তে জয়মঙ্গলং ।
- ২। জয়ন্তো বোধিয়া মূলে সৰ্গ্যানং নন্দিবজ্জনো,
এবং তুহং জযো হোতু জয়স্স জয়মঙ্গলং ।
- ৩। সৰ্ব্বত্র বুদ্ধরতনং ওসধং উত্তমং বরং,
হিতং দেব-মনুস্সানং বুদ্ধতেজেন সোখিনা ;
নস্সন্তু পদবা সৰ্বে হুঙ্খা বৃপসমেত্ত তে ।
- ৪। সৰ্ব্বত্র ধম্মরতনং ওসধং উত্তমং বরং
পরিলাহুপসমনং ধম্মতেজেন সোখিনা,
নস্সন্তু পদবা সৰ্বে ভয়া বৃপসমেত্ত তে ।
- ৫। সৰ্ব্বত্র সজ্জরতনং ওসধং উত্তমং বরং,
আহুণেয্যং পাহুণেয্যং সজ্জতেজেন সোখিনা ;
নস্সন্তু পদবা সৰ্বে রোগা বৃপসমেত্ত তে ।
- ৬। যং কিঞ্চি রতনং লোকে বিজ্জতি বিবিধা পুথু,
রতনং বুদ্ধসমং নথি তস্সা সোখি ভবন্ত তে ।
- ৭। যং কিঞ্চি রতনং লোকে বিজ্জতি বিবিধা পুথু,
রতনং ধম্মসমং নথি তস্সা সোখি ভবন্ত তে ।
- ৮। যং কিঞ্চি রতনং লোকে বিজ্জতি বিবিধা পুথু,
রতনং সজ্জসমং নথি তস্সা সোখি ভবন্ত তে ।
- ৯। নথি মে সরণং অগ্রং বুদ্ধো মে সরণং বরং,
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু তে জয়মঙ্গলং ।
- ১০। নথি মে সরণং অগ্রং ধম্মো মে সরণং বরং,
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু তে জয়মঙ্গলং ।

- ১১ । নখি মে সরণং অগ্রং সজ্জা মে সরণং বরং,
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু তে জয়মঙ্গলং ।
- ১২ । সব্বীতিযো বিবজ্জন্তু সব্বরোগো বিনস্তু,
মা তে ভবত্তুরাযো সুখী দীঘায়ুকো ভব ।
- ১৩ । ভবতু সব্বমঙ্গলং রত্নন্তু সব্ব দেবতা,
সব্ব বুদ্ধানুভাবেন সদা সোথি ভবন্তু তে ।
- ১৪ । ভবতু সব্বমঙ্গলং রত্নন্তু সব্ব দেবতা,
সব্ব ধম্মানুভাবেন সদা সোথি ভবন্তু তে ।
- ১৫ । ভবতু সব্বমঙ্গলং রত্নন্তু সব্বদেবতা,
সব্ব সজ্জানুভাবেন সদা সোথি ভবন্তু তে ।
- ১৬ । নন্তু যন্তু ভূতানং পাপগ্গহ নিবারণা,
পরিতন্সানুভাবেন হন্তু তেসং উপদবে ।
- ১৭ । যং দুন্নিমিত্তং অবমঙ্গলঞ্চ
যো চা'মনাপো সকুনস্স সদ্দো,
পাপগ্গহো দুস্সুপিণং অকন্তুং
বুদ্ধানুভাবেন বিনাসমেত্তু ।
- ১৮ । যং দুন্নিমিত্তং অবমঙ্গলঞ্চ
যো চা'মনাপো সকুনস্স সদ্দো,
পাপগ্গহো দুস্সুপিণং অকন্তুং
ধম্মানুভাবেন বিনাসমেত্তু ।
- ১৯ । যং দুন্নিমিত্তং অবমঙ্গলঞ্চ,
যো চা'মনাপো সকুনস্স সদ্দো
পাপগ্গহো দুস্সুপিণং অকন্তুং
সজ্জানুভাবেন বিনাসমেত্তু ।

বজ্রানুবাদ

- ১। মহাকাৰুণিক লোকনাথ বুদ্ধ সৰ্ব্বপ্ৰাণীৰ হিতের জ্ঞাত সৰ্ব্ববিধ পাপমী পূৰ্ণ কৰিয়া পৰম-সম্বোধি প্ৰাপ্ত হইয়াছেন। এই সত্যবাক্য দ্বাৰা সৰ্বদা তোমাদের স্বস্তি হউক।
- ২। মারসেনাবিজয়ী শাক্যদিক্ৰেৰ আনন্দ-বৰ্দ্ধনকাৰী শাক্যসিংহ বোধিমূলে য়েৰূপ জয়লাভ কৰিয়াছেন, সেইৰূপ তোমাদেরও জয়মঙ্গল হউক।
- ৩। দেব-মানবের কল্যাণকর উত্তম ঔষধি সম বুদ্ধ-রত্নের সংকার ও বুদ্ধগুণের প্ৰভাবে তোমাদের সমস্ত উপদ্রব বিনষ্ট হউক এবং সৰ্বভয় উপশম হউক।
- ৪। দাহ উপশমকর শ্ৰেষ্ঠ ঔষধিসম ধৰ্ম্মরত্নের সংকার ও ধৰ্ম্মগুণের প্ৰভাবে তোমাদের সকল উপদ্রব বিনষ্ট হউক এবং সকল ভয় উপশম হউক।
- ৫। আহ্বানীয় এবং পূজাহ' শ্ৰেষ্ঠ ঔষধিসম সজ্জ্বরত্নের সংকার ও সজ্জ্বগুণের প্ৰভাবে তোমাদের সকল উপদ্রব বিনষ্ট হউক এবং সকল রোগ উপশম হউক।
- ৬-৭-৮। এই জগতে ষত প্ৰকাৰ রত্ন আছে—বুদ্ধ, ধৰ্ম্ম ও সজ্জ্বরত্নের ত্ৰায় শ্ৰেষ্ঠ রত্ন আর নাই। এই সত্যবাক্য দ্বাৰা তোমাদের স্বস্তি হউক।
- ৯-১০-১১। আমার অজ্ঞ কোন শরণ নাই। বুদ্ধ, ধৰ্ম্ম ও সজ্জ্বই আমার শ্ৰেষ্ঠ শরণ। এই সত্যবাক্য দ্বাৰা তোমাদের জয় ও মঙ্গল হউক।
- ১২। তোমাদের সকল বিঘ্ন দূর হউক, সকল রোগ বিনষ্ট হউক, কোনও অস্ত্ৰায় না হউক, তোমরা সুখী ও দীৰ্ঘায়ু হও।
- ১৩। ১৪। ১৫। তোমাদের সৰ্ব্বপ্ৰকাৰ মঙ্গল হউক, সকল দেবতা রক্ষা কৰুন। সকল বুদ্ধ, ধৰ্ম্ম ও সজ্জ্বর শক্তি-প্ৰভাবে সৰ্বদা তোমাদের স্বস্তি হউক।
- ১৬। নক্ষত্ৰ, ষক্ষ ও ভূতগণের পাপগ্ৰহ এই পৰিত্ৰাণের প্ৰভাবে নিবানিত হউক।
- ১৭। ১৮। ১৯। যে কোন দুৰ্নিমিত্ত, অমঙ্গল, অপ্ৰীতিজনক পক্ষী-রব পাপগ্ৰহ ও দুঃস্বপ্ন বুদ্ধ, ধৰ্ম্ম ও সজ্জ্বর প্ৰভাবে বিনাশ প্ৰাপ্ত হউক।

ଜୟମଙ୍ଗଳ ଅଟ୍ଟ ଗାଥା

- ୧ । ବାହୁଂ ସହସ୍ରମଭିନିମ୍ବିତ ସାୟୁଧନ୍ତଂ
ଗିରିମେଧଲଂ ଉଦିତ ଘୋର-ସମେନ-ମାରଂ,
ଦାନାଦି ଧନ୍ୟ ବିଧିନା ଜିତବା ମୁନିନ୍ଦୋ
ତନ୍ତେଞ୍ଜସା ଭବତୁ ତେ ଜୟମଙ୍ଗଳାନି ।
- ୨ । ମାରାତିରେକମଭିଯୁଞ୍ଜିତ ସବ୍ବରକ୍ତିଂ
ଘୋରସ୍ପନାଲବକମକ୍ଷ୍ମଥକ୍ଷୟଞ୍ଜଂ,
ଧନ୍ତୀ-ସୁଦନ୍ତ ବିଧିନା ଜିତବା ମୁନିନ୍ଦୋ
ତନ୍ତେଞ୍ଜସା ଭବତୁ ତେ ଜୟମଙ୍ଗଳାନି ।
- ୩ । ନାଲାଗିରିଂ ଗଜବରଂ ଅତିମନ୍ତ୍ରଭୂତଂ
ଦାବନ୍ଧି ଚକ୍ରମସନୀବ ସୁଦାରୁଣନ୍ତଂ,
ମେନ୍ତସୁସେକବିଧିନା ଜିତବା ମୁନିନ୍ଦୋ
ତନ୍ତେଞ୍ଜସା ଭବତୁ ତେ ଜୟମଙ୍ଗଳାନି ।
- ୪ । ଉଦ୍ଧିନ୍ତୁଧନ୍ୟମତିହସ୍ତ ସୁଦାରୁଣନ୍ତଂ
ଧାବନ୍ତିଷୋଜନପଥ'ମ୍ବୁଲିମାଳବନ୍ତଂ,
ଇନ୍ଦ୍ରିଭିସଂସ୍ତମନୋ ଜିତବା ମୁନିନ୍ଦୋ
ତନ୍ତେଞ୍ଜସା ଭବତୁ ତେ ଜୟମଙ୍ଗଳାନି ।
- ୫ । କହ୍ନାନ କର୍ତ୍ତୃମୁଦରଂ ଇବ ଗନ୍ତ୍ରୀନୀୟା
ଚିହ୍ନାୟ ଦୂର୍ତ୍ତବଚନଂ ଜନକାୟମନ୍ତ୍ରୋ,
ସନ୍ତେନ ସୋମବିଧିନା ଜିତବା ମୁନିନ୍ଦୋ
ତନ୍ତେଞ୍ଜସା ଭବତୁ ତେ ଜୟମଙ୍ଗଳାନି ।
- ୬ । ସଚ୍ଚଂ ବିହାୟ ମତିସଚ୍ଚକବାଦକେତୁଂ
ବାଦାଭିରୋପିତମନଂ ଅତି ଅକ୍ଳଭୂତଂ,
ପଞ୍ଚାଂଶପଦୀପଜଳିତୋ ଜିତବା ମୁନିନ୍ଦୋ
ତନ୍ତେଞ୍ଜସା ଭବତୁ ତେ ଜୟମଙ୍ଗଳାନି ।

- ৭। নন্দোপনন্দভূজগং বিবুধং মহিদ্ধিং
পুস্তেন থেরভূজগেন দমাপযন্তো,
ইদ্ধপদেস বিধিনা জিতবা মুনিন্দো
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি ।
- ৮। দুগ্ধাহদিটি ভূজগেন সুদর্ট্টহথং
ব্রহ্মং বিসুদ্ধি জুতিমিদ্ধি বকাভিধানং,
ঞানাগদেন বিধিনা জিতবা মুনিন্দো
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি ।
- ৯। এতাপি বুদ্ধ-জয়মঙ্গল অর্ট্ট গাথা
যো বাচকো দিনে দিনে সরতে অতন্দি,
হিত্বান'নেক বিবিধানি চুপদ্বানি
মোক্ষং সুখং অধিগমেয্য নরো সপঞ্চেণ ।

জয়মঞ্জল গাথার উৎপত্তি

- ১। শাক্যকুল-চূড়ামণি সিদ্ধার্থ বুদ্ধগয়ার বোধিচক্রমতলে তৃণাসনে বসিয়া মনে মনে অধিষ্ঠান করিলেন—“আমার শরীরের রক্ত-মাংস শুকাইয়া যাক্, অস্থি-চৰ্ম্ম স্নায়ু মাত্র অবশিষ্ট থাকুক, তথাপি বুদ্ধত্ব লাভ না করিয়া আমি এই আসন হইতে উঠিব না।” তাহার এই বজ্রকঠোর সংকল্প জানিয়া পাপাত্মা মার ভাবিল—এরূপ হইলে আমার চক্রাস্ত আর চলিবে না। কাজেই সিদ্ধার্থকে সংকল্পচ্যুত করিতে হইবে। মার সিদ্ধার্থকে বিপথগামী করিবার জন্য কত চেষ্টা করিল। কিছুতেই না পারিয়া সহস্র বাহু নিম্নাঙ্গ পূর্বক অস্ত্রশস্ত্র হস্তে গিরিমেখলা নামক হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বহু মারসৈন্য সহ সিদ্ধার্থকে আক্রমণ করিল। কিন্তু সিদ্ধার্থ দানাদি পারমীপুণের প্রভাবে সসৈন্য মারকে পরাজিত করিলেন। এই ঘটনা অবলম্বনে প্রথম গাথা রচিত হইয়াছে।
- ২। আলবক নামক যক্ষ, ভগবান বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। বুদ্ধ একদিন যক্ষের ঘরে গিয়া বাস করিতেছিলেন। যক্ষ আসিয়া বুদ্ধকে একবার বাহির করিয়া দিল, আবার ভিতরে প্রবেশ করিতে বলিল। এভাবে দুইবার বাহির করার পর বুদ্ধ তৃতীয় বারে আর বাহির হইলেন না। এই কারণে যক্ষের সঙ্গে বুদ্ধের সংগ্রাম হইয়াছিল। বুদ্ধ তাহাকে যথোচিত প্রমোত্তর প্রদান করিয়া ক্ষমা ও দমণ্ডনে পরাস্ত করিলেন। ইহা দ্বিতীয় গাথার বৃত্তান্ত।
- ৩। দেবদত্ত বুদ্ধকে হত্যা করিয়া বুদ্ধ হইবার অভিপ্রায়ে অনেক ষড়যন্ত্র করিয়াও বুদ্ধকে হত্যা করিতে পারেন নাই। পরে রাজা অজাতশত্রুর নালাগিরি নামক মদমত্ত হস্তী ছাড়িয়া দিয়া বুদ্ধকে মারিবার চেষ্টা করিল। হস্তী বুদ্ধের সম্মুখে আসিয়া শান্ত-দান্ত হইয়া গেল। কাজেই তাহার সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। ভগবান মৈত্রীপুণে হস্তীকে জয় করিয়াছিলেন। অবশেষে বুদ্ধকে অভিবাদন করিয়া হস্তী ফিরিয়া গেল। ইহা তৃতীয় গাথার বৃত্তান্ত।
- ৪। [চতুর্থ গাথার বন্ধাম্ববাদ অঙ্গুলিমাল পরিভ্রাণের নিদান দ্রষ্টব্য।]
- ৫। ভগবান বুদ্ধের জীবিতকালে অন্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণের সম্মান সংকার খুব কমিয়া গিয়াছিল। এজন্য তাহারা বুদ্ধের অনিষ্ট সাধনের

ইচ্ছায় চিঞ্চা নারী এক রমণীকে বশীভূত করিয়া কহিল—“বোন, তুমি কাষ্ঠের উদর করিয়া গর্তিনীতুল্য হও এবং ধর্মসভায় উপস্থিত হইয়া বল যে বুদ্ধ নষ্টচরিত্র এবং তাঁহার দ্বারা তোমার অপগর্ত হইয়াছে” ইত্যাদি বলিয়া বুদ্ধের মহত্ত্বায় কলঙ্ক আরোপ কর।” ধর্মসভায় ঘাইয়া উপরোক্ত কথাগুলি বলিলে চিঞ্চাকে পুরস্কৃত করিবে বলিয়া লোভ দেখাইল। তাহাদের প্ররোচনায় ও অর্থলোভে কলঙ্কিনী নারী মহতী ধর্মসভায় উপস্থিত হইয়া বুদ্ধের অপবাদ করিল। বুদ্ধ এইরূপ জঘন্য অপবাদ শাস্ত সৌম্যভাবে সহ করিলেন। তখনই দৈবপ্রভাবে পাপীয়সী চিঞ্চার কৃত্রিম গভ' খসিয়া পড়ায় তাহার মিথ্যা ছলনা প্রকাশ পাইল। ইহা পঞ্চম গাথার বৃত্তান্ত।

৬। নিগ্রৎ সন্ন্যাসী সত্যক বুদ্ধশিষ্য অশ্বজি স্ববিরের মুখে বুদ্ধের অনাত্মবাদের আভাষ পাইয়া বুদ্ধের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করিবার জ্ঞাত ও নিজের মত প্রতিষ্ঠা করিবার জ্ঞাত আসিয়াছিল। ভগবান তাঁহাকে যুক্তিপূর্ণ তর্কে পরাজিত করিয়া তাহার অন্তরে জ্ঞানপ্রদীপ জ্বালাইয়া দিলেন। ইহা ষষ্ঠ গাথার ইতিবৃত্ত।

৭। ভগবান পাঁচশত শিষ্যসহ তাবতিংশ স্বর্গে যাইবার সময় নন্দোপনন্দ নামক নাগরাজ স্নমেক পর্বতকে নিজের ফণাদ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। নাগভবনের উপর পৌছিয়া বুদ্ধশিষ্য রাষ্ট্রপাল জিজ্ঞাসা করিলেন—“পূর্বে আমরা এখানে আসিলে স্নমেক পর্বত, তাবতিংশধাম ও ধ্বজাযুক্ত বৈজয়ন্ত প্রাসাদ দেখিতে পাইতাম। এখন কেন দেখা যাইতেছে না? ভগবান উত্তর দিলেন—“নন্দোপনন্দ নামক নাগরাজ তোমাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া ঋদ্ধিবলে অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। তখন দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবক মহামোদগল্লায়ন স্ববির নাগরাজকে দমন করেন। ইহা সপ্তম গাথার বৃত্তান্ত।

৮। মিথ্যাদৃষ্টির বশবর্তী, ঋদ্ধিমান ও জ্যোতিয়ান্ বক নামক ব্রহ্মা কোন প্রকারেই মিথ্যা ধারণা ত্যাগ করিতে পারিতেছিল না। ভগবান স্বয়ং চারিজন শিষ্যসহ ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া পারমার্থিক জ্ঞানরূপ অমোঘ ঔষধ প্রয়োগে তাহার ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করিয়া তাহাকে সম্যকদৃষ্টি প্রায়ণ করেন। ইহা অষ্টম গাথার ইতিবৃত্ত।

বঙ্গানুবাদ

- ১। যে মুনীন্দ্র বুদ্ধ হুনির্মিত আয়ুধধর সহস্রবাহু, গিরিমেখলা নামক হস্তীপৃষ্ঠে উপবিষ্ট সসৈন্য ভয়ঙ্কর মারকে দানাদি ধর্মবলে জয় করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তোমার জয় ও মঙ্গল হউক।
- ২। যে মুনীন্দ্র সমস্ত রাত্রি সংগ্রামকারী ভয়ানক দুর্দান্ত ও নির্দয় আলবক যক্ষকেও ক্ষান্তি এবং দমগুণে জয় করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তোমার জয় ও মঙ্গল হউক।
- ৩। যে মুনীন্দ্র দাবাগ্নিচক্র ও অশনিতুল্য দারুণ মদমত্ত নালাগিরি হস্তীকে মৈত্রীবারি-সিঞ্জে জয় করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তোমার জয় ও মঙ্গল হউক।
- ৪। যে মুনীন্দ্র উৎকৃষ্ট খড়্গধারী ত্রিযোজন পথ ধাবমান অঙ্গুলিমালকেও অলৌকিক ঋদ্ধিবলে জয় করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তোমার জয় ও মঙ্গল হউক।
- ৫। যে মুনীন্দ্র গর্ভিনীতুল্য কাষ্ঠময় উদরকারিণী চিঞ্চা নামক রমণীর অপবাদবাক্য শাস্ত সৌম্যবলে জয় করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তোমার জয় ও মঙ্গল হউক।
- ৬। সত্যত্যাগী অসত্যাবলম্বী, বিবাদপরায়ণ, অতি অঙ্কভূত সত্যক নামক নিগ্রহকে যে মুনীন্দ্র প্রজ্ঞা-প্রদীপ জ্বালাইয়া জয় করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তোমার জয় ও মঙ্গল হউক।
- ৭। যে মুনীন্দ্র নন্দ-উপনন্দ নামক মহাঋদ্ধিসম্পন্ন নিপুণ ভূজঙ্গকে স্বীয় শ্রাবকপুত্র মহামোদগল্যায়ন স্ববিরের দ্বারা ঋদ্ধি ও উপদেশবলে জয় করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তোমার জয় ও মঙ্গল হউক।
- ৮। ভূজঙ্গদংশিত হস্তবৎ দারুণ মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ বিমুগ্ধ জ্যোতি ও মহাঋদ্ধিসম্পন্ন বক নামক ব্রহ্মাকে যে মুনীন্দ্র জ্ঞানৌষধি দ্বারা জয় করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তোমার জয় ও মঙ্গল হউক।
- ৯। যে পাঠক বুদ্ধের জয়মঙ্গল সম্বলিত এই অষ্টগাথা উৎসাহের সহিত প্রতিদিন স্মরণ কর, সেই জ্ঞানবান ব্যক্তি বিবিধ উপদ্রব হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া মোক্ষস্থল লাভ করিবেন।

সুপুৰুষ সূত্রং

- ১। যং ছন্নিমিত্তং অবমঙ্গলঞ্চ
যো চামনাপো সকুণ্ঠস সন্দো,
পাপপ্লহো ছন্স পিনং অকন্তং
বুদ্ধানুভাবেন বিনাসমেত্ত । (ধম্মানুভাবেন ও
সজ্জানুভাবেন)
- ২। ছুচ্ছপ্পত্তা চ নিদ্দুচ্ছা ভয়প্পত্তা চ নিত্তয়া,
সোকপ্পত্তা চ নিস্সোকো হোন্ত সকেপি পাণিনো ।
- ৩। এত্তাবতা চ অমেহহি সন্ততং পুণ্ণসম্পদং,
সকে দেবা অনুমোদন্ত সৰ্বসম্পত্তি সিদ্ধিয়া ।
- ৪। দানং দদন্ত সঙ্কায় সীলং রক্ষন্ত সৰ্বদা,
ভাবনাভিরতা হোন্ত গচ্ছন্ত দেবতাগতা ।
- ৫। সকে বুদ্ধা বলপ্পত্তা পচেচকানঞ্চ যং বলং,
অরহন্তানঞ্চ তেজেন রক্ষং বন্ধামি সৰ্বসো । (তিনবার,
সকে ধম্মা ও সকে সজ্জা)
- ৬। যং কিঞ্চি বিত্তং ইধ বা হুরং বা
সগ্গেসু বা যং রতনং পণীতং,
ননো সমং অথি তথাগতেন
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবথি হোতু ।
- ৭। ভবতু সৰ্বমঙ্গলং রক্ষন্ত সৰ্বদেবতা,
সৰ্ব বুদ্ধানুভাবেন সদা সোথি ভবন্ত তে ।
- ৮। মহাকারুনিকো নাথো হিতায় সৰ্বপাণিনং,
পুরেহা পারমী সৰ্বা পত্তো সম্বোধিমুক্তমং ।
- ৯। জযন্তো বোধিয়া মূলে সক্যানং নন্দিবজ্জনো
এবমেব জযো হোতু জযস্স জযমঙ্গলে ।

- ১০ । অপরাজিত পল্লকে সীসে পুথুবী মুকুলে,
অভিসেকে সমুদ্রানং অগ্নপ্লভো পমোদতি ।
- ১১ । সুনন্দন্তং সুনন্দলং সুপ্লভাতং সুহৃষ্টিং,
সুখণে সমুহন্তো চ সুযিষ্ঠং ব্রহ্মচারীসু ।
- ১২ । পদচ্ছিণং কাষকস্মং বাচাকস্মং পদচ্ছিণং,
পদচ্ছিণং মনোকস্মং পনিধী তে পদচ্ছিণা ।
- ১৩ । পদচ্ছিণানি কত্বান লভন্তেথ পদচ্ছিণে,
তে অথলদ্ধা সুখিতা বিরুলহা বুদ্ধসাসনে
অরোগা সুখিতা হোথ সহ সৰ্ব্বৈহি এগাতীভি ।

বঙ্গানুবাদ

এই সূত্রটি ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিবার সময় মাহুঘের সদাচার বিষয়ে সার্বজনীন ভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন । ভগবানের উক্তি—ভিক্ষুগণ, যাহারা পূর্বাহ্ন সময়ে কায়-বাক্য-মনে সদাচারী হয়, সেই পূর্বাহ্ন তাহাদের পক্ষে শুভ পূর্বাহ্ন । যাহারা মধ্যাহ্নকালে কায়-বাক্য-মনে সদাচারী হয়, সেই মধ্যাহ্ন তাহাদের পক্ষে শুভ মধ্যাহ্ন । যাহারা অপরাহ্নকালে কায়-মনো-বাক্যে সদাচারী হয়, তাহা তাহাদের পক্ষে শুভ অপরাহ্ন । এই তিন প্রহর তাহাদের অতীব সুমুহূর্ত । এই উপলক্ষে ভগবান বুদ্ধ সুপূর্বাহ্ন সূত্র দেশনা করিয়াছিলেন ।

- ১ । যে কোন প্রকার দুর্নিমিত্ত, অমঙ্গল, অপ্ৰীতিজনক পক্ষীরব, পাপগ্রহ, দুঃস্বপ্ন বুদ্ধের প্রভাবে, ধর্মের প্রভাবে ও সজ্জের প্রভাবে বিনাশ হউক ।
- ২ । দুঃখিত প্রাণীসমূহ দুঃখহীন, ভয়ার্ত্ত প্রাণিগণ নির্ভীক ও শোকাক্ত প্রাণিগণ শোকহীন হউক ।
- ৩ । এষাবৎ আমরা যে সমস্ত পুণ্যসম্পদ সঞ্চয় করিয়াছি, সর্বসম্পত্তি সিদ্ধ হইবার জন্ত দেবগণ তাহা অনুমোদন করুন ।
- ৪ । শ্রদ্ধার সহিত দান দাও, সর্বদা শীল পালন কর, ধ্যানপরায়ণ হও, দেবতারা যেখানে গিয়াছেন, সেখানে যাও ।
- ৫ । দণবলপ্রাপ্ত বুদ্ধ, পচেকবুদ্ধ ও অহংগণের তেজোবলে তোমাদের রক্ষাবন্ধন করিতেছি ।

- ৬। ইহ-পরলোকে ষাহা কিছু বিত্ত আছে ও স্বর্গলোকে যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ রত্ন আছে, ঐগুলি তথাগত বুদ্ধের সমান নহে। ইহা বুদ্ধের শ্রেষ্ঠতা, এই সত্যবাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হউক।
- ৭। তোমাদের সর্বপ্রকার মঙ্গল হউক, সমস্ত দেবতা তোমাদিগকে রক্ষা করুন এবং বুদ্ধগণের প্রভাবে সর্বদা তোমাদের স্বস্তি হউক।
- ৮। মহাকাব্যিক বুদ্ধ সর্বপ্রাণীর হিতের জন্য সকল পারমী পূর্ণ করিয়া সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।
- ৯। শাক্যবংশের আনন্দবর্দ্ধনকারী শাক্য সিংহ যেমন বোধিদ্ৰুমমূলে জয়লাভ করিয়াছেন, সেরূপ তোমাদেরও জয়মঙ্গল হউক।
- ১০। সম্বুদ্ধগণ পৃথিবীর শীর্ষস্থানভূত শোভনশীল অপরাভ্যেয় বোধিপালঙ্কে অর্হৎ প্রাপ্ত হইয়া যেমন আমোদিত হইয়াছিলেন, তেমনি তোমরাও আনন্দিত হও।
- ১১। গৃহীদের পক্ষে ব্রহ্মচারীর সেবা-পূজা করাই স্নানক্ষত্ৰ, স্নানমঙ্গল, স্নানপ্রভাত, স্নানভোজান, স্নানভক্ষণ ও স্নান মুহূর্ত।
- ১২। ১৩। তোমাদের কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্ম এবং প্রার্থনা উন্নতভাবে সম্পাদিত হউক। সেরূপ উন্নতিজনক কার্য করিয়া সমৃদ্ধি লাভ করিতে থাক, বুদ্ধশাসনে উন্নতি লাভ করিয়া সুখী হও। তোমরা সকল জাতিগণ সহ নিরোগ ও সুখী হও।

জিনপঞ্জর গাথা

- ১। জয়াসনগতা বীরা জেহা মারং সবাহিনিং,
চতুসচ্চামতরসং যে পিবিংসু নরাসভা।
- ২। তংহঙ্করাদযো বুদ্ধা অর্চিবীসতি নাযকা,
সব্বে পতিষ্ঠিতা ময়হং (১) মথকে তে মুনিস্সরা।
- ৩। সিরে পতিষ্ঠিতা বুদ্ধা ধম্মো চ মম (২) লোচনে,
সজ্জো পতিষ্ঠিতো ময়হং (১) উরে সৰ্বগুণাকরো।
- ৪। হদযে অনুবুদ্ধো চ সারিপুত্তো চ দক্ষিণে,
কোণ্ডণ্ণে পিঠিভাগস্মিং মোল্লল্লানোসি বামকে।
- ৫। দক্ষিণে সবণে ময়হং (১) আভং আনন্দ রাজ্জলা,
কস্সপো চ মহানামো উভোসুং বামসোতকে।
- ৬। কেসন্তে পিঠিভাগস্মিং সুরিয়ো'ব পভঙ্করো,
নিসিন্নো সিরিসম্পল্লো সোভিতো মুনিপুঙ্গবো।
- ৭। কুমারকস্সপো নাম মহেসী চিত্রবাদকো,
সো ময়হং (১) বদনে নিচ্চং পতিষ্ঠাসি গুণাকরো।
- ৮। পুণ্ণো অঙ্গুলিমালো চ উপালি নন্দ সীবলী,
থেরা পঞ্চ ইমে জাতা ললাটে তিলক মম।
- ৯। সেসাসীতি মহাথেরা বিজিতা জিনসাবকা,
জলন্তা সীলতেজেন অঙ্গমঙ্গ্গে সুসংগীতা।
- ১০। রতনং পুরতো আসি দক্ষিণে মেত্তসুত্তকং,
ধজ্জং পচ্ছতো আসি বামে অঙ্গুলিমালকং।
- ১১। খক্কমোরপরিত্তঞ্চ আটানাটিযসুত্তকং,
আকাসচ্ছদনং আসি সেসা পাকারসংগীতা।

- ১২ । জিনানবলসংযুক্তে ধম্মপাকারলঙ্কতে,
বসতো মে (৩) চতুর্কিচ্চেন সদা সমুদ্রপঞ্জরে ।
- ১৩ । বাতপিত্তাদি সঞ্জাতা বাহিরঙ্ঘ্যতু পদবা,
অসেসা বিলম্বং যন্ত অনন্তগুণতেজসা ।
- ১৪ । জিনপঞ্জরমঙ্ঘাচ্চং বিহরন্তং মহীতলে,
সদা পালেন্তু মং (৪) সঙ্কে তে মহাপুরিসাসভা ।
- ১৫ । ইচ্ছেবমচ্চন্তকতো সুরঙ্ঘো জিনানুভাবেন জিতূপপদবো,
বুদ্ধানুভাবেন হতারিসঙ্কে চরামি (৫) সদ্ধম্মানুভাবপালিতো ।
- ১৬ । ইচ্ছেবমচ্চন্তকতো সুরঙ্ঘো জিনানুভাবেন জিতূপপদবো,
ধম্মানুভাবেন হতারিসঙ্কে চরামি (৫) সদ্ধম্মানুভাবপালিতো ।
- ১৭ । ইচ্ছেবমচ্চন্তকতো সুরঙ্ঘো জিনানুভাবেন জিতূপপদবো,
সঙ্ঘানুভাবেন হতারিসঙ্কে চরামি (৫) সদ্ধম্মানুভাবপালিতো ।
- ১৮ । সদ্ধম্মপাকার পরিস্থিতোষ্মি (৬) অর্ট্টারিয়া অর্ট্টাদিসামু হোন্তি,
এথন্তরে অর্ট্টনাথা ভবন্তি উদ্ধং বিতানং'ব জিনা ঠিতা মে (৩)
- ১৯ । ভিন্দন্তো মারসেনং মম (২) সিরসিঠিতো, বোধিমাঝ্জহ সথা,
মোঙ্ঘল্লানোসি বামে বসতি ভুজতটে, দক্ষিণে সারিপুত্তো ।
- ২০ । ধম্মো মঙ্ঘো উরস্মিং বিহরতি ভবতো, মোঙ্ঘতো মোরযোনিং,
সম্পত্তো বোধিসত্তো চরণযুগগতো, ভানু লোকেক নাথো ।
- ২১ । সর্বাবমঙ্গলমুপদব-তুন্নিমিত্তং
সর্ববীতি-রোগ গহদোসমসেস নিন্দা,
সর্বন্তুরায়-ভয়হুন্সু পিনং অকন্তং
বুদ্ধানুভাবপবরেন পযাতু নাসং ।
- ২২ । সর্বাবমঙ্গলমুপদব-তুন্নিমিত্তং,
সর্ববীতি-রোগ গহদোসমসেস নিন্দা,
সর্বন্তুরায়-ভয়হুন্সু পিনং অকন্তং
ধম্মানুভাবপবরেন পযাতু নাসং ।

২৩। সর্বাবমঙ্গলমুপদব দুঃখিমিত্তং
 সর্ববীতি-রোগ গহদোসমসেস নিন্দা,
 সর্বস্তুরায-ভয়দুঃসুপিনং অকস্তুং
 সজ্জানুভাবপবরেন পযাতু নাসং । *

* অপরের জন্য হইলে—

(১)	চিহ্নিত মফং	স্থলে তুফং ।
(২)	„ মম	„ তব ।
(৩)	„ মে	„ তে ।
(৪)	„ মং	„ তং ।
(৫)	„ চরামি	„ চরসি ।
(৬)	„ পরিস্থিতোমি	„ পরিস্থিতোসি ।

জিনপঞ্জর গাথার উৎপত্তি

অতীতে দুইজন ব্রাহ্মণ-যুবক তাপসধর্ম্যে দীক্ষিত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছিলেন। ৪৮ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার পর তাঁহাদের মধ্যে একজন চিন্তা করিলেন, “এভাবে থাকিলে আমার বংশ উচ্ছেদ হইয়া যাইবে, অতএব আমি সংসারী হইব।” এই চিন্তা করিয়া তিনি এক গৃহীকূলে যাইয়া বলিলেন, “আমি ৪৮ বৎসর যাবৎ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া যে পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছি, তাহা আপনাদের দান করিতেছি। তবে আমি আপনার কন্ডার পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।” গৃহস্থামী ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া নানা যৌতুক সহকারে কন্ডাদান করিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহাদের একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ট হইল।

এদিকে পুরাতন তাপস-বন্ধুটি দেশে ফিরিলে তিনি সপুত্র-দার তাঁহাকে দেখিতে যান। তাঁহারা (স্বামী-স্ত্রী) তাপসকে প্রণাম করিলেন, তাপসও তাঁহাদের আশীর্বাদ করিলেন। কিন্তু ছেলেটি যখন প্রণাম করিল, তখন তিনি আশীর্বাদ করিলেন না। ব্রাহ্মণ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, এক সপ্তাহের মধ্যেই ছেলেটির মৃত্যু হইবে। তখন ব্রাহ্মণ একেবারে হতাশ হইয়া পুত্রের জীবন রক্ষার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তাপস বলিলেন—“তোমরা মহাকারণিক বুদ্ধের নিকট যাও। তিনিই তোমাদের পুত্রের প্রাণরক্ষা করিতে পারিবেন।”

কালবিলম্ব না করিয়া ব্রাহ্মণ সপরিবারে ভগবান বুদ্ধের নিকট যাইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। ভগবান তাঁহাদের আশীর্বাদ করিলেন কিন্তু পুত্রটিকে আশীর্বাদ করিলেন না। ভগবান বলিলেন, এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার ছেলের মৃত্যু হইবে। ব্রাহ্মণ কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভো, ইহার কোন প্রতিকারের উপায় আছে কিনা বলুন।”

অনন্তর ভগবান ব্রাহ্মণকে বলিলেন, “তুমি তোমার গৃহ-প্রাঙ্গণে একটি সুসজ্জিত মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া ১৬ জন ভিক্ষুর জল আসন সজ্জিত কর, তারপর ভিক্ষুসঙ্ঘ আহ্বান করিয়া পরিত্রাণ পাঠ করাও। ভগবানের আদেশানুসারে ব্রাহ্মণ সব ব্যবস্থা করিয়া ১৬ জন ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করিয়া সপ্তাহব্যাপী পরিত্রাণ

পাঠ করাইলেন। সপ্তাহের পর ভিক্ষুরা চলিয়া আসিলে ভগবান স্বয়ং ব্রাহ্মণের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া সারারাত দিনপঞ্জর গাথা ও অন্যান্য স্তত্র পাঠ করিলেন।

সপ্তাহ অতীত হইয়া অষ্টম দিবসের অরুণোদয় কালে ব্রাহ্মণ ছেলেটির দ্বারা ভগবানকে প্রণাম করাইলেন। ভগবান “দীর্ঘায়ু হও” বলিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। ব্রাহ্মণ উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “প্রভো, আমার ছেলে আজ হইতে কত বৎসর বাঁচিবে?” ভগবান বলিলেন—১২০ বৎসর। বাস্তবিক ছেলেটি ১২০ বৎসরই বাঁচিয়া থাকার জন্য তাঁহার নাম দেওয়া হইয়াছিল “দীর্ঘায়ু কুমার”।

সুতরাং মহাশুণসম্পন্ন এই জিনপঞ্জর গাথা তখন হইতেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

বজ্রানুবাদ

- ১।২। যেই নরার্ঘ্যত বুদ্ধবীরগণ জয়াসনে বসিয়া সসৈন্ত্য মারকে পরাজিত করিয়া চারি আৰ্য্যসত্যরূপ অমৃত-রস পান করিয়াছেন, সেই তৃষ্ণাকরাদি ২৮ জন লোকনায়ক মুনীশ্বর বুদ্ধগণ আমার মস্তকে প্রতিষ্ঠিত।
- ৩। বুদ্ধগণ আমার শিরে প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম আমার নয়নে ও সর্বগুণাকর সজ্জ আমার বক্ষে প্রতিষ্ঠিত।
- ৪।৫। আমার হৃদয়ে অমুরুদ্ধ, শারীপুত্র দক্ষিণ পাশ্বে, কোণ্ডা পৃষ্ঠদেশে, মোদগল্যাগ্ন বামপাশ্বে, দক্ষিণে আনন্দ ও রাহুল এবং কশ্যপ ও মহানাম আমার বামকর্ণে অবস্থিত।
- ৬। আমার পৃষ্ঠদেশের কেশাগ্রে সূর্য্যের ত্রায় প্রভাকর শ্রীসম্পন্ন মুনীশ্রেষ্ঠ শোভিত বুদ্ধ উপবিষ্ট আছেন।
- ৭। বিচিত্র ধর্মকথক, সর্বগুণাকর মহর্ষি কুমারকশ্যপ সর্বদা আমার বদন-মণ্ডলে অবস্থিত।
- ৮। পুণ্ড্র, অঞ্জলিমাল, উপালি, নন্দ ও সীবলী,—এই পাঁচজন স্ববির আমার ললাটে স্বয়ংজাত তিলকতুল্য অবস্থিত আছেন।
- ৯। কলুষ-সংগ্রামজয়ী জিনশ্রাবক অবশিষ্ট অশীতি মহাস্ববিরগণ উজ্জল শীলতেজে আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সুন্দররূপে বিরাজিত।

- ১০। রত্নসূত্র আমার পুরোভাগে, মৈত্রীসূত্র দক্ষিণপাশে' ধ্বজাগ্রসূত্র পশ্চাদ্ধিকে ও বাম পাশে' অঙ্গুলিমালা-সূত্র আছে।
- ১১। খঙ্ক পরিভ্রাণ, মোর পরিভ্রাণ, আটানাটিয় সূত্র আমার উপরিভাগে আচ্ছাদন স্বরূপ আছে। অবশিষ্ট সূত্র আমাকে প্রাকারতুল্য বেষ্টন করিয়া আছে।
- ১২। ১৩। জিনগণের প্রভাবিত ধর্মপ্রাচীর-পরিবেষ্টিত সম্বুদ্ধ-পঙ্করে গমন-শয়ন-দণ্ডায়মান ও উপবেশন এই চারি অবস্থায় অবস্থানকারী—আমার বাত-পিত্তাদির দ্বারা উৎপন্ন আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উপদ্রবসমূহ অনন্ত গুণের প্রভাবে সমস্ত বিলয়প্রাপ্ত হউক।
- ১৪। এই পৃথিবীতে জিনপঙ্করে বিহরণকারী সেই মহাপুরুষাৰ্ঘভগণ আমাকে সর্বদা পালন করুন।
- ১৫। ১৬। ১৭। এই প্রকারে বিশেষভাবে সুরক্ষিত হইল, জিনের প্রভাবে উপদ্রব জয় করা হইল। বুদ্ধ, ধর্ম ও সম্ভের প্রভাবে শত্রুসমূহ বিলুপ্ত হইল। আমি সদ্ধর্মের প্রভাবে সুরক্ষিত হইয়া বিচরণ করিব।
- ১৮। আমি সদ্ধর্মরূপ প্রকারে পরিবেষ্টিত হইয়াছি। অষ্ট আৰ্য্যপুঙ্গল আমার আটদিকে এবং ইহার অভ্যন্তরে অষ্টবুদ্ধও আছেন। উদ্ধে চাঁদোয়া তুল্য জিনগণ স্থিত আছেন।
- ১৯। শাস্তা বোধিপালঙ্কে আরোহণ করিয়া মারসৈন্য মর্দন করিয়া আমার শিরোপরি স্থিত আছেন। মৌদ্গল্যায়ন বামপার্শ্বের ও শারীপুত্র দক্ষিণ-পার্শ্বের বাহুমূলে আছেন; ধর্ম আমার বক্ষে বিরাজ করিতেছে। জগতের একমাত্র ত্রাণকর্তা ভব-দুঃখের অবসান করিবার জন্ম বোধিসত্ত্ব-অবস্থায় ময়ুর জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।
- ২০। ২১। ২২। সমস্ত অমঙ্গল, উপদ্রব, দুর্নিমিত্ত, সমস্ত শত্রু, রোগ, গ্রহদোষ, সকলপ্রকার নিন্দা, সমস্ত অন্তরায়, ভয়, অমনোজ্ঞ দুঃখপ্ল, বুদ্ধের প্রভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হউক। ধর্মের ও সম্ভের প্রভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হউক।

আটানাবিঘ্ন সূত্রং

অগ্নসন্নেহি নাথস্ম সাসনে সাধুসম্মতে
অমনুস্মেহি চণ্ডেহি সদা কিব্বিস কারীতি,
পরিসানং চতস্সল্পং অহিংসায় চ গুত্তিয়া
যং দেসেসি মহাবীরো পরিত্তং তং ভণাম হে ।

- ১ । বিপস্সিস্স নমথু, চক্কু মন্তস্স সিরীমতো,
সিথিস্সপি নমথু সৰ্বভূতানুকম্পিনো ।
- ২ । বেস্সভুস্স নমথু নহাতকস্স তপস্সিনো,
নমথু ককুস্কস্স মারসেনপ্পমদিনো ।
- ৩ । কোণাগমনস্স নমথু ব্রাহ্মণস্স বুসীমতো,
কস্সপস্স নমথু বিপ্পমুত্তস্স সৰ্বধি ।
- ৪ । অঙ্গীরসস্স নমথু, সাক্যপুত্তস্স সিরীমতো,
যো ইমং ধম্মং দেসেসি সৰ্বভূতপনুদনং ।
- ৫ । যো চা'পি নিব্বুত্তা লোকে যথাভূতং বিপস্সিস্সুং
তে জ্ঞনা অপিস্সুনায মহন্তা বীতসারদা ।
- ৬ । হিতং দেবমনুস্সানং যং নমস্সন্তি গোতমং,
বিজ্জাচারগসম্পন্নং মহন্তং বীতসারদং ।
- ৭ । এতে চণ্ডে চ সম্বুদ্ধা অনেকসত কোটিযো,
সৰ্বে বুদ্ধা সমসমা সৰ্বে বুদ্ধা মহিদ্ধিকা ।
- ৮ । সৰ্বে দসবলুপেতা বেসারজ্জেহপাগতা,
সৰ্বে তে পটিজ্ঞানন্তি আসভট্টানমুত্তমং ।
- ৯ । সীহনাদং নাদন্তে তে পরিসামু বিসারদা,
ব্রহ্মচৰুং পবত্তেস্তি লোকে অগ্নটিবত্তিয়াং ।
- ১০ । উপেতা বুদ্ধধম্মেহি অট্টারসহি নাযকা,
বত্তিস লক্কণুপেতা সীতানুব্যঞ্জনধরা ।

- ১১ । ব্যামপ্লভায সুপ্লভা সৰ্বে তে মুনিকুঞ্জরা,
বুদ্ধা সৰ্বগ্রুণে এতে সৰ্বে খীণাসবা জিনা ।
- ১২ । মহাপ্লভা মহাতেজা মহাপঞ্জা মহাবলী
মহাকারুনিকা ধীরা সৰ্বেসানং সুখাবহা ।
- ১৩ । দীপা নাথা পতিষ্ঠা চ তাণা লেণা চ পাণীনং,
গতি বন্ধু মহান্ধাসা সরণা চ হিতেসিনে ।
- ১৪ । সদেবকস্স লোকস্স সৰ্বে এতে পরাযণা ;
তেসাহং সিরসা পাদে বন্দামি পুরিস্সত্তমে ।
- ১৫ । বচসা মনসা চেব বন্দামেতে তথাগতে,
সযনে আসনে ঠানে, গমনে চাপি সৰ্বদা ।
- ১৬ । সদা সুথেন রত্নন্তু বুদ্ধা সন্তিকরা তুবং,
তেহি তং রত্নন্তো সন্তো মুত্তো সৰ্বভযেহি চ ।
- ১৭ । সৰ্বরোগা বিনিম্মুত্তো সৰ্বসন্তাপ বজ্জিতো,
সৰ্ববেরমতিকন্তো নিব্বুত্তো চ তুবং ভবং ।
- ১৮ । তেসং সচ্চেন সীলেন খন্তী মেত্ত বলেন চ,
তেপি তুম্হে অনুরত্নন্তু আরোগ্যেন সুথেন চ ।
- ১৯ । পুরথিমস্মিং দিসাভাগে সন্তি ভূতা মহিদ্ধিকা,
তেপি তুম্হে অনুরত্নন্তু আরোগ্যেন সুথেন চ ।
- ২০ । দক্ষিণস্মিং দিসাভাগে সন্তি দেবা মহিদ্ধিকা,
তেপি তুম্হে অনুরত্নন্তু আরোগ্যেন সুথেন চ ।
- ২১ । পচ্ছিমস্মিং দিসাভাগে সন্তি নাগা মহিদ্ধিকা,
তেপি তুম্হে অনুরত্নন্তু আরোগ্যেন সুথেন চ ।
- ২২ । উত্তরস্মিং দিসাভাগে সন্তি যক্ষা মহিদ্ধিকা,
তেপি তুম্হে অনুরত্নন্তু আরোগ্যেন সুথেন চ ।
- ২৩ । পুরথিমেন ধত্তরেষ্টো দক্ষিণেন বিরুলহকো,
পচ্ছিমেন বিরুপক্কো কুবেরো উত্তরং দিসং ।

- ২৪। চতুরো তে মহারাজা লোকপালা যসস্মিনো,
তেপি তুম্হে অনুরক্তান্ত আরোগ্যেন সুখেন চ।
- ২৫। আকাসর্চা চ ভূস্মর্চা দেবনাগা মহিক্রিকা,
তেপি তুম্হে অনুরক্তান্ত আরোগ্যেন সুখেন চ।
- ২৬। ইন্ধিমস্তা চ যে দেবা বসস্তা ইধ সাসনে,
তেপি তুম্হে অনুরক্তান্ত আরোগ্যেন সুখেন চ।
- ২৭। সর্ষীতিযো বিবজ্জন্ত সোকো রোগো বিনস্তু,
মা তে ভবহস্তরাযো সুখী দীঘায়ুকো ভব।
- ২৮। অভিবাদন সীলস্ নিষ্ঠং বুড্ঢাপচাষিনো,
চতুরো ধম্মা বড্ঢন্তি আযু বধ্ধং সুখং বলন্তি।

বজ্জানুবাদ

লোকনাথ বুদ্ধের পবিত্র শাসনে অগ্রসন্ন, চণ্ড স্বভাবসম্পন্ন ও কলুষকারী
অমহুষাগণ হইতে পরিষদ চতুষ্টয়কে অহিংসভাবে রক্ষার জন্ত মহাবীর বুদ্ধ
যাহা উপদেশ দিয়াছিলেন, আমরা সেই উপদেশ সম্বলিত আটানাটয়
সূত্র পাঠ করিতেছি।

- ১। পঞ্চ চক্ষুসম্পন্ন, রূপ ও জ্ঞানশ্রীমণ্ডিত বুদ্ধকে আমার নমস্কার। সর্ব
ভূতানুকম্পী শিখী বুদ্ধকে আমার নমস্কার।
- ২। নিহতকলুষ, স্নাতক পাপতাপ-হননকারী তপস্বী বিশ্বভূ বুদ্ধকে আমার
নমস্কার। মারসেনা-প্রমদক ককুসন্ধ বুদ্ধকে আমার নমস্কার।
- ৩। পাপরহিত ও ব্রহ্মচর্যের অন্তসাধনকারী কোণাগমন বুদ্ধকে আমার
নমস্কার।
- ৪। যিনি সর্ব দুঃখ অপনোদনকারী এই সদ্ধর্মবাণী উপদেশ করিয়াছেন, রূপ
ও জ্ঞানশ্রীসম্পন্ন এবং জ্ঞান ও দৈহিক জ্যোতিপরায়ণ সেই শাক্যপুত্রকে
আমার নমস্কার।
- ৫। জগতে ষাঁহার সত্যদর্শী ও নির্বাণপ্রাপ্ত, ষাঁহার মিথ্যাবাক্য পরিহারী,
মিতভাষী, মহাত্মা ও সংসার-ভয়-রহিত তাঁহাদিগকে আমার নমস্কার।

- ৬। যিনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন, মহামহিম ও মহাশীল-সমাধি প্রভৃতি গুণসম্পন্ন মহাত্মা, চতুর্বৈশারদ্য জ্ঞানধর, নিপুণ, দেবমহুয্যাদিগের হিতৈষী, যে গৌতমকে সকলেই নমস্কার করেন তাঁহাকে আমার নমস্কার।
- ৭। ইহারা এবং অন্য অনেক শতকোটি সম্বুদ্ধ, সকলেই অদ্বিতীয়, সমস্ত বুদ্ধই মহাঋদ্ধিযুক্ত ও সর্বশক্তিমান।
- ৮। সকল বুদ্ধ দশবলভূষিত, চতুর্বৈশারদ্য সম্পন্ন, সমস্ত বুদ্ধই পরম অভয়পদ নির্দেশ করিয়াছেন।
- ৯। সেই বিশারদ বুদ্ধগণ পরিষদের মধ্যে সিংহনাদ করেন এবং জগতে অভূতপূর্ব ধর্মচক্র (ত্রক্ষচক্র) প্রবর্তন করেন।
- ১০। ঐ সকল বুদ্ধগণ অষ্টাদশ বুদ্ধ-গুণালঙ্কৃত, বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষলক্ষণ ও অশীতি অনুব্যঞ্জনসম্পন্ন।
- ১১। সেই মুনিকুঞ্জর সর্বজ্ঞ বুদ্ধগণ ব্যামপ্রভায় সমুজ্জল এবং সকলে ক্ষীণাত্তব ও জিন।
- ১২। বুদ্ধগণ মহাপ্রভাবশালী, মহাতেজস্বী, মহাবলীয়ান, মহাকরুণাময়, ধীমান ও সর্বজন কল্যাণকারী।
- ১৩। বুদ্ধগণ ভব-সমুদ্রে ভাসমান প্রাণীদের স্বীপসদৃশ, অনাতের নাথ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, আন্তের জাতা, নিরালয়ের আলয়, অগতির গতি, অসহায়ের সহায়, নিরাশের আশা, অশরণের শরণ ও বিশ্বের হিতকামী।
- ১৪। ঐ সকল বুদ্ধ দেব-মহুয্যালোকের পরম আশ্রয়, আমি সেই সকল পুরুষোত্তমদের শ্রীচরণে অবনত শিরে বন্দনা করিতেছি।
- ১৫। আমি শয়নে, উপবেশনে, গমনে, স্থিতে, কায়-মন-বাক্যে তথাগত বুদ্ধগণকে সর্বদা বন্দনা করিতেছি।
- ১৬। তুমি সকল রোগ হইতে বিনির্মুক্ত, সমস্ত সম্ভাপবর্জিত, সর্ববৈরীবিহীন ও শাস্ত হও।
- ১৭। ১৮। তাঁহাদের সত্য, শীল, ক্ষমা ও মৈত্রীবলে তাঁহারা তোমাদিগকে নীরোগ ও সুখে রাখুন।
- ১৯। পূর্বদিকে যে সমস্ত মহাঋদ্ধিসম্পন্ন সম্বুগণ আছেন, তাঁহারাও তোমাদিগকে নিরাময়ে ও সুখে রাখুন।

- ২০। দক্ষিণদিকে যে সমস্ত মহাঋদ্ধিসম্পন্ন সত্ত্বগণ আছেন, তাঁহারাও তোমাদিগকে নিরাময়ে ও সুখে রাখুন।
- ২১। পশ্চিমদিকে যে সমস্ত মহাঋদ্ধিসম্পন্ন সত্ত্বগণ আছেন, তাঁহারাও তোমাদিগকে নিরাময়ে ও সুখে রাখুন।
- ২২। উত্তরদিকে যে সমস্ত মহাঋদ্ধিসম্পন্ন সত্ত্বগণ আছেন, তাঁহারাও তোমাদিগকে নিরাময়ে ও সুখে রাখুন।
- ২৩। ২৪। পূর্বদিকে ধৃতরাষ্ট্র, দক্ষিণে বিক্রটক, পশ্চিমে বিক্রপাক্ষ ও উত্তরে কুবের ; এই চারিজন ষশস্বী লোকপাল রাজা। তাঁহারাও তোমাদিগকে নিরাময়ে ও সুখে রাখুন।
- ২৫। আকাশস্থ, ভূমিস্থ, যে সকল মহাঋদ্ধিসম্পন্ন দেবতা ও নাগগণ আছেন, তাঁহারাও তোমাদিগকে নিরাময়ে ও সুখে রাখুন।
- ২৬। এই বুদ্ধশাসনের প্রতি আস্থাবান যে সমস্ত দেবতা আছেন, তাঁহারাও তোমাদিগকে নিরাময়ে ও সুখে রাখুন।
- ২৭। তোমাদের সমস্ত বাধা-বিঘ্ন দূরীভূত হউক, রোগ-শোক বিনষ্ট হউক, কোন অন্তরায় না হউক, তোমরা সুখী ও দীর্ঘায়ু হও।
- ২৮। নিত্য ব্যয়োবুদ্ধ-সেবায় নিরত অভিবাদনশীলের আশু, বর্ণ, সুখ ও বল— এই চারি সম্পদ বর্দ্ধিত হয়।

অঙ্গুলিমালা পরিভ্রং

পরিভ্রং যং ভগন্তুস্ম নিসিন্ধিষ্ঠান ধোবনং,
 উদকস্পি বিনাসেতি সৰ্বমেব পরিস্ফয়ং ।
 সোখিনা গন্তুবুষ্ঠানং যঞ্চ সাধেতি তং খণে,
 থেরস্ম অঙ্গুলিমালাস্ম লোকনাথেন ভাসিতং ।
 কল্পচৌষিং মহাতেজং পরিভ্রং তং ভণাম হে ॥
 যতো'হং ভগিনী ! অরিয়ায জাতিয়া জাতো,
 নাভিজ্ঞানামি সঞ্চিচ্চ পাণং জীবিতা বোরোপেতা
 তেন সচ্চেন সোখি তে হোতু গন্তুস্ম । (৩ বার)

বঙ্গামুবাদ

যে পরিভ্রাণ-পাঠকের আসনধোত জলও সকল বিষ বিনাশ করে এবং
 যাহার প্রভাবে তৎক্ষণাৎ প্রসবক্রিয়া স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন হয়, আমরা
 লোকনাথ বুদ্ধকর্তৃক অঙ্গুলিমালা স্ববিরকে লক্ষ্য করিয়া ভাষিত
 কল্পকালস্থায়ী মহাতেজশালী সেই পরিভ্রাণ পাঠ করিতেছি । ভগ্নি, যেই
 হইতে আমি আর্ধ্যকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি ; (অর্থাৎ স্রোতাপন্ন
 হইয়াছি) সেই হইতে সম্ভানে প্রাণীহত্যা করি নাই । আমার এই
 সত্যবাক্যের প্রভাবে তোমার গর্ভ নিরাপদ ও তোমার স্বস্তি হউক ।

অঙ্গুলিমালা পরিভ্রাণের উৎপত্তি কথা

অঙ্গুলিমালা কোশলের রাজপুরোহিত ভার্গব ব্রাহ্মণের পুত্র । যেদিন
 অঙ্গুলিমালা জন্মগ্রহণ করেন, সেই রাত্রে তাঁহার পিতা নক্ষত্র দেখিয়া জানিতে
 পারিলেন যে—‘চোর-নক্ষত্র লগ্নে অঙ্গুলিমালার জন্ম হইয়াছে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে
 সে দস্যু হইবে । এজন্য তাঁহার নাম রাখিলেন হিংসক । কিন্তু লোকে তাঁহাকে
 অহিংসক বলিয়াই ডাকিত । অহিংসকের দেহে সপ্ত হস্তীর বল ছিল । তিনি
 অতীতে একজন শীতার্ঘ পচেক বুদ্ধকে শীত হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে আগুন
 জালিয়া দিয়াছিলেন । এই স্বকর্মের ফলেই তিনি এত শক্তিশালী হইয়াছিলেন ।

যে রাত্রে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, সে রাত্রে কোশলের রাজকীয় অস্ত্রাগার এবং রাজার শয়নকক্ষে স্থাপিত মঙ্গলায়ুধ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। এই দুর্নিমিত্ত দর্শনে ‘নিজের অমঙ্গল হইবে’ আশঙ্কায় সারারাত্রি রাজার নিদ্রা আসে নাই।

পরদিন প্রাতে রাজপুরোহিত ভার্গব ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহারাজ, গত রাত্রে আপনার স্ননিদ্রা হইয়াছে কি ?

আচার্য্য, অমঙ্গল ভয়ে আমি সারারাত নিদ্রা যাইতে পারি নাই। গতরাত্রে আমার শয়নপ্রকোষ্ঠে স্থাপিত মঙ্গলায়ুধ সশব্দে জলিয়া উঠিয়াছে। ইহাতে আমার জীবনের কোন অন্তরায় হইবে কি ?

মহারাজ, বিগত রাত্রে আমার এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অন্তত লগ্নে তাহার জন্ম। সে বয়স্ক হইলে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রজাবৃন্দের প্রাণ সংহার করিবে—সে জন্ম মঙ্গলায়ুধ জলিয়া উঠিয়াছে।

মহারাজ, তাহাকে কি হত্যা করা উচিত হইবে ? রাজা কহিলেন—সে কি একাকী দস্যুবৃত্তি করিবে ; না দস্যুদলের নেতা হইবে ?

মহারাজ, সে একাকীই দস্যুতা করিবে।

তাহা হইলে তাহাকে সযত্নে পালন করুন, কোশলের রাজা একজন মাত্র দস্যুর ভয়ে ভীত নহে। ভার্গব ব্রাহ্মণ সেই হইতে অহিংসককে সযত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

বৌদ্ধযুগে তক্ষশীলা শিক্ষা-দীক্ষায় সমৃদ্ধশালী নগর ছিল। তথায় তৎকালীন ভারতীয় বিজ্ঞান আলোচনার এক সুবৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। সেখানে দেশ দেশান্তর হইতে বহু বিদ্যার্থীর সমাগম হইত। অহিংসক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষার জন্ম তক্ষশীলার এক প্রসিদ্ধ আচার্য্যের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

অহিংসক স্বভাবতঃ বিনয়ী, মেধাবী ও গুরুভক্ত ছিলেন। গুরু ও গুরুপত্নী তাঁহাকে পুত্রতুল্য স্নেহ করিতেন। অসামান্য মেধা ও অদম্য চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যে অহিংসক সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিলেন। ইহাতে অগাধ ছাত্রগণ তাঁহার প্রতি ঈর্ষা পোষণ করিতে লাগিল। তাহার আচার্য্যের নিকট সর্বদা তাঁহার মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিত। কিন্তু আচার্য্য প্রথমে তাহাদের কথা বিশ্বাস করেন নাই। সর্বদা এইরূপ অপবাদ শুনিতে শুনিতে ক্রমে আচার্য্যের মনে সন্দেহ জন্মিল।

অপর শিষ্যদের কুমন্ত্রণায় ক্রোধান্বিত হইয়া আচার্য্য অহিংসককে বিনাশ সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন ।

অতঃপর একদিন আচার্য্য কহিলেন—‘বৎস, তোমার শিক্ষা শেষ হইয়াছে, তুমি এখন সর্ববিদ্যায় পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছ । এখন আমাকে গুরুদক্ষিণা দাও’ ।

প্রভো, আপনি কিরূপ দক্ষিণা চাহেন ?

অহিংসক, তুমি প্রথমে প্রতিজ্ঞা কর—আমি যে দক্ষিণা চাই তাহাই দিবে । তুমি একেক জন মানুষের একেকটি করিয়া সহস্র অঙ্গুলি সংগ্রহ করিয়া গুরুদক্ষিণা স্বরূপ আমাকে একটি অঙ্গুলির মালা প্রদান কর ।’ আচার্য্যের এবিধ অপ্রত্যাশিত নির্দেশ শ্রবণ করিয়া অহিংসক বলিলেন—প্রভো, নরহত্যা ব্যতীত অঙ্গুলি সংগ্রহ করা সম্ভব নয় । নরহত্যা মহাপাপ ! আমি সহস্র অঙ্গুলি কি প্রকারে সংগ্রহ করিব ? কৃপাপূর্বক আপনি অন্য দক্ষিণা গ্রহণ করুন ।

‘অহিংসক আমি অন্য দক্ষিণা চাই না । তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা কি মনে নাই ? নরহত্যা মহাপাপ বটে, কিন্তু গুরুদক্ষিণা না দেওয়া এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা কি ততোধিক পাপ নহে ?’ অহিংসকের কাতরোক্তিতে গুরুর মন ভিজিল না । কাজেই অনন্তোপায় হইয়া অহিংসক গুরুদক্ষিণা সংগ্রহের জন্য হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন ।

তখন কোশলদেশে জালি নামক এক প্রসিদ্ধ বন ছিল । সেই বনের মধ্য দিয়া একটি প্রশস্ত রাজপথ প্রাবল্লী অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে । অহিংসক অঙ্গুলি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অশ্বশাস্ত্র লইয়া সেই বনে প্রবেশ করিয়া রাস্তার ধারে পর্বত-শীর্ষের এক নিভৃত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন । পথিকগণ সেই বনপথ অতিক্রম করিবার সময় অহিংসক দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া তাহাদিগকে হত্যা করিতেন এবং ডান হাতের একটি আঙ্গুল কাটিয়া লইয়া মৃতদেহটি বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া রাখিতেন । তিনি এভাবে প্রত্যহ নরহত্যা করিয়া অঙ্গুলি সংগ্রহ করিতে করিতে অঙ্গুলির মালা গাঁথিয়া কণ্ঠে ধারণ করিতেন । যে সব পথিক তাঁহার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহারা প্রচার করিতে লাগিল যে—জালিবনে অঙ্গুলির মালাধারী এক নরঘাতক দম্ভ্য পথিকের প্রাণবধ করিয়া অঙ্গুলি সংগ্রহ করিতেছে ।

তখন হইতে অহিংসক “অঙ্গুলিমাল দস্যু” নামে পরিচিত হইলেন। তাঁহার অমানুষিক অত্যাচারের ফলে সেই পথে পথিকের চলাচল বন্ধ হইয়া গেল। কাজেই লোকের অভাব হওয়াতে অঙ্গুলিমাল পর্বতের নিকটবর্তী গ্রামের ধারে এক ঝোপের মধ্যে আশ্রয়গোপন করিয়া পথিকের আগমন প্রতিক্ষা করিতেন। সুযোগ ঘটিলে পথিকের প্রাণবধ করিয়া অঙ্গুলি সংগ্রহ করিতেন। গ্রামবাসীরা দস্যুর ভয়ে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নগরে আশ্রয় নিল। ক্রমে বহু গ্রাম জনশূন্য হইয়া গেল। এইভাবে দুঃসাহসিক উপায়ে তিনি নয়শত নিরানব্বইটি অঙ্গুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

নাগরিকেরা এই সংবাদ কোশলরাজের গোচরীভূত করিলেন। রাজা প্রজাবৃন্দের কথায় বিচলিত হইয়া সৈন্য দস্যু অঙ্গুলিমালকে দমন করিবেন— ঘোষণা করিলেন।

অঙ্গুলিমালের বৃদ্ধা জননী মস্তানী ব্রাহ্মণী এই সংবাদে শোকাকুল হইয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন—আর্য্য, ‘আপনি শীঘ্রই পুত্র অঙ্গুলিমালের নিকট গিয়া তাহাকে উপদেশ দিয়া এই দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করুন। নতুবা সে রাজার সৈন্য বাহিনীর হাতে নিহত হইবে।’

ভার্গব ব্রাহ্মণ বিরক্তির স্বরে উত্তর দিলেন—“একরূপ দুরাচার ছেলের মরণই মঙ্গল।” কিন্তু ব্রাহ্মণী অপত্যস্নেহের টানে পুত্রকে ফিরাইবার জন্য সামান্য পাথেয় লইয়া জালিবনের দিকে যাত্রা করিলেন।

তখন ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর অন্তর্গত জেতবন বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। কক্কাগময় তথাগত সেদিন অতি প্রত্যুষে গাত্রোথান করিয়া বুদ্ধচক্ষু দ্বারা জগৎ অবলোকন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন—“মস্তানী ব্রাহ্মণী তাহার পুত্র অঙ্গুলিমালকে ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছে, কিন্তু নিষ্ঠুর অঙ্গুলিমাল গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবার জন্য জননীকে হত্যা করিতেও পশ্চাদপদ হইবে না।” তিনি আরো দেখিতে পাইলেন—“ইহাই অঙ্গুলিমালের শেষ জন্ম। এই অন্তিম জন্মে মাতৃহত্যা করিলে মোক্ষলাভ ত দূরের কথা, পরন্তু তাহার কল্লস্থায়ী অবীচি নামক নিরয়গমন অনিবার্য্য হইবে।” কক্কাগময় বুদ্ধ তাঁহাকে মাতৃহত্যা জনিত মহাপাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য জালিবনের দিকে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে কৃষক ও রাখাল বালকগণ বুদ্ধকে দেখিতে পাইয়া বলিতে লাগিল—‘হে শ্রমণ, আপনি

এই রাস্তা দিয়া যাইবেন না। এই রাস্তায় অঙ্গুলিমাল নামক এক দস্যু আছে। সে পথচারিগণকে হত্যা করিয়া অঙ্গুলির মালা রচনা করিতেছে। তাই এ পথে কেহই একাকী যায় না! আপনিও এই রাস্তা দিয়া যাইবেন না। তাহারা বুদ্ধকে পুনপুন নিষেধ করিল। তথাপি তিনি তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যা সমাগত প্রায়—এমন সময় অঙ্গুলিমাল দূর হইতে দেখিতে পাইলেন—এক বৃদ্ধা রমণী লাঠিতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে বনের দিকে আসিতেছে। রমণীটি নিকটবর্তী হইলে অঙ্গুলিমাল দেখিলেন, তিনি তাঁহারই স্নেহময়ী জননী। পাবাণ হৃদয় অঙ্গুলিমাল মাতাকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন—“আজ আমার মাতাকে হত্যা করিয়া হইলেও সহস্র অঙ্গুলির মালা পূর্ণ করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করিব।”

এইভাবে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়া অঙ্গুলিমাল অসি-হস্তে তাঁহার বৃদ্ধা জননীর দিকে ধাবিত হইলেন। এমন সময় তিনি অদূরে স্থগঠিত দেহধারী এক শ্রমণ দেখিতে পাইলেন। শ্রমণের শাস্ত্র সৌম্য মূর্তি হইতে যে উজ্জ্বল প্রভা বিচ্ছুরিত হইতেছিল, তাহা দেখিয়া অঙ্গুলিমাল ভাবিলেন—“অহো, কি আশ্চর্য্য!” এই পথে একসঙ্গে বহু সংখ্যক লোক আসিতে পর্য্যন্ত ভয় পায়, অথচ এই শ্রমণ একাকী আসিতেছে! কাজেই “আর মাতাকে হত্যা করিব না। এই শ্রমণকেই হত্যা করিয়া সহস্র অঙ্গুলি পূর্ণ করিব।” এই সঙ্কল্প করিয়া অঙ্গুলিমাল তীক্ষ্ণ অসিহস্তে তড়িত বেগে বৃদ্ধের দিকে ধাবিত হইলেন।

ভগবান বুদ্ধ অঙ্গুলিমালকে আসিতে দেখিয়া ঐশীশক্তি অধিষ্ঠান করিলেন। সেই অলৌকিক ঋদ্ধিশক্তির প্রভাবে ভগবান ধীর-মস্থর গতিতে চলিলেও ক্ষত-গামী অঙ্গুলিমাল তাঁহাকে ধরিতে পারিলেন না। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও অঙ্গুলিমালের পক্ষে বৃদ্ধের নিকটবর্তী হওয়া দুঃসাধ্য হইল। তখন তিনি ভাবিলেন—কি আশ্চর্য্য! আমি ক্ষতগামী যুগকেও মুহূর্ত্তমধ্যে দৌড়াইয়া ধরিতে পারি! অথচ এই ধীরগামী শ্রমণকে প্রবলবেগে ধাবিত হইয়াও ধরিতে পারিতেছি না। অতঃপর অঙ্গুলিমাল বুদ্ধকে কহিলেন—“শ্রমণ, তুমি দাঁড়াও। প্রহাস্তর বুদ্ধ কহিলেন—“অঙ্গুলিমাল, আমি দাঁড়াইয়া আছি, তুমি দাঁড়াও।”

ভগবানের এই বাক্য শ্রবণে অঙ্গুলিমাল চিন্তা করিলেন—“এই শাক্যপুত্র শ্রমণ সত্যবাদী, কিন্তু ইনি গমন করিয়াও বলিতেছেন যে—আমি দাঁড়াইয়া আছি, তুমি দাঁড়াও। তাঁহাকে ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিব।

অঙ্গুলিমাল কহিলেন—

গচ্ছং বদেসি সমণর্জিতোমিহ
মমঞ্চ ক্বসি ঠিতমর্জিতোতি,
পুচ্ছামি তং সমণ এতমঞ্চ
কথং ঠিতো হং অহমর্জিতোমহীতি ?

হে শ্রমণ, আপনি চলন্ত অবস্থায়ও স্থিত বলিতেছেন, ‘আমি দাঁড়াইয়া আছি, অথচ আমাকে অস্থির বলিতেছেন। কিরূপে আপনি স্থিত, আর আমি অস্থিত ইহার তাৎপর্য্য আমাকে বলুন।

তদ্ব্তরে ভগবান বলিলেন—

ঠিতো অহং অঙ্গুলিমাল সব্বদা
সক্কেসু ভূতেসু নিধায় দণ্ডং,
তুবঞ্চ পাণেসু অসংগতোসি
তস্মা ঠিতোহং হমর্জিতোসীতি।

অঙ্গুলিমাল, আমি সর্ব্বজীবের প্রতি দয়াপন্ন, সে জন্য আমি স্থির। আর প্রাণীদের প্রতি তুমি নির্দয়, সে জন্য তুমি অস্থির।

ভগবানের কথা শুনিয়া অঙ্গুলিমাল কহিলেন—“প্রভো, আপনি আমার প্রতি করুণাপরবশ হইয়া এই বনে পদার্পণ করিয়াছেন। অণু আপনার অমূল্য উপদেশ শুনিয়া আমি চিরতরে পাপকর্ম্ম বর্জন করিলাম।” এই বলিয়া অঙ্গুলিমাল অন্তর্গত নিক্ষেপ করিয়া বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন।

ভগবান তাঁহাকে “এস ভিক্ষু” বলিয়া আস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব জন্মের পুণ্যপ্রভাবে তিনি ঋদ্ধিময় পাত্রচীবরধারী উপসম্পদা প্রাপ্ত হইলেন। তারপর ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষু অঙ্গুলিমালকে সঙ্গে লইয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

যখন ভিক্ষু অঙ্গুলিমালা ভগবানের সহিত শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন এমন সময় ভীত সন্ত্রস্ত প্রজাবৃন্দ উদ্ভিগ্ন চিত্তে নরপতি প্রসেনজিতের নিকট গিয়া বলিলেন—“মহারাজ, দস্যু অঙ্গুলিমালা জালিবন হইতে শ্রাবস্তীতে আসিয়াছে, তজ্জন্য আমরা অতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছি। আপনি তাহার যথাযথ প্রতিবিধান করুন।”

কোশলরাজ প্রসেনজিত অঙ্গুলিমালকে দেখিবার জন্ত সৈন্যবাহিনী সঙ্গে লইয়া জেতবন বিহারে উপস্থিত হইলেন। তিনি ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এক পার্শ্বে বসিলেন।

ভগবান কহিলেন—মহারাজ, আজ আপনাকে এত বিমর্ষ দেখিতেছি কেন? এতগুলি সৈন্যবাহিনী সঙ্গে লইয়া এখানে আগমনের কারণ কি? কোথাও যুদ্ধ-যাত্রা করিতেছেন কি?

না ভগ্নে, কোথাও যুদ্ধযাত্রার জন্ত আমি আসি নাই। শুনিলাম, অঙ্গুলিমালা নামক এক দুর্দাস্ত দস্যু শ্রাবস্তী নগরে প্রবেশ করিয়াছে, সে নাকি নরহত্যা করিয়া অঙ্গুলির মালা গাঁথিতেছে। আমি তাহাকে দমন করিবার জন্ত আসিয়াছি।

মহারাজ, এখন যদি আপনি দেখেন যে, অঙ্গুলিমালা কেশচ্ছেদন পূর্বক কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে ও প্রাণীহত্যা পরিত্যাগ করিয়া পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছে, তাহা হইলে আপনি তাহাকে কি করিবেন?

ভগ্নে, এরূপ দেখিলে আমি তাঁহাকে ভক্তিভরে বন্দনা করিব ও দানীয় দ্রব্যাদি দিয়া পূজা করিব। কিন্তু এরূপ ব্যক্তি শীলবান হওয়া একেবারেই অসম্ভব! এমন সময় ভিক্ষু অঙ্গুলিমালা ভগবানের পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। ভগবান অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন—মহারাজ, এই ব্যক্তিই সেই অঙ্গুলিমালা। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

ভগবান সন্ত্রস্ত রাজাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন—মহারাজ, ভীত হইবেন না। তাহাকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। অঙ্গুলিমালা এখন সমগ্র প্রাণীজগতের প্রতি দয়াবান। বুদ্ধের কথা শুনিয়া রাজা ভিক্ষু অঙ্গুলিমালার নিকটে গিয়া বলিলেন—“ভগ্নে, আপনি সুন্দররূপে ব্রহ্মচর্য্য পালন করুন। আমি আপনাকে চতুর্প্রত্যয় দান করিব।

অতঃপর রাজা ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো, আপনার অসাধারণ ক্ষমতায় আমি স্তম্ভিত হইলাম। আমি যে ভয়ঙ্কর দস্যুকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধাভিযান করিতেছিলাম, আপনার অপরিসীম মৈত্রীবলে তিনি এখন শাস্তদাস্ত প্রাপ্ত। আপনি তাঁহার জীবনপ্রবাহ অন্ধকার হইতে আলোর দিকে, জরামরণশীল হইতে অজর-অমরের দিকে চালাইয়া নিয়া তাঁহাকে আর্ধ্যকূলে নবজীবন দান করিয়াছেন।” এই বলিয়া তিনি ভগবানকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন।

অল্পদিনের মধ্যে ভিক্ষু অঙ্গুলিমালা অহং ফল লাভ করিয়া নগরে ভিক্ষার জন্ম প্রবেশ করিলেন। গ্রামবাসীরা তাঁহাকে দেখিয়া ভীত হইয়া আত্মরক্ষার জন্ম সকলেই তাঁহার প্রতি ইট-পাটকেল প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। লোষ্ট্রের আঘাতে তাঁহার সমস্ত দেহ ক্ষতবিক্ষত হইল; রক্তধারায় কাষায় বসন রঞ্জিত হইল এবং ভিক্ষাপাত্র ভাঙ্গিয়া গেল। অঙ্গুলিমালা রক্তাক্ত দেহে ভগ্নপাত্র লইয়া বিহারে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া ভগবান কহিলেন—অঙ্গুলিমালা, তুমি দুঃখ করিও না। অত্যাচার সহিয়া যাও। যে পাপের ফলে তোমাকে অপরিসীম নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত, তাহা এই জন্মেই স্বল্প পরিমাণে ভুগিয়া লও। আজ তোমার ইহজীবনের সমস্ত পাপের ফল শেষ হইয়া গেল।

অন্য একদিন অহং ভিক্ষু অঙ্গুলিমালা প্রাবল্লীতে পিণ্ডাচরণ করিতে করিতে এক গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—একটি গর্ভবতী রমণী প্রসব-বেদনায় অস্থির হইয়া ছটফট করিতেছে। তিনি দ্রুত বিহারে আসিয়া এবিষয় ভগবানকে জানাইলেন। ভগবান তাঁহাকে বলিলেন—অঙ্গুলিমালা, তুমি গিয়া সেই দুঃখিতা রমণীর নিকট সত্যক্রিয়া কর। ইহার প্রভাবে তাহার সূপ্রসব হইবে। সত্যক্রিয়ার জন্ম ভগবান অঙ্গুলিমালাকে যে তিনটি পদ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা অঙ্গুলিমালা-পরিত্রাণ নামে অভিহিত হইয়া আছে।

সীবলী পরিভ্রং

- ১। পুরেষ্টং পারমী সৰ্বা সৰ্বে পচেকনাযকো,
সীবলী গুণতেজেন পরিভ্রং তং ভণাম হে ;
(নজ্জালিতীতি জালিতাবী আ, ঈ, উ, আম ইন্সাহা
বুদ্ধসামি বুদ্ধসত্যম)
- ২। পহুমুত্তরো নাম জিনো সৰ্বধম্মেসু চক্কমা,
ইতো সতসহস্সমিহ কল্পে উল্লজ্জি নাযকো ।
- ৩। সীবলী চ মহাথেরো সোরহো পচ্চায়াদিনং,
পিষো দেব-মনুস্সানং পিষো ব্রাহ্মণমুত্তমং ;
পিষো নাগ সুপল্লানং পীণিন্দিয়ং নমামহং ।
- ৪। নাসং সীমো চ মোসীসং নামজালীতি সংজলিং,
সদেব-মনুস্স পূজিতং সৰ্বলাভা ভবন্ত মে ।
- ৫। সত্তাহং দ্বারমুলেহাহং মহাদুস্সসমপ্পিতো,
মাতা মে ছন্দদানেন এবমাসি সুতুস্সিতা ।
- ৬। কেসেসু ছিজ্জমানেসু অরহত্তমপাপুনিং,
দেব নাগ-মনুস্সা চ পচ্চষানুপনেত্তি মে ।
- ৭। পহুমুত্তর নামঞ্চ বিপস্সিং চ বিনাযকং,
সংপূজয়িৎ পমুদিতো পচ্চযেহি বিসেসতো ।
- ৮। ততো তেসং বিসেসেন কস্সানং বিপুলুত্তমং,
লাভং লভামি সৰ্বথ বনে গামে জলে থলে ।
- ৯। তদা দেবো পণীতেহি মমখায় মহামতি,
পচ্চযেহি মহাবীরো সসংঘো লোকনাযকো ।
- ১০। উপাৰ্জিতো মযা বুদ্ধো গস্তা রেবত্তমদস,
ততো জেতবনং গস্তা এতদগ্গে ঠপেসি মং ।
- ১১। রেবত্তং দস্সনখায় যদা যাতি বিনাযকো,
তিস ভিষ্মু সহস্সেহি সহ লোকগ্গনাযকো ।

- ১২ । লাভীনাং সীবলী অগ্নো মম সিস্মেসু ভিক্ষুবো,
সৰ্বলোকহিতো সখা কিস্ত্বয়ী পরিসাম্ মং ।
- ১৩ । কিলেসা ঝাপিতা মফং ভবা সৰ্ব্ব সমূহতা,
নাগোব বন্ধনং ছেদ্য বিহরামি অনাসবো ।
- ১৪ । সাগতং বত মে আসি বুদ্ধসেষ্ঠিস্স সন্তিকং,
তিস্মো বিজ্জা অনুপ্পত্তো কতং বুদ্ধস্স সাসনং ।
- ১৫ । পটিসন্তিদা চতস্সো চ বিমোদ্ধাপি চ অর্টিমে,
ছল্ভিঞা সচ্ছিকতা কতং বুদ্ধস্স সাসনং ।
- ১৬ । বুদ্ধপুন্তো মহাথেরো সীবলী জিনসাবকো,
উপ্পত্তেজো মহাবীরো তেজসা জিনসাসনং ।
- ১৭ । রদ্ধন্তু সীলতেজেন ধনবন্তো যসস্সিনো,
এবং তেজানুভাবেন সদা রদ্ধন্তু সীবলী ।
- ১৮ । কল্পর্টায়ীতি বুদ্ধস্স বোধিমূলে নিসীদযী,
মারসেনপ্পমদন্তো সদা রদ্ধন্তু সীবলী ।
- ১৯ । দসপারমিতপ্পত্তো পৰ্ব্বজী জিনসাসনে,
গোতমং সাক্যপুন্তোসি থেরেন মম সীবলী ।
- ২০ । মহাসাবকা অসীতীসু পুপ্পথেরো যসস্সিনো,
ভবভোগে অগ্নলাভীসু উত্তমঙ্গেন সীবলী ।
- ২১ । এবং অচিন্তিয়া বুদ্ধা বুদ্ধ-খম্মা অচিন্তিয়া,
অচিন্তিয়েসু পসন্নানং বিপাকো হোতি অচিন্তিয়ো ।
- ২২ । তেসং সচ্চেন সীলেন খন্তি মেত্তবলেন চ,
তেপি মং অনুরদ্ধন্তু সৰ্ব্বদুঃখবিনাসং ।
- ২৩ । তেসং সচ্চেন সীলেন খন্তি মেত্তবলেন চ,
তেপি মং অনুরদ্ধন্তু সৰ্ব্বভয়বিনাসনং ।
- ২৪ । তেসং সচ্চেন সীলেন খন্তি মেত্তবলেন চ,
তেপি মং অনুরদ্ধন্তু সৰ্ব্বরোগবিনাসনং ।

সীবলীর উৎপত্তি কথা

লিচ্ছবির রাজপুত্র মহালিকুমার কোলীয় রাজ্যের পরমা সুন্দরী স্রোতাপন্ন কন্যা সুপ্রবাসার পাণিগ্রহণ করেন। এই ধার্মিক পিতা-মাতার ঘরে লাভিগণের অগ্রস্থানীয় পুণ্যবান মহাপুরুষ সীবলী জন্মগ্রহণ করেন। সুপ্রবাসা গর্ভবতী হওয়ার পর হইতে তাহাদের গৃহে কলকল-নাদিনী নদীর স্রোততুল্য বিস্ত-সম্পত্তি আসিতে লাগিল। তখন তাঁহারা বৃদ্ধিতে পারিলেন যে—“তাঁহাদের ঘরে পুণ্যবান মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে।” পুণ্যের পরীক্ষার জন্য সুপ্রবাসার হস্ত স্পর্শ করাইয়া বীজ ছড়াইলে প্রচুর পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইত।

কিন্তু অতীত জন্মের পাপকর্মের প্রভাবে সুপ্রবাসা সাত বৎসর পর্যন্ত গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। পরে ভগবান বুদ্ধ আশীর্বাদ করিলেন—“সুপ্রবাসা সুখিনী হইয়া নিরোগী পুত্র প্রসব করুক” বুদ্ধের আশীর্বাদে তাঁহার ছেলে নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। সেই পুণ্যবান শিশুর নাম রাখা হইয়াছিল “সীবলী কুমার”।

সীবলী কুমার শারীপুত্র মহাস্থবিরের কাছে প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রব্রজ্যার পূর্বে কেশচ্ছেদনের সময় নিদারুণ গর্ভবাস-যন্ত্রণা স্মরণ করাইয়া “অর্হত্ত লাভের চেষ্টা কর” এই উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই উপদেশ শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই সীবলী কুমার অর্হত্ত ফল লাভ করিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে তিনি “মহালাভী” বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি অতীত জন্মের বহুবিধ কুশলকর্মের ফলে শেষজন্মে এত অধিকলাভী হইয়াছিলেন যে—তিনি যে কোন স্থানে যাহা ইচ্ছা করিতেন, তাহা পাইতেন। তদ্ব্যতীত তাঁহারা শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী স্বরূপ সীবলী পরিভ্রাণ পাঠ ও তাঁহার পূজা করেন, তাঁহারাও অভাবগ্রস্ত হন না, এই বিশ্বাস বৌদ্ধ জগতে আজও প্রচলিত রহিয়াছে।

বজ্রাস্ত্রবাদ

- ১। মহাজ্ঞানী বুদ্ধশিষ্যগণ সকলেই শ্রাবকপারমী পূর্ণ করিয়াছেন। সীবলীর পারমীগুণ-তেজসম্পন্ন সেই পরিভ্রাণ পাঠ করিতেছি। বহুনিষ্পিত বিষয়গুলির অর্থ সুবোধ্য নহে, সম্ভবতঃ এইগুলি সীবলীর গুণপ্রকাশক সাক্ষেতিক শব্দ)।
- ২। সর্ববিধ স্বভাবধর্ম চক্ষুমান পহুমুত্তর নামক জিন এই হইতে লক্ষকল্প পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।
- ৩। সেই সীবলী মহাস্ববির চতুর্বিধ প্রত্যয়াদি পাইবার যোগ্য মহাপুরুষ। তিনি দেব-মানবগণের, উত্তম ব্রহ্মাগণের ও নাগ-সুপর্ণগণের প্রিয়পাত্র ছিলেন। সেই পৌনেন্দ্রিয় মহাপুরুষকে আমি নমস্কার করিতেছি।
- ৪। তিনি দেব-মনুষ্যগণের পূজিত, তাঁহার গুণপ্রকাশক “নাসং সীমো চ মোসীসং নামজালীতি সংজলিং” এই বাক্যের প্রভাবে আমার সকল বিষয় লাভ হউক।
- ৫। “আমি ভূমিষ্ঠ হইবার সময় সপ্তাহকাল মাতৃঘোনিতে মহাহুঃখ পাইয়াছি। আমার মাতাও একপ মহাহুঃখ ভোগ করিয়াছেন।
- ৬। আমি প্রব্রজ্যার জন্ম কেশচ্ছেদনের সময় অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। দেব নাগ-মনুষ্যগণ আমার জন্ম উপকরণ যোগাইয়া থাকেন।
- ৭। আমি পহুমুত্তর ও বিপশ্বি নামক বিনায়ক বুদ্ধকে বিশেষ বিশেষ বস্তুদ্বারা সম্ভষ্ট চিতে পূজা করিয়াছিলাম।
- ৮। তাঁহাদের বিশিষ্টতা ও বিপুল উত্তম কর্মের প্রভাবে আমি বনে-গ্রামে, জলে ও স্থলে সর্বত্র প্রয়োজনীয় বস্তু লাভ করিয়া থাকি।
- ৯। ১০। তখন দেবগণ আমার জন্ম উত্তম বস্তু আনিয়াছিলেন, আমি সেই উপকরণের দ্বারা ভিক্ষুসংঘ ও লোকনায়ক বুদ্ধকে পূজা করিয়াছিলাম। ভগবান বুদ্ধ রেবত স্ববিরকে দর্শন করিতে গিয়া সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমাকে লাভীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান করিলেন।
- ১১। ১২। জগতের অগ্রনায়ক বুদ্ধ ত্রিশ হাজার ভিক্ষু সহ যখন রেবত স্ববিরকে দেখিতে গিয়াছিলেন, তখন সর্বলোকহিতৈষী শাস্তা ভিক্ষুদিগকে

সম্বোধন করিয়া कहিলেন—“হে ভিক্ষুগণ, আমার লাভীশিষ্যদের মধ্যে “সীবলীই শ্রেষ্ঠ।” এই বলিয়া পরিষদের মধ্যে আমার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

- ১৩। আমার কলুষ দণ্ড হইয়া গিয়াছে। সমস্ত ভব (অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ) বিনষ্ট হইয়াছে। আমি বন্ধনচ্ছিন্ন হস্তীতুল্য সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি।
- ১৪। ভগবান বুদ্ধের চরণতলে আগমন আমার পক্ষে “স্বাগতম্” অর্থাৎ সুন্দর আগমন হইয়াছে, আমি ত্রিবিদ্যা লাভ করিয়া বুদ্ধনীতি প্রতিপালন করিয়াছি।
- ১৫। আমি চারি প্রতিসম্ভিদ্ধা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড় অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়া বুদ্ধশাসন রক্ষা করিয়াছি।”
- ১৬। ১৭। বুদ্ধপুত্র, জিনশ্রাবক, মহাতেজী, মহাবীর, মহাস্থবির, সীবলী নিজের শীলতেজে জিন-শাসন রক্ষা করিয়া ষশস্বী ধনবান সদৃশ ছিলেন। এই শক্তিপ্রভাবে সীবলী সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন।
- ১৮। বুদ্ধ মারসৈন্ত পরাজয় করিবার জন্য কল্পকালস্থায়ী বোধিজ্ঞানমূলে উপবেশন করিয়াছিলেন। (সেই সত্যবাক্যের প্রভাবে) সীবলী সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন।
- ১৯। আমার (একান্ত পূজনীয়) সীবলী স্থবির দশবিধ পারমিতা পূর্ণ করিয়া গৌতম-জিনশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্বক শাক্যপুত্র নামে পরিচিত হইয়াছেন।
- ২০। ভগবান বুদ্ধের অশীতি মহাশ্রাবকের মধ্যে পুত্র স্থবির ষশস্বী এবং ভোগ্যবস্ত্র লাভীর মধ্যে সীবলী স্থবির অগ্রলাভী। তাঁহাদিগকে আমি অবনত শিরে বন্দনা করিতেছি।
- ২১। বুদ্ধগুণ অচিস্ত্যনীয়, বুদ্ধধর্ম অচিস্ত্যনীয়, এইপ্রকার অচিস্ত্যনীয় বিষয়ে ষাহারা প্রসন্ন হন, তাঁহাদের প্রসন্নতার ফলও অচিস্ত্যনীয়।
- ২২। ২৩। ২৪। তাঁহাদের সত্য, শীল, ক্ষান্তি ও মৈত্রীবলের দ্বারা তাঁহারা আমাকে রক্ষা করুন, আমার সকল দুঃখ, সকল ভয় ও সকল রোগ বিনাশ হউক।

পরাভব সুত্তং

- ১। এবং মে সুত্তং, একং সময়ং ভগবা সাবখিযং বিহরতি
জ্ঞেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে । অথ খো অগ্রতরা
দেবতা অভিক্কন্তায় রত্তিয়া অভিক্কন্তবল্লা কেবলকল্পং জ্ঞেতবনং
ওভাসেহা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং
অভিবাদেহা একমন্তং অর্চাসি । একমন্তং ঠিতা খো সা
দেবতা ভগবন্তং গাথায় অজ্জভাসি ।
- ২। পরাভবন্তং পুরিসং মযং পুচ্ছাম গোতমং,
ভগবন্তং পুর্টুমাগম্ম— কিং পরাভবতো মুখং ?
- ৩। সুবিজ্ঞানো ভবং হোতি—অবিজ্ঞানো পরাভবো
ধম্মকামো ভবং হোতি—ধম্মদেস্সী পরাভবো ।
- ৪। ইতি হেতং বিজ্ঞানাম—পঠমো সো পরাভবো,
তুতিযং ভগবা ক্রহি—কিং পরাভবতো মুখং ?
- ৫। অসন্তুস্স পিয়া হোন্তি—সন্তে ন কুরুতে পিষং,
অসতং ধম্মং রোচেতি—তং পরাভবতো মুখং ।
- ৬। ইতি হেতং বিজ্ঞানাম—তুতিযো সো পরাভবো,
ততিযং ভগবা ক্রহি—কিং পরাভবতো মুখং ?
- ৭। নিদ্দাসীলী সভাসীলী—অনুর্টীতা চ যো নরো,
অলসো কোধমগ্রগানো—তং পরাভবতো মুখং ।
- ৮। ইতি হেতং বিজ্ঞানাম—ততিযো সো পরাভবো,
চতুখং ভগবা ক্রহি—কিং পরাভবতো মুখং ?
- ৯। যো মাতরং বা পিতরং বা—জিহ্বকং গতযোক্কনং,
পহুসন্তো ন ভরতি—তং পরাভবতো মুখং ।

- ১০ । ইতি হেতং বিজ্ঞানাম—চতুর্থো সো পরাভবো,
পঞ্চমং ভগবা ক্রহি—কিং পরাভবতো মুখং ?
- ১১ । যো ব্রাহ্মণং বা সমণং বা অগ্রং বা'পি বনিব্বকং,
মুসাবাদেন বধেতি—তং পরাভবতো মুখং ।
- ১২ । ইতি হেতং বিজ্ঞানাম—পঞ্চমো সো পরাভবো,
ছষ্ঠমং ভগবা ক্রহি—কিং পরাভবতো মুখং ?
- ১৩ । পহুতবিত্তো পুরিসো—সহিরণ্ণে সতোজ্জনো,
একো ভুঞ্জতি সাদূনি—তং পরাভবতো মুখং ?
- ১৪ । ইতি হেতং বিজ্ঞানাম—ছষ্ঠমো সো পরাভবো,
সত্তমং ভগবা ক্রহি—কিং পরাভবতো মুখং ?
- ১৫ । জাতিত্থক্কো ধনত্থক্কো—গোত্তত্থক্কো চ যো নরো,
তং ণ্ণাতিং অতিমণ্ণেতি—তং পরাভবতো মুখং ।
- ১৬ । ইতি হেতং বিজ্ঞানাম—সত্তমো সো পরাভবো,
অষ্টমং ভগবা ক্রহি—কিং পরাভবতো মুখং ?
- ১৭ । ইথীধুত্তো সুরাধুত্তো—অক্কধুত্তো চ যো নরো,
লদ্ধং লদ্ধং বিনাসেতি তং পরাভবতো মুখং ?
- ১৮ । ইতি হেতং বিজ্ঞানাম—অষ্টমো সো পরাভবো,
নবমং ভগবা ক্রহি—কিং পরাভবতো মুখং ?
- ১৯ । সেহি দারেহি সত্ত্বট্টো—বেসিয়াসুপদিস্সতি,
দিস্সতি পরদারেসু—তং পরাভবতো মুখং ।
- ২০ । ইতি হেতং বিজ্ঞানাম—নবমো সো পরাভবো ।
দসমং ভগবা ক্রহি—কিং পরাভবতো মুখং ?
- ২১ । অতীতযোব্বনো পোসো—আনেতি তিস্বক্কখনিং,
তস্সা ইস্সা ন সুপতি—তং পরাভবতো মুখং ।
- ২২ । ইতি হেতং বিজ্ঞানাম—দসমো সো পরাভবো,
একাদসমং ভগবা ক্রহি—কিং পরাভবতো মুখং ?

- ২৩। ইশ্বী সোপ্তিং বিকিরণিং—পুরিসং বা'পি তাদিনং
ইস্মরিষস্মিং ঠপাপেতি—তং পরাভবতো মুখং ।
- ২৪। ইতি হেতং বিজ্ঞানাম—একাদসমো পরাভবো,
দ্বাদসমং ভগবা ক্রহি—কিং পরাভবতো মুখং ?
- ২৫। অঙ্গভোগো মহাতপোহা—খন্তিয়ে জায়তে কুলে,
সো চ রজ্জং পথযতি - তং পরাভবতো মুখং
- ২৬। এতে পরাভবে লোকে—পণ্ডিতে সমবেক্ষিয়,
অরিয়-দস্মনসম্পনো—সলোকং ভজতে সিবন্তি ।

বঙ্গানুবাদ

- ১। আয়ুত্মান আনন্দ স্ববির বলিতেছেন—আমি এইরূপ শুনিয়াছি, এক সময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক-নির্মিত বিহারে বাস করিতেছিলেন । তখন জৈনক মনোহর কাস্তবিশিষ্ট দেবতা নিশীথ-রাত্রে স্বীয় শরীরপ্রভায় সমস্ত জেতবনকে উদ্ভাসিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন । উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রাস্তে স্থিত হইলেন এবং গাথাযোগে বলিলেন ।
- ২। ব্যক্তিজীবনে পুরুষ মানুষের পরাজয়ের কারণ জানিবার জন্য আমরা অপরাপর চক্রবাল হইতে এখানে আসিয়া সমবেত হইয়াছি ; পরাভবের কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান বুদ্ধ সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে লাগিলেন ।
- ৩। জ্ঞানী ব্যক্তির জয় হয় এবং অজ্ঞানীর পরাজয় ঘটে, ধার্মিকের জয় হয় এবং ধর্মবিষেমীর পরাজয় ঘটে ।
- ৪। পরাভবের প্রথম কারণ এইরূপে জানিলাম । ভগবান, পরাভবের দ্বিতীয় কারণ কি ?
- ৫। অসং লোক সাহার প্রিয় হয়, বুদ্ধাদি সংপুরুষদিগকে যে ব্যক্তি পছন্দ করে না এবং দ্বাদশ মিথ্যাদৃষ্টি ও দশবিধ অকুশল কর্মকে যে রুচিকর মনে করে, সে প্রধান পরাজিত ব্যক্তি ।

- ৬। এইরূপে পরাভবের দ্বিতীয় কারণ জানিলাম। প্রভু, পরাভবের তৃতীয় কারণ কি ?
- ৭। যে ব্যক্তি গমনে, উপবেশনে ও শয়নে নিদ্রালু, অন্তের সহিত গল্প করিয়া সময় কাটায়, যে ব্যক্তি উত্তমবিহীন, আলস্তপরায়ণ এবং ক্রোধী সেই প্রধান পরাজিত ব্যক্তি।
- ৮। এইরূপে পরাভবের তৃতীয় কারণ জানিলাম। প্রভু, পরাভবের চতুর্থ কারণ কি ?
- ৯। যে ব্যক্তি বিগতযৌবন জরাজীর্ণ মাতাপিতাকে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ভরণ-পোষণ দেয় না, সে ইহলোকে নিন্দা ও পরলোকে দুর্গতি ভোগ করে, তাহারও পরাজয় ঘটে।
- ১০। এইরূপে পরাভবের চতুর্থ কারণ জানিলাম। পঞ্চম কারণ কি ?
- ১১। যে ব্যক্তি নিষ্পাপ ব্রাহ্মণকে, কলুষ-উপশমকারী শ্রমণকে অথবা অন্য যাচককে মিথ্যা বলিয়া বঞ্চনা করে, সেও প্রধান পরাভূত ব্যক্তি।
- ১২। এইরূপে পরাভবের পঞ্চম কারণ জানিলাম। ষষ্ঠ কারণ কি বলুন ?
- ১৩। যে ব্যক্তি স্বর্ণ, রৌপ্য ও মুদ্রাদি প্রভূত সম্পত্তি থাকিলেও কাহাকেও কিছু দেয় না এবং সূস্বাদু খাদ্যভোজ্য নিজে একাকী গোপনে পরিভোগ করে, সেও পরাজিত ব্যক্তি।
- ১৪। এইরূপে পরাভবের ষষ্ঠ কারণ জানিলাম। সপ্তম কারণ কি ?
- ১৫। যে ব্যক্তি জাত্যাভিমানী, ধনাভিমানী, গোত্রাভিমানী এবং স্বীয় জ্ঞাতিদিগকেও দরিদ্র বলিয়া অবজ্ঞা করে, এই চতুর্বিধ কারণে তাহারও পরাজয় হয়।
- ১৬। এইরূপে পরাভবের সপ্তম কারণও জানিলাম। অষ্টম কারণ কি ?
- ১৭। যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রী ব্যতীত পর-স্ত্রীর প্রতি আসক্ত, সুরাপায়ী, জুয়ারী ও অন্ধক্রীড়াসক্ত, সেই ব্যক্তি অলব্ধ সম্পত্তি লাভ করিতে পারে না ও তাহার লব্ধ সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। এই চারিটিও পরাভবের কারণ।
- ১৮। এইরূপে পরাভবের অষ্টম কারণ জানিলাম। নবম কারণ কি বলুন ?
- ১৯। যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীতে অসন্তুষ্ট, বেৎনাসক্ত ও পর-স্ত্রীতে অহরক্ত, সেও সর্বত্র পরাজিত হইয়া থাকে।

- ২০। এইরূপে পরাভবের নবম কারণ জানিলাম। দশম কারণ কি ?
- ২১। যে বান্ধক্যে তরুণী ভার্য্যা বিবাহ করে, সেই বালিকার মন প্রীত না হওয়ায় সে পর-পুরুষের সহবাস করে, বৃদ্ধ স্বামী তাহা দেখিয়া দীর্ঘানলে দম্ব হইয়া স্থখে নিজা যায় না, তাহারও পরাভব হয়।
- ২২। এইরূপে পরাভবের দশম কারণ জানিলাম। একাদশ কারণ কি বলুন ?
- ২৩। মৎস্ত, মাংস, মস্ত ও খাণ্ডভোজ্যাদির জন্ত ধূলির স্নায় অর্থব্যয়কারিণী স্ত্রীকে অথবা তাদৃশ সম্পদ বিনাশকারী পুরুষকে যে উত্তরাধিকারী স্থাপন করে বা বাণিজ্যকর্মের ভার অর্পণ করে, শীঘ্র ধনহানির দ্বারা তাহারও অমঙ্গল হয়।
- ২৪। এইরূপে পরাভবের একাদশ কারণ জানিলাম। দ্বাদশ কারণ কি বলুন।
- ২৫। দরিদ্র অথচ মহাতৃষ্ণাসম্পন্ন যেই পুরুষ ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম ধারণ করে, সে তৃষ্ণাভিভূত হইয়া পররাজ্য আক্রমণের ইচ্ছা করে, তাহারও পরাভব হয়।
- ২৬। এই জগতে আর্যগণের দর্শনলাভী পণ্ডিত ব্যক্তি পরাভবের হেতু পুনপুন বিচার করিয়া বর্জনীয় বিষয় সমূহ বর্জন করে এবং মঙ্গল সূত্রে বর্ণিত কুশল কর্মাদি সম্পাদন করে, ইহলোকে তাহার পরাজয় হয় না, মৃত্যুর পর নিরুপদ্রবে দেবলোকে গিয়া জন্মগ্রহণ করেন।

বসল সূত্রং

- ১। এবং মে সূত্রং—একং সময়ং ভগবা সাবথিয়ং বিহরতি
 জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে । অথ থো ভগবা পুৰুষহু
 সময়ং নিবাসেহা পত্তচীবরমাদায় সাবথিয়ং পিণ্ডায়
 পাবিসি । তেন থো পন সময়েন অগ্নিক ভারদ্বাজস্স
 ব্রাহ্মণস্স নিবেসনে অগ্নিপজ্জলিতা হোতি আহতি-
 পগ্নহিতা । অথ থো ভগবা সাবথিয়ং সপদানং পিণ্ডায়
 চরমানো যেন অগ্নিক ভারদ্বাজস্স ব্রাহ্মণস্স নিবেসনং
 তেনুপসঙ্কমি । অদস্সা থো অগ্নিক ভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো
 ভগবন্তং দূরতো'ব আগচ্ছন্তং, দিস্সান ভগবন্তং এতদবোচ,—
 তত্রে'ব মুণ্ডক ! তত্রে'ব সমণক ! তত্রে'ব বসলক !
 তিষ্ঠহী'তি । এবং বৃত্তে ভগবা অগ্নিক ভারদ্বাজং ব্রাহ্মণং
 এতদবোচ—জানাসি পন হুং ব্রাহ্মণ, বসলং বা বসলকরণে
 বা ধম্মে'তি ? ন থো অহং ভো গোতম, জানামি
 বসলং বা বসলকরণে বা ধম্মে'তি । সাধু মে ভবং গোতমো
 তথা ধম্মং দেসেতু যথাহং জানেয্যং বসলং বা বসলকরণে
 বা ধম্মে'তি । তেনহি ব্রাহ্মণ ! সুণাহি সাধুকং মনসি-
 করোহি ভাসিস্সামী'তি । এবস্তোতি থো অগ্নিক
 ভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো ভগবতো পচ্ছস্সোসি, ভগবা
 এতদবোচ—
- ২। কোধনো উপনাহী চ—পাপমঙ্খী চ যো নরো,
 বিপন্নদিষ্ঠি মাযাবী—তং জঞা বসলো ইতি ।
- ৩। একজং বা দ্বিজং বা'পি—যো'ধ পাণানি হিংসতি,
 যস্স পাণে দযা নথি—তং জঞা বসলো ইতি ।

- ৪ । যো হন্তি পরিরুদ্ধতি—গামানি নিগমানি চ,
নিগ্নহকো সমগ্রণতো—তং জগ্রণ বসলো ইতি ।
- ৫ । গামে বা যদি বা'রগ্রো—যং পরেসং মমাযিতং,
থেয্যা অদিনং আদিতি—তং জগ্রণ বসলো ইতি ।
- ৬ । যো হবে ইণমাদায়—চুজ্জমানো পলায়তি,
নহি তে ইণমথী'তি—তং জগ্রণ বসলো ইতি ।
- ৭ । যো বে কিঞ্চিকম্যতা—পহুস্মিং বজতং জনং,
হস্তা কিঞ্চিকমাদেতি—তং জগ্রণ বসলো ইতি ।
- ৮ । যো অন্তহেতু পরহেতু—ধনহেতু চ যো নরো,
সন্ধিপূর্ঠো মুসা ক্রতি—তং জগ্রণ বসলো ইতি ।
- ৯ । যো ণাতীনং বা সথানং বা—দারেসু পতিদিস্সতি,
সহসা সম্পিয়ায়তি—তং জগ্রণ বসলো ইতি ।
- ১০ । যো মাতরং বা পিতরং বা—জিহ্বকং গতযোব্বনং,
পহুসন্তো ন ভরতি—তং জগ্রণ বসলো ইতি ।
- ১১ । যো মাতরং বা পিতরং বা—ভাতরং ভগিনিং সমুং,
হন্তি রোসেতি বাচায—তং জগ্রণ বসলো ইতি ।
- ১২ । যো অথং পুচ্ছিতো সন্তো—অনথমহুসাসতি,
পটিচ্ছন্নেন মন্তেতি—তং জগ্রণ বসলো ইতি ।
- ১৩ । যো কহা পাপকং কস্মং—মা মং জগ্রণ'তি ইচ্ছতি,
যো পটিচ্ছন্নকস্মন্তো—তং জগ্রণ বসলো ইতি ।
- ১৪ । যো বে পরকুলং গন্তা ভুতান সুচি ভোজনং,
আগতং ন পটিপুজ্জেতি—তং জগ্রণ বসলো ইতি ।
- ১৫ । যো ব্রাহ্মণং বা সমণং বা—অগ্রং বা'পি বণিক্ককং
মুসাবাদেন বঞ্চেতি—তং জগ্রণ বসলো ইতি ।
- ১৬ । যো ব্রাহ্মণং বা সমণং বা—ভত্তকালে উপাঠিতো,
রোসেতি বাচা ন দেতি—তং জগ্রণ বসলো ইতি ।

- ১৭। অসতং যোধ পক্রতি—মোহেন পলিগুষ্ঠিতো,
কিঞ্চিচ্ছং নিজিগীসানো—তং জগ্ৰণ বসলো ইতি ।
- ১৮। যো চ'স্তানং সমুন্ধংসে—পরঞ্চমবজানতি,
নিহীনো সেন মানেন—তং জগ্ৰণ বসলো ইতি ।
- ১৯। রোসকো কদরিষো চ—পাপিচ্ছো মচ্ছরী সঠো,
অহিরিকো অনোত্তাপী—তং জগ্ৰণ বসলো ইতি ।
- ২০। যো বুদ্ধং পরিভাসতি—অথবা তস্ম সাবকং,
পরিব্রাজং গহর্ষ্টং বা—তং জগ্ৰণ বসলো ইতি ।
- ২১। যো হবে অনরহা সন্তো—অরহং পটিজানতি,
চোরো সত্রক্ষকে লোকে—এস থো বসলাধমো
এতে থো বসলা বৃত্তা ময়া যে বো পকাসিতা ।
- ২২। ন জচ্চা বসলো হোতি—ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো,
কম্মনা বসলো হোতি—কম্মনা হোতি ব্রাহ্মণো !
- ২৩। তদমিনা বিজানাথ—যথা মে'দং নিদম্মনং,
চণ্ডালপুত্তো সোপাকো—মাতঙ্গো ইতি বিম্মুতো ।
- ২৪। সো যসং পরমং পত্তো - মাতঙ্গো যং সুহুল্লভং,
অগঙ্কুং তস্ম পট্টানং—খত্তিয়া ব্রাহ্মণা বহু ।
- ২৫। সো দেবযানমারুহ—বিরজং সো মহাপথং,
কামরাগং বিরাজেহা—ব্রহ্মলোকূপগো অহু ।
- ২৬। ন তং জাতি নিবারেতি—ব্রহ্মলোকূপপত্তিয়া
অজ্জায়কো কুলে জাতা—ব্রাহ্মণ মন্তবন্ধুনো ।
- ২৭। তে চ পাপেষু কস্মেষু—অভিগ্ৰহ্মপদিস্সরে,
দিষ্টেব ধম্মে গারহ—সম্পরাযে চ দুগ্গতিং,
ন তে জাতি নিবারেতি—দুগ্গচ্চা গরহায বা ।

২৮। ন জ্ঞাতা বসলো হোতি—ন জ্ঞাতা হোতি ব্রাহ্মণো,
কস্মিনা বসলো হোতি—কস্মিনা হোতি ব্রাহ্মণো।

এবং বুত্তে অগ্নিক ভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো ভগবন্তু এতদবোচ—
অভিকন্তু ভো গোতম ! অভিকন্তু ভো গোতম ! সেযথাপি ভো
গোতম ! নিকুজ্জিতং বা উকুজ্জেষ্য, পটিচ্ছন্নং বা বিবরেয্য, মূলহস্স
বা মগ্গং আচিন্ধেয্য অন্ধকারে বা তেলপজ্জাতং ধারেয্য, চক্ষুমন্তো
রূপানি দন্ধিন্তী’তি এবমেব ভোতা গোতমেন অনেক পরিযায়েন ধম্মো
পকাসিতো, এসাহং ভগবন্তু গোতমং সরণং গচ্ছামি, ধম্মঞ্চ ভিক্ষু-
সজ্জঞ্চ, উপাসকং মং ভবং গোতমো ধারেতু অজ্জতগ্গে পাণুপেতং সরণং
গতন্তু।

বঙ্গানুবাদ

১। আমি এইরূপ শুনিয়াছি,—এক সময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর অনাথ-
পিণ্ডিকনির্মিত জেতবন বিহারে বাস করিতেছিলেন। তখন একদিন
ভগবান বুদ্ধ পূর্বাহ্ন সময়ে পাত্র চীবর লইয়া শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার জন্ম
প্রবেশ করিলেন। তখন অগ্নিপূজক ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণের গৃহে হোমাগ্নি
প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। অনন্তর ভগবান গৃহ হইতে গৃহান্তরে ভিক্ষার
সংগ্রহ করিতে করিতে অগ্নিপূজক ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজের গৃহে উপস্থিত
হইলেন। অগ্নিপূজক ব্রাহ্মণ দূর হইতে বুদ্ধকে দেখিয়া বলিলেন, “হে
মুণ্ডক ! সেইখানেই দাঁড়াও, হে জাতিচ্যুত শ্রমণ, সেইখানেই দাঁড়াও,
হে বৃষল ওখানেই দাঁড়াও!! এইরূপ বলিলে ভগবান বুদ্ধ কহিলেন,
“ব্রাহ্মণ, তুমি বৃষলজনক ধর্ম জান কি ?” “হে গোতম, না, আমি
বৃষলজনক ধর্ম জানি না। আপনি সেইরূপে ধর্মোপদেশ প্রদান করুন
যাহাতে কোন্ কার্য্যের দ্বারা বৃষল হয় তাহা আমি জানিতে পারি।”
ব্রাহ্মণ এইরূপ যাক্ষা করিলে বুদ্ধ বলিলেন—“ব্রাহ্মণ, তবে শ্রবণ কর,
সুন্দররূপে মনোনিবেশ কর, আমি ব্যাখ্যা করিতেছি। “হীয়া ভদন্ত,”
বলিয়া ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ সম্মতি জানাইলে ভগবান কহিলেন—

- ২। যে ব্যক্তি ক্রোধী, হিংস্ক, পাপলিপ্ত, অকৃতজ্ঞ, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন পরলোক ও দানকার্যাদিতে অবিশ্বাসী এবং মায়াবী তাহাকে বুঘল বলিয়া জানিবে।
- ৩। যে ব্যক্তি একজ (পশু ইত্যাদি) দ্বিজ (পক্ষী ইত্যাদি) প্রাণী সমূহকে হিংসা করে, যে নিষ্মর্ম এবং নির্দয়, তাকে বুঘল বলে জানিবে।
- ৪। যে ব্যক্তি গ্রাম ও নগর সমূহ ধ্বংস করে, অবরোধ করে, যে অপদম্ভ-কারী এবং ভেদদৃষ্টিকারী তাকেও বুঘল বলে জানিবে।
- ৫। যে ব্যক্তি গ্রামে বা অরণ্যে অপরের অধিকারভুক্ত ধন চুরি করিয়া লইয়া আসে, তাহাকেও বুঘল বলিয়া জানিবে।
- ৬। যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহা পরিণোধ না করিবার ইচ্ছায় গোপনে পলায়ন করে এবং চাইতে গেলে বলে, “তোমার নিকট আমি ঋণী নহি।” তাহাকেও বুঘল বলিয়া জানিবে।
- ৭। যে ব্যক্তি বিষয়-সম্পদ লাভের ইচ্ছায় পথিককে হত্যা করিয়া কিঞ্চিৎ মাত্র দ্রব্যও ছিনতাই করে, তাহাকেও বুঘল বলিয়া জানিবে।
- ৮। যে ব্যক্তি কিছু জিজ্ঞাসিত হইয়া নিজের স্বার্থে, পরের স্বার্থের বা ধন লাভের জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাহাকেও বুঘল বলিয়া জানিবে।
- ৯। যে ব্যক্তি জাতী ও বন্ধু বান্ধবদের দ্বীর প্রতি সহসা প্রিয়ভাব জমাইয়া অন্যায় আচরণ করে, তাহাকেও বুঘল বলিয়া জানিবে।
- ১০। নিজের প্রভূত ধন-সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বিগতযৌবন বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে ভরণপোষণ নির্বাহ করে না, তাকেও বুঘল বলিয়া জানিবে।
- ১১। যে ব্যক্তি মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নী ও শত্রুকে হত্যা করে বা কর্ষ কথা বলে, তাহাকেও বুঘল বলিয়া জানিবে।
- ১২। যে ব্যক্তি সংবুদ্ধি চাইতে গেলে কু-বুদ্ধি দেয় এবং গোপনীয় স্থানে পরের অনর্থের জন্য কুমন্ত্রণা করে তাহাকেও বুঘল বলিয়া জানিবে।
- ১৩। পাপকর্ম করিয়া—“আমাকে কেহ না জাহ্নক’ এই চিন্তা করিয়া যে ব্যক্তি গোপনে পাপকার্য করে অথচ মুখে পবিত্রতা দেখায় তাহাকেও বুঘল বলিয়া জানিবে।

- ১৩। যে ব্যক্তি পরগৃহে গিয়া উত্তম ভোজন গ্রহণ করে, কিন্তু নিজগৃহে আসিলে সেই ব্যক্তিকে প্রতিদান করে না, তাহাকেও বুঘল বলিয়া জানিবে।
- ১৫। যে ব্যক্তি শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বা অন্যান্য ষাচকদের মিথ্যাবাক্য দ্বারা প্রবঞ্চনা করে, তাহাকেও বুঘল বলিয়া জানিবে।
- ১৬। যে ব্যক্তি ভোজন-বেলায় আগত শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে কটুক্তি বর্ষণ করে অথচ কিছুই দেয় না, তাহাকেও বুঘল বলিয়া জানিবে।
- ১৭। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ লাভসংকার কামনা করিয়া প্রকারান্তরে অসত্য প্রকাশ করে, সেও বুঘল।
- ১৮। যে ব্যক্তি নিজের প্রশংসা নিজে করে, অন্যকে অবজ্ঞা করে এবং অহঙ্কারে আশ্ফালন করে, তাহাকেও বুঘল বলিয়া জানিবে।
- ১৯। যে ব্যক্তি রোষক, দানাস্তরায়কারী, পাপিষ্ঠ, ক্রূপণ, প্রবঞ্চক, পাপে ভয়হীন ও নির্লজ্জ তাহাকেও বুঘল বলিয়া জানিবে।
- ২০। যে ব্যক্তি বুদ্ধ অথবা তাঁহার শ্রাবক, পরিব্রাজক বা গৃহস্থকে লক্ষ্য করিয়া গালিবর্ষণ করে, সেও বুঘল।
- ২১। যে ব্যক্তি অহিং না হইয়াও অহিং বলিয়া নিজেকে জ্ঞাপন করে, আত্মদ্বন্দ্ব দেব-মহুঘ্র-লোকে সে চোর বলিয়া পরিগণিত হয়। সেই ব্যক্তি বুঘলাধম। ইহারাই বুঘল, হে ব্রাহ্মণ! আমার দ্বারা ইহাও প্রকাশিত হইল যে,
- ২২। জন্মদ্বারা কেহ বুঘল কিম্বা ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, কর্মদ্বারা ই বুঘল বা ব্রাহ্মণ হয়।
- ২৩। ব্রাহ্মণ, তুমি সেই বুঘলত্বের কারণ ইহার দ্বারা জ্ঞাত হও। ইহাই আমার দৃষ্টান্ত। যথা—চণ্ডালপুত্র সোপাক মাতঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।
- ২৪। সেই মাতঙ্গশ্রেষ্ঠ পরম দুর্লভ ষণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিচর্য্যার্থ বহু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উপস্থিত হইয়াছিল।
- ২৫। সেই মাতঙ্গ পরম নিরাসক্তির পথে দেবধানে আরোহণ পূর্ব্বক কামাসক্তিকে বিধ্বংস করিয়া ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

২৬। সেই চণ্ডালপুত্র মাতঙ্গ চণ্ডালকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া তাহার ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইবার হেতু কেহ রোধ করিতে পারে নাই।

২৭। বেদ-অধ্যাপক কূলে উৎপন্ন বেদমন্ত্র-পাঠক ব্রাহ্মণদিগকে নিত্য পাপ-কর্মে নিরত দেখা গিয়াছে। তাহারা ইহকালে নিন্দিত, পরকালেও দুর্গতিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের দুর্গতি ও নিন্দা উচ্চকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ ঠেকাইতে পারে নাই।

২৮। জন্মদ্বারা কেহ বৃষল হয় না। হে ব্রাহ্মণ, সেইরূপ জন্মদ্বারা কেহ ব্রাহ্মণও হয় না। কর্মের দ্বারাই বৃষল বা ব্রাহ্মণ হয়।

ভগবান একথা বলিলে অগ্নিপূজক ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলিলেন—হে গৌতম, বড়ই সুন্দরভাবে আপনার ধর্ম প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন—হে গৌতম! কেহ অধোমুখী স্থাপিত পাত্র উর্দ্ধমুখী করে, আচ্ছাদিত বস্তু বিবৃত করে, দিগ্‌ভ্রাস্তকে রাস্তা প্রদর্শন করে, অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুস্থান ব্যক্তি রূপসমূহ দেখিতে পারে,—সেইরূপ মহামুভব গৌতম কর্তৃক নানাভাবে ধর্ম ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অগ্ন হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতেছি, ধর্মের শরণ গ্রহণ করিতেছি ও ভিক্ষু-সজ্জের শরণ গ্রহণ করিতেছি। হে গৌতম, অগ্ন হইতে আমাকে আপনার উপাসক বলিয়া অবধারণ করুন।

দশধন্য সূত্রং

ভিক্ষুনং গুণসংযুক্তং যং দেসেসি মহামুনি
যং সূত্রা পটিপজ্জন্তো সৰ্বদুঃখা পমুচ্চতি ;
সৰ্বলোক হিতথায় পরিত্তং তং ভগাম হে ।

এবং মে সূত্রং একং সময়ং ভগবা সাবখিয়ং বিহরতি জ্ঞেতবনে
অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে । তত্র খো ভগবা ভিক্ষু আমন্তেসি,
ভিক্ষুবো'তি । ভদন্তে'তি তে ভিক্ষু ভগবতো পচ্চস্সোমুং, ভগবা
এতদবোচ—দস ইমে ভিক্ষবে ধম্মা পরজিতেন অভিগ্গং পচ্চবেস্সি-
তব্বা । কতমে দস ?

- ১ । বেবল্লিয়মিহি অজ্জুপগতো'তি পরজিতেন অভিগ্গং
পচ্চবেস্সিতব্বং ।
- ২ । পরপটিবন্ধা মে জীবিকা'তি পরজিতেন অভিগ্গং
পচ্চবেস্সিতব্বং ।
- ৩ । অগ্গেণ মে অকপ্পো করণীযো'তি পরজিতেন অভিগ্গং
পচ্চবেস্সিতব্বং ।
- ৪ । কচ্চি নুখো মে অন্তা সীলতো ন উপবদতী'তি পরজিতেন
অভিগ্গং পচ্চবেস্সিতব্বং ।
- ৫ । কচ্চি নুখো মং অনুবিচ্চ বিগ্গু সত্ত্বম্ভচারী সীলতো ন
উপবদন্তী'তি পরজিতেন অভিগ্গং পচ্চবেস্সিতব্বং ।
- ৬ । সবেহি মে পিযেহি মনাপেহি নানাভাবো বিনাভাবো'তি
পরজিতেন অভিগ্গং পচ্চবেস্সিতব্বং ।
- ৭ । কস্সম্মকোমিহি, কস্সদাযাদো, কস্সযোনি, কস্সবন্ধু, কস্স-
পটিসরণো—যং কস্সং করিস্সামি কল্যাণং বা পাপকং বা
তস্স দাযাদো ভবিস্সামী'তি পরজিতেন অভিগ্গং
পচ্চবেস্সিতব্বং ।

- ৮। কতমুতঙ্গ মে রস্তিঃ দিবা বীতিপতন্তীতি পৰ্বজিতেন
অভিহং পচবেদ্বিতৰং ।
- ৯। কচ্চি নুখো'হং সূত্রাগারে অভিরমামী'তি পৰ্বজিতেন
অভিহং পচবেদ্বিতৰং ।
- ১০। অথি নুখো মে উত্তরিমনুসধম্মা অলমরিষঞানদঙ্গন-
বিসেসো অধিগতো, সোহং পচ্ছিমে কালে সত্রক্ষচারীহি
পুঠো মঙ্কু ন ভবিস্মামী'তি পৰ্বজিতেন অভিহং
পচবেদ্বিতৰং ।

ইমে খো ভিদ্ধবে দসধম্মা পৰ্বজিতেন অভিহং পচবেদ্বি-
তৰা'তি ।

ইদমবোচ ভগবা অন্তমনা তে ভিদ্ধু ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দুন্তি ।

বঙ্গানুবাদ

মহামুনি বুদ্ধ ভিক্ষুদের গুণসংযুক্ত যে দশধর্ম সূত্র প্রচার করিয়াছেন
এবং যাহা শুনিয়া তদনুযায়ী আচরণ করিলে সর্বদুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করা
যায়, ওহে শ্রোতৃবৃন্দ ! সর্বলোকের হিতার্থে আমরা সেই দশধর্ম সূত্র পাঠ
করিতেছি ।

আমি এইরূপ শুনিয়াছি, এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত
জৈতবন বিহারে বাস করিতেছিলেন । তথায় একদিন ভগবান ভিক্ষুগণকে
আহ্বান করিলেন, “ভিক্ষুগণ !”—অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ, “ভদন্ত” বলিয়া
প্রত্যুত্তর জানাইলেন এবং ভগবানের কথায় মনোনিবেশ করিলেন ।

ভগবান ভিক্ষুগণকে বলিলেন, হে ভিক্ষুগণ—এই দশটি ধর্ম প্রব্রজিতগণের
সর্বদাই পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য ।

- ১। আমি বিবর্ণ বা বিরূপভাব প্রাপ্ত হইয়া ভিক্ষু-শ্রামণের কূলে উপগত
হইয়াছি, ইহা প্রব্রজিতদের নিত্য পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য ।
- ২। আমার জীবিকা পরের উপর নির্ভরশীল । ইহা সর্বদা প্রব্রজিতদের
পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য ।

- ৩। আমার গমনাগমন গৃহিণীর জায় না হইয়া অন্তপ্রকার শাস্তেজিয়, শাস্তচিত্ত ও অধোচক্ষু সম্পন্ন হওয়া কর্তব্য। ইহা সর্বদা প্রব্রজিতদের পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।
- ৪। আমার চিত্ত শীল হইতে স্থলিত হইয়াছে বলিয়া যেন কেহ প্রকাশ্যে নিন্দা অপবাদ করিতে না পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহা সর্বদা প্রব্রজিতদের পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।
- ৫। কোন প্রকারে যে কোন পণ্ডিত সতীর্থ আমার শীল পর্যবেক্ষণ করিয়া যেন আমাকে শীলচ্যুত বলিয়া অপবাদ করিতে না পারেন। ইহাও প্রব্রজিতদের পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।
- ৬। সমস্ত প্রিয়বস্তু, মনোজ্ঞ বিষয় হইতে আমাকে একদিন পৃথক হইতে হইবে। ইহাও সর্বদা প্রব্রজিতদের পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।
- ৭। কস্ম'ই আমার সুহৃদ, কস্ম'ই আমার উত্তরাধিকারী, কস্ম'ই আমার গতি, কস্ম'ই আমার বন্ধু, কস্ম'ই আমার আশ্রয়। কল্যাণ বা পাপ যে যেই কস্ম' করিবে সে তাহারই উত্তরাধিকারী হইবে। ইহা সর্বদা প্রব্রজিতদের পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।
- ৮। কিরূপে আমার রাত্রিদিন অতিবাহিত হইতেছে, প্রব্রজিতদের ইহা পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।
- ৯। কখন কি প্রকারে আমি নির্জন স্থানে একাকী অভিরমিত হইব,— প্রব্রজিতদের সর্বদা ইহা পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।
- ১০। আমার নিকট আচরণ-আচরিত দশ কুশল-কস্ম'পথ হইতে শ্রেষ্ঠতর ধ্যানাদি আছে কি? কলুষ নাশে সমর্থ বিদগ্ধ জ্ঞান-উৎপাদক লোকোত্তর ধর্ম আমার অধিগত হইয়াছে কি? সেই আমি মৃত্যুকালে কোন সতীর্থ কর্তৃক কি কি গুণ লাভ করিয়াছি জিজ্ঞাসিত হইয়া যেন অধোমুখী না হই। ইহাও সর্বদা প্রব্রজিতগণের পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

ভিক্ষুগণ! এই দশটি ধর্ম প্রব্রজিতদের দ্বারা নিত্য পর্যবেক্ষণীয়; ভগবান এইরূপ বলিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানের বাক্যে তুষ্ট হইয়া অভিনন্দন জানাইলেন।

মহাসময় সূত্রং

এবং মে সূত্রং, একং সময়ং ভগবা সঙ্কেসু বিহরতি কপিলবৎস্থিং মহাবনে, মহতা ভিক্ষুসজ্জন সন্ধিং পঞ্চমন্ত্রেহি ভিক্ষুসতেহি সঙ্কেহেব অরহন্তেহি । দসহি চ লোকধাতুহি দেবতা যেভূযোন সন্নিপতিতা হোন্তি, ভগবন্তং দম্সনায ভিক্ষুসজ্জঞ্চ ।

অথ খো চতুন্নং সুদ্ধাবাসকাযিকানং দেবানং এতদহোসি । অষং খো ভগবা সঙ্কেসু বিহরতি কপিলবৎস্থিং মহাবনে মহতা ভিক্ষুসজ্জন সন্ধিং পঞ্চমন্ত্রেহি ভিক্ষুসতেহি সঙ্কেহেব অরহন্তেহি । দসহি চ লোকধাতুহি দেবতা যেভূযোন সন্নিপতিতা হোন্তি ভগবন্তং দম্সনায ভিক্ষুসজ্জঞ্চ - যন্নূন মযস্পি যেন ভগবা তেনুপসঙ্কেম্যাম, উপসঙ্কেমিহা ভগবতো সন্তিকে পচেৎকগাথং ভাসেম্যামা'তি । অথ খো তা দেবতা সেম্যাথাপি নাম বলবা পুরিসো সন্নিজিতং বা বাহং পসারেযা পসারিতং বা বাহং সন্নিজেযা ; এবমেব সুদ্ধাবাসেসু দেবেসু অন্তরহিতা ভগবতো পুরতো পাতুরহংসু । অথ খো তা দেবতা ভগবন্তং অভিবাদেহা একমন্তং অর্ট্টংসু, একমন্তং ঠিতা খো একা দেবতা ভগবতো সন্তিকে ইমং গাথং অভাসি,—

১ । মহাসমযো পবনস্মিং দেবকাযা সমাগতা,

আগতম্হ ইমং ধম্মসমযং দম্বিতা যে অপরাজিত সংঘন্তি ।

অথ খো অপরা দেবতা ভগবতো সন্তিকে ইমং গাথং অভাসি ।

২ । তত্র ভিক্ষুবো সমাদহংসু চিত্তং অন্তনো উজ্জুমকংসু,

সারথীব নেত্তানি গহেহা ইন্দ্রিয়ানি রক্ষন্তি পণ্ডিতা'তি ।

অথ খো অপরা দেবতা ভগবতো সন্তিকে ইমং গাথং অভাসি,

৩ । ছেহা খীলং ছেহা পলিঘং ইন্দখীলং উহচ্ছমনেজা, তে চরন্তি

সুদ্ধা বিমলা চক্ষুমতা সুদন্তা সুসুনাগা'তি ।

অথ খো অপরা দেবতা ভগবতো সন্তিকে ইমং গাথং অভাসি—

৪। যে কেচি বুদ্ধং সরণং গতাসে ন তে গমিস্সন্তি অপাষণং ।

পহায মানুসং দেহং দেবকাযং পরিপূরেস্সন্তী'তি ॥

অথ খো ভগবা ভিঙ্খু আমন্তেসি—যেভুযোন ভিঙ্খবে দসসু লোক-
ধাতুসু দেবতা সন্নিপতিতা তথাগতং দস্সনায ভিঙ্খু সজ্জঞ্চ । যেপি
তে ভিঙ্খবে অহেসুং অতীতমদ্ধানং অরহন্তো সন্মাসম্মুদ্বা, তেসম্পি
ভগবন্তানং এতপরমা য়েব দেবতা সন্নিপতিতা অহেসুং সেযাথাপি মফ্ফং
এতরহি । যেপি তে ভিঙ্খবে ভবিস্সন্তি অনাগতমদ্ধানং অরহন্তো
সন্মাসম্মুদ্বা তেসম্পি ভগবন্তানং এতপরমা য়েব দেবতা সন্নিপতিতা
ভবিস্সন্তি, সেযাথাপি মফ্ফং এতরহি ; আচিঙ্খিস্সামি ভিঙ্খবে দেবকাযানং
নামানি, কিত্তযিস্সামি ভিঙ্খবে দেবকাযানং নামানি, দেসিস্সামি ভিঙ্খবে
দেবকাযানং নামানি । তং সুনাথ, সাধুকং মনসিকরোথ, ভাসিস্সামীতি ।
এবং ভন্তে'তি খো তে ভিঙ্খু ভগবতো পচ্চস্সোসুং ; ভগবা
এতদবোচ—

৫। সিলোকমনুকস্সামি যথ ভুস্সা তদস্সিতা,
যে সিতা গিরিগত্তারং পহিতত্তা সমাহিতা ।

৬। পুথু সীহাবসল্লীনা লোমহংসাভিসম্মুনো,
ওদাত মনসা সুদ্বা বিপ্পসন্নমনাবিলা ।

৭। ভীযো পঞ্চ সতে ঞ্জা বনে কপিলবথবে,
ততো আমন্তযী সথা সাবকে সাসনে রতে ।

৮। দেবকাযা অভিক্কন্তা তে বিজ্ঞানাথ ভিঙ্খবো,
তে চ আতপ্পমকরুং সুত্বা বুদ্ধস্স সাসনং ।

৯। তেসং পাতুরহু ঞ্ণানং অমনুস্সানদস্সনং,
অপ্পেকে সতমদ্বক্কুং সহস্সং অথ সত্তরিং ।

১০। সতং একে সহস্সানং অমনুস্সানমদ্বসুং,
অপ্পেকেনত্তমদ্বক্কুং দিসা সবা ফুট্টা অহু ।

- ১১ । তঞ্চ সৰ্বং অভিপ্রায় পবন্ধিহান চক্ষুমা,
ততো আমন্তয়ী সখা সাবকে সাসনে রতে ।
- ১২ । দেবকায়া অভিক্ততা তে বিজানাথ ভিক্ষবো,
যে বোহং কিত্তযিস্সামি গিরাহি অনুপুৰ্বসো ।
- ১৩ । সত্তসহস্সা যচ্ছা ভুস্সা কাপিলবথবা,
ইন্ধিমন্তো জুতীমন্তো বগ্গবন্তো যসস্সিনো,
মোদমানা অভিক্কামুং ভিক্ষুং সমিতিং বনং ।
- ১৪ । ছ সহস্সা হেমবতা যচ্ছা নানত্তবগ্গিনো,
ইন্ধিমন্তো জুতীমন্তো বগ্গবন্তো যসস্সিনো,
মোদমানা অভিক্কামুং ভিক্ষুং সমিতিং বনং
- ১৫ । সাতগিরা তিসহস্সা যচ্ছা নানত্তবগ্গিনো,
ইন্ধিমন্তো জুতীমন্তো বগ্গবন্তো যসস্সিনো,
মোদমানা অভিক্কামুং ভিক্ষুং সমিতিং বনং
- ১৬ । ইচ্চেতে সোলস সহস্সা যচ্ছা নানত্তবগ্গিনো,
ইন্ধিমন্তো জুতীমন্তো বগ্গবন্তো যসস্সিনো,
মোদমানা অভিক্কামুং ভিক্ষুং সমিতিং বনং ।
- ১৭ । বেস্সামিত্তা পঞ্চসত্তা যচ্ছা নানত্তবগ্গিনো,
ইন্ধিমন্তো জুতীমন্তো বগ্গবন্তো যসস্সিনো,
মোদমানা অভিক্কামুং ভিক্ষুং সমিতিং বনং ।
- ১৮ । কুন্তীলো রাজগহিকো বেপুল্লস্স নিবেসনং,
ভীয্যো নং সতসহস্সং যচ্ছানং পযিক্কপাসতি ;
কুন্তীলো রাজগহিকো সোপাগ সমিতিং বনং ।
- ১৯ । পুরিমঞ্চ দিসং রাজা ধতরট্টো তম্পসাসতি,
গন্ধব্বানং অধিপতি মহারাজা যসস্সি সো ।

- ২০ । পুত্রাপি তস্ম বহবো ইন্দনামা মহাবলা
ইন্ধিমন্তো জুতীমন্তো বগ্নবন্তো যসসিনো,
মোদমানা অভিক্কাযুং ভিষ্ব্ণুং সমিতিং বনং ।
- ২১ । দক্ষিণঞ্চ দিসং রাজা বিরূপক্ষে্যো তম্পসাসতি,
কুন্তুণানং অধিপতি মহারাজা যসসি সো ।
- ২২ । পুত্রাপি তস্ম বহবো ইন্দনামা মহাবলা,
ইন্ধিমন্তো জুতীমন্তো বগ্নবন্তো যসসিনো ;
মোদমানা অভিক্কাযুং ভিষ্ব্ণুং সমিতিং বনং ।
- ২৩ । পচ্ছিমঞ্চ দিসং রাজা বিরূপক্ষে্যো তম্পসাসতি,
নাগানং অধিপতি মহারাজা যসসি সো ।
- ২৪ । পুত্রাপি তস্ম বহবো ইন্দনামা মহাবলা,
ইন্ধিমন্তো জুতীমন্তো বগ্নবন্তো যসসিনো ;
মোদমানা অভিক্কাযুং ভিষ্ব্ণুং সমিতিং বনং ।
- ২৫ । উত্তরঞ্চ দিসং রাজা কুবেরো তম্পসাসতি,
যজ্ঞানং অধিপতি মহারাজা যসসি সো ।
- ২৬ । পুত্রাপি তস্ম বহবো ইন্দনামা মহাবলা,
ইন্ধিমন্তো জুতীমন্তো বগ্নবন্তো যসসিনো ;
মোদমানা অভিক্কাযুং ভিষ্ব্ণুং সমিতিং বনং ।
- ২৭ । পুরথিমেন ধতরর্তো দক্ষিণেন বিরূহলকো,
পচ্ছিমেন বিরূপক্ষে্যো কুবেরো উত্তরং দিসং ।
- ২৮ । চতুরো তে মহারাজা সমন্তা চতুরো দিসা,
দদল্লমানো অর্চ্যংসু বনে কপিলবথবে ।
- ২৯ । তেসং মাষাবিনো দাসা আগুং বঞ্চনিকা সঠা,
মাষা কূটেণ্ড বেটেণ্ড বিটুচ্চ বিটুডো সহ ।
- ৩০ । চন্দনো কামসেষ্ঠা চ কিন্নুঘণ্ডু নিঘণ্ডু চ,
পণাদো ওপমণ্ণেণ চ দেবস্তুতো চ মাতলী ।

- ৩১ । চিত্রসেনো চ গন্ধৰ্বো নলোৱাজ্ঞা জনেসভো,
আশুং পঞ্চ সিখোচে'ব তিস্বরু সুরিয়বচ্ছসা ।
- ৩২ । এতে চ'শ্রেঃ চ রাজানো গন্ধৰ্বা সহ রাজুভি,
মোদমানা অভিক্কামুং ভিক্ষুং সমিতিং বনং ।
- ৩৩ । অথাশুং নাগসা নাগা বেসালা সহ তচ্ছকা,
কম্বলস্ফতরা আশু পাযাগা সহ ঞ্জাতিভি
- ৩৪ । যামুনা ধতরজ্জী চ আশু নাগা যসস্সিনো,
এরাবণো মহানাগো সোপাগ সমিতিং বনং ।
- ৩৫ । যে নাগরাজে সহসা হরন্তি
দিব্বা দিজা পক্ষী বিসুদ্ধ চক্ষু,
বেহাসযা তে বনমজ্জপত্তা,
চিত্রা সুপল্লা ইতি তেসং নামানি ।
- ৩৬ । অভয়ং তদা নাগরাজানমাসি ।
সুপল্লতো খেমমকাসি বুদ্ধো,
সল্লাহি বাচাহি উপবহযত্তা
নাগা সুপল্লা সরণমগংসু বুদ্ধং ।
- ৩৭ । জিতা বজ্জির হথেন সমুদং অসুরাসিতা,
ভাতরো বাসবস্বেতে ইন্ধিমন্তো যসস্সিনো ।
- ৩৮ । কালকজ্জা মহাভিঙ্গা অসুরা দানবেঘসা,
বেপচিত্তি স্ফুচিত্তি চ পহারাদো নমুচী সহ ।
- ৩৯ । সতঞ্চ বলিপুত্তানং সৰে বোরোচ নামকা,
সল্লঘিহ্বা বলিং সেনং রাত্তভদ্দমুপাগমুং ;
সমযোদানি ভদ্দন্তে ভিক্ষুং সমিতিং বনং ।
- ৪০ । আপো চ দেবা পঠবী চ তেজো বাযো তদাগমু ,
বরুণা বারুণা দেবা সোমো চ যসসা সহ ।

- ৪১ । মেত্তা করুণা কাযিকা আশুং দেবা যসস্সিনো,
দসেতে দসখা কাযা সবেষ নানত্তবল্লিনো ।
ইন্ধিমন্তো জুতীমন্তো বগ্গবন্তো যসস্সিনো,
মোদমানা অভিক্কামুং ভিচ্ছুং সমিতিং বনং ।
- ৪২ । বেগ্গহু চ দেবা সহলী চ অসমা চ ছবে যমা,
চন্দস্সু পনিসা দেবা চন্দমাগু পুরচ্ছত্তা
- ৪৩ । সুরিয়স্সু পনিসা দেবা সুরিয়মাগু পুরচ্ছত্তা,
নচ্ছত্তানি পুরচ্ছত্তা আশু মন্দবলাহকা ।
- ৪৪ । বসুহনং বাসবো সেট্টো সাক্কো'পাগ পুরিন্দদো,
দসেতে দসখা কাযা সবেষ নানত্তবল্লিনো ।
ইন্ধিমন্তো জুতীমন্তো বগ্গবন্তো যসস্সিনো,
মোদমানা অভিক্কামুং ভিচ্ছুং সমিতিং বনং ।
- ৪৫ । অথাশুং সহভু দেবা জলমল্লিসিখারিব
অরিট্টকা চ রোজা চ উম্মা পুফ্ফ নিভাসিনো ।
- ৪৬ । বরুণা সহ ধম্মা চ অচ্চ তা চ অনেজকা,
সুলেয্য রুচিরা আশুং আশুং বাসবনেসিনো ।
- ৪৭ । দসেতে দসখা কাযা সবেষ নানত্তবল্লিনো,
ইন্ধিমন্তো জুতীমন্তো বগ্গবন্তো যসস্সিনো,
মোদমানা অভিক্কামুং ভিচ্ছুং সমিতিং বনং ।
- ৪৮ । সমানা মহাসমানা মানুসা মানুসুত্তমা,
খিড্ডা পদুসিকা আশুং আশুং মনোপদুসিক ।
- ৪৯ । অথাশুং হরযো দেবা যে চ লোহিতবাসিনো,
পারগা মহাপারগা আশুং দেবা যসস্সিনো ।
- ৫০ । দসেতে দসখা কাযা সবেষ নানত্তবল্লিনো,
ইন্ধিমন্তো জুতীমন্তো বগ্গবন্তো যসস্সিনো,
মোদমানা অভিক্কামুং ভিচ্ছুং সমিতিং বনং ।

- ৫১। সুক্কা করুমা অক্কা আণ্ড বেঘনসা সহ,
ওদাত গফ্ফা পামোঙ্কা আণ্ড দেবা বিচঙ্কণা ।
- ৫২। সদামত্তা হারগজা মিস্সকা চ যসস্সিনো,
থনযং আণ্ড পজ্জুন্না যো দিসা অভিবস্সতি ।
- ৫৩। দসেতে দসধা কাযা সকেষ নানত্তবল্লিনো,
ইন্ধিমত্তো জুতীমত্তো বল্লবত্তো যসস্সিনো,
মোদমানা অভিক্কামুং ভিঙ্কুন্নাং সমিতিং বনং ।
- ৫৪। থেমিয়া তুসিতা যামা কট্টিকা চ যসস্সিনো,
লম্বিতকা লামসেট্টা জোতিনামা চ আসবা ।
- ৫৫। নিম্মাণরতিনো আণ্ড অথাণ্ড পরনিম্মিতা,
দসেতে দসধা কাযা সকেষ নানত্তবল্লিনো ।
ইন্ধিমত্তো জুতীমত্তো বল্লবত্তো যসস্সিনো,
মোদমানা অভিক্কামুং ভিঙ্কুন্নাং সমিতিং বনং ।
- ৫৬। সট্টেতে দেবনিকাযা সকেষ নানত্তবল্লিনো,
নামঘয়েন আগঙ্কুং যে চ'এঃ সদিসা সহ ।
- ৫৭। পবুথজাতিং অখিলং ওঘতিল্লমনাসবং,
দস্কে মোঘতরং নাগং চন্দং'ব অসিতাতিগং ।
- ৫৮। সুব্রহ্মা পরমত্তো চ পুত্তা ইন্ধিমত্তো সহ,
সণঙ্কুমারো তিস্সো চ সোপাগ সমিতিং বনং ।
- ৫৯। সহস্সং ব্রহ্মলোকানং মহাব্রহ্মাভিত্তিতি,
উল্লন্না জুতীমত্তো চ ভীষ্মাকাযো যসস্সি সো ।
- ৬০। দসেথ ইস্সরা আণ্ড পচ্চেক বসবত্তিনো,
তেসঞ্চ মজ্জাতে আগ হারিতে পরিবারিতে ।
- ৬১। তে চ সকেষ অভিক্কেত্তে সহিন্দে দেবে সব্রহ্মকে,
মারসেনা অভিক্কামুং পস্স কণ্ঠস্স মন্দিয়ং ।

- ৬২ । এথ গংহথ বন্ধথ রাগেন বন্ধমথ্বে,
সমস্তা পরিবারেথ মা বো মুঞ্চিথ কোচিকং ।
- ৬৩ । ইতি তথ মহাসেনো কংহসেনং অপেসয়ি,
পানিনা থলমাহচ্চ সরং কত্বান ভেরবং ।
- ৬৪ । যথা পাবুস্কে মোঘো থনযন্তো সবিজ্জুকে,
তদা সো পচ্ছুধাবতি সংকুদ্ধো অসয়ং বসি ।
- ৬৫ । তঞ্চ সবং অভিগ্রথয় পবন্নিদ্বান চন্ডমা,
ততো আমন্তয়ী সথা সাবকে সাসনে রতে ।
- ৬৬ । মারসেনা অভিক্কন্তা তে বিজ্ঞানাথ ভিষ্ণবো,
তে চ আতপ্পমকরং সূতা বুদ্ধস্স সাসনং ।
- ৬৭ । বীতরাগে'হপকামুং নেসং লোমস্পি ইঞ্জযুং,
সবেব বিজিত সঙ্গামা ভযাতীতা যসস্সিনো ।
মোদন্তি সহ'ভূতেহি সাবকা তে জনে সূতা'তি

আটানাবি সূত্র

নমো তস্ম ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্ম

১। এবং মে সূত্রং — একং সমযং ভগবা রাজগহে বিহরতি গিঞ্জকুটে পব্বতে ।
অথ খো চত্তারো মহারাজা মহতিষা চ যক্খসেনায, মহতিষা চ গন্ধবসেনায,
মহতিয়া চ কুস্তুণসেনায, মহতিষা চ নাগসেনায চতুদ্দিসং রক্খং ঠপেত্বা, চতুদ্দিসং
গুহং ঠপেত্বা, চতুদ্দিসং ওবরণং ঠপেত্বা অভিক্কন্তায রত্তিষা অভিক্কন্তবল্লা কেবলকপ্পং
গিঞ্জাকুটং ওভাসেত্বা যেন ভগবা তেহুপসঙ্কমিংসু । উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং
অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু । তেপি খো যক্খা অপ্পেকছে ভগবন্তং
অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু, অপ্পেকছে ভগবতো সদ্ধিং সম্মোদিংসু সম্মোদনীযং
কথং সারাণীযং বীতিসারেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু, অপ্পেকছে যেন ভগবা তেনজ্জলিং
পণামেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু, অপ্পেকছে নামগোত্তং সাবেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু,
অপ্পেকছে তুণ্হীভূতা একমন্তং নিসীদিংসু । একমন্তং নিসিন্নো খো বেস্সবণো
মহারাজা ভগবন্তং এতদবোচ—* সন্তি হি ভন্তে উলারা যক্খা ভগবতো অপ্পসন্নী,
সন্তি হি ভন্তে মজ্জিমা যক্খা ভগবতো পসন্নী, সন্তি হি ভন্তে মজ্জিমা যক্খা
ভগবতো অপসন্নী, সন্তি হি ভন্তে মজ্জিমা যক্খা ভগবতো পসন্নী, সন্তি হি ভন্তে
নীচা যক্খা ভগবতো অপ্পসন্নী, সন্তি হি ভন্তে নীচা যক্খা ভগবতো পসন্নী,
ষেভুয্যেন খো পন ভন্তে যক্খা অপ্পসন্নীষেব ভগবতো । তং কিস্স হেতু ? ভগবা
হি ভন্তে পাণাতিপাতা বেরমণিষা ধম্মং দেসেতি, অদিম্মাদানী বেরমণিষা ধম্মং
দেসেতি, কামেসু মিচ্ছাচারী বেরমণিষা ধম্মং দেসেতি, মুসাবাদী বেরমণিষা ধম্মং
দেসেতি, সুরা-মেরষ-মজ্জ-পমাদট্ঠানী বেরমণিষা ধম্মং দেসেতি । যেভুয্যেন খো
পন ভন্তে যক্খা অপ্পটিবিরতা য়েব পাণাতিপাতা, অপ্পটিবিরতা অদিম্মাদানী,
অপ্পটিবিরতা কামেসু মিচ্ছাচারী অপ্পটিবিরতা মুসাবাদী, অপ্পটিবিরতা
সুরা-মেরষ-মজ্জ-পমাদট্ঠানী, তেসং তং হোতি অপ্পিযং অমনাপং ।
সন্তি হি ভন্তে ভগবতো সাবকা অরহ্ণ্ণে বনপথানি পন্তানি সেনাসনানি
পটিসেবন্তি ; অপ্পসদানি অপ্পনিগ্ঘোসানি বিজ্ঞবাতানি মহুস্সারহসেয্যকানি
পটিসন্নানসারুপ্পানি । তথ সন্তি উলারা যক্খা নিবাসিনো য়ে ইম্মিং ভগবতো

পাবচনে অগ্নসম্মা । তেসং পসাদায উগ্গংগ্‌হাতু ভন্তে ভগবা আটানাটিং রক্খং
ভিক্খুং ভিক্খুনীং উপাসকানং উপাসিকানং গুত্তিষা রক্খায অবিহিংসায ফাসু
বিহারাষাতি । অধিবাসেসি ভগবা তুণ্‌হীতাবেন । অথ থো বেসসবনো
মহারাজা ভগবতো অধিবাসনং বিদিত্বা তাং বেলাং ইমং আটানাটিং রক্খং
অভাসি ।

২ । বিপস্সিস্স নমথু চক্কুমন্তুস্স সিরীমতো,
সিথিস্সপি নমথু সৰ্বভূতানুকম্পিনো ।

৩ । বেস্সভুস্স নমথু নহাতকস্স তপস্সিনো,
নমথু ককুসক্সস্স মারসেনা পমদ্দিনো ।

৪ । কোণাগমনস্স নমথু ব্রাক্কগস্স বুসীমতো,
কস্সপস্স নমথু বিপ্পমুত্তস্স সৰ্বধি ।

৫ । অঙ্গীরসস্স নমথু সকাপুত্তস্স সিরীমতো,
যো ইমং ধম্মং দেসেসি সৰ্বভূতপনুদনং ।

৬ । যে চাপি নিব্বুতা লোকে যথাভূতং বিপস্সিস্সুং,
তে জনা অপিস্সুনায মহত্তা বীতসারদা ।

৭ । হিতং দেবমনুস্সানং যং নমস্সন্তি গোতমং,
বিজ্জাচরণসম্পন্নং মহত্তং বীতসারদং ।

৮ । যতো উগ্গচ্ছতি সুরিযো আদিচো মণ্ডলী মহা,
যস্সচুগ্গচ্ছমানস্স সংবরীপি নিরুজ্জতি ।

৯ । যস্সচুগ্গতে সুরিযো দিবসোতি পবুচ্চতি,
রহদো'পি তথ গন্তীরো সমুদো সরিতোদকো,

১০ । এবং তং তথ জানন্তি সমুদো সরিতোদকো,
ইতো সা পুরিমা দিসা ইতি নং আচিচ্ছতি জনো ।

১১ । যং দিসং অভিপালেতি মহারাজা যস্সি সো,
গন্ধবানং অধিপতি ধতরুট্টো ইতি নাম সো ।

১২। রমতি নচগীতেহি গন্ধব্বেহি পুরস্কৃতো,
পুত্রাপি তস্ম বহবো একনামা'তি মে স্মৃতং ।

১৩। অসীতিং দস একো চ ইন্দনামা মহাবলা,
তে চাপি বুদ্ধং দিস্থান বুদ্ধং আদিচ্চবন্ধুনং ।

১৪। দূরতোব নমস্শস্তি মহন্তং বীতসারদং
নমো তে পুরিসাজ্ঞপ্র নমো তে পুরিসুত্তম ।

১৫। কুসলেন সমেক্থসি, অমহুস্মাপি তং বন্দস্তি, স্মৃতং নেতং অভিগ্হসো,
তস্মা এবং বদেমসে, জিনং বন্দথ গোতমং, জিনং বন্দাম গোতমং, বিজ্ঞাচরণ-সম্পন্নং
বুদ্ধং বন্দাম গোতমং ।

১৬। যেন পেতা পবুচ্চস্তি পিসুণা পিষ্ঠিমংসিকা,
পাণাতিপাতিনো লুদা চোরা নেকতিকা জনা ।

১৭। ইতো সা দক্ষিণা দিসা ইতি নং আচিস্কৃতি জনো,
যং দিসং অভিপালেতি মহারাজা যসস্মি সো ।

১৮। কুন্তুগুনং অধিপতি বিরুলেহা ইতি নাম সো,
রমতি নচগীতেহি কুন্তুগেহি পুরস্কৃতো ।

১৯। পুত্রাপি তস্ম বহবো একনামাতি মে স্মৃতং,
অসীতিং দস একো চ ইন্দনামা মহাবলা ।

২০। তে চা'পি বুদ্ধং দিস্থান বুদ্ধং আদিচ্চবন্ধুনং,
দূরতোব নমস্শস্তি মহন্তং বীতসারদং ;
নমো তে পুরিসাজ্ঞপ্র নমো তে পুরিসুত্তম ।

২১। কুসলেন সমেক্থসি, অমহুস্মা'পি তং বন্দস্তি, স্মৃতং নেতং অভিগ্হসো ।
তস্মা এবং বদেমসে, জিনং বন্দথ গোতমং, জিনং বন্দাম গোতমং, বিজ্ঞাচরণসম্পন্নং
বুদ্ধং বন্দাম গোতমং ।

২২। যথ চোপ্লচ্ছতি সুরিয়ো আদিচ্ছো মণ্ডলী মহা,
যস্ম চোপ্লচ্ছমানস্ম দিবসো'পি নিরুজ্জ্বতি ।

- ২৩। যস্ম চোন্মচ্ছতে সুরিয়ে সংবরীতি পবুচ্চতি,
রহদোপি তথ গন্তীরো সমুদো সরিতোদকো।
- ২৪। এবং যং তথ জানন্তি সমুদো সরিতোদকো,
ইতো সা পচ্ছিমা দিসা ইতি নং আচিন্ধতি জনো।
- ২৫। যং দিসং অভিপালেতি মহারাজা যসস্মি সো,
নাগানং অধিপতি বিরূপঙ্ঘো ইতি নাম সো।
- ২৬। রমতি নচ্চগীতেহি নাগেহি চ পুরঙ্ঘতো,
পুন্তাপি তস্ম বহবো একনামা'তি মে সূতং।
- ২৭। অসীতিং দস একো চ ইন্দনামা মহাবলা,
তে চা'পি বুদ্ধং দিস্বান বুদ্ধং আদিচ্চবন্ধুনং ;
- ২৮। দূরতো'ব নমস্শস্তি মহন্তং বীতসারদং,
নমো তে পুরিসাজ্জগ্গ নমো তে পুরিসুত্তম।

কুসলেন সমেক্খসি, অমনুসাপি তং বন্দন্তি, সূতং নেতং অভিগ্হসো। তস্মা
এবং বদেমসে, জিনং বন্দথ গোতমং, জিনং বন্দাম গোতমং। বিজ্জাচরণসম্পন্নং
বুদ্ধং বন্দাম গোতমং।

- ২৯। যেন উত্তরকুরুমহা মহামেরু সুদস্সনো,
মনুস্মা তথ জায়ন্তি অমমা অপরিগ্গহা।
- ৩০। ন তে বীজং বপযন্তি নপি নীযন্তি নঙ্গলা,
অকট্ট পাকিমং সালিং পরিভুঞ্জন্তি মানুসা।
- ৩১। অকণং অথুসং সুদ্ধং সুগন্ধং তণ্ডুলফলং,
তুণ্ডিকীরে পচিহ্বান ততো ভুঞ্জন্তি ভোজনং।
- ৩২। গাবিং একথুরং কহা অনুযন্তি দিসো দিসং,
পশুং একথুরং কহা অনুযন্তি দিসো দিসং।
- ৩৩। হস্থিবাহনং কহা অনুযন্তি দিসো দিসং,
পুরিসবাহনং কহা অনুযন্তি দিসো দিসং।

৩৪। কুমারীবাহনং কত্বা অনুযন্তি দিসো দিসং,
কুমারবাহনং কত্বা অনুযন্তি দিসো দিসং।

৩৫। তে যানে অভিরুহিত্বা সৰ্বদিসা—
অনুপরিযন্তি পচারা তস্ম রাজিনো,
হস্তিয়ানং অস্ময়ানং দিব্বয়ানং উপর্জিতং,
পাসাদা সিবিকা চেব মহারাজস্ম যসস্মিনো।

৩৬। তস্ম চ নগরা অহু অন্তলিঙ্কে স্মুমাপিতা,
আটানাটা কুসিনাটা পরকুসিনাটা নাটপুরিষা পরকুসিতনাটা।

৩৭। উত্তরেন কপিবন্তো জনোঘমপরেন চ নবনবতিষো অম্বর অম্বরবতিষো
আলকমন্দা নাম রাজধানী। কুবেরস্ম খো পন মারিস মহারাজস্ম বিসাগা
নাম রাজধানী, তস্মা কুবেরো মহারাজা বেসমবণো'তি পবুচ্চতি। পচ্ছেমন্তো
পকাসেস্ন্তি ততোলা তন্তলা ততোতলা; ওজসি তেজসি ততোজসি সুরো রাজা
অরিট্ঠোনেমি। রহদোপি তথ ধরণী নাম, যতো মেঘা পবস্ন্তিস্তি বস্মা যতো
পতযন্তি, সতাপি তথ ভগলবতী নাম যক্খা পয়িরুপাসন্তি।

৩৮। তথ নিচ্চফলা রুচ্ছা নানাদিজগণাযুতা,
ময়ুর কোঞ্চভিরুদা কোকিলাভিহি বগ্নমুভি।

৩৯। জীবঞ্জীবক সদ্দেথ অথো ওর্ট'ব চিত্তকা,
কুকুথকা কুলহীরকা বনে পোচ্ছরসাতকা।

৪০। শুক সালিহক সদ্দেথ দণ্ডমানবকানি চ,
সোভতি সৰ্বকালং সা কুবের নলিনী সদা।

৪১। ইতো সা উত্তরা দিসা ইতি নং আচিন্ধতি জনো,
যং দিসং অভিপালেতি মহারাজা যসস্মি সো।

৪২। যচ্ছানং অধিপতি কুবেরো ইতি নাম সো,
রমতি নচ্চগীতেহি যচ্ছোহি চ পুরচ্ছতো।

৪৩। পুত্রাপি তস্ম বহবো একনামা'তি যে স্মৃতং,
অসীতিং দস একো চ ইন্দনামা মহচ্ছলা।

৪৪। তে চা'পি বুদ্ধং দিম্বান বুদ্ধং আদিচ্চবন্ধুণং
দূরতোব নমস্সন্তি মহত্তং বীতসারদং,
নমো তে পুরিসাজ্ঞে নমো তে পুরিসুত্তম।

৪৫। কুসলেন সমেক্খসি, অমহুস্সাপি তং বন্দন্তি, স্তুতং নেতং অভিগ্হসো।
তস্মা এবং বদেমসে, জিনং বন্দথ গোতমং, জিনং বন্দাম গোতমং, বিজ্জাচরণসম্পন্নং
বুদ্ধং বন্দাম গোতমন্তি। অথং থো সা মারিসা আটানাটিষ রক্খা, ভিক্খুণং
ভিক্খুণীনং উপাসকানং উপাসিকানং শুভিষা রক্খাষ অবিহিংসাষ ফাস্থ
বিহারাষা'তি।

৪৬। যস্স কস্সচি মারিস, ভিক্খুস্স বা ভিক্খুনিষা বা উপাসকস্স বা
উপাসিকাষ বা অথং আটানাটিষা রক্খা স্তুগ্গহীতা ভবিস্সতি সমস্তা পরিষা-
পুতা, তঞ্জে অমহুস্সো, যক্খো বা যক্খিনি বা যক্খপোতকো বা যক্খপোতিকা
বা যক্খমহামত্তো বা যক্খপারিসজ্জো বা যক্খপচারো বা গঙ্কবো বা গঙ্কবী বা
গঙ্কবপোতকো বা গঙ্কবপোতিকা বা গঙ্কব মহামত্তো বা গঙ্কবপারিসজ্জো বা
গঙ্কবপচারো বা কুস্তণ্ডো বা কুস্তণ্ডী বা কুস্তণ্ডপোতকো বা কুস্তণ্ডপোতিকা বা
কুস্তণ্ড মহামত্তো বা কুস্তণ্ডপারিসজ্জো বা কুস্তণ্ডপচারো বা, নাগো বা নাগিনী বা
নাগপোতকো বা নাগপোতিকা বা নাগমহামত্তো বা নাগপারিসজ্জো বা নাগ-
পচারো বা পহুট্টচিত্তো গচ্ছন্তং বা অনুগচ্ছেয্য, ঠিতং বা উপতিট্টেয্য, নিসিন্নং
বা উপনিসীদেয্য, নিপন্নং বা উপনিপজ্জেয্য, ন মে সো মারিস অমহুস্সো
লভেয্য গামেহু বা নিগমেহু বা সকারং বা গরুকারং বা; ন মে সো মারিস
অমহুস্সো লভেয্য আলকমন্দাষ রাজধানীষা বথুং বা বাসং বা; ন মে সো
মারিস অমহুস্সো লভেয্য যক্খানং সমিতিং গন্তং। অপিস্সু নং মারিস অমহু-
স্সা অনবস্হম্পি নং কারেযুং অবিবস্হং। অপিস্সু নং মারিস অমহুস্সা
অন্তাহি পি পরিপুত্রাহি পরিভাসাহি পরিভাসেযুং। অপিস্সু যং মারিস
অমহুস্সা রিত্তম্পি পত্তং সীসে নিক্কেযুং অপিস্সু নং মারিস অমহুস্সা
সত্তধাপিস্স মুদ্ধং ফালেযুং। সন্তিহি মারিস অমহুস্সা চণ্ডা রুদ্ধা রভসা,
তেনেব মহারাজানং আদিযন্তি, ন মহারাজানং পুরিসকানং আদিযন্তি,
তে থো তে মারিস অমহুস্সা মহারাজানং অবরুদ্ধা নাম বুদ্ধন্তি।
সেযাথাপি মারিস, রঞ্ঞো মাগধস্স বিজিতে চোরা তেনেব রঞ্ঞো মাগধস্স

পুরিসকানং আদিষন্তি, ন রঞ্জেণ মাগধস্ পুরিসকানং আদিষন্তি, তে খো তে মারিস মহাচোরা রঞ্জেণ মাগধস্ অবরুদ্ধা নাম বুচ্ছন্তি ; এমমেব খো মারিস সন্তি হি অমহুস্মা চণ্ডা রুদ্ধা রভসা, তেনেব মহারাজানং আদিষন্তি, ন মহারাজানং আদিষন্তি, ন মহারাজানং পুরিসকানং আদিষন্তি, তে খো তে মারিস অমহুস্মা মহারাজানং অবরুদ্ধা নাম বুচ্ছন্তি, যো হি কোচি মারিস অমহুস্মো যক্খো বা যক্খিনী বা যক্খপোতকো বা যক্খপোতিকা বা যক্খমহামত্তো বা যক্খপারিসজ্জো বা যক্খপচারো বা, গন্ধকো বা গন্ধক্বী বা গন্ধক্বপোতকো বা গন্ধক্বপোতিকা বা গন্ধক্ব মহামত্তো বা গন্ধক্বপারিসজ্জো বা গন্ধক্বপচারো বা, কুন্তণো বা কুন্তণী বা কুন্তণপোতকো বা কুন্তণপোতিকা বা কুন্তণমহামত্তো বা কুন্তণপারিসজ্জো বা কুন্তণপচারো বা নাগো বা নাগিনী বা নাগপোতকো বা নাগপোতিকা বা নাগমহামত্তো বা নাগপারিসজ্জো বা নাগপচারো বা পহুট্ঠচিত্তো ভিক্খুং বা ভিক্খুনিং বা উপাসকং বা উপাসিকং বা গচ্ছন্তং বা অহুগচ্ছেষ্য, ঠিতং বা উপতিট্ঠেষ্য, নিসিন্নং বা উপনিসীদেষ্য, নিপন্নং বা উপনিপজ্জেষ্য । ইমেসং যক্খানং মহা যক্খানং, সেনাপতীনং মহাসেনাপতীনং উজ্জাপেতকং বিক্কন্দিতকং বিরবিতকং, অযং যক্খো গণ্হাতি, অযং যক্খো আবিসতি, অযং যক্খো হেঠেতি, অযং যক্খো বিহেঠেতি, অযং যক্খো হিংসতি, অযং যক্খো বিহিংসতি, অযং যক্খো ন মুঞ্চতী'তি । কতমেসং যক্খানং মহাযক্খানং সেনাপতীনং মহাসেনাপতীনং ?

৪৭ । ইন্দো সোমো বরুণো চ ভারদ্বাজো পজাপতি,

চন্দনো কামসেঠো চ কিন্নু ষণ্ডু নিঘণ্ডু চ ।

পণাদো ওপমণ্ণো চ দেবসুতো চ মাতলি'

চিস্তসেনো চ গন্ধকো নলো রাজা জনেসভো

সাতগিরো হেমবতো পুণ্ণকো করতিযো গুলো,

সীবকো মুচলিন্দো চ বেস্সামিত্তো যুগন্ধরো ।

গোপাল পুণ্ণগেথো চ হিরি নেত্তি চ মন্দিযো,

পঞ্চালো চণ্ডো আলবকো পজ্জুল্লো স্ত্রমনো স্ত্রমুখো দধীমুখো,

মণিমানী চরো দীঘো অথো সেরিস্সকো সহ ।

৪৮। ইম্মেসং যক্‌খানং মহাষক্‌খানং সেনাপতীনাং মহাসেনাপতীনাং উজ্জ্বাপেতবং বিক্কন্দিতবং বিরবিতবং। অযং যক্‌খো গণ্‌হাতি, অযং যক্‌খো আবিসতি, অযং যক্‌খো হেঠেতি, অযং যক্‌খো বিহেঠেতি, অযং যক্‌খো হিংসতি, অযং যক্‌খো বিহিংসতি, অযং যক্‌খো ন মুক্‌তী'তি। অযং খো সা মারিস আটানাটিষ রক্‌খা ভিক্‌খুং ভিক্‌খুণীনাং উপাসকানাং উপাসিকানাং গুত্তিষা রক্‌খাষ অবিহিংসায ফাসু বিহারাযা'তি।

৪৯। হন্দ চ'দানি মযং মারিস গচ্ছাম, বহকিচ্চা মযং বহকরগীয়া'তি। যসু-সদানি তুম্‌হে মহারাজানো কালং মঞ্‌ঞথা'তি।* অথ খো চত্তারো মহারাজা উট্টাযাসনা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা পদক্‌খিণং কত্বা তথ্বেবস্তরধাযিংসু। তেপি খো যক্‌খা উট্টাযাসনা অগ্নেকচে ভগবন্তং অভিবাদেত্বা পদক্‌খিণং কত্বা তথ্বেবস্তরধা-যিংসু। অগ্নেকচে ভগবতা সন্ধিং সম্মোদিংসু সম্মোদনীযং কথং সারাণীযং বীতিসারেত্বা তথ্বেবস্তরধাযিংসু। অগ্নেকচে যেন ভগবা তেনজ্জলিং পণামেত্বা তথ্বেবস্তরধাযিংসু। অগ্নেকচে নামগোত্তা সাবেত্বা তথ্বেবস্তরধাযিংসু। অগ্নেকচে তুণ্‌হীভূতা তথ্বেবস্তরধাযিংসু'তি।

৫০। অথ খো ভগবা তস্মা রত্তিষা অচ্চযেন ভিক্‌খু আমন্তেসি। ইমং ভিক্‌খবে রত্তিং চত্তারো মহারাজা মহতিষা চ যক্‌খসেনায মহতিষা চ গন্ধব্বসেনায মহতিষা চ কুন্তুগুসেনায মহতিষা চ নাগসেনায চতুদ্দিসং রক্‌খং ঠপেত্বা চতুদ্দিসং গুহ্মং ঠপেত্বা চতুদ্দিসং ওবরণং ঠপেত্বা অভিক্কস্তায রত্তিষা অভিক্কস্তবল্লা কেবলকল্লং গিজ্জাকুটং ওভাসেত্বা যেনাহং তেহুপসকমিংসু। উপসকমিত্বা মং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু। তেপি খো ভিক্‌খবে যক্‌খা অগ্নেকচে মং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু। অগ্নেকচে মম সন্ধিং সম্মোদিংসু সম্মোদনীযং কথং সারাণীযং বীতিসারেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু। অগ্নেকচে যেনাহং তেনজ্জলিং পণামেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু। অগ্নেকচে নামগোত্তং সাবেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু। অগ্নেকচে তুণ্‌হীভূতা একমন্তং নিসীদিংসু। একমন্তং নিসিন্নো খো ভিক্‌খবে বেসুসবণো মহারাজা মং এতদবোচ—(* এথানে ২০৯ পৃষ্ঠার তারকা চিহ্নের পর হইতে ২১৭ পৃষ্ঠায় তারকা চিহ্নের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত বিষয় পাঠ করিতে হইবে*।)

অথ খো ভিক্‌খবে চত্তারো মহারাজা উট্টাযাসনা মং অভিবাদেত্বা পদক্‌খিণং কত্বা তথ্বেবস্তরধাযিংসু। অগ্নেকচে মম সন্ধিং সম্মোদিংসু সম্মোদনীযং কথং

সারাগীষং বীতিসারেত্বা তথেষন্তরধাষিংসু । অগ্নেকচে ঘেনাহং তেনঞ্জলিম্পণা-
মেত্বা নামগোত্তং সাবেত্বা তথেষন্তরধাষিংসু । অগ্নেকচে তুণ্হীত্বতা
তথেষন্তরধাষিংসু'তি ।

উগ্গণ্হথ ভিক্খবে আটানাটিং রক্খং, পরিষাপুনাথ ভিক্খবে আটানাটিং
রক্খং, ধারেথ ভিক্খবে আটানাটিং রক্খং অথসংহিতায় ভিক্খবে আটানাটিং
রক্খা ভিক্খনং ভিক্খুনীনং উপাসকানং উপাসিকানং শুতিষা রক্খাষ অবিহিংসাষ
ফাসু বিহারাষা'তি ।

ইদমবোচ ভগবা, অন্তমনা তে ভিক্খু ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দুস্তি ।

তিরোকুড সূত্রং

- ১ । তিরোকুডেসু তিষ্ঠন্তি সন্ধি-সিদ্ধাটকেসু চ,
দ্বারবাহাসু তিষ্ঠন্তি আগত্বান সকং ঘরং ।
- ২ । পহতে অন্নপানমিহ খজ্জভোজ্জে উপর্টিতে,
ন তেসং কোচি সরতি সত্ত্বানং কম্পপচচা ।
- ৩ । এবং দদন্তি এগতীনং যে হোন্তি অনুকম্পকা,
সুচিং পণীতং কালেন কপ্পিযং পানভোজনং ।
- ৪ । “ইদং বো এগতীনং হোতু সুখিতা হোন্তু এগতযো,”
তে চ তথ সমাগন্তা এগতীপেতা সমাগতা ।
- ৫ । পহতে অন্নপানমিহ সন্ধচ্চং অনুমোদরে,
“চিরং জীবন্তু নো এগতী যেসং হেতু লভামসে ।”
- ৬ । অম্হাকঞ্চ কতা পূজা দাযকা চ অনিপ্পলা,
নহি তথ কসী অথি গোরক্কেথ ন বিজ্জতি ।
- ৭ । বণিজ্জা তাদিসী নথি হিরণ্ণেন কযাক্কযং,
ইতো দিন্নেন যাপেত্তি পেতা কালকতা তহিং ।
- ৮ । উন্নমে উদকং বট্টং যথা নিল্লং পবত্ততি,
এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকপ্পতি ।

- ৯। যথা বারিবহা পুরা পরিপূরেস্তি সাগরং,
এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকল্পতি ।
- ১০। অদাসি মে অকাসি মে ঐগতিমিত্তা সখা চ মে,
পেতানং দন্ধিগং দজ্জা পুবে কতং অনুসরং ।
- ১১। নহি রুগ্গং বা সোকো বা যাচ'ঞা পরিদেবনা,
ন তং পেতানমথায় এবং তিষ্ঠন্তি ঐগতযো ।
- ১২। অযঞ্চ খো দন্ধিগা দিন্না সজ্জমিহ সুপ্পতিষ্ঠিতা,
দীঘরত্তং হিতাযস্স ঠানসো উপকল্পতি ।
- ১৩। সো ঐগতিধম্মো চ অযং নিদস্সিতো
পেতানং পূজা চ কতা উলারা,
বলঞ্চ ভিদ্ধুনং অনুপ্পদিন্নং
তুমেহি পুণ্ণং পসুতং অনপ্পকন্তি ।

উৎপত্তি

এই হইতে বিরানবই কল্প পূর্বে জগতে তিষ্ঠ ও ক্ষুণ্ণ নামে দুইজন বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ক্ষুণ্ণ বুদ্ধ ছিলেন কাশীরাজ মহেন্দ্রের পুত্র। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া যখন বোধিমূলে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করেন, তখন রাজা ভাবিলেন, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বুদ্ধ, কনিষ্ঠ পুত্র অগ্রশ্রাবক এবং পুরোহিত-পুত্র দ্বিতীয় শ্রাবক ; সুতরাং আমারই বুদ্ধ, আমারই ধর্ম এবং আমারই সজ্জ।” অনন্তর তিনি বুদ্ধ-সমীপে যাইয়া “সেই ভগবান অহং সম্যক সম্বুদ্ধকে নমস্কার।” এই বাণী তিনবার উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া বুদ্ধকে নিবেদন করিলেন, “ভগ্নে এখন আমার জীবনের শেষ অবস্থা, যতদিন আমি জীবিত থাকি ততদিন অল্প গৃহদ্বারে ভিক্ষা করিবেন না। আমারই গৃহে আপনাদের চতুর্প্রত্যয়ের ব্যবস্থা করা হইবে।” বুদ্ধ মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তখন হইতে রাজা মহেন্দ্র নিত্যই বুদ্ধের সেবা করিতে লাগিলেন।

রাজার আরও তিনজন পুত্র ছিল। তাহারা কখনও বুদ্ধপূজার স্বেযোগ পায় নাই। সুতরাং তাহাদেরও বুদ্ধ-সেবার ইচ্ছা হইল, তাহারা পিতার নিকট অল্পমতি চাহিয়াও স্বেযোগ পাইল না। রাজ্যের মধ্যে তাহারা ছিল

শক্তিমান। বুদ্ধপূজার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তাহারা এক কৌশল অবলম্বন করতঃ সীমান্ত প্রদেশে কৃত্রিম বিদ্রোহের সৃষ্টি করিল। রাজা বিদ্রোহ দমনার্থ তাহাদিগকেই পাঠাইলেন। তাহারাও সহজে বিদ্রোহ দমন করতঃ পিতার নিকট ফিরিয়া আসিলে তিনি তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন এবং ষথেষ্টা বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তাহারা সুযোগ পাইয়া বলিল, “বুদ্ধপূজা ব্যতীত অন্য কোন বর আমরা চাই না। “রাজা বলিলেন, “ইহা ব্যতীত অন্য বর লও।” তাহারা বলিল, “অন্য বরে প্রয়োজন নাই।” তখন বাধ্য হইয়া রাজা বলিলেন, “তবে সময় নির্দিষ্ট করিয়া লও।” তাহারাও সাত বৎসরের জন্ত ষাণ্ঠা করিল। রাজা অস্বীকার করিলে ক্রমে কমাইতে কমাইতে বর্ষা তিন মাসের জন্ত তাহারা বুদ্ধকে সেবা করিবার অনুমতি পাইল। অনুমতি পাইয়া তাহারা সন্তুষ্ট চিত্তে ভগবানের নিকট যাইয়া বর্ষা তিনমাসের জন্ত সশিষ্ট ভগবানকে নিমন্ত্রণ করিল। ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তখন তাহারা জনপদে নিযুক্ত কৰ্মচারীদের আহ্বান করিয়া বলিল, ‘আমরা এই তিনমাস কাষায় বসন পরিধান করিয়া দশশীল গ্রহণ পূর্বক বুদ্ধের সঙ্গেই অবস্থান করিব। তোমরা এই তিনমাস মহা সংকারে বুদ্ধপূজা এবং আমাদের ধনভাণ্ডার হইতে ষথেষ্টা দান কর।

অনন্তর চুরালী হাজার জনপদবাসী সকলে তিন তাইয়ের ভাণ্ডাগার হইতে দান-সামগ্রী নিয়া দান দিতে লাগিল। কিন্তু জনপদবাসীদের কেহ কেহ লোভপরায়ণ ছিল, তাহারা বুদ্ধপূজার পূর্বে দানীয় বস্তু চুরি করিয়া নিজেরাও খাইত এবং সম্ভানদেরও খাওয়াইত। তাহাদের এই পাপকর্মের ফলে মৃত্যুর পর সকলেই প্রেত হইয়াছিল।

রাজপুত্রগণ সহস্র পরিজনবর্গ সহ কালপ্রাপ্ত হইয়া দেবলোকে জন্মিয়াছিল। তাহারা দেবলোক হইতে দেবলোকে ভ্রমণ করিতে করিতে বিরানব্বই কল্প অতিবাহিত করিল। এই প্রকারে তাহারা তিনতাই অর্হৎ প্রার্থনা করিয়া পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছিল এবং ভগবান গৌতম বুদ্ধের সময় তাহারা অর্হৎ লাভ করিয়াছিল। অন্যান্য কৰ্মচারীরাও ষথা কৰ্মানুসারে ফললাভ করিয়াছিল। কিন্তু সেই পাপীরা প্রেতলোকেই চারি বুদ্ধান্তরকাল মহাকষ্টে অতিবাহিত করিয়াছিল। তাহারা উদ্বকল্পে সর্বপ্রথমে উৎপন্ন ককুসন্ধ বুদ্ধের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “ভগবন, আমাদের আহাৰ লাভের সময়

বলুন।” তিনি বলিয়াছেন, “আমার সময়ে পাইবে না, ভবিষ্যতে পৃথিবীতে কোণাগমন নামে বুদ্ধ জন্মিবেন, — তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও।”

কোণাগমন বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হইলে তাহারা তাঁহাকেও সেই কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, “আমার সময়ে পাইবে না, ভবিষ্যতে পৃথিবীতে কণ্ডপ বুদ্ধ জন্মিবেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও।

কণ্ডপ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও বলিয়াছিলেন, আমার সময়ে পাইবে না, ভবিষ্যতে গৌতম বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হইবেন, সে সময়ে বিহিসার নামক রাজা বুদ্ধকে দান দিয়া তোমাদিগকে পুণ্যাংশ প্রদান করিবেন। তখন তোমরা পুণ্যলাভ করিবে। রাজা বিহিসার ফুষ্য-বুদ্ধের সময়ে তাহাদের জ্ঞাতি ছিলেন।

সেই প্রেতদের পক্ষে এই এক-এক বুদ্ধান্তরকাল এক দিব্য-রাত্রি তুল্য হইয়াছিল। তথাগত গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পর রাজা বিহিসার যখন প্রথম দান দিলেন, তাহা সেই প্রেতগণ না পাওয়াতে তাহারা রাত্রে বিকট চীৎকার করিতে করিতে রাজাকে দেখা দিল। পরদিন রাজা বেগুবনে আসিয়া বুদ্ধকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান বলিলেন, “মহারাজ, এই হইতে বিরানব্বই কল্প পূর্বে ফুষ্য বুদ্ধের সময় ইহারা আপনার জ্ঞাতি ছিল। ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দানীয় বস্তু পাইয়া প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রেতলোকে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ককুনদ্দাদি বুদ্ধগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের নিকট এক্রপ আশ্বাসবাণী শুনিয়া এতকাল আপনার পুণ্যদান প্রত্যাশায় ছিল। গতকল্য আপনি দান করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদিগকে পুণ্যফল প্রদান করেন নাই, সে জন্য তাহারা এক্রপ উৎপাত করিতেছে।

রাজা বলিলেন, — “ভস্তু, এখন দিলে পাবে কি? ই্যা মহারাজ। রাজা পরদিন বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিয়া কহিলেন, “ইদং বো ঐতাতীনং হোতু, সুখিতা হোন্তু ঐতাতয়ো”—অর্থাৎ এই পুণ্যফল আমার জ্ঞাতীরা লাভ করুক, তাহারা সুখী হউক। ইহার দ্বারা তাহাদের অনশন-দুঃখ অবসান হইল বটে, কিন্তু বস্তু না পাওয়ায় পুন নগ্নাবস্থায় রাজাকে দেখা দিল। রাজা বুদ্ধের নির্দেশানুসারে বস্তুও সেইভাবে দান করিয়া তাহাদিগকে পুণ্যফল প্রদান করিলেন। অতঃপর তাহারা বস্তু এবং দিব্যদেহ লাভ করিল। শাস্তা ধর্ম-দেশনা কালে “তিরোকুড্ড” সূত্রানুসারে প্রেতাচার অবস্থা বর্ণনা করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া চুরাশী হাজার প্রাণীর ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল।

বজ্রানুবাদ

- ১। প্রেতযোনিপ্রাপ্ত মৃত জ্ঞাতিগণ নিজের ঘরে বা জ্ঞাতির ঘরে, প্রাচীরের বাহিরে, গৃহ-কোণে বা দরজার চৌকাঠ অবলম্বন করিয়া অথবা রাস্তার সংযোগ স্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।
- ২। প্রচুর অন্ন, পানীয় খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত বা সংগৃহীত থাকিলেও তাহাদের পাপকর্মের ফলে কেহই তাহাদিগকে স্মরণ করে না।
- ৩। যাহারা অল্পকম্পাপরায়ণ জ্ঞাতি তাহারা যথাসময়ে মৃত জ্ঞাতিগণের উদ্দেশ্যে শুচি ও উত্তম ভোজন এবং পানীয় প্রদান করেন।
- ৪। “এই পুণ্য আমার জ্ঞাতিগণের হউক, জ্ঞাতিগণ স্থখী হউক” ; এইরূপে পুণ্যানুমোদন করিলে সেই জ্ঞাতিপ্রেতগণ স্বয়ং আসিয়া অলক্ষ্যে তথায় একত্রিত হয় এবং প্রচুর অন্নপানীয় তাহারা সাদরে এইরূপে অনুমোদন করে, “যাহাদের দ্বারা আমরা ইহা পাইলাম আমাদের সেই জ্ঞাতিগণ চিরজীবী হউক।
- ৬। আমাদিগকে পূজা করা হইল, দায়কের দানও নিষ্ফল নহে। প্রেত-লোকে কৃষি নাই, গোপালন নাই, বাণিজ্য ও হিরণ্যাদির বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়ও তথায় নাই।
- ৮। কোন উন্নত স্থানে জল বা বৃষ্টি পড়িলে যেমন তাহা নিম্নদিকেই প্রবাহিত হয়, তেমন এখান হইতে যাহা দেওয়া হয়, তাহা প্রেতদিগের উপকারে আসে।
- ৯। বারিবহনকারী নদী যেমন সাগরকে পরিপূর্ণ করে, তেমন এখান হইতে যাহা দেওয়া হয়, তাহা প্রেতদিগের উপকারে আসে।
- ১০। “জীবিত থাকিতে তাহারা আমাকে কতকিছু দিয়াছিল, কত উপকার করিয়াছিল, তাহারা আমার জ্ঞাতি, মিত্র ও সখা” এইরূপে অনুস্মরণ করিয়া প্রেতদের উদ্দেশ্যে অন্নবস্ত্রাদি দান দেওয়া কর্তব্য।
- ১১। মৃতের জন্ত রোদন, শোক কিংবা বিলাপ করিলে তদ্বারা তাহাদের কোন উপকার হয় না। তাহারা পূর্ববৎ থাকিয়া যায়।

- ১২। এই যে দক্ষিণা বা দান দেওয়া গেল, তাহা উত্তম পুণ্যক্ষেত্র সত্ত্বে
সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, ইহা কালগত জ্ঞাতিগণের দীর্ঘকাল হিতসাধন
করিবে। তাহারা তাহা তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইল।
- ১৩। এই পুণ্যকর্ম দ্বারা জ্ঞাতিধর্ম পালন করা হইল, জ্ঞাতি প্রেতদিগকে
উত্তমরূপে পূজা করা হইল, ভিক্ষুগণকে শক্তি দান করা হইল এবং
দাতাও প্রচুর পুণ্য সঞ্চয় করিল।

নিধিকণ্ড সূক্তং

- ১। নিধিঃ নিধেতি পুরিসো গম্ভীরে ওদকন্তিকে,
অথে কিচে সমুপ্তনে অথায় মে ভবিস্সতি।
- ২। রাজতো বা ছুরুত্তস্স চোরতো পীলিতস্স বা,
ইণস্স বা পমোদ্ধায় ছুত্তিস্সে আপদাসু বা,
এতদথায় লোকস্মিং নিধি নাম নিধীয়তি।
- ৩। তাব সুনিহিতো নিধি গম্ভীরে ওদকন্তিকে,
ন সৰ্বে সৰ্বদা এব তস্স তং উপকল্পতি।
- ৪। নিধি বা ঠানা চবতি সঞাবস্স বিমুচ্ছতি,
নাগা বা অপনামেত্তি যদ্ধা বাপি হরন্তি তং,
অপ্লিয়া বাপি দাযাদা উদ্ধরন্তি অপস্সতো,
যদা পুঞেচ্ছযো হোতি সৰ্বমেতং বিনস্সতি।
- ৫। যস্স দানেন সীলেন সঞমেদন দমেন চ,
নিধি সুনিহিতো হোতি ইথিষা পুরিসস্স বা,
চেতিযমিহ চ সজ্জে বা পুপ্পলে অতিথীসু বা,
মাতরি পিতরি বাপি অথ জেট্ঠমিহ ভাতরি,
এসো নিধি সুনিহিতো অজেষ্যো অনুগামিকো,
পহায় গমনীয়েসু এতমাদায় গচ্ছতি।
- ৬। অসাধারণমণ্ডেসং অচোরহরণো নিধি,
কযিরাথ ধীরো পুঞানি যো নিধি অনুগামিকো।

- ৭। এস দেব-মনুস্কানং সৰ্বকামদদো নিধি,
যং যদেবাভিপশ্বেন্তি সৰ্বমেতেন লভ্ততি ।
- ৮। সুবল্লতা সুসরতা সুসঠান সুরূপতা,
আধিপচ্চং পরিবারো সৰ্বমেতেন লভ্ততি ।
- ৯। পদেসরজ্জং ইস্সরিয়ং চক্কবত্তি সুখং পিয়ং,
দেবরজ্জম্পি দিব্বেসু সৰ্বমেতেন লভ্ততি ।
- ১০। মানুসিকা চ সম্পত্তি দেবলোকে চ যা রতি,
যা চ নিব্বাণ সম্পত্তি সৰ্বমেতেন লভ্ততি ।
- ১১। মিত্তসম্পদং আগম্ম যোনিসো বে পযুঞ্জতো,
বিজ্জা বিমুত্তি বসীভাবো সৰ্বমেতেন লভ্ততি ।
- ১২। পটিসম্বিত্তা বিমোক্ষা চ যা চ সাবকপারমী,
পচ্চেকবোধি বুদ্ধভূমি সৰ্বমেতেন লভ্ততি ।
- ১৩। এবং মহিদ্ধিয়া এসা যদিদং পুণ্ণসম্পদা,
তস্মা ধীরা পসংসন্তি পণ্ডিতা কতপুণ্ণতত্ত্বি ।

বঙ্গানুবাদ

- ১। “বিশেষ প্রয়োজনের সময় ইহা আমার কাজে লাগিবে,” এই মনে করিয়া অনেকে মাটির নীচে গভীর গর্তে ধন পুতিয়া রাখে ।
- ২। রাজার দৌরাশ্রয়, চোরের উপদ্রব, ঋণমুক্তি কিংবা দুর্ভিক্ষ বা অন্য আপদ-বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইব,—এই চিন্তা করিয়া লোকে মাটির তলায় ধন পুতিয়া রাখে ।
- ৩। কিন্তু এইভাবে গভীর গর্তে উত্তমরূপে ধন পুতিয়া রাখিলেও ইহা সব সময়ে উপকারে আসে না ।
- ৪। কারণ, গুপ্তধন স্থানচ্যুত হইতে পারে, চিহ্নিত স্থান বিস্মৃত হইতে পারে, নাগেরা তাহা স্থানান্তরিত করিতে পারে, যক্ষেরাও হরণ করিতে পারে, অপ্রিয় উত্তরাধিকারী অজ্ঞাতে তুলিয়া নিতে পারে বিশেষতঃ পুণ্যক্ষেয়ে মানুষের সমস্ত ধনই বিনষ্ট হইয়া যায় ।

- ৫। স্ত্রী কিংবা পুরুষের দান, শীল, সংযম ও দমের দ্বারা যে পুণ্যসম্পদ সঞ্চিত হয় এবং চৈত্যাদি নিশ্চারণ, ভিক্ষুসঙ্ঘ, পুঙ্গল, অতিথি, মাতা-পিতা কিংবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতির ভরণপোষণ ও সেবা-শুশ্রূষায় যে ধন ব্যয় করা হয়, তাহাই প্রকৃতপক্ষে সুরক্ষিত, অজেয় এবং অহুগামী ধন। পার্থিব সকল সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল এই ধন সঙ্গে লইয়াই মাহুষ পরলোকে যাত্রা করে।
- ৬। ইহাতে অপরের কোন অধিকার নাই, চোরেও হরণ করিতে অক্ষম। স্ত্রাং যে পুণ্যধন মানবের অহুগামী হয়, জ্ঞানী ব্যক্তির তাহাই সঞ্চয় করা কর্তব্য।
- ৭। এই ধন দেব-মহুষ্য সকলেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে, তাহারা যাহা যাহা পাইতে অভিলাষ করে ইহার দ্বারা সমস্তই লাভ করিতে পারে।
- ৮। স্ত্রনর বর্ণ, স্ত্রমিষ্ট স্বর, দেহসৌষ্ঠব, স্ত্রনর রূপ, আধিপত্য ও পরিবার-সম্পদ সমস্তই ইহার দ্বারা লাভ করা যায়।
- ৯। প্রাদেশিক রাজ্য, পরম কাম্য রাজচক্রবর্তীর স্ত্রন, স্বর্গরাজ্যের ইন্দ্র সমস্তই ইহার দ্বারা লাভ করা যায়।
- ১০। ইহলোকে মহুষ্যসম্পদ, দেবলোকের দিব্যানন্দ এবং পরম স্ত্রন নির্বাণসম্পত্তি সমস্তই ইহার দ্বারা লাভ করা যায়।
- ১১। পরম মিত্রসম্পদ লাভ করিয়া যিনি জ্ঞানপূর্বক যোগসাধনা করেন, তাঁহার বিজ্ঞা, বিমুক্তি ও চিত্তের বশীভাব সমস্তই ইহার দ্বারা লাভ করা যায়।
- ১২। চারি প্রতিসম্ভিদ্ধা, অষ্ট বিমোক্ষ, জীবকপারমী বা অহং, পচেক বুদ্ধত্ব ও সম্যক্ সঙ্ঘোধি লাভ সমস্ত ইহার দ্বারা সম্ভব হয়।
- ১৩। এই পুণ্যসম্পদগুলি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, এইজন্ত ধীর ও বিজ্ঞ ব্যক্তির পুণ্যকর্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন।

মচ্ছরাজ পরিভ্রমঃ

পুরেন্তো বোধিসত্ত্বারে নিব্বত্তো মচ্ছ যোনিয়ং,
 আচরিতঞ্চ ঐগতথং মহামেঘং পবস্সয়ং ।
 সকেসু নিগ্রোধারামে বসন্তেন মহেসিনা,
 সারিপুত্তস্স থেরস্স ভাসিতং তং ভণাম হে ।
 পুনাপরং যদা হোমি মচ্ছরাজা মহাসরে,
 উণ্ণে সুরিয় সন্তাপে উদকং খীয়থে যথা ;
 ততো কাকা চ গিজ্জা চ বকা কুলাল সেনকা,
 ভঙ্ঘযন্তি দিবা রত্তিং মচ্ছে উপনিসীদিয় ।
 এবং চিন্তেসহং তথ সহ ঐগতীহি পীলিতো,
 কেন নুথো উপায়েন ঐগতী ছঙ্ঘা পমোচযে ।
 চিন্তযিত্তান ধম্মথং সচ্চং অদসম্পস্সয়ং,
 সচ্চে ঠিত্তা পমোচেসি ঐগতীনন্তং অতিঙ্ঘয়ং ।
 অনুস্সরিত্বা সদম্মং পরমথং বিচিন্তয়ং,
 অকাসি সচ্চ কিরিয়ং যং লোকে ধুবসজ্জতং ।
 যতো সরামি অন্তানং যতো পত্তোষ্মি বিগ্রুত্তং,
 নাভিজানামি সঙ্ঘিচ্চ এক পাণম্পি হিংসিতং
 এতেন সচ্চবজ্জেন পজ্জুনো অভিবস্সতু ।
 অভিখনয পজ্জুনো নিধিং কাকস্স ন বাসযে,
 কাকং সোকায রুদ্ধেহি মচ্ছে সোকা পমোচযে,
 সহকতে সচ্চবরে পজ্জুনো অভিগজ্জিয় ।
 থলং নিল্লঞ্চ পুরেন্তো থণেন অভিবস্সেথ,
 এবরুপং সচ্চবরং কত্বা বীরিয়মুত্তমং,
 বস্সাপেসি মহামেঘং সচ্চতেজং পবস্সিতো,
 সচ্চেন মে সমো নথি, এসা মে সচ্চপারমীতি ।

সাড়ম্বরে বুদ্ধ পূজাদি সমাপ্ত করিয়া ন্যূনপক্ষে পাঁচ জন ভিক্ষু দ্বারা

প্রথমে মহাসময় সূত্র পাঠ করাইয়া পরে এই মচ্ছরাজ পরিভ্রাণটি তিন বার পাঠ করাইয়া শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিলে অচিরে বৃষ্টিপাত হয় ।

কুমার পঞং

- ১। এক নাম কিং ? সৰ্ব্ব সত্তা আহারটীতিকা ।
“এক নাম কি ? সকল প্রাণী আহারের দ্বারা জীবিত থাকে ।
- ২। দ্বৈ নাম কিং ? নামঞ্চ, রূপঞ্চ ।
দুইটি কি ? নাম ও রূপ ।
- ৩। তীনি নামানি কিং ? তিস্মো বেদনা ।
“তিন কি ? বেদনা তিন প্রকার (সুখ, দুঃখ, উপেক্ষা)
- ৪। চত্তারি নাম কিং ? চত্তারি অরিয়সচ্ছানি ।
“চারি কি ? চারি আৰ্যসত্য । (১। দুঃখ আৰ্যসত্য,
২। দুঃখ-সমুদয় আৰ্যসত্য, ৩। দুঃখ-নিরোধ আৰ্যসত্য,
৪। দুঃখ-নিরোধের উপায় আৰ্যসত্য ।)”
- ৫। পঞ্চ নাম কিং ? পঞ্চুপাদানস্কন্ধা ।
“পাঁচ কি ? পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ । (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা,
সংস্কার, বিজ্ঞান) ।
- ৬। ছ নাম কিং ? ছ অজ্ঞাতিকানি আযতনানি ।
“ছয় কি ? ছয় আভ্যন্তরিক আয়তন । (চক্ষু, শ্রোত্র,
ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন) ।
- ৭। সত্ত নাম কিং ? সত্ত বোজ্জাঙ্গা (স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীৰ্য্য,
প্রীতি, প্রশ্রুতি, সমাধি, উপেক্ষা)
- ৮। অষ্ট নাম কিং ? অরিয়ো অষ্টাঙ্গিকো মগ্গো ।
“অষ্ট কি ? আৰ্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ । (সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্
সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কৰ্ম্ম, সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্
প্রচেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি ।

৯। নব নাম কিং? নব সত্ত্বাবাস।

নয় কি? নয় সত্ত্বাবাস যথা—

১। নানাকায় নানাসংজ্ঞা ২। নানাকায় একসংজ্ঞা

৩। এককায় নানাসংজ্ঞা ৪। এককায় একসংজ্ঞা

৫। অসংজ্ঞ সত্ত্ব দেবগণ ৬। অনন্তাকাশ আয়তনে উপগত

প্রাণী অর্থাৎ ষাঁহারা রূপভব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হইয়া “আকাশানন্ত” এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৭। বিজ্ঞানায়তনে উপগত প্রাণী অর্থাৎ ষাঁহারা

“বিজ্ঞানানন্ত” এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে। ৮। অকিঞ্চনায়-

তনে উপগত প্রাণী, অর্থাৎ ষাঁহারা “আকাশ ও

বিজ্ঞানাভীত কিছুই নাই” এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৯। নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তনে উপগত প্রাণী, অর্থাৎ

ষাঁহারা অকিঞ্চন জ্ঞানাভীত সংজ্ঞা ও অসংজ্ঞা জ্ঞানপ্রাপ্ত

সত্ত্বগণ।

১০। দশ নাম কিং? দশহঙ্গেহি সমন্নাগতো অরহো'তি।

দশ কি? দশ অঙ্গ দ্বারা ভূষিত অর্হৎ যথা :—

১। অশৈক্ষ্য সম্যক্ দৃষ্টি। ২। অশৈক্ষ্য সম্যক্ সঙ্কল্প।

৩। অশৈক্ষ্য সম্যক্ বাক্য ৪। অশৈক্ষ্য সম্যক্ কর্ম্ম।

৫। অশৈক্ষ্য সম্যক্ জীবিকা ৬। অশৈক্ষ্য সম্যক্ প্রচেষ্টা।

৭। অশৈক্ষ্য সম্যক্ স্মৃতি। ৮। অশৈক্ষ্য সম্যক্ সমাধি।

৯। অশৈক্ষ্য সম্যক্ জ্ঞান। ১০। অশৈক্ষ্য সম্যক্ বিমুক্তি।

‘সোপাক’ নামক একজন শ্রামণ সাত বৎসর বয়সে অর্হৎ প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের নিকট উপসম্পদা যাচ্চা করিলে ভগবান বুদ্ধ তাহার জ্ঞান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে এই দশটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। শ্রামণ যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া ভগবানের সন্তোষ বিধান করিলে তিনি তাহাকে উপসম্পদা প্রদান করেন। সাত বৎসর বয়স্ক কুমারকে এই সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল বলিয়া ইহা “কুমার পঞ্ছং” নামে অভিহিত হইয়াছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কম্বাবাচা

নমোতস্ম ভবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্ম । (৩ বার)

উপসম্পদা কর্ণ-বাচা ।

পঠমং উপজ্জাং গাহাপেতব্বো, উপজ্জাং গাহাপেত্বা
পত্তচীবরং আচিন্ধিতব্বং ।

অযং তে পত্তো ? আম ভন্তে ।

অযং সজ্জাটি ? আম ভন্তে ।

অযং উত্তরাসক্কো ? আম ভন্তে ।

অযং অন্তরবাসকো ? আম ভন্তে ।

গচ্ছ অমুগ্গি ওকাসে তিষ্ঠাহি ।

সুণাতু মে ভন্তে সজ্জো ! নাগো আযস্মতো তিস্সস্স উপসম্পদা
পেথো, যদি সজ্জস্স পত্তকল্লং, অহং নাগং অনুসাসেয্যং ।

সুণাসি নাগ ! অযং তে সচ্চকালো ভূতকালো, যং জাতং তং
সজ্জমজ্জো পুচ্ছন্তে, সন্তং অখী'তি বত্তব্বং । অসন্তং নখী'তি বত্তব্বং ।

মা খো বিখাসি, মা খো মঙ্কু অহোসি, এবং তং পুচ্ছিস্সন্তি :-

সন্তি তে এবরুপা আবাধা ?

কুর্টং ? নখি ভন্তে ।

গণ্ডো ? নখি ভন্তে ।

কিলাসো ? নখি ভন্তে ।

সোসো ? নখি ভন্তে ।

অপমারো ? নখি ভন্তে ।

মনুস্সোসি ? আম ভন্তে ।

পুরিসোসি ? আম ভন্তে ।

ভুজিস্মোসি ?	আম ভন্তে ।
অনগোসি ?	আম ভন্তে ।
ন'সি রাজ্জভটো ?	আম ভন্তে ।
অনুগ্রগাতোসি মাতা পিতৃহি ?	আম ভন্তে ।
পরিপুণ্ণ বীসতি বস্মোসি ?	আম ভন্তে ।
পরিপুণ্ণ তে পত্ত চীবরং ?	আম ভন্তে ।
কিন্নামোসি ?	

অহং ভন্তে নাগো নাম ।

কো নামো তে উপজ্জাযো ?

উপজ্জাযো মে ভন্তে আযস্মা তিস্সথেরো নাম ।

সুণাতু মে ভন্তে সজ্জো ! নাগো আযস্মতো তিস্সস্স উপসম্পদা পেথো । অনুসিঠো সো মযা, যদি সজ্জস্স পত্তকল্লং, নাগো আগচ্ছ্য্য ।

আগচ্ছাহী'তি বত্তব্বো । “আগচ্ছাহি”

“সজ্জং ভন্তে উপসম্পদং যাচামি, উল্লুপ্পতু মং ভন্তে সজ্জো অনুকম্পং উপাদায় ।

হুতিযম্পি ভন্তে সজ্জং উপসম্পদং যাচামি, উল্লুপ্পতু মং ভন্তে সজ্জো অনুকম্পং উপাদায় ।

ততিযম্পি ভন্তে সজ্জং উপসম্পদং যাচামি, উল্লুপ্পতু মং ভন্তে সজ্জো অনুকম্পং উপাদায় ।”

সুণাতু মে ভন্তে সজ্জো ! অযং নাগো আযস্মতো তিস্সস্স উপসম্পদা পেথো । যদি সজ্জস্স পত্তকল্লং, অহং নাগং আন্তরাযিকে ধম্মে পুচ্ছ্য্যং । সুণাসি নাগ—অযং তে সচ্চকালো ভূতকালো, যং জাতং তং পুচ্ছামি, সন্তং অথী'তি বত্তব্বং, অসন্তং নথী'তি বত্তব্বং ;

সন্তি তে এবরূপা আবাবাধা ?

কুট্টং ?

নথি ভন্তে ।

গণ্ডো ?

নথি ভন্তে ।

কিলাসো ?	নথি ভন্তে ।
সোসো ?	নথি ভন্তে ।
অপমারো ?	নথি ভন্তে ।
মনুস্মোসি ?	আম ভন্তে ।
পুরিসোসি ?	আম ভন্তে ।
ভুজিস্মোসি ?	আম ভন্তে ।
অনগোসি ?	আম ভন্তে ।
ন'সি রাজভটো ?	আম ভন্তে ।
অনুগ্রাতোসি মাতাপিতৃহি ?	আম ভন্তে ।
পরিপুল্ল বীসতি বস্মোসি ?	আম ভন্তে ।
পরিপুল্লং তে পত্তচীবরং ?	আম ভন্তে ।
কিন্নামোসি ?	

অহং ভন্তে নাগো নাম ।

কো নামো তে উপজ্জাযো ?

উপজ্জাযো মে ভন্তে আযস্মা তিস্সথেরো নাম ।

সুণাতু মে ভন্তে সজ্জো ! অযং নাগো, আযস্মতো তিস্সস্স উপসম্পদা পেখো, পরিসুদ্ধো অন্তরাযিকেহি ধম্মেহি, পরিপুল্লস্স পত্তচীবরং, নাগো সজ্জং উপসম্পদং যাচতি, আযস্মতা তিস্সেন উপজ্জাযেন, যদি সজ্জস্স পত্তকল্লং, সজ্জো নাগং উপসম্পাদেয্য আযস্মতা তিস্সেন উপজ্জাযেন, এসা ঐত্তি ।

সুণাতু মে ভন্তে সজ্জো ! অযং নাগো আযস্মতো তিস্সস্স উপসম্পদা পেখো, পরিসুদ্ধো অন্তরাযিকেহি ধম্মেহি, পরিপুল্লস্স পত্তচীবরং, নাগো সজ্জং উপসম্পদং যাচতি আযস্মতা তিস্সেন উপজ্জাযেন, সজ্জো নাগং উপসম্পদং যাচতি আযস্মতা তিস্সেন উপজ্জাযেন, যস্মাযস্মতো খমতি নাগস্স উপসম্পদা আযস্মতা তিস্সেন উপজ্জাযেন, সো তুহস্স যস্স নক্কমতি সো ভাসেয্য ।

তৃতীয়ম্পি এতমখং বদামি

শুণাতু মে ভন্তে সঙ্ঘো ! অযং নাগো আযস্মতো তিস্সস্স উপসম্পদা পেথো পরিসুদ্ধো অন্তরাযিকেহি ধম্মেহি, পরিপুঙ্গস্স পত্তচীবরং, নাগো উপসম্পদং যাচতি আযস্মতা তিস্সেন উপজ্জাযেন, সঙ্ঘো নাগং উপসম্পাদেতি আযস্মতা তিস্সেন উপজ্জাযেন, যস্মাযস্মতো খমতি নাগস্স উপসম্পদা আযস্মতা তিস্সেন উপজ্জাযেন, সো তুহস্স যস্স নস্সমতি সো ভাসেযা ॥

তৃতীয়ম্পি এতমখং বদামি

শুণাতু মে ভন্তে সঙ্ঘো ! অযং নাগো আযস্মতো তিস্সস্স উপসম্পদা পেথো, পরিসুদ্ধো অন্তরাযিকেহি ধম্মেহি, পরিপুঙ্গস্স পত্তচীবরং, নাগো সঙ্ঘং উপসম্পদং যাচতি আযস্মতা তিস্সেন উপজ্জাযেন, সঙ্ঘো নাগং উপসম্পাদেতি, আযস্মতা তিস্সেন উপজ্জাযেন, যস্মাযস্মতো খমতি নাগস্স উপসম্পদা আযস্মতা তিস্সেন উপজ্জাযেন, সো তুহস্স যস্স নস্সমতি সো ভাসেযা । (উপসম্পন্নো সঙ্ঘেন নাগো আযস্মতা তিস্সেন উপজ্জাযেন, খমতি সঙ্ঘস্স তস্মা তুহী এবমেতং ধারষামী 'তি) ॥

[বন্ধনী পর্যন্ত তিনবার বলতে হবে]

— : —

চত্তারি নিস্সযানি ।

তাবদেব ছায়া মেতব্বা, উতুপ্পমাণং আচিঙ্ছিতব্বং, দিবসভাগো আচিঙ্ছিতব্বো, সন্ধ্যীতি আচিঙ্ছিতব্বা, চত্তারো নিস্সযা আচিঙ্ছিতব্বা, চত্তারি চ অকরণীযানি আচিঙ্ছিতব্বানি ॥

পিণ্ডিয়ালোপ ভোজনং নিস্সায পববজ্জো, তথ তে যাবজ্জীবং উস্সাহো করণীযো,—অতিরেকলাভো, সঙ্ঘভত্তং, উদ্দেশভত্তং, নিমন্তণং, সলাকভত্তং, পঙ্খিকং, উপোসাধিকং, পাটিপদিকং ॥ (আম (ভন্তে)

পংমুকুলচীবরং নিস্মায় পবজ্জা, তথ তে যাবজ্জীবং উস্মাহো করণীযো—অতিরেকলাভো, খোমং, কল্পাসিকং, কোসেয্যং, কণ্ডলং, সাগং, ভঙ্গং । (আম ভন্তে)

কল্মষমূল সেনাসনং নিস্মায় পবজ্জা, তথ তে যাবজ্জীবং উস্মাহো করণীযো,—অতিরেকলাভো, বিহারো, অড্ডযোগো, পাসাদো, হস্মিয়ং, গুহা । (আম ভন্তে)

পুতিমুস্ত ভেসজ্জং নিস্মায় পবজ্জা—তথ তে যাবজ্জীবং উস্মাহো করণীযো,—অতিরেকলাভো, সপ্পি, নপনীতং, তেলং, মধু, ফাগিতং । (আম ভন্তে)

চস্তারি অকরণীয়ানি

উপসম্পন্নেন ভিক্ষুনা, মেথুনো ধম্মো নপ্পটিসেবিতক্কো অন্তমসো তিরচ্ছান গতায়পি । যো ভিক্ষু মেথুনং ধম্মং পটিসেবতি, অস্মমণো হোতি অসক্যপুত্তিযো, সেযাথাপি নাম—পুরিসো সীসচ্ছিম্মো অভক্কো তেন সরীরবন্ধনেন জীবিতুং, এবমেব ভিক্ষু মেথুনং ধম্মং পটিসেবিত্বা অস্মমণো হোতি অসক্যপুত্তিযো, তং তে যাবজ্জীবং অবরণীযং । (আম ভন্তে) ।

উপসম্পন্নেন ভিক্ষুনা অদিম্নং ধেয্যসংখাতং ন আদাতব্বং অন্তমসো তিগসলাকং উপাদায় । যো ভিক্ষু পাদং বা পাদরহং বা অতিরেক পাদং বা অদিম্নং ধেয্যসংখাতং আদিযতি, অস্মমণো হোতি অসক্যপুত্তিযো । সেযাথাপি নাম—পণ্ডপল্লাসো বন্ধনা পমুত্তো অভক্কো হরি-তস্তাষ । এবমেব ভিক্ষু পাদং বা পাদরহং বা অতিরেক পাদং বা অদিম্নং ধেয্যসংখাতং আদিষিত্বা অস্মমণো হোতি অসক্যপুত্তিযো, তং তে যাবজ্জীবং অকরণীযং । (আম ভন্তে) ।

উপসম্পন্নেন ভিক্ষুনা সঞ্চিচ্চ পাণো জীবিতা ন বোরোপেতক্কো অন্তমসো কুহুকিপিল্লিকং উপাদায় । যো ভিক্ষু সঞ্চিচ্চ মনুস্সবি-গ্গহং জীবিতা বোরোপেতি অন্তমসো গত্তপাতনং উপাদায়, অস্মমণো

হোতি অসক্যপুত্তিয়ো । সেযাথাপি নাম—পুথুসিলা দেধা ভিন্না
অপ্পটিসন্ধিকা হোতি, এবমেব ভিদ্ধু সঞ্চিচ্চ মনুস্সবিগ্গহং জীবিতা
বোরোপেত্ভা অস্সমণো হোতি অসক্যপুত্তিয়ো, তং তে যাবজ্জীবং
অকরণীযং । (আম ভন্তে) ।

উপসম্পন্নেন ভিদ্ধুনো উত্তরিমনুস্সধম্মো ন উল্লপিতবেহা, অন্তমসো
সুগ্রাগারে অভিরমামী'তি । যো ভিদ্ধু পাপিচ্ছো ইচ্ছাপকতো
অসন্তং অভূতং উত্তরিমনুস্সধম্মং উল্লপতি, ঝানং বা বিমোঙ্খং বা
সমাধিং বা সমাপত্তিং বা মগ্গং বা ফলং বা অস্সমণো হোতি অসক্য-
পুত্তিয়ো । সেযাথাপি নাম—তালো মথকচ্ছিন্নো অভবেহা পুনবিবুদ্বিহা,
এবমেব ভিদ্ধু পাপিচ্ছো ইচ্ছাপকতো অসন্তং অভূতং উত্তরি-
মনুস্সধম্মং উল্লপিত্বা অস্সমণো হোতি অসক্যপুত্তিয়ো, তং তে যাবজ্জীবং
অকরণীযং । (আম ভন্তে) ।

কঠিনথার কস্ম-বাচা

সুণাতু মে ভন্তে সজ্জো ! ইদং সজ্জস্স কঠিন চীবরং (ছুস্সং)
উপ্পন্নং, যদি সজ্জস্স পত্তকল্পং, সজ্জো ইমং কঠিন চীবরং (ছুস্সং)
তিস্সস্স ভিদ্ধুনো দদেয্য, কঠিনং অথরিতুং—এসা ঞ্জত্তি ।

সুণাতু মে ভন্তে সজ্জো ! ইদং সজ্জস্স কঠিন চীবরং (ছুস্সং)
উপ্পন্নং, সজ্জো ইমং কঠিন চীবরং (ছুস্সং) তিস্সস্স ভিদ্ধুনো দেতি,
কঠিনং অথরিতুং, যস্সাযস্সতো খমতি, ইমস্স কঠিন চীবরস্স (ছুস্সস্স)
তিস্সস্স ভিদ্ধুনো দানং, কঠিনং অথরিতুং সো তুহস্স যস্স
নক্কমতি, সো ভাসেয্য ।

(দিন্নং ইদং সজ্জেন কঠিন চীবরং (ছুস্সং) তিস্সস্স ভিদ্ধুনো,
কঠিনং অথরিতুং, খমতি সজ্জস্স তস্মা তুহী"—এবমেতং
ধারয়ামী'তি) । (তিনবার বলতে হবে)

অবিপ্লবাস সীমাসমূহণ কল্প-বাচ্য

শূন্যত্ব মে ভন্তে সজ্জা ! যো সো সজ্জেন তিচীবরেন অবিপ্লবাসো সন্মতো, সজ্জা তং তিচীবরেন অবিপ্লবাসং সমূহণতি, যস্মাযস্মতো খমতি এতস্ম তিচীবরেন অবিপ্লবাসস্ম সমুগ্ধাতো, সো তুগ্হস্ম যস্ম নক্সমতি সো ভাসেয্য—সমূহতো সো সজ্জেন তিচীবরেন অবিপ্লবাসো, খমতি সজ্জস্ম তস্মা তুগ্হী এবমেতং ধারযামী’তি ।

সমান সংবাস সীমা সমূহণ কল্প-বাচ্য

শূণ্যত্ব মে ভন্তে সজ্জা ! যা সা সজ্জেন সীমা সন্মতা সমানসংবাসা একূপোসথা, যদি সজ্জস্ম পত্তকল্পং সজ্জা তং সীমং সমূহণেযা, সমানসংবাসং একূপোসথং—এসো ঞ্জতি ।

শূণ্যত্ব মে ভন্তে সজ্জা ! যা সা সজ্জেন সীমা সন্মতা সমানসংবাসা একূপোসথা ! সজ্জা তং সীমং সমূহণতি, সমানসংবাসং একূপোসথং । যস্মাযস্মতো খমতি, এতিস্মা সীমায সমানসংবাসায একূপোসথায সমুগ্ধাতো, সো তুগ্হস্ম, যস্ম নক্সমতি সো ভাসেয্য । সমূহতো সা সীমা সজ্জেন সমানসংবাসা একূপোসথা, খমতি সজ্জস্ম তস্মা তুগ্হী এবমেতং ধারযামী’তি ।

সমান সংবাস সীমা সমুত্তি কল্প-বাচ্য

পুৰথিমায দিসায কিং নিমিত্তং ? (পাসাণো ভন্তে), এসো পাসাণো নিমিত্তং । পুৰথিমায অনুদিসায কিং নিমিত্তং ? (পাসাণো ভন্তে), এসো পাসাণো নিমিত্তং । দক্ষিণায দিসায কিং নিমিত্তং ? (পাসাণো ভন্তে), এসো পাসাণো নিমিত্তং । দক্ষিণায অনুদিসায কিং নিমিত্তং ? (পাসাণো ভন্তে), এসো পাসাণো নিমিত্তং । পচ্ছিমায দিসায

+ [পৰ্বত নিমিত্তং, পান্য নিমিত্তং, বন নিমিত্তং, কৃষ্ণ নিমিত্তং, মগ্গ নিমিত্তং, বস্মিক নিমিত্তং, নদী নিমিত্তং, উদক নিমিত্তং ’তি অট্ট সীমা] ।

কিং নিমিত্তং ? (পাসাণো ভন্তে), এসো পাসাণো নিমিত্তং । পচ্ছিমায অনুদিসায কিং নিমিত্তং ? (পাসাণো ভন্তে), এসো পাসাণো নিমিত্তং । উত্তরায দিসায কিং নিমিত্তং ? (পাসাণো ভন্তে), এসো পাসাণো নিমিত্তং । উত্তরায অনুদিসায কিং নিমিত্তং ? (পাসাণো ভন্তে), এসো পাসাণো নিমিত্তং । পূরথিমায দিসায কিং নিমিত্তং ? (পাসাণো ভন্তে), এসো পাসাণো নিমিত্তং ।

সুণাতু মে ভন্তে সজ্জো ! যাবতা সমস্তা নিমিত্তা কিত্তিতা, যদি সজ্জস্স পত্তকল্লং, সজ্জো এতেহি নিমিত্তেহি সীমং সম্মন্নেয্য, সমান-সংবাসং একূপোসথং—এসা ঞ্জতি ।

সুণাতু মে ভন্তে সজ্জো ! যাবতা সমস্তা নিমিত্তা কিত্তিতা, সজ্জো এতেহি নিমিত্তেহি সীমং সম্মন্নতি, সমানসংবাসং একূপোসথং, যস্মাযস্মতো খমতি এতেহি নিমিত্তেহি সীমায সম্মুতি সমানসংবাসায একূপোসথায—সো তুহস্স যস্স নস্মমতি সো ভাসেয্য ।—সম্মতা সা সীমা সজ্জেন এতেহি নিমিত্তেহি, সমানসংবাসা একূপোসথা, খমতি সজ্জস্স তস্মা তুহসী এবমেতং ধারযামী’তি ।

মহা পব্বাজনিয কস্ম-বাচা

সুণাতু মে ভন্তে সজ্জো ! যে কেচি অমনুস্সা ইমস্মিং আরামে (গেহে, গামে, নগরে) বসন্তা যচ্ছা বা গন্ধক্বা বা কুন্তণা বা নাগা বা বুদ্ধে অল্পসন্না, ধম্মে অল্পসন্না, সজ্জে অল্পসন্না, চণ্ডা, রুদ্ধা, রভসা, অদযালুকা, বিহেসকা । কুলানি চ এতেহি বিহেসিতানি দিস্সন্তি চেব সুয্যন্তি চ । যদি সজ্জস্স পত্তকল্লং, সজ্জো এতেসং অমনুস্সানং ইমস্মিং আরামে (গেহে, গামে, নগরে) বসন্তানং যচ্ছানং বা গন্ধক্বানং বা কুন্তণানং বা নাগানং বা ইমস্মা আরামা (গেহা, গামা, নগরা) পব্বাজনিয কস্মং করেয্য । ন এতেহি অমনুস্সেহি যচ্ছেহি বা গন্ধক্বেহি বা কুন্তণেহি বা নাগেহি বা ইমস্মিং আরামে (গেহে, গামে, নগরে) বসিতব্বন্তি । এসা ঞ্জতি ।

সুণাতু মে ভন্তে সজ্জা ! যে কেচি অমনুস্মা ইমস্মিং আরামে (গেহে, গামে, নগরে) বসন্তা যদ্ধা বা গন্ধক্বা বা কুন্তুণা বা নাগা বা বুদ্ধে অগ্নসন্না, ধম্মে অগ্নসন্না, সজ্জে অগ্নসন্না,—চণ্ডা, কুন্দা, রতসা, অদযালুকা, বিহেসকা । কুলানি চ এতেহি বিহেসিতানি দিস্সন্তি চেব সুয্যন্তি চ । সজ্জা ! এতেসং অমনুস্মানং ইমস্মিং আরামে (গেহে, গামে, নগরে) বসন্তানং যদ্ধানং বা গন্ধক্বানং বা কুন্তুণানং বা নাগানং বা ইমস্মা আরামা (গেহা, গামা, নগরা) পব্বাজনিয কস্মং করোতি । ন এতেহি অমনুস্মেহি যদ্ধেহি বা গন্ধক্বেহি বা কুন্তুণেহি বা নাগেহি বা ইমস্মিং আরামে (গেহে, গামে, নগরে) বসিতব্বন্তি । যস্মায়স্মতো খমতি এতেসং অমনুস্মানং ইমস্মিং আরামে (গেহে, গামে, নগরে) বসন্তানং যদ্ধানং বা গন্ধক্বানং বা কুন্তুণানং বা নাগানং বা ইমস্মা আরামা (গেহা, গামা, নগরা) পব্বাজনিয কস্মস্স করণং—ন এতেহি অমনুস্মেহি যদ্ধেহি বা গন্ধক্বেহি বা কুন্তুণেহি বা নাগেহি বা ইমস্মিং আরামে (গেহে, গামে, নগরে) বসিতব্বন্তি । সো তুণ্হস্স যস্স নক্কমতি সো ভাসেয্য ।

দ্বিতীয়ম্পি এতমথং বদামি……।

তৃতীয়ম্পি এতমথং বদামি…… ।

কতং পব্বাজনিয কস্মং সজ্জেন ন ইমেহি অমনুস্মেহি যদ্ধেহি বা গন্ধক্বেহি বা কুন্তুণেহি বা নাগেহি বা ইমস্মিং আরামে (গেহে, গামে, নগরে) বসিতব্বন্তি—এবমেতং ধারয়ামৌতি । (তিনবার)

থেরসম্মুতি কস্মবাচা

“অহং ভন্তে ইথন্নামং থেরসম্মুতিং ইচ্ছামি, সোহং ভন্তে সজ্জং ইথন্নামং থেরসম্মুতিং যাচামি” (তিনবার বলিতে হইবে) ।

সুণাতু মে ভন্তে সজ্জা ! অযং ইথন্নামো ভিদ্ধু, সজ্জং ইথন্নামং

থেরসম্মুতিং যাচতি, যদি সজ্জস্স পত্তকল্পং, সজ্জো ইথন্নামস্স ভিদ্ধুনো ইথন্নামং থেরসম্মুতিং দদেয্য—এসা ঐত্তি ।

সুনাতু মে ভন্তে সজ্জো ! অযং ইথন্নামো ভিদ্ধুস্সজ্জং ইথন্নামং থেরসম্মুতিং দেতি, যস্সাযস্সতো থমতি ইথন্নামস্স ভিদ্ধুনো ইথন্নামাহ থেরসম্মুতিয়া দানং, সো তুণহস্স যস্স নদ্ধমতি সো ভাসেয্য :—

(দিন্না সজ্জেন ইথন্নামস্স ভিদ্ধুনো ইথন্নামা থেরসম্মুতি, থমতি সজ্জস্স তস্মা তুস্সী এবমেতং ধারযামী’তি) । (বন্ধনীযুক্ত অংশটা তিনবার বলিতে হইবে) ।

বুদ্ধমূর্তির জীবন্যাস

“অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিচ্ছিসং,
গহকারকং গবেসন্তো তুচ্ছা জাতি পুনপ্পনং ।
গহকারক দিঠোঁসি পুনগেহং ন কাহসি,
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্না গহকূটং বিসঙ্খিতং
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্হানং থযমজ্জাগা ।”

হেতু পচ্চযো, আরম্মণ পচ্চযো, অধিপতি পচ্চযো, অনন্তর পচ্চযো, সমনন্তর পচ্চযো, সহজাত পচ্চযো, অপ্রমণ্ড পচ্চযো, নিস্সয পচ্চযো, উপনিস্সয পচ্চযো, পুরেজাত পচ্চযো, পচ্ছাজাত পচ্চযো, আসেবন পচ্চযো, কস্ম পচ্চযো, বিপাক পচ্চযো, আহার পচ্চযো, ঝান পচ্চযো, ইন্দ্রিয় পচ্চযো, মগ্গ পচ্চযো, সম্পযুক্ত পচ্চযো, বিগ্নযুক্ত পচ্চযো, অখি পচ্চযো, নখি পচ্চযো, বিগত পচ্চযো, অবিগত পচ্চযো’তি ।

ইমস্মিং সতি ইদং হোতি, ইমস্স উপ্পাদা ইদং উপ্পজ্জতি—যদিদং অবিজ্জা পচ্চযা সংখারা, সংখার পচ্চযা বিণ্ণগনং, বিণ্ণগণ পচ্চযা নাম-রূপং, নামরূপ পচ্চযা সল্লাযতনং, সল্লাযতন পচ্চযা ফস্সো, ফস্স পচ্চযা বেদনা, বেদনা পচ্চযা তণ্হা, তণ্হা পচ্চযা উপাদানং, উপাদান পচ্চযা

ভবো, ভব পরিত্যাগ জ্ঞান, জ্ঞান পরিত্যাগ জরা-মরণ-সোক-পরিদেব-তৃষ্ণা-
দোমনস্ক-পায়াসা সমুৎপত্তি। এবমেতন্ম কেবলম্ তৃষ্ণা-তৃষ্ণম্ সমুদয়ো
হোতি।

ইম্মিহ অসংখ্য উদং ন হোতি, ইম্মস নিরোধো ইদং নিরুজ্জাতি —
যদিদং অবিজ্জায়তেন অসেস নিরোধো সংখার নিরোধো, সংখার নিরোধো
বিগ্রহাণ নিরোধো, বিগ্রহাণ নিরোধো নামরূপ নিরোধো, নামরূপ
নিরোধো সপায়াতন নিরোধো, সপায়াতন নিরোধো ফস্স নিরোধো, ফস্স
নিরোধো বেদনা নিরোধো, বেদনা নিরোধো তণ্হা-নিরোধো, তণ্হা-
নিরোধো উপাদান নিরোধো, উপাদান নিরোধো ভব নিরোধো, ভব
নিরোধো জ্ঞান নিরোধো, জ্ঞান নিরোধো জরা-মরণ-সোক-পরিদেব-তৃষ্ণা-
দোমনস্ক-পায়াসা নিরুজ্জাতি। এবমেতন্ম কেবলম্ তৃষ্ণা-তৃষ্ণম্
নিরোধো হোতি।

জয়ন্তো বোধিয়া মূলে সন্ধ্যানং নন্দিবত্তনো,

এবমেব জযো হোতু জয়স্স জয়মঙ্গলে।

অপরাজিত পল্লঙ্কে সীসে পুথুবীমুঙ্কলে,

অভিসেকে সম্বুদ্ধানং অগ্গম্মত্তো পমোদতি।

ইতিপি সো ভগবা অরহং, সম্মাসম্বুদ্ধো, বিজ্জাচরণসম্পন্নো, সুগতো।
লোকবিদু, অনুত্তরো পুরিসদম্ম সারথী, সখা দেবমম্মানং বুদ্ধো
ভগবা'তি।

আগতি দেসনা

কনিষ্ঠ ভিক্ষু—অহং ভন্তে, সৰ্বা আপত্তিষো আরোচেয্যামি ।

(তৃতীয়ম্পি, তত্তীয়ম্পি)

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু—সাধু আবুসো, সাধু ।

কনিষ্ঠ ভিক্ষু—অহং ভন্তে, সম্বহুলা নানাবথুকা আপত্তিষো আপজ্জিং

তা তুমহমূলে পটিদেসেমি ।

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু—পস্সসি আবুসো তা আপত্তিষো ।

কনিষ্ঠ ভিক্ষু—আম ভন্তে, পস্সামি ।

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু—আযতিং আবুসো সংবরেয্যাসি ।

কনিষ্ঠ ভিক্ষু—সাধু সুষ্ঠু ভন্তে, সংবরিস্সামি । (তৃতীয়ম্পি, তত্তীয়ম্পি)

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু—অহং আবুসো, সৰ্বা আপত্তিষো আরোচেয্যামি । (তৃতী-

য়ম্পি, তত্তীয়ম্পি)

কনিষ্ঠ ভিক্ষু—সাধু ভন্তে, সাধু ।

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু—অহং আবুসো, সম্বহুলা নানাবথুকা আপত্তিষো আপজ্জিং

তা তুমহমূলে পটিদেসেমি ।

কনিষ্ঠ ভিক্ষু—পস্সথ ভন্তে তা আপত্তিষো ।

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু—আম আবুসো, পস্সামি ।

কনিষ্ঠ ভিক্ষু—আযতিং ভন্তে, সংবরেয্যাথ ।

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু—সাধু সুষ্ঠু আবুসো, সংবরিস্সামি । (তৃতীয়ম্পি, তত্তীয়ম্পি)

কনিষ্ঠ ভিক্ষু—সাধু ভন্তে, সাধু । অহং ভন্তে দেসনা-তুচ্ছং আপত্তিং

আপজ্জিং তং তুমহমূলে পটিদেসেমি ।

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু—পস্সসি আবুসো তং আপত্তিং ।

কনিষ্ঠ ভিক্ষু—আম ভন্তে, পস্সামি ।

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু—আযতিং আবুসো, সংবরেয্যাসি ।

কনিষ্ঠ ভিক্ষু—সাধু সুষ্ঠু ভন্তে, সংবরিস্সামি । (তৃতীয়ম্পি, তত্তীয়ম্পি)

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু—সাধু আবুসো, সাধু ।